বার সংকল্প করিল। কিন্তু চারিদিকে শত্রুগণ প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান থাকায় তাহারা কোনও ক্রমেই পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না। এই ঘোর সঙ্কটকালে গ্রেগোর পত্নী সোহাখী এক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ভগিনীগণ! এখন আসন্ন কাল উপস্থিত! দুইটী পথ তোমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, এই দুইয়ের এক পথ তোমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম পথ এই, তোমাদিগকে তুর্কিদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে; তোমাদের স্বামী, জন্মভূমি এবং ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ও সতীত্ব বিনাশ করিতে হইবে। আর এক পথ আছে, সেই পথে আমি যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি এক বৎসর বয়স্ক একটী শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া পর্ব্বতশীর্ষ স্থান হইতে গহ্বরে পতিত হইলেন! মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার দেহ চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া অনলে পতঙ্গপতনের ন্যায় বহুসংখ্যক রমণী সেই পর্ব্বতগহ্বরে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাহাদের সন্তানগণ মেষশাবকের ন্যায় মাতৃগণের অনুগমন করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই মানবদেহে বিস্তৃত গহ্বরে পূর্ণ হইয়া গেল। সর্ব্বশেষে যে রমণী ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন, শবরাশি পূর্ণ গর্ভে পতিত হওয়াতে তাঁহার শরীরে কোনও আঘাত লাগিল না।

তুর্কিসৈন্য ইতিমধ্যে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জীবিত পঞ্চাশ জন স্ত্রী ও এক শত শিশু সন্তানকে বন্দী করিয়া তাহাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা অসহ্য যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াও তাহাদের অধিনায়ক গ্রেগোর দলবল কোথায় গিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিল না।

এই আর্ম্মেণীয় খৃষ্টান নরনারীদিগের আদিম বৃত্তান্ত যিনি অনুসন্ধান করিবেন, তিনিই এই মীমাংসায় উপনীত হইবেন যে, ইহাঁদের মধ্যে বহুলোক হিন্দু-শোণিত-সম্ভূত। বহু দিন পূর্ব্বে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দু ছিলেন। তাহার ইতিহাস এই, খৃষ্টাব্দের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাণিজ্যাদি করিবার জন্য এক দল হিন্দু বণিক্ আর্ম্মেণীয়াতে গিয়া বাস করে। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক সেখানে তিনটী নগর স্থাপিত হয়। ইহাদ্বারাই অনুমিত হয় যে তাহারা সেখানে কিরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহারা বহু অর্থ ব্যয়ে তত্রত্য কেশী নামক পর্ব্বতোপরি দুইটী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করে। অকস্মাৎ এই উন্নতিস্রোতের দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল। খৃষ্টের চারিশত বৎসর পরে সেন্ট গ্রেগরি নামক বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক আর্ম্মেণীয়াতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন। তিনি তথাকার খৃষ্টান রাজাদিগকে এই "পৌত্তলিক অনন্ত নরকবাসীদিগের" প্রতিকূলে উত্তেজিত করেন। যখন হিন্দুগণ খৃষ্টধর্ম্ম না মাত্র

করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। "যে তোমার দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তাহাকে বামগণ্ড ফিরাইয়া দেও।" এই মহামূল্য স্বর্গীয় উপদেশ যে নর-দেবতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তাঁহার কথিত ধর্ম্ম শোণিত বিনিময়ে প্রচারিত হইতে লাগিল। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক হত হিন্দুদিগের দেহ গর্ত্তে পুতিয়া তদুপরি একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। আর্মেণীয়ার তৎকালীন ইতিহাসলেখক জেনোবিয়াসের ইতিহাসে এই যুদ্ধের সবিস্তর বিবরণ লিখিত আছে। তিনি নিজে এই যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে হিন্দু মৃত ১০৩৮ জন। অবশিষ্ট হিন্দু বন্দী হয় এবং তাহাদের ধনরত্নাদি সমুদয় খৃষ্টানগণ আত্মসাৎ করেন। দেবমন্দিরের পুরোহিতগণ খৃষ্টানদিগের চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, দেব মন্দির ও প্রতিমা যেন ভগ্ন করা না হয়। প্রচারোন্মত্ত খৃষ্টানগণ তাহা শুনিল না। সুতরাং পুরোহিতগণ যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিল। খৃষ্টানগণ দুই জন পুরোহিতকে তৎক্ষণাৎ তরবারীর আঘাতে বিনষ্ট করিলে চারিশত পুরোহিত ও রমণীকে খৃষ্টান করিবার জন্য বন্দী করা হইল। তাহারা খৃষ্টান হইতে অস্বীকৃত হওয়ায় স্বয়ং গ্রেগরি বিচার করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন। ফৈটকরণ নগরে এই চারিশত পুরুষ ও রমণীকে কাটিয়া ফেলা হয়। অবশেষে ৫০৫০ হিন্দু পুরুষ ও রমণীকে ১লা আগষ্ট তারিখে একবারে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। * যাহারা ইহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৩৬ সালের জুন সংখ্যার পত্রিকা দেখিবেন।

অতএব ইহা নিশ্চয় যে, বর্ত্তমান সময়ে তুর্কি সুলতানের অত্যাচারী কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক আর্মেণীয়াতে যে সকল খৃষ্টান নরনারী উৎপীড়িত হইতেছে, তাহারা অনেকেই হিন্দুবংশসম্ভূত। তরবারীর সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার না হইলে এখনও তাহারা হিন্দুই থাকিত।

# বীরাঙ্গনা।

## অদ্ভুত রাজভক্তি।

রাজভক্তি মানুষের একটি সদ্‌গুণ বটে, কিন্তু তথাপি সকল অবস্থাতে ইহার প্রশংসা করিতে পারা যায় না। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে মানুষ ভক্তিবশতঃ অন্ধ হইয়া অত্যাচারী রাজার সহায়তা করিয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। এরূপ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য রাজভক্তি অবশ্য নিন্দনীয়, এবং এরূপ রাজভক্ত নরনারী

* ৩রা ভাদ্র ১৩০০ সালের "সময়" দ্রষ্টব্য।

কথনই প্রশংসার পাত্র নহেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের শুধু নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে। তাঁহাদের অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইলেও একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। রাজক্ষমতার উন্নতি সাধনার্থ তাঁহারা আহ্লাদের সহিত সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, এবং অবশেষে অম্লানবদনে প্রাণদান করিয়া তাঁহাদের শত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

শতাধিক বর্ষ অতীত হইল ফরাসিদেশে একটি ভয়ানক রাজদ্রোহ ঘটিয়াছিল। তৎকালে যিনি ফরাসি সিংহাসনে আসীন ছিলেন, তাঁহার বিশেষ অপরাধ ছিল না। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের দুঃশাসনের ফল তাঁহার মস্তকে পতিত হইল। পদদলিত ফরাসিজাতি রক্তপিপাসু হইয়া মস্তক উত্তোলন করিল এবং অচিরে বিদ্রোহানলে রাজক্ষমতা একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল। যাঁহারা রাজার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল; কিন্তু তাঁহাদের রক্তে বিদ্রোহিগণের শোণিত-পিপাসার শান্তি হইল না। তখন রাজা ও রাণী প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বিদেশে আশ্রয় লইবার সংকল্পে গুপ্তভাবে রাজধানী ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে রাণীর এক পরিচারিকা ছিলেন; ইঁহার নাম মাদম ডি লাম্বল। রাজা ও রাণীর পলায়নকালে লাম্বলও উপায়ান্তর না দেখিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের সহগামিনী না হইয়া ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া তিনি শুনিলেন যে রাজা ও রাণী পথিমধ্যে ধৃত হইয়া পুনরায় বিদ্রোহিগণের হস্তে পতিত হইয়াছেন। এখন কি কর্ত্তব্য? তিনি ইংলণ্ডেই থাকিবেন, না পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন? ইংলণ্ডে থাকিলে অবশ্য তাঁহার নিজের প্রাণের আর কোন আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু তাঁহার প্রভুদ্বয়ের উপায় কি হইবে? বিদ্রোহীরা এবার নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রাণ বধ করিবে! কিন্তু যদি তাঁহাদেরই প্রাণনাশ হইল, তবে তাঁহার নিজের বাঁচিয়া থাকায় সুখ কি? যে বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় তিনি এত দিন জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন, যদি তাহাই কুঠারাঘাতে পতিত হয়, তবে বৃথা জীবন ভার বহন করায় লাভ কি? মাদম ডি লাম্বল একজন প্রকৃত বীরাঙ্গনা ছিলেন, তাঁহার বীরহৃদয় মৃত্যুভয়ে অণুমাত্র ভীত হইল না। রাজা ও রাণী ধৃত হইয়াছেন শুনিবামাত্র তিনি বীরোচিত সাহস ও সংকল্পে হৃদয় বাঁধিলেন। "যদি বাঁচিতে হয় ত তাঁহাদের সঙ্গে বাঁচিব, নচেৎ তাঁহাদেরই সঙ্গে মরিব।" সুতরাং আর ইংলণ্ডে অবস্থান না করিয়া তিনি অচিরে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ফরাসিদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবা মাত্র

মাদম ডি লাম্বল রাজা ও রাণীর সহিত মিলিত হইলেন। বিদ্রোহিগণের মতে ইহাই তাঁহার অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু তথাপি আপনাদের ন্যায়পরায়ণতা দেখাইবার জন্য তাঁহারা বিনা বিচারে তাঁহার প্রাণবধ করিতে সম্মত হইলেন না। এক্ষণে বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক মাদম ডি লাম্বলের বিচার আরম্ভ হইল। এই বিচারের ফল কি হইবে, তাহা লাম্বল অবশ্য সহজেই বুঝিতে পারিলেন। বিদ্রোহীরা অভিযোগকারী, এবং তাঁহারাই বিচারকর্ত্তা, সুতরাং বিচারের ফল প্রাণদণ্ড ব্যতীত আর কি হইতে পারে? অল্প সময়ের মধ্যে বিচার শেষ হইয়া গেল। বিচারপতিগণের মতে লাম্বলের অপরাধিত্বে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি রাণীর পরিচারিকা, অতএব তাঁহাদের মতে তিনি দেশের শত্রু। তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়, অতএব তাঁহাদের বিচারে মৃত্যুই তাহার একমাত্র শাস্তি। কিন্তু তথাপি তাঁহারা আপনাদের দয়াশীলতার পরিচয় দিতে বিস্মৃত হইলেন না। লাম্বলের প্রগাঢ় রাজভক্তির বিষয় অবশ্যই তাঁহারা অবগত ছিলেন। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে লাম্বল জীবন ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু রাজভক্তি ত্যাগ করিতে পারেন, এই কারণে হউক অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ হউক, তাঁহারা লাম্বলের নিকট একটি অতি হেয় প্রস্তাব করিলেন। "তুমি যদি স্বীকার কর যে এখন হইতে রাজা ও রাণী এবং দেশের শত্রুগণ তোমার ঘৃণার পাত্র, তাহা হইলে তুমি প্রাণদান পাইবে।" কিন্তু লাম্বল জীবনের জন্য কিছুমাত্র লালায়িত ছিলেন না। জগতের সামান্য নরনারীর পক্ষে জীবন মহামূল্য ধন বটে, কিন্তু তথাপি এই স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা জগতে এরূপ দুই একজন দেবতুল্য লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা কখনই মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হন না। ইঁহারা স্বার্থান্ধ নর নারীর পথ প্রদর্শক জ্যোতি স্বরূপ—ইঁহারাই প্রকৃত বীর। অসহায়া শত্রু-পরিবেষ্টিতা লাম্বল একজন এই প্রকৃতির রমণী ছিলেন। তিনি তাঁহার বিচারকর্ত্তাদিগের প্রস্তাব শুনিয়া স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"স্বদেশীয়গণ চিরকালই আমার ঘৃণার পাত্র, কিন্তু রাজা ও রাণী কখনই ঘৃণার পাত্র হইতে পারেন না।" বোধ হয় বিচারপতিগণ এইরূপ উত্তরেরই প্রত্যাশা করিতেছিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ লাম্বলের প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিলেন। কর্ত্তব্য—পরায়ণা বীরাঙ্গনা লাম্বল অম্লানবদনে ঘাতকের অসিতলে মস্তক পাতিয়াছিলেন। অসির আঘাতে তাঁহার মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু ইহাতেও বিদ্রোহিগণের বৈরনির্যাতনের পরিতৃপ্তি হইল না। সেই ছিন্ন মস্তক বড়সার অগ্রভাগে বিদ্ধ হইয়া রাজধানীর পথে পথে প্রদর্শিত হইল, এবং এইরূপে অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুসভ্য ফরাসি জাতির যশঃ-সৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ হইল

# গীতগোবিন্দ।

গীতগোবিন্দ মহাকবি জয়দেব কৃত একখানি গীতকাব্য। এই গ্রন্থ দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। ইহাতে জয়দেব কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কবিতাগুলি অতিশয় মধুর ও প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট। গীতরূপে প্রায় সমস্ত কৃষ্ণচরিতই বর্ণিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় গীতগোবিন্দের ন্যায় রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল গ্রন্থের সূচনা এবং সমাপিকাতে কয়েকটী কবিতা ও প্রত্যেক গীতের আরম্ভে অবতারণাসূচক ও সমাপিকাতে সমাপ্তিসূচক এক একটী শ্লোক রচিত হইয়াছে। গীতগুলিতে মূর্চ্ছনা, তান, লয় প্রভৃতির বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। এই সকলের রচনা যদ্রূপ হৃদয়গ্রাহিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ সদ্ভাবশালিনী।

গীতগোবিন্দে প্রেমভক্তিরসের আধিক্য দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে, নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা দুঃসাধ্য হেতু যখন সগুণ শ্রীকৃষ্ণরূপ ধ্যেয়, তখন আদিরস বর্ণনা করা জয়দেবের উচিত হয় নাই। কিন্তু কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় বুদ্ধিমান্ ও সদ্ভাবগ্রাহী পণ্ডিতেরা এই গ্রন্থের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং ভক্ত্যুচ্ছ্বাসক প্রণালীতে মোহিত হইয়া উক্ত কারণে দোষ ব্যক্ত না করিয়া ইহার অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার রূপক রচনার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ দেশীয় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ যাঁহারা জয়দেবের চরণচিহ্ন অনুসরণ করিয়া পদরচনাদ্বারা খ্যাতনামা হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা দূরে থাকুক, বিদেশীয় অহিন্দু নানা বিদ্যাবিশারদ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনেকেই গীবগোবিন্দ পাঠে মোহিত হইয়া তাহার মধুরভাব, মধুরচ্ছন্দ, নির্ম্মল ভক্তিপীযূষসিক্ত প্রবন্ধ আলোচনা করিয়া কিরূপ ভাষাছটায় ইহার গুণ কীর্ত্তন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। সর্ব্বপ্রথম স্যার উলিয়ম্ জোন্স ইংরাজী ভাষায়,পণ্ডিত ল্যাসন্ ল্যাটিন ভাষায়, রুকর্ট জর্ম্মণ ভাষায় এবং সুকবি এড্উইন আর্ণল্ড ইংরাজী কাব্যে এই গ্রন্থের অনুবাদে এই গ্রন্থ সম্বন্ধীয় মহাপ্রয়োজন বিষয়ে অল্লাধিক সুন্দর মন্তব্য লিখিয়াছেন। তাহারা সকলেই ভাগবতের অব্যাত্ম ভাবানুসারে ইহার অর্থ বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার অনেক টীকা ও অনেকগুলি প্রাচান বঙ্গানুবাদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে রসময় দাস ও কবি গিরিধর কৃত পদ্যানুবাদ প্রধান।

চৈতন্য দেব গীত গোবিন্দ পাঠানুরক্ত ছিলেন এবং তদর্থ বুঝাইতে আনন্দানুভব করিতেন, তাহা চৈতন্য চরিতামৃতে

বর্ণিত আছে। গীত গোবিন্দের গীতগুলি মাত্রা বৃত্তিতে রচিত এবং কেহ কেহ বোধ করেন ইহারই ছন্দঃ অনুসরণে হিন্দি বোলর চৌপেয়া প্রভৃতি কবিতা রচিত হইয়াছে।

গীতগোবিন্দে অষ্টপদবিশিষ্ট চতুর্বিংশতিটী গীত আছে, এজন্য এই মহাকাব্য অষ্টপদী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সচরাচর গানে যে প্রকার অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ প্রভৃতি চারিটী নির্দ্দিষ্ট পদ থাকে, অর্থাৎ গান মাত্রেই প্রায় চতুষ্পদ দেখা যায়, কিন্তু জয়দেবের গান অষ্টপদী হওয়া প্রযুক্ত ইহার অন্যথা দৃষ্টিগোচর হয়, বস্তুতঃ ইহাতে ফলের কোনও বিশেষ হানি হয় না। আরো গীতগোবিন্দের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরং" প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ গীত অষ্ট প্রকার তালে গীত হইত বলিয়া গীতগোবিন্দকে অষ্টতালীও কহা যায়।

এই গ্রন্থের পদগুলি এদেশে ও পশ্চিমাঞ্চলে গীত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালায় এই সকল গায়কদিগের মধ্যে বিষ্ণুপুরনিবাসী ভূতপূর্ব্ব শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র কেশব ভট্টাচার্য্য এবং চুঁচুড়ার রামসুন্দর শীলের নাম সুপরিচিত। ইহাদের গানে শ্রোতৃবর্গ বিহ্বল হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

মহাকবি জয়দেব রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়নদের উত্তরস্থ কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এই গ্রাম এক্ষণে কেন্দুলি বলিয়াই অধিক প্রসিদ্ধ। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী এবং পত্নীর নাম পদ্মাবতী দেবী। ভোজদেব কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণকুল সম্ভূত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতমের সন্তান। জয়দেব কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনেক সুপণ্ডিতদিগের মতে তিনি লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক।

জয়দেব অত্যন্ত করুণ-হৃদয় ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ভক্তি-বিলসিত-মহত্ত্বচ্ছটা ও প্রবীতিব্যঞ্জক উদায় ভার উভয়ই তাঁহার অন্তকরণে নিরন্তর প্রতিভাসিত হইত। তিনি স্বকীয় জীবনার্দ্ধকাল কেবল উপসনা ও ধর্ম্মঘোষণাতেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার ন্যায় পরম ভাগবত নিতান্ত বিরল ছিল। জয়দেবের বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ, নিত্য গঙ্গাস্নান, মৃত পত্নীর পুনর্জ্জীবিত হওয়া, গীত গোবিন্দের উৎকর্ষাপকর্ষ এবং "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" এই গীতের বক্রী অংশ "দেহি পদপল্লবমুদারং" লিখন বিষয়ে অনেকগুলি অলৌকিক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এখানে একটী মাত্র উল্লেখ করিতেছি। জয়দেব "মম শিরসি মণ্ডনং (অর্থাৎ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মস্তকে ভূষণ স্বরূপ) পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রভুর মস্তকে পদার্পণের কথা লিখিবার ভয়ে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'

অর্থাৎ 'তোমার (শ্রীরাধার) উদার পদ পল্লব অর্পণ কর' অংশটী সাহস করিয়া লিখিতে না পারিয়া পুঁথি বন্ধ করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সামান্য নায়কের ন্যায় বর্ণিত হইলেও ভক্তের অপরাধ গ্রহণ করেন না, সুতরাং, ভক্তের দাস শ্রীহরি, জয়দেবের ভাগীরথীতে স্নানগমন সুযোগে, স্নান-প্রত্যাগত জয়দেব রূপ ধারণপূর্ব্বক তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া, জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীর প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া, স্বহস্তে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই পদটী পুঁথিতে লিখিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। জয়দেব স্নানান্তে প্রত্যাগত হইয়া, পদ্মাবতীকে অগ্রে ভোজন করিতে দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। জয়দেব জানিতেন, পদ্মাবতী প্রাণান্তেও তাঁহার ভোজনের পূর্ব্বে জলগ্রহণ করেন না। জয়দেব পত্নীর মুখে পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ও নিজের পুঁথি খুলিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং আসিয়া লিখিয়াছেন। তখন তিনি আনন্দে মত্ত হইয়া ও আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া, শ্রীহরির ভোজনাবশিষ্ট যে অন্ন ছিল এবং যাহা পদ্মাবতী ভোজন করিতেছিলেন, সেই অন্ন লইয়া ভোজন পূর্ব্বক আত্মাকে পরম পবিত্র বোধ করিলেন।

গীতগোবিন্দ-তত্ত্বজ্ঞ হিন্দু ও অহিন্দু উভয় শ্রেণীর মহাত্মারা তাঁহাদের মন্তব্যে প্রকাশ করেন যে জীবাত্মা পরমাত্মার একটী রূপ হইয়াও মায়া বলে অহংভাবে পরমাত্মাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে। আরাধনায় জাগরিত হইয়া আপনার অবস্থা বুঝিতে পারে। তখন পরমাত্মার বিরহে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে তন্নিকটে উপস্থিত হইয়া স্ফূর্ত্তচিত্তে পবিত্র প্রেম রসে মুগ্ধ হয় এবং তাঁহাতে লীন হইয়া পরমানন্দে ভাসমান হইয়া থাকে। গীত গোবিন্দের রূপক বর্ণনায় ইহাই গুহ্যভাবে নায়ক নায়িকার কথার ছলে প্রকাশ। এইরূপ গুহ্য-ভাবে ঈশ্বর ভক্তির বর্ণনা পারস্য ভাষায় হাফেজ মহাকবির গ্রন্থে প্রচারিত আছে।

পাঠিকাগণের বিদিতার্থ গীত গোবিন্দের একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা ও স্বরলিপি স্থানান্তরে প্রকটিত হইল।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত।

---

# স্বরসাধন প্রণালী।

( ৩৬৩ সংখ্যা ৩৬৮ পৃষ্ঠার পর )

## গীতগোবিন্দ।

প্রথম সর্গ। ১ম শ্লোক।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়। ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং, রাধা-

মাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ।

এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কি বলা দুঃসাধ্য, কেননা পণ্ডিতেরা তদ্বিষয়ে এক-মত নহেন, এক এক জন এক এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রবোধানন্দ গোস্বামী মহাশয় যে অর্থ করেন, তাহা অধিক সঙ্গত বোধ হওয়াতে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

এক দিন গোপরাজ নন্দ নিজে গোদোহনার্থ সন্ধ্যার সময় গোষ্ঠে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দ কৃষ্ণকে দেখিয়া ভীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ রাধিকাকে কহিলেন, "রাধে! দেখ আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন এবং তমাল বৃক্ষরাজিতে বনভূমি শ্যামবর্ণ হইয়াছে, এই বালক শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিতে একাকী যাইতে ভীত হয়, অতএব তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও।" মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স এই অর্থই গ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু আর্ণল্ড সাহেব এই শ্লোকের যে গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই:—

"The sky is clouded; and the wood resembles the sky, thick-arched with black Tamala boughs;
"O Radha Radha! take this soul, that resembles in life's deep midnight to thy golden house."
So Nanda spoke, and led by Radha's spirit the feet of Krishna found the road aright. Wherefore in bliss which all high hearts inherit together, taste they Love's divine delight.

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী সঙ্গীত অধ্যাপক শ্রী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়, তাঁহার প্রকাশিত গীতগোবিন্দে, সৌরটী রাগিণী ও তিওট তালে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রী ত্রিভুবন ও শ্রীসঞ্জীবন পাঠক দ্বয় কুকুভা রাগিণী ও ঠুংরী তালে পাঠ করিতেন। এবং কোন কোন ভক্ত রাগ ভৈরব ও ত্রিতালীতে গাইয়া থাকেন।

## সুরট বা সৌরটী রাগিণী। তাল তিওট।*

| ॥ | •॥ । | ১। । | । । | +। | । | ৩॥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নি | নি সা | সা নি | সা ঋ | ধ নি সা নি ধ প | প | প |
| মে- | ঘৈ- | র্মে- | দু- র- | ম | স্ব | রং |

* সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা "ত্রিপুট" নামে খ্যাত। তেওটের চারিটী পদ, তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক। ইহার প্রথম ও তৃতীয় পদ চারি মাত্রায় পূর্ণ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদ তিন মাত্রাযুক্ত। অতএব তেওট চৌদ্দ মাত্রাযুক্ত। ইহার ঠেকা যথা,—

| ১। | । | । | । | ÷। | । | । | । | । | । | । | •। | । | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধিন্ | ধিন্ | ধা | তেটে | ধিন্ | ধা | তেটে | ধিন্ | ধিন্ | ধা | তেটে | তিন | তা | তেটে তেটে |

। । •॥ । ১॥ । । •+॥ । ৩॥ । । •॥
ধ প ম মগ ঋ পম ম | মঋ ঋ সা সা ঋ
ব- ন- ভূ- বঃ শ্যা- মা- স্ত | মা- ল- ক্রু- মৈ- র্ন

। ১। । । । । +॥ ৺ ৺ ৩। । ।
ঋমঋ ম ম ম প | ম প প নি নি সা
ক্রুং ভী- রু- র- য়ং | ত্ব- মে- ব ত- দি- মং

। •। । । ১। । । ।
সা নি সা ঋ গ ঋ সা নি সা সা ঋ |
রা- ধে গৃ- হং |

+। । ৺ ৺ ৩॥ । । •॥ । ১॥ ।
প নি স নি ধ প প প } নিপনি ষ প নি সা
প্রা- প য়। } ই- শং ন-

৺ ৺ | +॥ । ৩। । । ৺ ৺ •। । ৺ ৺ ১। ।
সা সা | সা সা সা ঋ সা নি ধ প ধ ম ম প
ন্দ- নি- | দে শ- ত- শ্চ লি ত- য়োঃ প্র- ত্য

। । | +। । ৺ ৺ ৩। । । •॥ ৺ ৺ ১। ।
নি সা | নি সা ঋ ঋ ঋ গ নি নি নি নি ক্ষি নি
ধ্ব- কু- | ঞ্জ- দ্রু- মং রা- ধা- মা- ধ- ব-

। । | +। । ৺ ৺ ৩। । । । •। ।
নি সা | নি নি ধ প ধ নি নি সা সা নি সা ঋ গ
য়ো- | জ য়- ন্তি য- মু- না- কূ- লে

১। । । । | +। । ৺ ৺ ৩॥
ঋ সা নি সা সা ঋ | ধ নি সা নি ষ প প প }
র- হঃ- | কে- ল- য়ঃ॥ }

---

# পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

( ৩৬৩ সংখ্যা ৩৬৬ পৃষ্ঠার পর )

## ওলাউঠার সময় সাবধানতা।

ওলাউঠা যে অতি ভয়ানক রোগ সে পরিচয় কাহাকেও দিতে হয় না। প্রকৃত ওলাউঠার উপযুক্ত ঔষধ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিলেই হয়। ওলা-

উঠা সঞ্চারে সাবধানতা সম্বন্ধে কয়টী স্থূল ২ জ্ঞাতব্য নিয়ম উল্লেখ করা যাইতেছে।

শরীর, কাপড়, ঘর, বিছানা প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

নূতন চাউলের কিম্বা পান্তা ভাত, অত্যন্ত শীতল অথবা অত্যন্ত গরম জিনিস, কাঁচা বা পচা ফল, পচা শুঁকুটে বা তেলাল মাছ, অথবা চর্ব্বি ওয়ালা মাংস, তেলে ভাজা দ্রব্য, পিঁয়াজ, রস্থন, বিলাতী বা মিঠা কুমড়া প্রভৃতির তরকারী এবং যাহা সহজে জীর্ণ হয় না, এরূপ গুরুপাক দ্রব্য আহার করিবে না।

নিয়মিত পুষ্টিকর আহার বিধেয়।

শীতল জলে স্নান করিবে। অধিকক্ষণ জলে থাকিবে না।

খারাপ জলে স্নান অথবা সেই জল পান করিবে না।

অনিয়মিত পরিশ্রম কিম্বা দুশ্চিন্তা না করিয়া সর্ব্বদা শান্তভাবে থাকিবে এবং ঈশ্বর চিন্তা করিবে।

অধিক রাত্রি জাগরণ, কিম্বা সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না।

এক ঘরে অধিক লোক বাস বা নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে।

শরীরে অধিক হিম লাগাইবে না।

কোন স্থানে মহামারি আরম্ভ হইলে, যত শীঘ্র পার সে স্থান ত্যাগ করিবে।

রোগীর মল মূত্রাদি সংযুক্ত বস্ত্রাদি চব্বিশ ঘণ্টার অধিকক্ষণ না রাখিয়া পুড়াইয়া ফেলিবে। মল ও বমি মাটিচাপা দিবে।

একবার পাতলা বাহ্যে বা বমি হইলেই সতর্ক হইবে।

প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ঘরে গন্ধক ও ধুনা পুড়াইবে।

সর্ব্বদা কর্পূরের ঘ্রাণ লইবে। অথবা বাড়ীর মধ্যে এমন কি সকল গৃহ কর্পূর ও হিঙ্গু নেকড়ায় বাঁধিয়া ঘরের যে যে স্থান দিয়া সকলে গতিবিধি করে, সেই স্থানে ঝুলাইয়া রাখিবে।

এই রোগ উপস্থিত হইলে শীঘ্র চিকিৎসককে আহ্বান করিবে, চিকিৎসকের আসিতে বিলম্ব হইলে অথবা চিকিৎসক না পাইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কর্পূর ১ গ্রেণ হিঙ্গ ১ গ্রেণ, পিঁপুলিচূর্ণ ১ গ্রেণ। জল দিয়া মাড়িয়া এক এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

অম্ল নিবারণ জন্য সোডা ও পটাস দিবে। নিদ্রার অভাব হইলে, অল্প মাত্রায় অহিফেন দেওয়া যাইতে পারে। বমন নিবারণের জন্য তার্পিণ তৈলের সহিত ফোমেণ্টশন করা যাইতে পারে। মস্তক উষ্ণ হইলে কেশ মুণ্ডন করিয়া শীতল জল দিবে।

শ্বেত অপাঙ্গগাছের একটি শিকড় সাতটি গোল মরিচের সঙ্গে মিলাইয়া পেষণ করিবে, পরে উহা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর তিনবার খাইলে ভেদ বন্দ হইবে। যদি রোগীর পিপাসা অধিক হয় তবে বড় এলাচি পোড়াইয়া ঐ দানা গুড়া করতঃ

জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলে পিপাসা বন্ধ হইবে।

ওলাউঠার আরম্ভাবস্থায় ক্যাম্ফর (কর্পূর) ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

গরম ভাতের ফেণ কিম্বা জলের সহিত পুদিনা পাতা বাটিয়া সরবৎ করিয়া খাইলে অথবা কর্পূর ও হিঙ্গের আঘ্রাণ লইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

আফিম ২ মাসা, হিঙ্গু ২ মাসা, গোল মরিচ ২ মাসা, ও কর্পূর ২ মাসা, একত্র পেষণ করিয়া ও জল দিয়া মাড়িয়া, ১৫টী প্রস্তুত করিবে। পরে একটী খাওয়াইবে, যদি ভেদ বন্ধ না হয় ২ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪টী খাওয়াইবে তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

গাত্র দাহ থাকিলে, হরিদ্রা চূর্ণ ও শুঁঠ চূর্ণ মাখাইবে।

একটু ডহর করঞ্জার ফল, হরিদ্রা, বনমাতুলুঙ্গ মূল; জলে বাটিয়া, ছায়ায় শুকাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে বিসূচিকা রোগ নষ্ট হয়।

পাথর কুচির পাতার অর্দ্ধ খানা, ৩টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া খাইতে হইবে। উক্ত পাতার অপরার্দ্ধ খান ৩টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিবে। ইহাতেই রোগীর প্রস্রাব হইবে ও বাহ্যে বন্ধ হইবে। যদি একবার খাইলে প্রস্রাব হয় তবে আর খাইতে হইবে না, নতুবা উক্ত ঔষধ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবে।

# সন্তানের ধর্ম্মশিক্ষা।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের অধোগতির প্রধান কারণ যে ধর্ম্মহীনতা, তাহা সূক্ষ্ম-দর্শী বিবেকী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। ভারতের পুনরুদ্ধারেরও প্রধান উপায় ধর্ম্মোন্নতি। কিন্তু সন্তান বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মভাবে গঠিত না হইলে সমাজ মধ্যে এই ধর্ম্মোন্নতি প্রকৃষ্টভাবে সাধিত হইতে পারে না। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা সমাজের নেতা ছিলেন, তাঁহারা সন্তানদিগকে উপনয়ন ও দীক্ষা দ্বারা ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর করিতেন। বালকের জ্ঞানোদয় হইলে তাহার উপনয়ন হইত। তৎপরে সে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিয়া যথাবিধি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ও গঠিত-চরিত্র হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনের জন্য সংসারে প্রবেশ করিত। ইহাতে ব্রাহ্মণের সংসার—ধর্ম্মের সংসার হইয়া প্রকৃত সুখের আলয় হইত। ব্রাহ্মণেতর আর্য্যজাতি সকল ব্রাহ্মণের জীবনের আদর্শে এবং ব্রাহ্মণের প্রদত্ত বিধি ব্যবস্থানুসারে জীবন গঠন করিয়া ধর্ম্মজীবনের অধিকারী হইত। এইরূপে জনসমাজ ধর্ম্মভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া

ধর্ম্মকেই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধনের উপায়রূপে অবলম্বন ক চলিত।

সমাজের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন হিন্দুসমাজে পূর্ব্বতন বিধি ব্যবস্থার মৃত কায়া বা ছায়ামাত্র আছে,প্রাণের চিহ্ন অতি অল্পমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাই যাঁহাদিগের মধ্যে উপনয়ন ও ধর্ম্মদীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাঁহারাও তাহা একটি কৌলিক নিয়ম মাত্র বলিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা উন্নত জীবন গঠনের প্রয়াসী হন না। আর তাঁহাদের বাহিরে কোটী কোটী লোক রহিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মোন্নতির প্রকৃত উপায় লাভেও বঞ্চিত। বর্ত্তমানকালে মুখে সকলে স্বীকার করুন আর নাই করুন, অনেক পরিমাণে সাম্যের কাল উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্ব কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে যে ভুরপনেয় বৈষম্য ছিল, কার্য্যতঃ এখন তাহা অল্পই আছে। আর স্ত্রী শূদ্রকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনধিকারী বলিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া রাখা যায় না। এখন ধর্ম্ম সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহা সকলেরই গ্রহণীয় এবং পিতা মাতা পুত্র কন্যা উভয়কেই যেমন বিদ্যাশিক্ষা দিতেছেন, সেই রূপ ধর্ম্মশিক্ষা দানের জন্যও দায়ী। সন্তান সকল বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মভাবে সংগঠিত হইলে গৃহ সকল ধর্ম্মময় হইবে এবং জনসমাজ সহজে ধর্ম্মপ্রাণে পুনরুজ্জীবিত হইবে। ধর্ম্মপ্রাণতা হইতেই ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও জাতিগত বল বীর্য্য, সুখশান্তি, ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্ব সকলই লাভ হইবে।

হিন্দুসমাজের ব্যবস্থাপক প্রাচীন ঋষি মুনিগণ গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসক ছিলেন এবং সন্তানদিগকে শৈশব হইতে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। এই গায়ত্রী বেদমাতা এবং ইহা সকল ধর্ম্মের সার। ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন বিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই গায়ত্রী বীজ হৃদয়ে উপ্ত হইলে এবং প্রতিদিন ভক্তির সহিত তাহার পরিচর্য্যা হইলে তাহা হইতে ধর্ম্মজীবনরূপ মহাবৃক্ষ বিকাশিত হইবে আশা করা যায়। তবে ইহা কেবল জাতিবিশেষে বা শ্রেণী বিশেষে বদ্ধ থাকিবে কেন? ঈশ্বরের সূর্য্য চন্দ্র জল বায়ুতে যেমন জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল নরনারীর অধিকার—ঈশ্বরের উপাসনাতেও সেইরূপ। আমরা সাধারণের গোচরার্থ একটী সংস্কৃত উপনয়ন অনুষ্ঠান ও তদুপলক্ষে প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

### মান্ সুকুমার দত্তের শুভ উপনয়ন উপলক্ষে ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ।*

৪ঠা চৈত্র রবিবার।

ব্রহ্মোপাসনায় মনুষ্যমাত্রেরই অধি-

* এই উপনয়ন বিনা-উপবীতে সম্পন্ন হয়। গত ২০এ ফাল্গুন শ্রীমন্মহর্ষির পার্ক ষ্ট্রীট ভবনে বালক গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। কয়েক দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান ও গায়ত্রীদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা অভ্যাস পূর্ব্বক সমাবর্ত্তিত হইলে ব্রহ্মোপাসনান্তে মহর্ষি এই উপদেশ প্রদান করেন।

কার। দেশভেদ নাই, কালভেদ নাই, জাতিভেদ নাই, ব্রহ্মোপাসনাতে মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার; যেহেতু ব্রহ্ম এক পিতা, সকল মনুষ্যই তাঁহার সন্তান! অতএব যে মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহাতেও সকল মনুষ্যের অধিকার। সেটী গায়ত্রী মন্ত্র। এই দেশের পূর্ব্ব-কালের ঋষিরা সকল বেদ মন্থন করিয়া ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটী মন্ত্র উদ্ধার করিলেন, সেই মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্র। ঋষিবরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেনঃ—

'প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।" *

এই মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয়। আত্মা পরমাত্মার যে যোগ, তাহাও এই মন্ত্রে রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কি হিন্দু, কি অহিন্দু সকলেই এই মন্ত্রের অধিকারী। আমরা ব্রহ্মোপাসক হইয়া উন্নত ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এই কথা বলিতেছি, গায়ত্রী মন্ত্রে সকল মনুষ্যই অধিকারী।

*যে পরমব্রহ্মে আত্মা প্রতিষ্ঠিত আছে, প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিন দ্বারা তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। প্রণব-ওঁ, ব্যাহৃতি-ভূর্ভুবস্বঃ, গায়ত্রী-তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ইহার অর্থ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোকের প্রকাশক সেই জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা সাবিত্রী ব্রত গ্রহণ করা হয়। জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার আরাধনা এই, সাবিত্রী ব্রত বিধিপূর্ব্বক গ্রহণ না করিলে ইহাতে কোনও ফল হয় না। অতএব ব্রহ্মবিদ্ পিতামাতা যাঁহারা আপনাদের বংশ পবিত্র করিতে চান, তাঁহাদের কর্ত্তব্য উপযুক্তবয়স্ক বালককে কোনও ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের নিকট উপস্থিত করেন। সেই আচার্য্য তাঁহাকে ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা দিবেন—যাহাতে সেই অজর অমর অভয় পুরুষকে জানিতে পারে, তাহার উপদেশ দিবেন। উপনীত বালকের কর্ত্তব্য, অবলম্বিত ব্রত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাবজ্জীবন পালন করিবে। ইহাতে ব্রহ্মকে লাভ করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

সুকুমার,

তুমি যে সাবিত্রী-ব্রত অদ্য বিধি-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে, ইহা চিরজীবন যত্ন পূর্ব্বক পালন কর, এই আমার উপদেশ। গায়ত্রী মন্ত্র কি? তাহা তুমি শিক্ষা করিয়াছ। হৃদয়ের প্রেম ভক্তিসহকারে সেই গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা যে পরমেশ্বর প্রতিদিন তাঁর উপাসনা করিও, কখনও ভুলিও না। তাহাহইলে উত্তরোত্তর সিদ্ধিলাভ করিবে। সংসিদ্ধ হইলে ব্রহ্মকে লাভ করিবে—ব্রহ্মলাভে মুক্তি-লাভ হইবে।

"অথ মর্ত্তোঽমৃতো ভবতি"

ইহাতে মর্ত্ত্যজীব অমর হয়। "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" এখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করে। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার অবলম্বিত ব্রত পালনে সমর্থ হও।

# বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা।

( ৩৬৩ সংখ্যার ৩৬১ পৃষ্ঠার পর )

ভারতে যে সকল খ্রীষ্ট ধর্ম্মপ্রচারক এ দেশের অবস্থা পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা অনেকে স্বদেশে গিয়া ভারত-বাসিনীদিগের দুর্ববস্থার কথা সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিলেন। এদেশের বহুবিবাহ, সহমরণ, স্ত্রীজাতির অজ্ঞানতা, মূর্খতা, পরাধীনতা প্রভৃতি শুনিয়া সাম্য-বাদী ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণীগণ বড়ই দুঃখিত হইলেন। ইংরাজের দুঃখ, বাঙ্গা-লির দুঃখের মত দুই ফোঁটা চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইবার নহে। তাই ইউ-রোপীয় স্ত্রী পুরুষগণ অনেক স্থানে সভা সমিতি স্থাপন করিয়া এদেশের স্ত্রীজাতির জন্য বহু আন্দোলন করিতে লাগি-লেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাচার্য্যদিগের হস্তে ভারত মহিলার মঙ্গলের জন্য অনেকে প্রচুর ধনও দান করিতে লাগিলেন।

এই সকল ভারতহিতৈষিণী রমণী-গণের মধ্যে কুমারী কুক্ একজন শ্রেষ্ঠতম। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগে ভারতবর্ষের (বাঙ্গালির ?) সাধারণ পুরুষদিগের শিক্ষার সহায়তা করিতে, ইংলণ্ডীয় সভা-কর্ত্তৃক কুমারী কুক্, এদেশে প্রেরিত হন। এদেশের রমণীগণের হীনাবস্থা দেখিয়া স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি করিতেই ইনি আত্মোৎসর্গ করেন। এই মহাপ্রাণা বিদ্যোৎসাহিনী রমণীরত্ন হইতে ভারত মহিলাগণ যে কিরূপ উপকৃতা, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্ত্রী শিক্ষা প্রচারের জন্য ইনি এত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন যে তাহারই ফলে এদেশে এক বৎসরের মধ্যে ৮টী বালিকাবিদ্যা-লয় স্থাপিত এবং ১১৪টী বালিকা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্তা হয়। এই সকল বালিকা দেশীয় নিম্ন শ্রেণীর ও খ্রীষ্টান বংশসম্ভূতা। এদেশীয় নীচজাতীয় মাতা পিতাকে অর্থ দানে সম্মত ও সন্তুষ্ট করিয়াই কুমারী কুক্, তাহাদিগের কন্যাগণকে বিদ্যালয়ে আনিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন।

কিন্তু এইরূপ শিক্ষা বিস্তারেও মহা-প্রাণা কুক্ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারি-লেন না। কারণ, তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া হিন্দু মহিলাদিগকেই সুশিক্ষাহীনতার জন্য অধিকতর অভাবগ্রস্তা বলিয়া জানিতেন। সেই সকল মহিলা ও বালিকাদিগের শিক্ষা বিষয়ে কোনও সুবিধা হইল না— বালিকাবিদ্যালয়ে কোনও সম্ভ্রান্ত হিন্দু নিজ কন্যা বা ভগিনীকে পাঠাইতে সম্মত

হইলেন না; কাজে কাজে তাঁহার মনে একটী বিষম অপরিতৃপ্তি থাকিয়া গেল; যাহাতে সম্ভ্রান্ত রমণীগণের শিক্ষার অভাব দূর হয়, কুমারী কুক্ তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কুমারী যখন স্ত্রীশিক্ষার জন্য এইরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিধাতার অনুগ্রহে আর এক অনুকূল ঘটনা সংঘটিত হইল। যিনি ভারতের পরম হিতৈষী, সংস্কৃত ভাষার একান্ত অনুরাগী, সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী, পণ্ডিতবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহোদয়ের এক প্রধান শিষ্য—সেই মহাত্মা উইলসন সাহেবের সহিত কুমারী কুকের শুভ বিবাহ সংঘটন হইল। এ বিবাহ ভারতের পক্ষে "মণিকাঞ্চন যোগ।" দম্পতী একহৃদয় হইয়া ভারতহিতৈষণায় আত্মোৎসর্গ করিলেন।

বিবাহের পরে শ্রীমতী উইলসন অনাথ, অতুর, মূর্খ ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের অভাব পূর্ণ করিতে একান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দয়া, তাঁহার স্নেহ এ দেশের অনাথ দরিদ্রগণকে মরণাধিক যাতনা হইতে মুক্তি দিতে লাগিল। সেই সব হতভাগ্যগণ উইলসন দেবীকে মাতৃরূপেই পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিবি উইলসন সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের সুশিক্ষার জন্যও এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ সুশিক্ষাপ্রাপ্ত ও কৃতবিদ্য হইয়া অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে পারিবে, তাহাতে ধনী রমণীর-ভদ্রবংশীয়া রমণীর প্রকৃত সুশিক্ষা লাভ হইবে, এই আশয়ে শ্রীমতী উইলসন তাঁহার ছাত্রীদিগকে শিক্ষয়িত্রীর উপযুক্ত করিয়া গঠন করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন! এহেন পর-হিতকর-ব্রত-পরায়ণা, এহেন নারীহিতৈষিণী দেবীর নাম ভারত-বক্ষে ও ভারতরমণী-বক্ষে অমৃতাক্ষরে লিখিত থাকাই উচিত।

মণি খনির ভিতর থাকিলেও মনোহর প্রভা বিকীর্ণ করে; ফুল বনের নিভৃত স্থানে ফুটিলেও তাহার সৌরভ দিগন্ত প্লাবিত করে; গুণী ব্যক্তি লুক্কায়িত থাকিলেও তাঁহার সদ্গুণ অন্যের হৃদয় আকর্ষণ করে। তাই হিন্দুসমাজ কিছুদিনের মধ্যেই দেবী উইলসনকে চিনিল। তিনি বিদেশবাসিনী ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী করিলেন। উইলসন কৃতকার্য্য হইয়া আরও কয়েকটী স্বদেশীয়া মহিলাকে নিজের সহযোগিনী করেন; ইঁহাদিগের নিকটে কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুকন্যা বাঙ্গালা ও ইংরাজিভাষা, উলের ও সূচের কাজ শিখিতে লাগিলেন। এই সময়ে কলিকাতায় অনেক বামাহিতৈষী ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার জন্য বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সাধারণের মন আকর্ষণার্থে চেষ্টা করেন।

এইরূপ শিক্ষালাভের সহিত স্ত্রী-

জাতির ভূত প্রেতে বিশ্বাস, উল্কি, মিসি, ও সিন্দূরের বহুল ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। এই সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা আলোচনা করিলে বোধ হয় যে ভারতবাসিনীদিগের দুর্ভাগ্য নিশিতে শুকতারা জ্বলিয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের ভাগ্য এত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগের মধ্য সময়ে এদেশের কতকগুলি তরুণবয়স্ক পুরুষ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এইজন্য হিন্দুসমাজ খ্রীষ্টানের উপরে, সাহেব বিবিদিগের উপরে বড়ই চটিয়া গেলেন। বিলাতী বিবিদিগের হস্তে অন্তঃপুর শিক্ষার ভারার্পণ করিতে অনেক হিন্দুর নানারূপ আশঙ্কা জন্মিল; সুতরাং যেরূপে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার হইতেছিল, তাহা রহিত হইয়া গেল।

কিন্তু এইরূপে স্ত্রীশিক্ষা রহিত হইলেও স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য এ দেশের অনেক পুরুষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহমরণ নিবারণের জন্য এদেশে তুমুল আন্দোলন চলিল। ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ন রাজা রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির এক পরম হিতৈষী ছিলেন; সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে তিনিই সর্ব্ব প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার পরিবারস্থা কোনও রমণীকে সহমৃতা হইতে দেখিয়া স্ত্রীজাতির সহমরণ নিবারণ জন্য তিনি অধিকতর চেষ্টা করেন। স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী প্রভৃতি কয়েক জন মহাত্মা এই বিষয়ে রাজা রামমোহনের বিশেষ সহায়তা করেন। বিদেশীয় রাজপুরুষদিগের অনেকে যে এ দেশের সহমরণ নিবারণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সকল সমবেত চেষ্টার ফলে বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগে, লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহোদয় (১) সতীদাহ নিবারণ বিধি বদ্ধ করেন। সেই অবধি ভারতে সে নৃশংস প্রথা রহিত হইয়া যায়।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে এদেশে পুরুষদিগের মধ্যেও অনেক উন্নতিকর কার্য্য হইয়া স্ত্রীজাতির ভবিষ্যৎ-উন্নতির পথ সম্প্রসারিত করে। পুরুষদিগের পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা শিখিবার জন্য মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়; মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হয়; বঙ্গভাষায় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। ইতিপূর্ব্বেই রাজা রামমোহন রায় কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা রামমোহন রায় সত্যধর্ম্ম অনুসন্ধিৎসু ছিলেন; তিনি নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসানুসারে একেশ্বরবাদী হইয়া, ১৮২৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন।* এই সকল ঘটনা হইতে

(১) উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বঙ্গভূমির বহু উপকারী। ধর্ম্মোন্নতি, ভাষার উন্নতি, দেশের লোকের মানসিক উন্নতি প্রভৃতি বহুতর কার্য্য করেন। স্ত্রীলোকদিগকে কেবল জীবন্ত দাহন হইতে রক্ষা করেন নাই। তাহাদিগের শিক্ষা, তাহাদিগের স্বত্বাধিকার ও তাহাদিগের প্রকৃত জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি বিষয়েও অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন।

দেশীয় পুরুষদিগেরও হৃদয়ের উন্নতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় মহিলাদিগের সহিত হিন্দুমহিলাগণের সংস্রব দূর হইলে, এদেশে বামাহিতৈষিগণ স্ত্রীশিক্ষা পুনঃ প্রচলনের জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কলিকাতার রাজা রাধা কান্ত দেবও স্ত্রীশিক্ষার এক প্রধান সহায়। ইঁহার পরিবারস্থ রমণীদিগের অনেকেই লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। ইনি, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ কিছুই বন্দোবস্ত হইল না। হিন্দুসমাজে কোনও কোনও কৃতবিদ্য যুবক নিজ নিজ কন্যা ভগিনী প্রভৃতিকে লেখা পড়া শিখাইতেন। ইহার পরে—গত শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগের শেষভাগে ব্রাহ্ম সমাজের যুবকগণ নিজ নিজ পরিবার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা—সুনীতি ও সভ্যতা সহ স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করেন। এই সকল যুবক কেহ কেহ স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

ইহার পরে তৃতীয় যুগের আরম্ভ। তৃতীয় যুগ ভগবানের কৃপায় ভারতমহিলাদিগের শুভ স্মরণীয় যুগ। এই যুগে স্ত্রীজাতির ভাগ্য যে রকম পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহা মনে করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

মহাত্মা বেথুন সাহেব গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিষয়ক সভার সভাপতি ছিলেন। স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য যে সকল বিদেশীয় মহাত্মা চেষ্টা করিতেছিলেন, বেথুন সাহেব তাহার মধ্যে এক প্রধান ব্যক্তি। খৃষ্টিয়ানদিগের স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয় হইতে ভারতরমণীদিগের শিক্ষা প্রাপ্তির আশা নাই দেখিয়া, বেথুন স্কুলের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কার্য্যও ভালরূপ চলে নাই, এবং কোনও সম্ভ্রান্ত হিন্দু বেথুন স্কুলে কন্যা প্রেরণও করেন নাই। যাহা-হউক, এক বৎসরের মধ্যে উক্ত বিদ্যালয় শিমুলিয়াতে স্থাপিত হয় ও উহার প্রধান শিক্ষক, স্ত্রী-শিক্ষার পরমোৎসাহী মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথমতঃ নিজ কন্যাদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করাইতে প্রবৃত্ত হন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই কাজে দেশের কত লোকে বিরক্ত হইয়াছিল, কত লোকে উপহাস করিয়াছিল, কত লোকে গালি দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ বীরের ন্যায় সবই সহিয়াছেন! তাঁহার পরে হাইকোর্টের জজ্‌ শম্ভুনাথ পণ্ডিত নিজ কন্যাকে বেথুন স্কুলে প্রেরণ করেন। সে সময়ে দেশেও স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ আন্দোলন চলিতেছিল—এ সকল দেখিয়া শুনিয়া এবং বেথুন সাহেব নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দু পণ্ডিতদিগের দ্বারা বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে নীচ বা অসচ্চরিত্র লোকের কন্যাদিগের সংস্রব নাই, এ কথা জানিয়া ক্রমশঃ দেশের অনেক ব্যক্তি বেথুন স্কুলে কন্যা

ভগিনীদিগকে প্রেরণ করেন। কিছুদিন পরে, ভারত মহিলাদিগের পিতৃস্থানীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে বেথুন স্কুলের সম্পূর্ণ ভার সমর্পিত হয়।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশবাবস্থা। রামায়ণ মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি কয়খানি পদ্যগ্রন্থ ব্যতীত স্ত্রী-পাঠ্য পুস্তক মিলিত না। এই অভাব দূর করিতে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর মহাশয় কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন ও সঙ্কলন করেন। বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে এই সকল পুস্তক ও কিছু কিছু ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইল। কিছু দিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা বিভাগ হইতে (তখন তিনি শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন) ৪০টী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। রাজ-অনুগ্রহে পল্লিগ্রামেও অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের বহু-প্রদেশে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল এবং গবর্ণমেণ্ট বালিকা বিদ্যালয়ে বৃত্তি পুরস্কার প্রভৃতি প্রবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীশিক্ষার অধিকতর উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। * গত শতাব্দীর তৃতীয়যুগে স্ত্রীশিক্ষার এতদূর উন্নতি হইয়াছিল।

কেবল শিক্ষা বিষয়ে নহে, এ যুগে অন্যান্য বিষয়েও ভারতবাসিনীদিগের সৌভাগ্য পরিস্ফুট হইতেছিল। এ দেশে শিশুবিবাহ প্রচলিত থাকায় অনেক অজ্ঞান বালিকাকে বৈধব্য যন্ত্রণা সহিতে হয়! এই সকল হতভাগিনীদিগের মত দুর্ভাগ্য জীব এ বিশ্বসংসারে অতি অল্পই আছে। কিন্তু হিন্দুআর্য্যগণ এরকম বালিকা বিধবাদিগকে চিরকাল "বিধবা" থাকিতে বলেন নাই; পুনঃ সংস্কারের আদেশ দিয়াছেন। শাস্ত্রে ব্যবস্থা থাকিলেও ভারত সমাজ, দেশাচারের অনুরোধে, কুল-গৌরব বৃদ্ধির জন্য অপোগণ্ড বিধবাদিগকে "পতিপ্রাণা সতী" দেখিতে চাহে!—অস্বাভাবিক হইলেও ইহার অন্যথা সহিতে পারে না। গত শতাব্দীর তৃতীয় যুগে বঙ্গদেশে কোন কোন মাতা পিতা এইরূপ হতভাগিনী সন্তানের দুরবস্থায় একান্ত ব্যাথিত হইয়া, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নিকটে "বিধবা বিবাহের বিধি আছে কিনা" জানিতে চাহেন। হিন্দু পণ্ডিতগণও বিধবা বিবাহ "শাস্ত্রসম্মত" বলিয়া ব্যবস্থা দেন। কিন্তু বাঙ্গালির মধ্যে এমন সাহসী ব্যক্তি কেহ দেখা গেল না যে বিধবা বিবাহ সমাজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা বুঝিয়া, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত—একথা জানিয়া কতক স্বার্থপরতায়, কতক দেশাচার-ভয়ে বিধবা বিবাহ সমাজে গ্রহণ করিতে কেহই অগ্রসর হইলেন না। বরং যে সকল পণ্ডিত বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, আন্দোলনের সময়ে তাঁহারাই "বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয়" বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন *।

* বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বেতন গবর্ণমেন্টই দিয়া থাকেন। ইহা কম দয়া নহে।

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম বারের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

# নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪২৯ পরীক্ষার্থীর মধ্যে বি এ পাসে ৩৫০ এবং অনরে ৯৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মেটিল্‌ডা কোহেন এক মাত্র উত্তীর্ণা এবং ইংরাজী ২য় বিভাগে ৪র্থ স্থানীয়া হইয়াছেন। এফ এ পরীক্ষায় ১২৮৮ উত্তীর্ণ, তন্মধ্যে ৬১ জন ১ম, ৩২৪ জন ২য় এবং ৯০৩ জন ৩য় বিভাগস্থ। উত্তীর্ণা বালিকাদিগের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। তিনটী প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ৯ম হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়।

| নাম | কলেজ | বিভাগ |
|---|---|---|
| এল সি রোজ কলথার্ষ্ট | লোরেটো | ১ম |
| এথেল গারট্রুড গাম্পার | ঐ | ঐ |
| সরলা সেন | বেথুন | ঐ |
| হেমলতা ঘোষ | ঐ | ২য় |
| মিলিসেণ্ট ফ্লোরেন্স সকমান | প্রাইবেট | ২য় |
| মেরী এস্‌ল | বেথুন | ৩য় |

২। চিত্রল অভিযানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের জয় হইয়াছে।

৩। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী মূক বধির বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ আর এক বৎসরের জন্য মাসিক ১০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৪। চিন ও জাপানের মধ্যে সন্ধি প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু জাপানের সৌভাগ্যে রুসিয়া ঈর্ষ্যান্বিত; ফরাসী ও জর্ম্মাণেরাও রুসিয়ার প্রতিবাদে যোগ দিয়াছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য জাপানের সপক্ষ। শেষ ফল কি দাঁড়ায়, বলা যায় না।

৫। গত বর্ষে নিম্ন বঙ্গে সর্প দংশনে প্রায় ১০,৮০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

৬। ইউরোপে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ৭০ হাজার অধিক।

৭। কাবুলের আমীরের পুত্র নসীরুল্লা তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ বিলাত যাইতেছেন। বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িয়াছে।

৮। কলিকাতায় জাপানের এক প্রতিনিধি থাকে, এজন্য একজন উচ্চপদস্থ জাপানী অনেকগুলি অনুচরসহ সিমলায় রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন।

৯। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবেরী উৎকট পীড়াগ্রস্ত। তাঁহার পদত্যাগের সম্ভাবনা।

১০। ভিঙ্গার রাজার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র আত্মহত্যা করাতে রাজা আপনার রাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে দিয়া স্বয়ং কাশীবাস করিয়াছেন।

# বামারচনা।

## অবরোধে হীনাবস্থা।

আমাদের দেশে—আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতির জন্য যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, আমরা এ প্রথা ভাল বিবেচনা করি না। এই অবরোধ প্রথাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল; এই অবরোধ প্রথাই আমাদের হীনাবস্থার কারণ। আমরা পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় নিয়ত অবরোধরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রহিয়াছি, কাজেই আমাদের মনোবৃত্তি সকল ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে প্রস্ফুটিত হইতে পারিতেছে না। সৎজ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে জীবন উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। সৎজ্ঞান ব্যতীত দুর্লভ মানবজীবন পশুর অপেক্ষাও হেয়ভাবে যাপন করিতে হয়। আমরা বাল্যকাল হইতে পিঞ্জরাবদ্ধ আমরা সৎজ্ঞান কোথায় পাইব? পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর প্রতি কৃপাপূর্ব্বক পিঞ্জরের নিকট আসিয়া যদি কেহ 'হরি' নাম শুনায়, তবেই সে শুনিতে পায়। কিন্তু হায়! কয়জন এমন সদাশয় ব্যক্তি আছেন, যে, এরূপে অনর্থক সময়ক্ষেপ করিবেন?

পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী ও আমরা উভয়েই সমশ্রেণীর তাহাতে সংশয় কি? যদি কোনও সহৃদয় মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক আমাদের ক্ষুদ্র জীবনকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হন, তাহাহইলে তাঁহার কুৎসা গাথায় দশ দিক্ পূর্ণ হয়, সুতরাং তিনি নিজ উদ্দেশ্য সাধনে বিরত হন। কাজেই আমাদের জীবন-পথে সৎজ্ঞানালোক নিপতিত হইতে পায় না। পাখী কি "হরি" নাম না শুনিয়া হরিগুণ গাহিতে পারে? হরি নাম গাহিবার জপ তাহাকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। আমাদিগকে শুধু অবরোধে রাখিলে আমাদের শিক্ষা হয় না। আমাদিগকে সৎজ্ঞান লাভের জন্য সমাজের শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। শিক্ষাতেই মানবহৃদয় গঠিত, শিক্ষা অভাবে মানবের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। কুশিক্ষায় মানব অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়—হৃদয়হীন হইয়া পড়ে। সৎশিক্ষাতেই মানব-হৃদয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সৎশিক্ষা অভাবেই আমরা এত হীন হইয়া যাইতেছি এবং সেই জন্যই সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু হায়! আমরা কিজন্য এত হীন হইয়া পড়িতেছি সমাজ যদি একবার তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমরা সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া শত ব্যথা বুকে বহিয়া জীবন যাপন করিতাম না। যদি আমাদের প্রতি সমাজের এক বিন্দু কৃপাদৃষ্টি

থাকিত, তাহাহইলে আমরা আর্য্যবংশীয়া বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতাম, আমাদের জীবনও আর্য্য মহিলাদিগের ন্যায় পবিত্র ও উন্নত হইত। আর্য্য মহিলাদিগের জন্য অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না। তাঁহারা স্বইচ্ছায়—এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া অরাতি-মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতেন, তাঁহাদের এতদূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিল। তাঁহাদের শরীর যে রক্তমাংসে গঠিত, আমাদের শরীরও সেই রক্তমাংসে গঠিত, তবে তাঁহারা অধিক বলশালিনী ও অধিক ক্ষমতাপন্না ছিলেন কেন? আমরাই বা এত হীনবল কেন? ইহার একমাত্র কারণ সমাজ নয় কি? সমাজ তাঁহাদিগকে পালিত পক্ষীর ন্যায় অবরোধরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই বলিয়াই তাঁহারা সৎজ্ঞান,সৎসাহস, সৎকীর্ত্তি লাভ করিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন। আমাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের জন্য যদি অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহাহইলে তাঁহাদের পবিত্র জীবনও আমাদিগের ন্যায় হীনাবস্থায় যাপন করিতে হইত। ভগিনীগণ! আইস, আমরা এ ভীষণ অবরোধ প্রথা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীবনকে উন্নতিপথে লইয়া যাইবার জন্য একান্তমনে পরম পিতা পরমেশ্বরকে ডাকি। তাঁহার কৃপায় আমরা নিশ্চয়ই এই হীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিব ও আমাদের জীবন প্রাচীন আর্য্য মহিলাদিগের ন্যায় বরণীয় ও আদরণীয় হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রবালা মুস্তোফী। হুগলী।

## হেঁয়ালি। *

মহাদেব শিরোদেশে বসতি আমার;
কুসুমের পদতলে, থাকি আমি কুতূহলে,
আসামে আমার বাস, বামে থাকি বারমাস;
মনের ভিতরে থাকি বিদিত সংসারে;
দাঁড়াইয়া থাকি পুনঃ মরণের শিরে।
মদন আমার তরে, মাথা ধরে দেহপরে,
সরমের পদে আমি বাঁধা অনুক্ষণ।
চেষ্টা কর পাবে ফল মনের মতন।

## উপদেশ।

বিনয়! বিনয় গুণে হও গুণবান,
ঈশ্বর তোমার বাছা, করুন কল্যাণ।
দেশ-হিতকর ব্রত করহ গ্রহণ,
ঈশ্বরের প্রিয় কাজ করহ সাধন।
অধর্ম্ম অথবা কোন তুচ্ছ প্রলোভনে,
ভুলিওনা, ভুলিওনা, পতিতপাবনে।
যিনি দিয়েছেন বাছা, জ্ঞান প্রাণ মন,
যিনি দিয়েছেন বাছা, সুখ অগণন,
ভুলিওনা তাঁরে, তাঁর সন্তোষ কারণ
পরের মঙ্গল সাধ করি প্রাণপণ।
প্রথম সন্তান বাছা তুমিরে আমার,
দিন দিন বয়োবৃদ্ধি হতেছে তোমার,
রেখেছি বিনয় নাম করিয়ে যতন
বিনয়ে ভূষিত হও বিনয়ভূষণ!!

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

* গত ফাল্গুন মাসের প্রকাশিত হেঁয়ালির উত্তর, "কলম" অনেক পাঠিকা লিখিয়াছেন। ঠিক হইয়াছে। বা, বো, স।

## প্রভাতী।

মিশ্র কাফি—একতালা।

সোণার সুমেরু-শিরে
দুয়ার খুলিয়া যায়,
এখনি জাগিয়া উষা,
পরিছে রতন ভূষা,
পড়িছে রূপের ছটা,
আঁধার জগত-গা'য় !

প্রকৃতির ঘুম ভাঙা,
নয়ন অলস, রাঙা,
মল্লিকা ফুলের মত
হাসিটী ভাসিছে তা'য় ! ১

অবনী তৃষিত প্রাণে,
চাহিছে আকাশ পানে,
এখনো আসেনি যেন,
সে যারে দেখিতে চায় ! ২

বিদায় মাগিয়া রাকা,
(চাঁদনী, শিশির-মাখা)
শিথিল আঁচল টেনে,
ধীরে ধীরে স'রে যায় ! ৩

বিহগ বিহগী তা'রা,
দিতেছে মধুর সাড়া,
কে যেন ভাঙিছে ঘুম,
ডাকিছে "বাহিরে আয় !" ৪

সোণামুখী দিক্ বালা,
ছিঁড়িয়া মুকুতামালা,
ছড়ায়ে ফেলিছে হেসে,
বসুধা সখীর গায় ! ৫

নিশির নীরব স্বরে,
পুনঃ কোলাহল ভরে,
পুনঃ সে অমিয় ব'য়ে
বাতাস, দিগন্তে যায় ! ৬

আবার গোলাপ, জাতি,
বিকাসি রূপের ভাতি,
আদরে আতর ঢেলে,
মাখাইছে মলয়ায় ! ৭

জাগিল নরের মনে,
সংসার-সুহৃদ জনে,
ভকতি, মমতা, স্নেহ,
পুনঃ বুকে উথলায় ! ৮

নমো, প্রভো ভগবান !
আমারো এ নব প্রাণ,
সজীব, পবিত্র কর,
তোমারি চরণ-ছায় ; ৯

তোমারি আশীষে, হরি !
তব সেবা যেন করি,
আজিকার যত বাধা,
সবি যেন দলি পা'য় ; ১০

সংসারে যে অগণন,
নীচতার প্রলোভন,
দেখিও, এ দাসে তা'রা,
যেন না ছুঁইতে পা'য় ! ১১

এ ক্ষুদ্র জীবন মম,
স্ফুট সূর্য্যমুখী সম,
তোমা পানে চেয়ে চেয়ে,
যেন গো শুকায়ে যায়। ১২

কিসের ভাবনা মম,
তুমি রেখ পদ ছা'য়,
সারাটী জীবন মোর,
ঢেলে দি' অভয় পা'য় ! ১৩

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

No. 365. June 1895.

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৫ সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ১৩০২—জুন ১৮৯৫। ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সূচী।



কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাই লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

| ৩৬৫ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ ১৩০২—জুন ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ। |
|---|---|---|

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

ছোটলাট-পত্নীর ছবি—ইহার জন্য ৮০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। কোন সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে ইহার কতক টাকা ব্যয় হইলে কি ভাল হইত না? বিনা চিত্রে লেডী ডফরিণের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইয়াছে।

দুই রাণীর সম্ভাষণ—মহীশূরের বিধবা রাজ্ঞী উৎকামুণ্ডে আছেন। বরদার মহারাণী সমবেদনা প্রকাশার্থ সেখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

চীন-জাপান সন্ধি—গত ৯ই মে চীন সম্রাট সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। রুসিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মণী প্রতিবাদী হওয়াতে জাপান লিওটং উপদ্বীপের দাবী পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অনেক টাকা লইয়াছেন।

চীনের সৌভাগ্য—চীনসাম্রাজ্যে ৪০ কোটী লোকের বাস, কিন্তু ... অধিক চিকিৎসক নহে। কলিকাতায় ৮ লক্ষ লোকের বাস; চিকিৎসকের সংখ্যা ৬ হাজারের অধিক হইবে; তথাপি রোগের আধিক্যই হইতেছে।

ক্ষুদ্রতম সাধারণতন্ত্র—সার্ডিনিয়া দ্বীপ হইতে ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী ট্যাভোলারা-নামক দ্বীপের পরিমাণ ২॥০ ক্রোশ মাত্র, এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৫৫ জন। ১৮৮৬ সালে ইহা সাধারণতন্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে; এখানে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগেরও রাজনৈতিক বিষয়ে মত দিবার অধিকার আছে। পিরানিস্ পর্ব্বতে গোষ্ট নামে এক স্বাধীন রাজ্য আছে; ইহার পরিমাণ এক ক্রোশও নহে, এবং অধিবাসীর সংখ্যা ১৩০ জন। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ

হতে
যোগ্য

হইতে ইহা সাধারণতন্ত্ররূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

**প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল**—এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৫ জন মহিলা উত্তীর্ণ হইয়াছেন; তন্মধ্যে ১৩ জন ১ম বিভাগে, ১৯ জন ২য় বিভাগে এবং ১৩ জন ৩য় বিভাগে।

**পৃথিবীর ওজন**—বরজ নামে এক পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন পৃথিবীর ভার ৫,৮৩,২০,৬৪,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ টন।

**কাগজের মোজা**—জর্ম্মণিতে ইহা বহুল পরিমাণে চলিত হইয়াছে। ইহা ব্যবধান করিলে পায় ঠাণ্ডা লাগে না।

**অন্নধ্বংস**—ভগবানের প্রদত্ত যত অন্ন আমরা ধ্বংস করি, তাহার উপযুক্ত কাজ কি করি? এক পণ্ডিতের গণনায় সামান্য ক্ষুধাশীল লোক ৬০ বৎসরে প্রায় ১৩০০ মণ খাদ্য খায়; এ হিসাবে বৎসরে ২০ মণ এবং প্রতিদিন ২ সেরের কিছু অধিক হয়। কত লোক ইহার দ্বিগুণ চতুর্গুণ আহার করিয়া থাকে!

**স্ত্রী এল, এল, ডি,**—অদ্যাবধি ৩টি স্ত্রীলোক L. L. D. এই উচ্চ উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহাদের নাম মেরিয়া সিরেল, এমিলিয়া এডওয়ার্ডস এবং ফ্রান্সেস উইলার্ড। ইহাঁদের মধ্যে প্রথমটি জ্যোতির্বিদ্যা-বিশারদ ও দ্বিতীয়টি মিসরের ইতিবৃত্তজ্ঞ।

**স্ত্রী-স্বত্ব**—আমেরিকা এত বড় সভ্য ও স্বাধীন দেশ, তথাপি সেখানে স্ত্রীলোককে কোনও কারবার খুলিলে স্বামীর নামে খুলিতে হয় এবং স্ত্রীলোক মজুরী করিয়াও যাহা উপার্জ্জন করে, তাহার অর্দ্ধাংশের উপর স্বামীর বৈধ অধিকার। এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া স্ত্রীধনে স্ত্রীলোককে পূর্ণস্বত্ব দিবার জন্য কালিফোর্ণিয়ার ফ্রেসমো নামক নগরস্থ এক সভা হইতে এক আবেদন স্বাক্ষরিত হইতেছে।

---

# বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা।

বিধাতার কৃপায় বাঙ্গালাদেশে এমন দিনে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। দয়া, বদান্যতা, পরার্থপরতা, সৎসাহস, তেজস্বিতা, আত্মত্যাগ, বিদ্যা বুদ্ধিতে তিনি শীর্ষস্থানীয়। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বলিতেছি। বিধবা-বিবাহের জন্য এই পুরুষসিংহ সিংহবিক্রমে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিতেও স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। সামাজিক সংগ্রামে দেশের শত শত লোক এক দিকে, আর তিনি একা এক দিকে দাঁড়াইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহারই জয়লাভ হইয়াছিল। তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে বিধবাবিবাহ

"শাস্ত্র-সিদ্ধ" বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই বঙ্গদেশে যিনি প্রথমে বিধবাবিবাহ করেন, বিধবাবিবাহের বিপক্ষেরা তাঁহাকে ও বিধবাবিবাহ-প্রচারক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে হত্যা করিতে গিয়াছিল, দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় সে দুরভিসন্ধি সফল হয় নাই। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এই দুর্ঘটনা বাস্তবিক হইয়াছিল। বোম্বের ছোট আদালতের জজ্ মেরবা কেনবা সেখানে সর্ব্বাগ্রে বিধবাবিবাহ করেন। বিধবাবিবাহের বিপক্ষগণ (উপায়ান্তর অভাবে) এক রাত্রিতে এই দম্পতীকে নিদ্রিতাবস্থায় কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনায় সে দেশে বিধবাবিবাহ রহিত হওয়া দূরে থাকুক, আরও প্রবল হইয়া উঠিল (১)।

বিধবা-বিবাহ প্রচার করিয়া, বহুবিবাহ নিবারণ জন্যও বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ আন্দোলন করেন। বহুবিবাহ নিবারণের সময়েও শাস্ত্রীয় বিচারে এ দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে হারিয়া গিয়াছিলেন। বহুবিবাহ "অন্যায় ও অশাস্ত্র" বলিয়া রাজাও বুঝিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বহুবিবাহ নিবারক আইনের জন্য রাজদ্বারে প্রার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। অবশেষে, এ দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকে যাহাতে বহুবিবাহের অসভ্যতা ও অপকারিতা বুঝিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ ঘৃণিত প্রথা পরিত্যাগ করে, এই আশয়ে সুশিক্ষার বহুল প্রচারে একান্ত যত্নবান্ হন। শুনা যায় দেশের লোকের মধ্যে এইরূপ সুশিক্ষাবিস্তারই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজের (মেট্রপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশন) উৎপত্তির এক শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য। ফলতঃ স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি, বিধবা-বিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহ নিবারণ—হতভাগিনী ভারত-মহিলাদিগের জন্য এই সকল কাজ করিতেই যেন বিধাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলেন! বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে আধুনিক ভারত "ধন্যবাদ" যোগ্য হইয়াছে।

বর্ষার পরে যেমন শরৎ আইসে, শীতের পরে যেমন বসন্ত আইসে, ভারত-মহিলাদিগের বহু-শতাব্দীব্যাপী দুর্ভাগ্য-অন্ধকারের পরে সৌভাগ্য-চন্দ্রমা তেমনি ধীরে ধীরে ফুটিতেছিল। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় যুগের শেষভাগে স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য অধিকতর আয়োজন হইতে লাগিল। আগে খ্রীষ্টান্-ধর্ম্ম-প্রচারকগণ স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য যে রকম চেষ্টা করিয়াছেন, এখন দেশীয় ব্রাহ্মগণ স্ত্রী-শিক্ষার জন্য সেই রকম চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতা মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন অসাধারণ-ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব, স্বদেশ-হিতৈষণা, উদারতা, বাগ্মিতা ও বিবিধ মহত্বে

(১) মেরবা কেনবা সস্ত্রীক নিহত হইলে, পর বৎসরেই সেখানকার প্রধান বণিক্ মাধব দাস রঘুনাথ বিধবাবিবাহ করেন। ইহাতে বিপক্ষগণ পরাজিত হইয়াছিল।

বহু মানব মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। অনেকেই কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ না করিলেন, তাঁহারাও কুসংস্কার ও অসত্য পরিত্যাগ করিয়া সত্য, নীতি ও বিশ্বজনীন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ধর্ম্মাচার্য্য কেশব চন্দ্র নারীকুলের একজন পরম হিতৈষী ছিলেন। যাহাতে স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার, ব্যবহার উন্নত হয়, যাহাতে স্ত্রীজাতি পরাধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ঈশ্বরের অধীনতায় আপনাদিগকে চালিত করিতে পারে, যাহাতে বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিবারণ ও স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার হয়, স্বর্গীয় কেশব-চন্দ্র একান্ত যত্নে তাহাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা-শক্তি ছিল; তাই তাঁহার উত্তেজনায় দেশের শত শত ব্যক্তি স্ত্রীজাতির দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য গৃহ-কর্ম্ম নহে, পুরুষের ন্যায় রমণী-জীবনেরও প্রধান উদ্দেশ্য সত্যধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া আত্মোন্নতি, পরোপকার, বিশ্বজগতের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য কাজ করা; এ কথা অনেক পুরুষই সত্য বলিয়া বুঝিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য প্রায় প্রতি পল্লিগ্রামে মহোৎসাহে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। সহরে ধনী মহিলাদিগকে মেম্ সাহেব শিক্ষয়িত্রী দ্বারা ইংরাজিভাষা, উলের কাজ, সূচের কাজ, প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। শিক্ষিত যুবকেরা নিজ নিজ স্ত্রী, ভগিনী প্রভৃতিকে উল্‌কি, মিসি, বহুল পরিমাণে শাঁখা সিঁদুর ব্যবহার ও অন্যান্য কুরুচি পরিত্যাগ করিতে শিখাইতে লাগিলেন। পৌরাণিক ব্রতাদি অপেক্ষা সত্যধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া, আত্ম-সংযম অভ্যাস করিয়া জগতের হিতৈষণা শিক্ষা যে মানব-জীবনের উচ্চতর কর্ত্তব্য, এ কথা অনেক রমণীই শিখিতে পারিলেন। শিক্ষিত যুবকেরা বহুবিবাহ নিবারণ ও বাল্যবিবাহ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্ত্রী-জাতির সুরুচি ও সভ্যতার সহিত অলঙ্কার ও পরিচ্ছদেরও উন্নতি হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যতঃ এই সকলের অনেক বিষয়ের "আদর্শ" স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মসমাজে অনেক বালিকা-বিধবার পুনঃ-সংস্কার হইল। অনেক ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ, ভারতবাসিনীদিগের উন্নতির বিষয়ে যোগদান করিলেন।

এই সময়ে কলিকাতায় উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ "ভারত-সংস্কার সভা" সংস্থাপন করিয়াছিলেন। দেশে সুনীতি ও সদ্ভাব প্রচার করা এই সভার এক প্রধান উদ্দেশ্য। এই সভার অন্তর্গত শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে এ দেশের অনেক বালিকা উচ্চতর শিক্ষার সহিত গার্হস্থ্য, শিল্প ও সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা পাইতেছিলেন। প্যারী-চাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কয়েক-জন মহাত্মার লিখিত বাঙ্গালা পুস্তক হইতে

বঙ্গবাসিনীগণ মহোপকৃতা হইতেছিল। ইত্যগ্রে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির হস্তে বঙ্গভাষার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

এ যুগে ভারতের একজন বিদুষী রমণী ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ইনি বৈদিক মহিলাগণের আসনে বসিবার যোগ্য। এই মহিলা মহীশূরের মহারাণী সীতাবিলাস সি, আই, ই। এই রমণীরত্ন কোনও প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই, নিজগুণেই দেবী-জীবন লাভ করিয়াছেন।*

বিগত শতাব্দীর তৃতীয় যুগের শেষ-ভাগে স্ত্রীজাতির উন্নতিকর একটি শুভ ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখন বালিকারা (বিশেষতঃ পল্লিগ্রাম-বাসিনীরা) অল্প বয়সেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিত। ঘরে বসিয়া পড়িতে পারে, নিজেদের উপযোগী সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে, তখন সে রকম স্ত্রী-পাঠ্য সাময়িক পত্র একখানিও ছিল না। হিন্দুমহিলাদিগেরই কথা বলিতেছি।—ইহার ফল এই হইত যে, হয় তাহারা বিদ্যালয় পরিত্যাগের সহিত লেখা পড়া ছাড়িয়া দিত, নয় কুরুচিপূর্ণ অপাঠ্য গ্রন্থ পাঠ করিত। এই অভাব দূর করিবার জন্য বাঙ্গালার কয়জন নারী-হিতৈষী যুবক ১২৭০ সালে "বামাবোধিনী" মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যাহাতে বামাগণ সকল প্রকার কুচর্চ্চা ও কু-অভ্যাস ছাড়িয়া উপযুক্তরূপে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতি উপার্জ্জন করিতে পারেন, জাতীয় সদ্গুণ সকল গ্রহণ করিতে পারেন, খগোল, পদার্থবিদ্যা ইতিহাস, প্রভৃতি শিক্ষার সহিত ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস, সতীত্ব, সরলতা, লজ্জা, নম্রতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, গুরুভক্তি, পতিপ্রেম, ভগ্নীভাব, সন্তান-স্নেহ, প্রভৃতি তাঁহাদের জাতীয় সদ্গুণ যাহাতে উপ-যুক্ত রূপে বিকাস পায়, যাহাতে তাঁহারা গার্হস্থ্য নীতি উপযুক্তরূপে শিক্ষা করিয়া গৃহকর্ম্মে পারদর্শিনী হইয়া সুমাতা, সুভার্য্যা ও সুকন্যা হইতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা সমাজে জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, পুরুষের সহকারিণী-রূপে ধর্ম্ম ও পবিত্রতা বিকাসের সহায়তা করিতে পারেন, সেই সকল বিষয়ের সুশিক্ষা দিতেই বামাবোধিনী জন্মগ্রহণ করিলেন। বামাবোধিনী অন্তঃপুর-বাসিনীদিগের মধ্যে সেই সুশিক্ষা প্রচার করিতে লাগিলেন। আরও এই বামাবোধিনীতে বামারচনা প্রকাশের নিয়ম থাকাতে অনেক রমণী উৎসাহিত হইয়া পদ্য ও গদ্য রচনার অভ্যাস করিতে লাগিলেন। বামাবোধিনীর বামা-রচনা স্তম্ভে বঙ্গবাসিনীদিগের প্রথম লেখা প্রকাশিত হইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন বামাবোধিনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ অন্তঃপুর পরীক্ষা ও পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলাগণকে পারিতোষিক প্রদান প্রথা প্রবর্ত্তন করাতে অনেক পাঠিকার শিক্ষানুরাগ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। বামাবোধিনীর

* ১৩০০ সালের বামাবোধিনী, আষাঢ় মাস—সীতাবিলাসের জীবনী দেখ।

জন্মগ্রহণের কিছুদিন পরে ইহার প্রবন্ধ সকল সঙ্কলন করিয়া "নারীশিক্ষা" নামক দুইখানি স্ত্রী-পাঠ্য উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইল, তাহা হইতেও বঙ্গমহিলা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উপকৃতা হইলেন।

মঙ্গলময় বিধাতা, স্ত্রীজাতির এই সকল মঙ্গলকর ঘটনা সংঘটন করিয়া তৃতীয় যুগের পরিসমাপ্তি করিলেন।

ইহার পরে চতুর্থ যুগের প্রবর্ত্তন। করুণাময় ভগবানের কৃপায় প্রথম যুগে স্ত্রীজাতির উন্নতির যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, দ্বিতীয় যুগে যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তৃতীয় যুগে যাহার শাখা প্রশাখা হইয়া ফুল ফুটিয়াছিল, চতুর্থ যুগেই তাহার ফল ফলিবার কথা। এই ফল কি রকম ফলিল, তাহাই আমাদিগের আলোচ্য।

আমাদিগের পাঠক পাঠিকাগণ জানেন যে, এ যুগে স্ত্রী-শিক্ষার পথ বড়ই সুগম হইয়াছিল। সুতরাং ভারতবাসিনীদিগের শিক্ষাবিভাগে বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। ভারত-সংস্কার সভার অন্তর্গত শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে কুমারী রাজলক্ষ্মী সেন, সৌদামিনী কাস্তগিরি, রাধারাণী লাহিড়ী প্রভৃতি ছাত্রীগণকে পরীক্ষার সময়ে পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রাধিকা-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিয়াছিলেন যে, "শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীরা যে রকম পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, এ রকম পারদর্শিতা একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীর পক্ষেও গৌরবের বিষয়!" বেথুন স্কুলের ছাত্রীগণও বিশেষ প্রশংসিতা হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পল্লি-গ্রামস্থ বালিকা-বিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও পরিদর্শকগণও সন্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য অধিকতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বঙ্গভাষার উন্নতির সহিত এ দেশে স্ত্রী-পাঠ্য বহুতর পুস্তক প্রচারিত হইল। ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "ধাত্রীশিক্ষা", ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "মাতৃশিক্ষা", বাবু শিবচন্দ্র দেব "শিশু-পালন" প্রকাশ করিয়া দেশীয় স্ত্রীজাতিকে যার পর নাই উপকৃতা করিলেন। সূতিকা-গৃহ, প্রসূতীর শুশ্রূষা, শিশুপালন, ও ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে অনেক মহিলা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

ধর্ম্ম বিষয়ে ভারতবর্ষে বড়ই মতভেদ দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ পরস্পরের ধর্ম্মমতে অশ্রদ্ধা করেন, এমন ঘটনা ভারতবর্ষে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের রাজা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, দেশের লোকেরা পরস্পর বিপরীতধর্ম্মাবলম্বী, এই জন্য (পারিবারিক ভাবে ব্যতীত) জাতীয় ভাবে এ দেশে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। বিগত শতাব্দীর চতুর্থ যুগে দেশের ও বিদেশের কয়েক মহাত্মা আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রত্নাকর হইতে অনেক অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকটে প্রকাশ করেন। পূর্ব্বে মহাত্মা রামমোহন রায়, পরবর্ত্তী সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এই কার্য্য করেন।

যাহা হউক চতুর্থ যুগে এই সকল অমূল্য রত্নের লোভে ভারতের বহুলোক হিন্দুশাস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আমাদের দেশের একজন মহাত্মা বলিয়াছেন যে, "প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা হিন্দুর সার ধর্ম্ম, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম"। এই অনুসন্ধিৎসার ফলেও এই মহাবাক্য অনেকটা সফল হইল। আর্য্য-ধর্ম্মের ভিতরে যে সকল উপধর্ম্ম ঢুকিয়াছিল, শিক্ষিত সমাজে তাহার অনেকগুলি পরিত্যক্ত হইল। সত্য, সরলতা, বিনয়, পবিত্রতা, আত্মসংযম, আত্মসংগঠন, পরোপকার, পর-হিতৈষণা যে মনুষ্য-জীবনের উচ্চতম কর্ত্তব্য, এ কথা অনেকেই বুঝিতে পারিলেন। সত্য ও নীতির অনেক অংশই প্রায় সকল সমাজে গৃহীত হইল। এইরূপ আন্দোলনে ভারত-বাসিনীদিগের অনেকে সত্যধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিতে সক্ষমা হইলেন।

এই যুগের মধ্য সময়ে (১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দ) বেথুন কলেজের সুযোগ্য ছাত্রী কুমারী চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী বসুজাদ্বয় উচ্চতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে বেথুন স্কুল "কলেজে" পরিণত হয়। কলিকাতায় ব্রাহ্মস্কুল ও ভিক্টোরিয়া কলেজনামক আরও দুইটী বিদ্যালয়ে রমণীগণকে শিল্প, সঙ্গীত, গার্হস্থ্য শিক্ষা দিবার রীতিও প্রবর্ত্তিত হয়। এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের সংস্থাপিত কয়টী স্ত্রী-বিদ্যালয়ে এবং বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী-বিদ্যালয়ে রমণীগণের শিক্ষাকার্য্য সুসাধিত হয়।

বঙ্গবাসিনীদিগের মধ্যে কুমারী রাধা-রাণী লাহিড়ী, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রন্থকর্ত্রী, শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী, অন্নদায়িনী সরকার প্রভৃতি সুলেখিকা আখ্যা পান।

এ যুগে ভারতবর্ষে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষকুমার দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্রজমোহন দত্ত, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাজী নৌরজী, মালাবারি * ইত্যাদি বহু মহাত্মা নারী-হিতৈষণা-ব্রত গ্রহণ করেন। নারী-হিতৈষীদিগের মধ্যে অনেক প্রধান ব্যক্তির নাম এ প্রবন্ধে অপ্রকাশিত থাকিলেও ভারতরমণীর জাতীয় ইতিহাসে তাঁহারা অমৃতাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিবেন।

এখন সুশিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে সকলেই প্রায় বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিলেন। বিধবাবিবাহ ব্রাহ্মসমাজে খুবই প্রচলিত হইল; হিন্দু সমাজে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত না হইলেও অনেক হিন্দু যুবক বিধবাবিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শিশু-বিবাহ প্রায় উঠিয়া গেল; বাল্য বিবাহসম্বন্ধে হিন্দু সমাজে বিশেষ আন্দোলন চলিল। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি ও চিকিৎসকগণ বাল্যবিবাহ বিশেষ অপ-কারী বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

* মালাবারি একজন বিখ্যাত নারী হিতৈষী; কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় সেরূপ উদারচেতা ব্যক্তিরও বহু মত ভ্রমসঙ্কুল।

এ দেশে পুরুষ জাতির মধ্যেই চিকিৎসা-বিদ্যা প্রচলিত ; ইহাতে রমণী-গণের অনেক অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করিতে গবর্ণমেণ্ট এ দেশে ধাত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহাতে বহু রমণী ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্ব-দেশীয়া মহিলাগণের মহোপকার সাধন করেন।

কিন্তু কেবল ধাত্রীর অভাব পূর্ণ হওয়া এ দেশের রমণীগণের পক্ষে "যথেষ্ট" হইল না। স্ত্রী জাতি স্বজাতীয়া চিকিৎসক অভাবে অনেক পীড়ায় কষ্ট পায়। ভারতের কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা ঐরূপ পীড়ায় বড় ক্লেশ পাইয়াছিলেন, পরে সুনিপুণা জনৈক ইয়োরোপীয় মহিলা ( চিকিৎসক ) কর্তৃক চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করেন। উক্ত চিকিৎসক মহিলা দেশে ফিরিয়া যাইবার সময়ে সেই সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহাকে বলিয়া দেন "মেয়ে ডাক্তার অভাবে ভারতবাসিনীদিগকে কি ক্লেশ পাইতে হয়, তাহা আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া গেলেন ; এ কথা ভারত-সাম্রাজ্ঞীকে অবশ্য অবশ্য বলিবেন।" ইউরোপীয় মহিলা স্বদেশে গিয়া ভারতেশ্বরীর নিকটে সেই কথা প্রকাশ করেন ; ইহাতে করুণা-ময়ী ভারতেশ্বরী দয়ার্দ্রা হইয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যা প্রচলন সঙ্কল্প করেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন গবর্ণর জেনারাল লর্ড ডফরিণের সহধর্ম্মিণী লেডী ডফরিণের উপরে এই কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। ১২৯৫ সালে লেডী ডফরিণ এ দেশের রমণীগণের জন্য স্ত্রীজাতির চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় ৭ হাজার রমণী তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া অভিনন্দনপত্র লেখেন। যাহা হউক, এই বিদ্যালয়ে অনেক মহিলা যোগ্যতার সহিত শিক্ষা করিতেছেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন চিকিৎসকও হইয়া-ছেন।

এ যুগে ভারতের দুইটি মহারাষ্ট্রীয় মহিলা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। এক, পণ্ডিতা রমা বাই সরস্বতী ; এই বিদুষী মহিলার বিদ্যাবত্তায় এ দেশের বলিয়া নহে, জগতের রমণীগণ গৌরবান্বিতা হইতে পারেন। ইনি স্বজাতীয় ভগিনীদিগের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। অপর, আনন্দী বাই যোশী, এম্, ডি ; এই মহাপ্রাণা রমণীও যেরূপ বিদ্যাবতী, সেই-রূপ উচ্চাশয়া ছিলেন। বড় দুঃখের বিষয়, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ না করিতেই এই রমণী-রত্ন মানবলীলা সংবরণ করেন। ইনি যেরূপ মহাপ্রাণা ছিলেন, তাহাতে ভারত মহিলাগণ ইহাঁর নিকট হইতে অনেক উপকৃত হইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। ( ক্রমশঃ )

# "স্বভাব যায় ম'লে।"

সাপ যখন বাঁচিয়া থাকে, কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে, চলিবার সময়ও বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলে। কিন্তু সেই সাপ যখন মরিয়া যায়, তখন সটান সোজা হইয়া পড়িয়া থাকে, সে যেন আর পূর্ব্বের সে জন্তু নয়। সাপের স্বভাবের বক্রতা মৃত্যুতে দূর হয়। মানুষের স্বভাবের মধ্যে যে কুটিলতা থাকে, তাহাও সহজে দূর হয় না। যতদিন মানুষ বাঁচিয়া থাকে, কার্য্য করে, তাহার স্বভাবের পরিচয় কোন না কোনরূপে পাওয়া যায়। কত সময় দেখা যায়, কু-স্বভাব ব্যক্তিকে সৎসঙ্গে রাখ, সদুপদেশ দেও, সৎকার্য্যে অভ্যস্ত কর, তথাপি অবসর পাইলেই সে আপনার খলতার পরিচয় দিবে। চৌর্য্যস্বভাবের লোক সন্ন্যাসী হইয়াও "তুম্বনাড়া রোগ" ছাড়িতে পারে না; ক্রোধন স্বভাবের লোক বিবাদী ব্যক্তি না পাইলেও বাতাসের সহিত যুদ্ধ করে; আর নিন্দুক স্বভাবের লোক পরম সাধুদিগের মধ্যে থাকিয়াও মক্ষিকার ন্যায় ক্ষতস্থান অন্বেষণ করে এবং গুণকেও দোষ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। এই জন্য স্ত্রী-কবি যে বলিয়াছেন "যার যে রীত, না ছাড়ে কদাচিৎ", ইহা বহুদর্শিতার কথা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু উপরে যে স্ত্রী-কবি-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? সাপ যেমন মরিয়া গেলে তাহার বক্র স্বভাব ছাড়িয়া সরল হয়, মনুষ্য মরিয়া কি সেইরূপ কুস্বভাব ছাড়িয়া সৎস্বভাব হইবে? মরিলে অসৎ লোক সৎ হয় কি না কে জানে? তবে অবশ্য সমাজের কণ্টক হইয়া সে আর কোনও পীড়ন করিতে পারে না। কিন্তু লোককে মরিতে বলা রাগ ও দুঃখের কথা, মরিলে যে স্বভাব বদলাইয়া যায়, তাহার প্রমাণ কি? অনুধাবন করিলে এই বচনের মধ্য হইতে গূঢ় সত্য আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাই গ্রহণ করিতে পারিলে প্রকৃত উপকার লাভ হয়। মানুষ মৃত্যুকালেত মরিয়া থাকে, 'জীয়ন্তে মরা' আর এক প্রকার মৃত্যু আছে। এই মৃত্যুতে মানুষের দেহ মরে না, কিন্তু আত্মার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া স্বভাব বদলাইয়া যায়। ধর্ম্মজগতের ইতি-হাসে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় নরঘাতক দস্যু রত্নাকর বিশ্বপ্রেমিক বাল্মীকি হইয়াছেন, দুরন্ত জগাই মাধাই মানুষের পায়ের ধূলি হইয়া বিনয়গুণের পরিচয় দিয়াছেন, অহল্যা পাষাণী আবার মানবী হইয়াছেন এবং খৃষ্টদ্বেষী পল খ্রীষ্টানু-রাগী সেন্টপল হইয়া মহোৎসাহে তাঁহারই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যে মৃত্যুতে এইরূপ কুস্বভাব বিনষ্ট যায়, তাহা যে কি, কে বলিবে? ইহা ঈশ্বরের কৃপাপ্রদত্ত সুমতি। এই সুমতির উদয় হইলে মানুষ পাপকে ভয়ঙ্কর সর্পের ন্যায় ভয় করে, ঘৃণা করে ও দূরে পরিহার করে। কত

অনুতাপ, কত ক্রন্দন হৃদয়কে থাক্ করিয়া ধৌত করিয়া দেয়। ইহাতেই পুরাতন জীবন গিয়া নব জীবন লাভ হয়, পুরাতন স্বভাব বিনষ্ট হইয়া নূতন স্বভাবের উৎপত্তি হয়। এই মৃত্যু বৈরাগ্যের মৃত্যু। এই মৃত্যু না হইলে কেহ কুটিল স্বভাব ছাড়িয়া সরল হইতে পারে না, সংসারমায়া ছাড়িয়া ভগবৎ-প্রীতি লাভ করিতে পারে না এবং পাপময় অসার জীবন বিসর্জ্জন করিয়া পুণ্য জীবনের অধিকারী হইতে পারে না। জ্বলন্ত বৈরাগ্যানলে কু-বাসনা দগ্ধ হইলে মানবপ্রকৃতি কুভাব ছাড়িয়া স্বভাবে নূতনরূপে সংগঠিত হয়। এই বৈরাগ্যের জীবন্ত মৃত্যুই প্রার্থনীয়।

# কৃষিবিষয়ক নানা কথা।

## ধান্য।

ধান্যের চাষ আবাদ অতি সাধারণ ব্যাপার। উহার কিছু না কিছু সকলেই অবগত আছেন, এইজন্য উহার চাষ আবাদ প্রায় কোন কৃষিপুস্তকে লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিত কালীময় ঘটক প্রণীত "কৃষিশিক্ষায়" ধান্য প্রবন্ধটী অতি সুন্দর ও বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে। তৎপাঠে ধান্য সম্বন্ধীয় সকল কথাই শিখিলাম বলিয়া বোধ হইলেও উহাতে আরও কিছু থাকা উচিত ছিল এবং তাহা থাকিলে ঐ প্রবন্ধটীকে ধান্যবিষয়ক অদ্বিতীয় প্রবন্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতাম। বাবু হারাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "কৃষিতত্ত্ব" নামক পুস্তকেও ধান্য প্রবন্ধ আছে। আমাদের বিবেচনায় তাহাও আংশিক অপূর্ণ। জিঃ সিঃ বসু সম্পাদিত "কৃষি গেজেটে"ও ধান্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু তাহার কোন স্থানেই তদ্বিষয়ক একটী সম্পূর্ণ প্রবন্ধ নাই। কিন্তু ধান্য এ দেশের সর্ব্বপ্রধান ফসল, তাহার সকল কথা জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। এই জন্য আমরা বামাবোধিনীতে ধান্যবিষয়ক একটী সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা করিব।

ভূমি। কোন্ প্রকার ভূমিতে কোন্ প্রকার ধান্য উত্তমরূপে জন্মিতে পারে, অগ্রে তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। তাহা না করিয়া যেখানে সেখানে ধানের আবাদ করিলে, ধান না হয়, এমন নহে, কিন্তু কৃষক লাভবান্ হইতে পারেন না। ধান্যের প্রকারভেদ অনুসারে ধান্য জন্মিবার ভূমিও বহুবিধ। ধান্য সামান্যতঃ ত্রিবিধ; আশু, হৈমন্তিক ও ঝাটি। এই ত্রিবিধ ধান্যের ভূমি, আকৃতি, প্রকৃতি, উৎপত্তির নিয়ম ও চাষ আবাদ সকলই পৃথক্ পৃথক্। আমরা ক্রমশঃ ঐ গুলি বিবৃত করিব। কোন্ প্রকার ধান্য কোন্ প্রকার ভূমিতে

জন্মে, তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ভূমির এবং মৃত্তিকার প্রকারভেদ জানা আবশ্যক, নতুবা ধান্যের জন্য ভূমি নির্ব্বাচনের সুবিধা হইবে না।

পৃথিবীতে যত স্থলভাগ আছে, তাহাদের সাধারণ নাম ভূমি। আকৃতির অসমতা নিবন্ধন তাহারা পর্ব্বত, অধিত্যকা, উপত্যকা, শৈলতল, সমভূমি, নদীমুখ, মরুভূমি, ও তৃণভূমি ইত্যাদি বিবিধ নাম ধারণ করিয়াছে। এই সকল প্রকার ভূমিই স্থূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি। আকৃতি প্রকৃতির ভিন্নতা বশতঃ ঐ দ্বিবিধ ভূমিরও বহুতর অবান্তর ভেদ আছে, তাহাকে ক্ষেত্রভেদ কহে। ধান্যের ভূমি নির্ব্বাচন জন্য এই ক্ষেত্রভেদ জানা আবশ্যক। ক্ষেত্রভেদ পাঁচ প্রকার:—১—কূর্ম্মপৃষ্ঠ; ২—ক্রমনিম্ন; ৩—সমভূমি; ৪—কুড়ি; ৫-বিলান। ইহাদিগকে যথাক্রমে শিষেটান, আড়গড়ানে, একতলা, জোল ও বিল কহিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই সকল বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। কৃষিশিক্ষায় অন্য প্রকার নামের উল্লেখ আছে। ঐ পঞ্চবিধ ক্ষেত্রের প্রথম তিন প্রকারকে ডাঙ্গা ও শেষ দুই প্রকারকে ডহর কহে। এই পাঁচ প্রকার ভূমির লক্ষণ, উহাদিগের নামশ্রবণমাত্রেই উপলব্ধ হইতেছে, এজন্য তাহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক বোধ হইল। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, কূর্ম্মপৃষ্ঠ ও ক্রমনিম্ন এই দ্বিবিধ ভূমি অতি নিকৃষ্ট, কেননা উহাদিগের গাত্রে রস দাঁড়ায় না। তদুপরি বৃষ্টিপাত হইবামাত্র বৃষ্টির জল, কূর্ম্মপৃষ্ঠের চতুর্দ্দিকে ও ক্রমনিম্নের নিম্নদিকে গড়াইয়া যায়। কূর্ম্মপৃষ্ঠ ভূমিতে পান ভিন্ন অন্য ফসলের আবাদ প্রায় হয় না। তবে বিলের মধ্যে যে কূর্ম্মপৃষ্ঠ বা শিষেটান ক্ষেত্র থাকে, তাহাতে ধান্যাদির আবাদ হইতে পারে। এইরূপ বিলের মধ্যগত আড়গড়ানে ক্ষেত্রও কথঞ্চিৎ উর্ব্বর হইয়া থাকে। সমভূমি, কুড়ী ও বিলান এই ত্রিবিধ ভূমিই উর্ব্বরা ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী হইয়া থাকে; কারণ চতুষ্পার্শ্বস্থ বর্ষাবারি ঐ স্থানে আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং পলি নিক্ষেপপূর্ব্বক উহাদিগকে উর্ব্বর করিয়া তুলে। অবস্থানুসারে কুড়ী জমির জোল, কাইচোল, কোলকুড়ী ও কোলদোপ্ এই চারি প্রকার নাম হইয়া থাকে। ঐ সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার শালী বা হৈমন্তিক ধান্য উত্তমরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিল কাহাকে কহে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কোন কোন বিলে নদীর জল আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না, বর্ষাকালে বৃষ্টিবারি দ্বারা উহা পরিপূর্ণ হয় এবং বর্ষান্তে শুষ্ক হইয়া যায়। কোন কোন বিলের সহিত বড় বড় স্রোতস্বতী নদীর যোগ থাকায় বর্ষাকালে ভূরিপরিমিত পলির সহিত নদীর জলে পূর্ণ হয় এবং বর্ষান্তে তাহার সমুদায় বা অধিকাংশ নির্গত হইয়া "বিলকাঁছড়ে" বা "চাতাল" ক্ষেত্রকে বিলক্ষণ উর্ব্বর করে। বিলের অন্তর্গত অপেক্ষাকৃত নিম্ন ক্ষেত্রকে

"বিলকাঁড়ুড়ে" বা "চাতাল" কহিয়া থাকে। এই সকল জমিতেও সর্ব্বপ্রকার হৈমন্তিক ধান্য জন্মিয়া থাকে। তবে ভূমির উচ্চতা, নিম্নতাদি অবস্থানুসারে বিশেষ বিশেষ গুণশালী হৈমন্তিকের আবাদ করিতে হয়। আমরা সে'কথা বিশেষরূপে পরে বলিব। কোন কোন বিলের মধ্যস্থলে গভীরতার শেষ সীমা, এবং কোন কোন বিলের এক পার্শ্বে শেষ সীমা দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানকে "রুই" কহে। বিলের মধ্যে যে যে স্থলে জলের গভীরতা শেষ হয়, সেই সেই স্থলের জল প্রায় বারমাসই থাকে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক দূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকা পঙ্কিল হইয়া থাকে। ঐ পাঁকি জমিতে "বোরো" ধান, এবং ঐ পঙ্কিল ভূমিতে অল্প পরিমাণে জল থাকিলে তাহাতে "জলি" ধান হইতে পারে।

সাধারণতঃ আশু ধান্য উচ্চ ভূমিতে এবং হৈমন্তিক নিম্ন ভূমিতে জন্মিয়া থাকে। ঝাটিজাতীয় ধান্য বিলকাঁড়ুড়ে বা চাতাল জমিতে বা কিঞ্চিদুন্নত কুঁড়ি জমিতে জন্মিয়া থাকে। কি প্রকৃতির ধান্য কোন্ প্রকার বিশেষ ক্ষেত্রে জন্মিয়া কি প্রকার ফল প্রসব করে, আমরা তাহা যথাস্থানে বলিবার চেষ্টা করিব।

**মৃত্তিকা।** যেমন মূল বর্ণ তিনটী, তেমনি মূল মৃত্তিকাও তিন প্রকার—মেট্যেল, পলি ও বালি। এই ত্রিবিধ মূল মৃত্তিকার সহিত অঙ্গার, চূর্ণ, উদ্ভিজ্জ ও জীবদেহাবশেষ, যবক্ষার, গন্ধকাদি ধাতব নানা প্রকার সারীয় বস্তু মিশ্রিত হইয়া নানা প্রকার মৃত্তিকার সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকল মৃত্তিকার প্রকৃতি বুঝিতে পারিলে ধান্য আবাদের অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ এ প্রবন্ধে প্রদান করা ঘটিবে না, কারণ তাহার আলোচনা করিতে তড়িৎ-বিজ্ঞান ও তদন্তর্গত রসায়নশাস্ত্রের আংশিক আলোচনা আবশ্যক। তাহা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। এজন্য মৃত্তিকার প্রকারভেদ খুব সংক্ষেপে বলিতে হইবে।

মূল ও মিশ্র উভয় মৃত্তিকা অনেক প্রকার; তন্মধ্যে এইগুলি প্রধানঃ—মেট্যেল, হেড়মো মেট্যেল, ঘোষ্কা মেট্যেল, দুধে মেট্যেল, চূণে মেট্যেল, রাঙ্গামাটী, ঝাঝরা মেট্যেল, পলিমাটী, ফাসমাটী, পান্তামাটী, বেলেমাটী, লোণা সোয়ারা, লোণা কোলি, দো-আঁশ, ভিটামাটী ইত্যাদি। সর্ব্ব প্রকার মেট্যেলের সাধারণ নাম আটাল মৃত্তিকা। উহাতে জল লাগিলে চট্‌চটে আটা ও পিচ্ছিল হয়। এই মাটির ক্ষেত্রে প্রথম আবাদ করা অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু ঐ মাটী এক বার শিথিল ও সচ্ছিদ্র হইয়া গেলে তাহাতে সর্ব্ব প্রকার শস্য উত্তমরূপ জন্মিতে পারে। পচা বাদলা পাইলে ঐ মাটীর উৎপাদিকা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক হইলে আটাল ক্ষেত্র কাঁকুড়ফাটা হইয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলের ক্ষেত্র সকল প্রায়ই এই মৃত্তিকার। ঐ দেশের কোন কোন ভাগে বালুকা-যোগে মাটীকে বিশেষ উর্ব্বরা করিয়াছে

এবং কোন কোন ভাগে কাঁকর-সংযোগে মৃত্তিকার দোষ জন্মিয়াছে। মোটের উপর রাঢ়দেশীয় আটাল ক্ষেত্র সকল অতিশয় উর্ব্বর; এই জন্য ঐ দেশের ধান্য প্রশংসনীয়। বিশেষ বিশেষ বস্তু সহযোগে আটাল মৃত্তিকা বিশেষ বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হয়। হেড়্মো মেট্যেলে বালুকা ও কঙ্কর নাই; উহাতে বহুকালের পচা ও শিলাখণ্ডবৎ কঠিন মৃত্তিকাভূত উদ্ভিজ্জাংশ দৃষ্ট হয়। এ জন্য ঐ মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ, তাপ-শোষক ও অতিশয় উর্ব্বরা। উহাতে ধান্যাদি প্রধান প্রধান শস্য উৎকৃষ্টরূপে জন্মিয়া থাকে। নদীয়া জিলার উত্তরে কালান্তর ও বনাজ প্রদেশ ঐ মাটীর আকর। ঐ মাটী একবার লাল, অর্থাৎ আবাদের যোগ্য হইয়া গেলে তাহার পর দুইবার মাত্র চাষেই সকল প্রকার ফসল উত্তমরূপে হইতে পারে। এই মাটী শুষ্ক হইলে প্রস্তরবৎ কঠিন ও বৃহৎ বৃহৎ ফাটলে পূর্ণ হয়। ঘোষকা মেট্যেল অনেকাংশে হেড়মো মেট্যেলের ন্যায়, কিন্তু এই মাটীতে অধিক পরিমাণে চাষ না দিলে কোনও ফসল জন্মিতে পারে না। যে বর্ষে অতিবৃষ্টি হয়, সে বর্ষে এই মাটীর ক্ষেত্রে অধিক ফসল জন্মে। দুধে মেট্যেল সাদা, ঈষৎ আটাল, সচ্ছিদ্র ও কোমল। এই মাটী অন্যান্য মেট্যেল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অন্যান্য মেট্যেলে কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদ্ ভাল হয় না; কিন্তু দুধে মেট্যেলে না জন্মে এমন ফসল নাই। চূণে মেট্যেলের প্রকৃতি অন্যান্য মেট্যেল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ইহার বর্ণও নানাবিধ। স্থানবিশেষে শ্বেত, পীত, লোহিত বর্ণ দৃষ্ট হয়। এই মাটী শুষ্ক হইলে অসংখ্য ফাটলবিশিষ্ট হয়। ফাটল সকল প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; কিন্তু এক একটা ফাটল অতিশয় দীর্ঘ ও গভীর। এই মাটী সমস্ত রাঢ়দেশ ব্যাপিয়া আছে। এই মাটীই ঘুটিঙ্গের আকর। ইহাতে অসংখ্য পরিমাণে ঘুটিং ও কাঁকর মিশ্রিত আছে; এমন কি, ঐ মাটীর এক তৃতীয়াংশ ঘুটিং কাঁকর ও চূণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ঐ মাটীর অবস্থা এরূপ হইলেও উহা অতিশয় উর্ব্বরা। উহাতে কাঁটাল. কদলী প্রভৃতি কয়েকটী উদ্ভিদ হইতে পারে না; কিন্তু তুঁত ও হৈমন্তিক ধান্য বিশিষ্টরূপে উৎপন্ন হয়। তবে এই মাটীতে প্রতি বৎসর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সার প্রদান করা আবশ্যক হয়।

মেট্যেল মাটীর মধ্যে যাহার বর্ণ রাঙ্গা, তাহাকে রাঙ্গামাটী কহে। ইহা উর্ব্বরা, ইহাতে নানাবিধ শস্য জন্মে। রাঢ়দেশের কোন কোন অংশে, ঢাকা জিলার সুবর্ণ গ্রাম ও বিক্রমপুর অঞ্চলে, হিমালয় পর্ব্বতের কোন কোন অংশে এবং কোন কোন নদীর গর্ভে ঐ মাটী দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাঙ্গামাটী দুই প্রকার। এক প্রকারের সহিত ঘুটিং ও কাঁকর মিশ্রিত থাকে, তাহা ঘুটীং ও কাঁকরের আকর। চূণ মেট্যেলের রূপান্তর মাত্র। আর এক প্রকারে ঘুটিং আদির গন্ধও নাই, তাহাই বিশুদ্ধ রাঙ্গামাটী। তাহাতে উত্তমরূপে কৃষিকার্য্য

নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কুম্ভকারেরা হণ্ডিকাদি মৃণ্ময় পাত্রের গাত্রে যে বর্ণক নামক মাটীর পোঁচ দিয়া থাকে, যাহা দগ্ধ হইয়া গাঢ় লোহিতবর্ণ হয়, তাহা এই রাঙ্গামাটী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঝাঁঝরা মেট্যেল একটা পৃথক্ মাটী নহে। যে কোন প্রকার মেট্যোলে কিছু কিছু বালুকা মিশ্রণ থাকিলেই তাহাকে ঝাঁঝরা মেট্যেল কহে। সুতরাং মেট্যেল মাটীর যত প্রকার বর্ণ আছে, ঝাঁঝরা মেট্যেলের তৎসমুদায় বর্ণ হইতে পারে। মিশ্রিত বালুকার ন্যূনাধিক্যানুসারে ঝাঁঝরার উর্ব্বরতার তারতম্য হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে নদী উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার জল পার্শ্ববর্ত্তী বিল, খাল, ও নামাল জমিতে প্রবেশ করে, কিম্বা বৃষ্টির জল উচ্চ স্থান হইতে গড়াইয়া নিম্ন স্থানে গিয়া সঞ্চিত হয়। ঐ সকল জল যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হয়, সেই স্থানের উপরিস্থ মৃত্তিকা ধৌত হইয়া বিল খালাদি নিম্ন ভূমির তলভাগে সঞ্চিত হয়, উপরকার জল শুষ্ক হইলে ঐ মৃত্তিকাও শুষ্ক হয়। ঐ মৃত্তিকাকে পলল বা পলিমাটী কহে। পলল দ্বিবিধ,—মাটীপলি ও বালিপলি। বালিপলি অপেক্ষা মাটীপলি অধিক উর্ব্বর। পলিমাটী একপ্রকার সারের মধ্যে পরিগণিত। উহার মিশ্রণে ঊষর মৃত্তিকাও উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়। পলিতে আলু, কপি, কড়াইশুঁটী, পলাণ্ডু, ও বিবিধ শাক সব্‌জি উত্তমরূপ জন্মে। বিশেষতঃ বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ্ উহাতে সুন্দররূপে জন্মে। আম, কাঁটাল, নারিকেল, খর্জ্জুর, বাঁশ প্রভৃতি পলিমাটীতে ভাল হয়। তদ্ভিন্ন যে হৈমন্তিক ধান্যের ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অতিশয় কঠিন, তাহাতে কতক পলিমাটী মিশাইতে পারিলে প্রচুর ধান জন্মে। পলি এতাদৃশ উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা হইলেও উহার একটা বিশেষ দোষ এই যে, পলল ক্ষেত্রে কোন ফসল জন্মাইতে হইলে উহাতে অধিক চাষ দিতে হয়; কারণ উর্ব্বরতা হেতু পলল ক্ষেত্রের তৃণাদি মারা অতিশয় কঠিন হয়। পুনঃ পুনঃ চাষ না দিলে ঐ তৃণাদি মরে না।

যে মাটি সর্ব্বদা সরস থাকে, তাহাকে পান্তামাটী কহে। উত্তাপ বিকিরণ-শক্তির আধিক্য বশতঃ মৃত্তিকার ঐরূপ প্রকৃতি হইয়া থাকে। রসপলি, পান্তা-মাটির নামান্তর। অতিবৃষ্টির বৎসরে ঐ মাটীতে ভাল ফসল হয় না। অতি-বৃষ্টি না হইলে ঐরূপ মৃত্তিকার ক্ষেত্রে বার মাস লাঙ্গল চালাইতে ও সময়োপযোগী ফসল করা যাইতে পারে।

যে মাটীর অধিকাংশ বালুকা, তাহাকে বেলেমাটী কহে। বেলেমাটী অনুর্ব্বরা মধ্যে গণ্য। তবে ইহাতে বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে। যে সকল ওষধির ডাঁটা বা কাণ্ড কাষ্ঠশূন্য ও কাঁচা, তাহা ঐরূপ মাটীতে মন্দ হয় না; যেমন, পটোল, কাঁকুড়, তরমুজ ইত্যাদি। কুড়ী ক্ষেত্র, অর্থাৎ যাহার চতুষ্পার্শ্ব উচ্চ ও মধ্যস্থল নিম্ন, বালুকাময় হইলে তাহাতে ধান্যাদি জন্মিতে পারে। অতিবৃষ্টিতে

বালুকা-ভূমি এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; কারণ বায়ু, জলস্রোতাদি কারণে দীর্ঘকালে বালুকা-ভূমির উপর যে স্বল্প পরিমাণে পল সঞ্চিত হয়, অতিবৃষ্টি হইলে তাহা ধৌত হইয়া যাওয়ায় তদুপরি আর কোন ফসলই হইতে পারে না। তবে অতিবৃষ্টিতে কুড়ী ক্ষেত্রের ঐরূপ অনিষ্ট না হইয়া বরং ইষ্টই হইয়া থাকে। কারণ চতুষ্পার্শ্বস্থ উচ্চ ভূমি অতিবৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া মধ্যস্থ বালুকা-ক্ষেত্রকে পল-আবৃত ও উর্ব্বর করে।

(ক্রমশঃ)

# মাতৃহৃদয়।

(গত প্রকাশিতের পর)

(৩)

আমার ধ্রুব এখন পাঁচ ছয় বছরের হইয়াছে। তাহার অনেকগুলি খেলার সাথী জুটিয়াছে। ধ্রুব তাহাদিগকে পাইলে আর কিছুই চাহে না; তাই তাহারা আমারও বড় স্নেহের, বড় আদরের জিনিস হইয়াছে। তাহাদের কাহারও গায়ে একটী মশা বসিলেও আমার যেন অসহ্য যন্ত্রণা হইতে থাকে। তাহারা ধ্রুবকে লইয়া খেলা করে, নাচে, গান করে; আমি ঘরে মুড়ি ভাজিয়া, বাতাসা কিনিয়া, তাহা-দিগকে খাইতে দিই। তাহারা সকলেই আমাকে "মা" বলিয়া ডাকে। আমার মনে হয়, তাহারা আমার ধ্রুবের প্রতিকৃতি।

কিন্তু ধ্রুবকে কেবল খেলা করিতে দিয়াই আমি নিশ্চিন্ত নহি। তাহাকে আমি লেখা পড়াও শিখাইতেছি। এরই মধ্যে আমার ধ্রুব দুই তিন খানা পুস্তক পড়িয়া ফেলিয়াছে। হাতেও লিখিতে শিখিয়াছে। ধ্রুব এক একখানা বই শেষ করে, আর আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইতে থাকে! এখন ধ্রুবকে স্কুলে দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমার যে রকম অবস্থা, তাহাতে তাহাকে স্কুলে দিতে সাহস হয় না। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া, স্কুলের প্রধান অধ্যক্ষের নিকটে ধ্রুবকে লইয়া গেলাম। এতকাল আমার ধন, মান, খ্যাতি বা প্রতিপত্তির জন্য কোনও বড় লোকের দুয়ারে যাইতে প্রবৃত্তি হয় নাই, আজি ধ্রুবের জন্যই সে প্রবৃত্তি হইল। আমি এখনই বুঝিতে পারিতেছি পাঞ্চালেশ্বর দ্রুপদ রাজার কাছে, দ্রোণাচার্য্য অর্দ্ধরাজ্য কেন প্রার্থনা করিয়াছিলেন! আমি এখনই বুঝিতে পারি, ক্ষুধিতা কন্যাকে দেখিয়া, অটল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ কেন প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া-ছিলেন—কেন আকবর সাহের শরণাপন্ন হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন! এ জগতে সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাতেই লোকে

অভিমান, আত্মসম্ভ্রম এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারে!

অধ্যক্ষ মহাশয় একজন সদাশয় মহৎ ব্যক্তি। তিনি ধ্রুবকে পরীক্ষা করিয়া, আমার অবস্থা শুনিয়া, আমার ধ্রুবকে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। আমি এতদিন কৃতজ্ঞতার ধার বড় ধারিতাম না—আমি কাহারও কাছে উপকারের প্রত্যাশী ছিলাম না! যাহা হউক, স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয়ের এই অনুগ্রহ পাইয়া আমার প্রাণে কৃতজ্ঞতা-স্রোত উথলিয়া উঠিল। আমি তাঁহার কাছে বিক্রীত হইলাম।

এতদিন আমি সত্য সত্যই কাঙ্গালিনী ছিলাম; এখন ধ্রুবকে পাইয়া জগতের সব অমূল্য সম্পত্তি পাইলাম। ধ্রুবকে পাইয়াই আমি স্নেহ মমতা পাইলাম, পরার্থপরতা পাইলাম, ভক্তিকৃতজ্ঞতা পাইলাম, ত্যাগ-স্বীকার আত্মসংযম পাইলাম, অধিক কি বলিব, একমাত্র ধ্রুব হইতেই আমি সত্য সত্য "সামাজিক মানব" হইলাম। এ ঘন আঁধারে ধ্রুবই আমার ধ্রুবতারা! ধ্রুবই আমার মানবজন্মের সুখ, সুখে উৎসব! ধ্রুবই আমার সব।

( ৪ )

আমার সর্ব্বস্ব ধন ধ্রুব আজি ঘরে ফিরিয়া আসিল না কেন? সাথীদের সাথে খেলিতে গিয়াছিল, সমস্ত দিন বাড়ীতে ফিরিল না কেন? আমি "গোপাল-হারা" মা যশোদার মত ধ্রুবকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তাহার সাথীদের বাড়ীতে গেলাম, তাহারা কেহই বলিতে পারিল না! আমি পাগলিনীর মত অস্থির হইলাম—ধ্রুবের কত অমঙ্গলের ভাবনাই মনে আসিল! আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল—এতক্ষণে হয়তো ধ্রুব ঘরে ফিরিয়াছে, এতক্ষণে হয়তো পেতে করিয়া মুড়ি খাইতেছে, এই আশায় ছুটিয়া ঘরে আসিলাম, দেখি সেই জনশূন্য স্থানে আমার জনশূন্য পর্ণ-কুটীর আরও শূন্যময় হইয়া রহিয়াছে। আমার ধ্রুবের চাঁদের মত মুখখানি সে আঁধার ঘর আলো করিয়া নাই! দেব-মন্দিরে দেবতা না থাকিলে তাহা যেমন শূন্যময় হয়, মানবদেহে প্রাণ না থাকিলে তাহা যেমন শূন্যময় হয়, আমার কুটীর ধ্রুবের অভাবে তেমনি শূন্যময়—তেমনি মহাশূন্যময় হইয়া আছে! আমি এ দৃশ্য দেখিতে পারিলাম না। মাটীতে পড়িয়া উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলাম।

মানুষের সুখ দুঃখে জড় প্রকৃতির আসে যায় কি? ধ্রুব আমার কোলে শুইয়া বুকের ভিতরে মুখ লুকাইয়া থাকিলে, প্রহরে প্রহরে রাত্রির যেমন প্রহর বাজিত, আজও সেই রকম বাজিল। রাত্রির পরে যেমন করিয়া চিরদিন প্রভাত আইসে, সেই রকম করিয়া প্রভাতও আসিল। আমি সারারাত্রি ধ্রুবকে খুঁজিয়াছিলাম, সকালেও খুঁজিতে লাগিলাম। যখন হতাশ হই, তখন মাটিতে পড়িয়া কাঁদি, যখন আশা বলে "এইবার ধ্রুবকে খুঁজিয়া দেখ, পাইবে" তখনই দ্বিগুণ উৎসাহে ইতস্ততঃ

ছুটিয়া বেড়াই। মাঠে রাখাল বালকেরা গরু চরাইতেছিল, কৃষকেরা চাষ করিতেছিল, আমার কাদামাখা দেহ, এলো চুল, রক্তিম চক্ষু প্রভৃতি দেখিয়া তাহারা "পাগল" বলিয়া হাসিতে লাগিল। তাহাতে আমার দুঃখও হইল না—রাগও হইল না! আমার আর কিছু দেখিবার বা শুনিবার শক্তি নাই! আমার ধ্রুব কোথায় গেল? আমার সংসার আঁধারের ধ্রুব-তারা! মানব-হৃদয়ের আশা! জগতের বন্ধন! আমার ধ্রুব! তোর্ অভাগিনী মা'কে একবার দেখা দে' বাপ!

সমস্ত দিনের অসহ্য যাতনার প্রপীড়নে সন্ধ্যাকালে আমার মাথা কেমন করিতে লাগিল। আমি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া এক নদী-তটে পড়িয়া রহিলাম। * *

যখন চক্ষু মেলিলাম, তখন দেখি রাত্রি গভীরা। বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিলাম দুইখানি কোমল হস্ত আমার শুশ্রূষায় নিয়োজিত রহিয়াছে! আমার মনে স্মৃতি, কল্পনা, আশা সবই জাগিয়া উঠিল। তখন দুই হাতে চোক ঢাকিয়া বলিলাম "আমার ধ্রুব, আসিয়াছ কি?"

বড় মধুর স্বরে একজন উত্তর করিল "মা, আমি তোমার সন্তান!" এতো আমার ধ্রুব নয়!!

কণ্ঠ-স্বরে মানুষ চিনিলাম। আমার পিতৃতুল্য ভক্তিভাজন যোগনারায়ণ ঠাকুর। তিনি আমাকে কন্যার মত স্নেহ করেন, তাই তাঁহার কাছে আমার ব্যথিত হৃদয় সহানুভূতির ভিখারী হইল; আমি কাঁদিয়া কহিলাম "ঠাকুর, আমার ধ্রুব বাঁচিয়া আছে কি?"

সন্ন্যাসী যেন দৈববাণী শুনাইলেন, কহিলেন "ভয় কি, মা, তোমার ধ্রুব বাঁচিয়া আছে, ভাল আছে।"

আমার মৃতদেহে যেন অমৃত-বিন্দু পড়িল! তাঁহার পদতলে লুটিয়া বলিলাম "বাবা! আমাকে বাঁচাও, আমার ধ্রুব কোথায় আছে বলিয়া দাও।"

ধীরপ্রশান্তমুখে ঠাকুর কহিলেন "মা, ধ্রুব অনেক দূরে গিয়াছে। এখান হইতে বহুদূরে এক রাজা আছেন, তিনি অপুত্রক, তাই ধ্রুবকে পোষ্যপুত্র করিয়া লইয়া গিয়াছেন।" আমি উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলাম। তখন ঠাকুর আবার বলিলেন "কাঁদ কেন মা? তোমার ধ্রুব রাজার ছেলে হইয়াছে, রাজসুখ ভোগ করিতে পাইতেছে, তাহার জন্য কাঁদিতেছ কেন মা?"

কেন কাঁদিতেছি তাহা তুমি কি বুঝিবে সন্ন্যাসী! তুমি যদি এ জগতে কাহারও মা' হইতে, তাহা হইলে আজি আমার এই মাতৃহৃদয়ের "ইতিহাস" বুঝিতে পারিতে! আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কেবল বলিলাম "এই দারুণ শোকের আগুনে জ্বলিবার জন্যই কি আমি ধ্রুবকে পাইয়াছিলাম!"

যোগী সেই স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন "কেবল শোকের আগুনে জ্বলিবার জন্য ধ্রুবকে পাইয়াছিলে, এমন কথা ভাবিও না মা। দেখ দেখি মা, ধ্রুব হইতে তুমি কত জিনিস পাইয়াছ! স্নেহ মমতা

পাইয়াছ, পরার্থপরতা পাইয়াছ—যাহার শক্তিতে এই বিশ্ব সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে, সেই মাতৃ-হৃদয় তুমি ধ্রুবের জন্যই তো পাইয়াছ! শোকের জন্যই ধ্রুবকে পাইয়াছিলে, এমন কথা, ভাবিও না।"

আমি আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "আমার এ সকল জিনিসে কাজ কি ঠাকুর? আমার ধ্রুবই যদি গেল, তবে আমার মাতৃ-হৃদয়ে কাজ কি? জগতে যদি জলই না মিলিল, তবে পিপাসিতের আবশ্যক কি?"

তখন সেই পলিতকেশ সন্ন্যাসী আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "মাতৃ-হৃদয় লাভ করাই মা, নারীজীবনের সর্ব্বোচ্চ উন্নতি। রমণী যখন স্বার্থপরতা ও পার্থিবতাশূন্য হইয়া মাতৃ-হৃদয় লাভ করিতে পারেন, তখনই তিনি ভগবৎসাধনার সম্পূর্ণ উপযুক্তা হন। তুমি যে দিন তোমার হৃদয় হইতে স্বার্থ অর্থাৎ পার্থিব কামনাটুকু মুছিয়া ফেলিবে, সেই দিন তোমার মন নির্ম্মল হইবে, প্রকৃত শান্তি মিলিবে।"

আমি এ সব কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! নির্ম্মম, বনবাসী সন্ন্যাসী! তুমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, আমার মত অজ্ঞানা রমণীকে, তর্কে তুমি এক পলকে হারাইয়া দিতে পারিবে, কিন্তু বেগবতী স্রোতস্বিনীকে তুমি ফিরাইতে পারিবে না! আমার যে শোক-প্রবাহিণী উথলিয়া উঠিয়াছে, ইহাকে নিবারণ করিতে তোমার সাধ্য নাই! আমি কোনও কথা কহিলাম না, কাঁদিতে লাগিলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া ঠাকুর পুনরপি কহিলেন "বুঝিতেছ না মা, তুমি আজিও ধ্রুবকে খাঁটী ভালবাসা দিতে পার নাই। কতকটা তোমার জন্য ভাল বাসিয়াছ, কতকটা ধ্রুবের জন্য ভাল বাসিয়াছ! তাই ধ্রুব রাজসংসারে রাজসুখ ভোগ করিতে গিয়াছে; তোমার যাহা কল্পনার অতীত, ধ্রুব সেই সব সুখ ভোগ করিতে পাইবে, এ সব বুঝিয়াও তুমি সুখী হইতেছ না! কথা কি, মা, তোমার দৃষ্টি কেবল সেই ধ্রুবের সুখের উপরে নহে, নিজের সুখের উপরেও আছে। তাই বলিতেছি মা, তোমার গভীর স্নেহের সহিত স্বার্থপরতা জড়িত হইয়া আছে। যতক্ষণ উহা ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ধ্রুবকে সহস্র সুখী দেখিয়াও তোমার সুখ হইবে না। মানুষ, মানুষকে ভালবাসিয়া সাধারণতঃ যে সুখী হয় না, তাহার কারণ তাহাদের মধ্যে স্বার্থপরতার যোগ থাকে বলিয়া। এখন বুঝিলে কি মা?"

আমি আশাশূন্য উদাসনেত্রে সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া বলিলাম "ঠাকুর! এই রকম জিনিস যদি স্বার্থপরতা হয়, তবে ভালবাসার মধ্য হইতে ইহা উৎপাটন করা কি নর মানবের সাধ্য?" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন "সাধনায় কি মানুষ এক দিনেই সিদ্ধ হয় মা? বহুদিন, বহুমাস, বহুবৎসর ধরিয়া তপস্যা কর, তবে সিদ্ধিলাভ হইবে। শাক্য সিংহ কি এক দিনে বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন মা? কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জানিও, ভালবাসাই জগতের

সাধনীয়। ঘনীভূত, স্বার্থপরতাশূন্য ভালবাসার নামই প্রেম। মানব যখন আপনা ভুলিয়া পরকে ভালবাসিতে শিখিবে, তখনই এ জগৎ প্রেমাগার হইবে, মানবহৃদয়ে সুখ, শান্তি মিলিবে। তুমি এই মহাসাধনা করিবে মা ?"

আমি সত্য কথা বলিব ; আমার ওসব কথা কিছুই ভাল লাগিল না। আমি বাবাজীর পায়ে মাথা লুটাইয়া বলিলাম "ঠাকুর! তুমি আমার পিতা, তুমি আমার পিতার মতন কাজ কর। যেখানে আমার ধ্রুব পোষ্যপুত্র হইয়াছে, আমাকে সেখানে দয়া করিয়া রাখিয়া এস, আমি সেই বাড়ীতে দাসী হইয়া থাকিব ; আমার বাছার সোণামুখখানিতো এক এক বার দেখিতে পাইব।"

স্নেহময় পিতার মত উদাসীন স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন "মা! তোমার শরীর বড়ই অসুস্থ দেখিতেছি। আজি তুমি আমার সেবালয়ে চল। তুমি একটু সুস্থ হইয়া উঠিলে যেখানে যাইতে চাও, যাইও, আমি তোমার সন্তানের মত তোমার আজ্ঞা পালন করিব।"

( ৫ )

আজি এক বৎসর হইল আমি সেবালয়ে আছি। এখানে আমি ঠাকুর মহাশয়ের কাছে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মোপদেশ শুনি, আর সেবালয়ের অনাথ, দরিদ্র বালকদিগকে আহার্য্য দিই। জিনিস সন্ন্যাসী ঠাকুরের, ভাগ করিয়া দিই আমি। হতভাগ্য বালকেরা আমাকে "মা" বলিয়া ডাকে। মা'র কাছে ছেলে যেমন আবদার ও অত্যাচার করে, এই সব পরের ছেলেরা আমার উপরে সেই রকম আবদার, সেই রকম অত্যাচার করে। আমি বেশ বুঝিতেছি, আমি না থাকিলে এই সব মাতৃহীন, বন্ধুহীন, নিরাশ্রয়দিগের এক দিনও চলে না।

এক দিন সন্ন্যাসী বাবাজী নিভৃতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তুমি এখন সেবালয়ে থাকিবে, না তোমার ধ্রুবের কাছে যাইবে ?"

আমি প্রাণ খুলিয়া উত্তর করিলাম "ঠাকুর! আমি ধ্রুবের কাছেই রহিয়াছি। সেই এক ফোঁটা ধ্রুব আমার প্রাণময়, বিশ্বময় হইয়া আছে। কি জড় জগৎ, কি জীব জগৎ, আমি যে দিকে চাই, সেইখানে আমার ধ্রুবকেই দেখিতে পাই। আমার ধ্রুব ছাড়া অন্য কিছু আমি দেখিতে পাই না। আপনার সেবালয়ের অনাথ শিশুরা প্রত্যেকেই আমার ধ্রুব। আমি উহাদিগকে প্রতিক্ষণ আদর করিয়া বেশ বুঝি আমার ধ্রুবকেই আদর করিতেছি। উহাদিগকে খাওয়াইতে গিয়া মনে হয়, আমার ধ্রুবের মুখেই খাবার তুলিয়া দিতেছি। দুঃখী, দরিদ্রদিগের সুখের জন্য আমার যথাসর্ব্বস্ব আমি অনায়াসে, আনন্দে, ত্যাগ করিতে পারি ; আমার মনে হয় যেন আমার ধ্রুবের সুখের জন্যই আমি এ ত্যাগস্বীকার করিতেছি। কাহারও দুঃখমলিন মুখ আমি সহিতে পারি না, আমার বোধ হয় আমার কাছে

ধমক খাইয়া আমার ধ্রুবই অমন ম্লান মুখ করিয়া আছে! ঠাকুর! আমি ধ্রুবের কাছে কোথায় যাইব? আমি ধ্রুবময় জগতে বাস করিতেছি।”

তখন সন্ন্যাসী বাষ্পাকুলচক্ষে গদগদ-স্বরে বলিলেন “মা! বিষ্ণুপুরাণের ধ্রুব যেমন তাহার মা’কে ‘হরি’ আনিয়া দিয়াছিল, দেখিতেছি তোমার ধ্রুবও তোমাকে সেই রকম ‘হরি’ আনিয়া দিয়াছে! আজি হইতে এ সেবালয়ের অধিকারিণী তুমি। অনেক দিনের কথা, সেই যে তুমি সেবালয়ের সেবিকা হইতে আসিয়াছিলে, তখন তোমাতে অন্যান্য যোগ্যতা সত্ত্বেও, আসল জিনিস ছিল না!— তখন মা, তোমার হৃদয় ছিল না, হৃদয়ে কোমলতা ছিল না; যাহার হৃদয় নাই, সে অন্যান্য বিষয়ে যতই উন্নত হউক না, ভগবতী বিশ্বজননীর সেবা করিতে সে অযোগ্য। তাই মা, সে দিন তোমাকে সেবালয়ের ভার দিতে, ‘মা’ জগজ্জননীর পুত্র কন্যাদিগকে পালন করিতে দিতে, আমার সাহস হয় নাই। তুমি চলিয়া গেলে, কিছু দিনের মধ্যে একটী নব-প্রসূতা রমণী পীড়িতা হইয়া সেবালয়ে আসিয়াছিল। তার পরে দশ দিনের শিশু সন্তানটী ফেলিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল। সেই শিশুই তোমার ধ্রুব। আমিই তাহাকে তোমার গৃহদ্বারে রাখিয়া আসি। যে উদ্দেশ্যে রাখিয়া আসি, সে উদ্দেশ্য ভগবান্ সফল করিয়াছেন, ধ্রুবকে পালন করিতে গিয়াই তোমার সকল সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা দূর হইয়াছে। এই রকম মাতৃপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেই নারীজীবনের সর্ব্বোচ্চ উন্নতি সাধিত হয়। এখন মা, তোমার হৃদয় প্রভাতের নবস্ফুট কমলের মত কোমল, পবিত্র ও স্নিগ্ধ হইয়াছে! এখন মা, তোমার হৃদয় ভগবানের আসনের যোগ্য হইয়াছে। নদী যখন প্রথম উৎপন্ন হয়, তখন সে গিরিপাদমূলে, ক্ষুদ্রতম রজতসূত্রের মত সূক্ষ্ম। সেই নদীই ক্রমশঃ বিস্তীর্ণা হইয়া দিগন্তপ্লাবিনী মূর্ত্তি ধারণ করে। মানবের প্রীতিবৃত্তিও একটি ক্ষুদ্র শিশুকে অথবা ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ পাইতে থাকে। তার পরে সেই বৃত্তি অনন্ত-বিস্তৃতা হইয়া অনন্তদেবতার অভিমুখে গমন করে। এই জন্যই জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন, “দয়া গৃহ হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু সেখানে শেষ হয় না”। তুমি মা, ধ্রুবকে আত্মবিস্মৃতা হইয়া ভালবাসিয়াছ বলিয়া এ বিশ্ব জগৎকে ভালবাসিতে তোমার অধিকার জন্মিয়াছে! প্রকৃত ভালবাসাই মানবকে স্বর্গপথে লইয়া যাইবার প্রধান সহায়।”

আমি কোনও কথা বলিতে পারিলাম না। চোখ দিয়া বড়ই জল আসিতে-ছিল। যাহা হউক, সেই দিন হইতে সেবা-লয়ের সকল ভার আমার উপরেই পড়িল।

লেখিকা— শ্রীমা—

# আদর্শ-জননী-কর্ণিলীয়া।

পুরাকালে ইটালির অন্তঃপাতী রোম এবং আফ্রিকার অন্তঃপাতী কার্থেজ নগর অতীব দুর্দ্ধর্ষ ও মহাপরাক্রমশালী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এক পক্ষে রোমের অধিবাসিগণ যেমন কার্থেজবাসীদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত, অন্য পক্ষে কার্থেজবাসিগণও রোমকদিগকে নিরতিশয় অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিত। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এই প্রকার বিদ্বেষবুদ্ধির ফলস্বরূপ দীর্ঘকালব্যাপী এক ভীষণ সংগ্রাম উভয় জাতির মধ্যে সংঘটিত হইল। হানিবলের কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্থেজবাসিগণ ইটালী আক্রমণ করে। যখন শত্রুসেনাদল রোমনগর অবরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন রোমবাসীরা সিপিও নামক জনৈক মহাবলীয়ান্ সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে অভ্যুত্থিত হইয়া অরাতিদলকে যুদ্ধে পরাজিত করে। অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া কার্থেজবাসিগণ বিজেতৃগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করে। বিজয়ী সেনাপতি সিপিওর সম্মানার্থ তাঁহাকে আফ্রিকেনাস এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কর্ণিলীয়া এই মহাবীর সিপিও আফ্রিকেনাসের দুহিতা। ইনি সেম্প্রোণিয়াস্ গ্রাকাস্ নামক জনৈক রোমবাসী যুবকের পাণিগ্রহণ করেন। মিশররাজ টলেমী কর্ণিলীয়াকে বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন, কিন্তু কর্ণিলীয়া মিশরবাসী যুবক অপেক্ষা রোমবাসী যুবকের পাণিগ্রহণ করাকে অধিক গৌরবসূচক জ্ঞান করিতেন, এজন্য তিনি টলেমীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন।

সেম্প্রোণিয়াস্ দুই শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহাদিগের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার কর্ণিলীয়ার উপর নিপতিত হয়। কর্ণিলীয়া স্বয়ং শিক্ষিতা, গুণবতী ও ধর্ম্মপ্রাণা রমণী ছিলেন। পুত্রদ্বয় মহৎ লোক বলিয়া জনসমাজে সমাদৃত হউক, ইহা কর্ণিলীয়ার প্রাণগত ইচ্ছা ছিল। এই জন্য তিনি পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম টাইবিরিয়াস্ ও অপরটির নাম কেয়াস্। উহাদিগের সৎশিক্ষাবিধানার্থ এক দিকে যেমন স্বয়ং শিক্ষাদান করিতেন, অন্য দিকে অপর সৎশিক্ষক নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগের সমুন্নতির সম্যক্ সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

এক দিন জনৈক রোমবাসিনী রমণী কর্ণিলীয়ার সহিত সাক্ষাৎকরণার্থ তাঁহার গৃহে সমাগতা হন। এই রমণী রোমনগরে অতীব সমৃদ্ধিশালিনী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। ইনি নিরতিশয় অলঙ্কারপ্রিয়া ছিলেন। রোমনগরে কোন্ রমণী

কত প্রকার অলঙ্কার পরিধান করেন, ইনি তাহার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেন। ইনি অলঙ্কারের পরিমাণ অনুসারে ভদ্রাভদ্র স্থির করিতেন এবং অলঙ্কার-হীনা রমণীগণকে অতীব কৃপাপাত্রী মনে করিতেন। এই রমণী আপনার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া যে ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা নহে, অপর লোককে দেখাইবার জন্য নানাবিধ অলঙ্কার-পরিপূর্ণ বাক্স সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন। এইরূপ অবস্থায় ইনি একদিন কর্ণিলীয়ার গৃহে গমন করেন। কর্ণিলীয়া ইঁহাকে যথোচিত সমাদর করিয়া বসাইলেন। ইনি নানা প্রকার হাবভাব প্রকাশ করিয়া স্বীয় অঙ্গের অলঙ্কার সকল কর্ণিলীয়াকে দেখাইতে প্রবৃত্তা হইলেন। রমণীর সেই সকল অলঙ্কার দেখিবার জন্য কর্ণিলীয়ার মনে বিশেষ কিছু কৌতুহল উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তিনি এক এক করিয়া অলঙ্কারগুলি দেখাইতে যখন অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন অগত্যা কর্ণিলীয়া সেই সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর সেই রমণী কর্ণিলীয়াকে বলিলেন "দেখাও দেখি তোমার কত অলঙ্কার আছে।" সেই সময়ে কর্ণিলীয়ার পুত্রদ্বয় বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিল। কর্ণিলীয়া গৃহাগত পুত্রদ্বয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দিদি! এই! আমার অলঙ্কার।"

টাইবিরিয়াস্ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহসী, সদাশয়, সরল, সত্যপ্রিয়, সত্যবাদী, সুবক্তা ও সদাচারসম্পন্ন বলিয়া জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন কেয়স্ সর্ব্বথা সহোদরের সমকক্ষ না হইলেও বহুলরূপে তাঁহার গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। টাইবিরিয়াসের শান্ত ও মধুর প্রকৃতি যেমন শত্রু মিত্র উভয়ের হৃদয় মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ ছিল, কেয়াসের স্বভাব কিঞ্চিৎ রুক্ষ থাকাতে সেরূপ করিতে পারে নাই। সৈন্যদল সমরনিপুণ টাইবিরিয়াসকে এত ভালবাসিত যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া তাহারা এক মুহূর্ত্তকাল অতিবাহিত করিতে ক্লেশ বোধ করিত। সৈন্যদিগের কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার দেখিলে, এমন মধুর ভাবে, তিনি তাহাদিগকে শাসন করিতেন যে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের স্বভাব একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত।

সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলদিগকে রক্ষা করিবার জন্য উভয় ভ্রাতাই আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বদেশের সেবাতে তাঁহাদের অকাল মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের সম্মানার্থ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহাদিগের প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কুলদীপক পুত্রদ্বয়ের পরলোকগমনে মনস্বিনী কর্ণিলীয়া শোকে ম্রিয়মাণা হন নাই, ধৈর্য্যের সহিত পুত্রশোক সম্বরণ করিয়াছিলেন। একদা এক রমণী কর্ণিলীয়াকে বলিয়াছিলেন, "আপনি নিতান্ত দুর্ভাগিনী, নতুবা এমন পুত্ররত্ন হারাইবেন কেন?" প্রত্যুত্তরে কর্ণি[illegible] বলিলেন, "গ্রাকাইদিগকে গর্ভে ধারণ

করিয়া যে রমণীর গর্ভ্ভ পবিত্র হইয়াছে, তাহাকে দুর্ভাগিনী মনে করা মহাভ্রম।” কর্ণিলীয়ার মৃত্যুর পর, রোমবাসীরা তাঁহার সম্মানার্থ যে স্মারক মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন, তাহাতে এই কয়েকটি কথা লিখিত ছিল “গ্রাকাইদিগের জননী কর্ণিলীয়ার স্মরণার্থ”—

আমাদের দেশে অধিকাংশ অশিক্ষিত রমণী নিরতিশয় অলঙ্কারপ্রিয়া। শিক্ষিতা নারীগণের মধ্যে এক্ষণে এই সংক্রামক রোগ আর দেখা যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একমাত্র শিক্ষাই এই রোগের মহৌষধ। অশিক্ষিতা রমণীগণ কবে মনস্বিনী কর্ণিলীয়ার মত সদ্‌গুণান্বিত সন্তানগণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন “দিদি! এই যে আমার অলঙ্কার!” শাস্ত্র যথার্থই বলিয়াছেন সৎপুত্রের উৎপত্তিতে “কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।”

# যীশু খৃষ্টের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা।

যে যীশু খৃষ্ট আজি সভ্য-জগতে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া পূজিত, ১৮৬২ বৎসর হইল তাঁহার স্বজাতীয় ইহুদীগণ বিধর্ম্মী ও রাজবিদ্রোহী বলিয়া রোমীয় শাসনকর্ত্তা পাইলেটের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করে এবং সেই শাসনকর্ত্তা খৃষ্টকে দুই-জন তস্করের সহিত ক্রুসবিদ্ধ করিয়া নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিবার আদেশ দেন। একখানি প্রস্তরফলকে এই প্রাণদণ্ডাজ্ঞার বিবরণ খোদিত হইয়াছিল। রোমনগরীর ৫৩ মাইল উত্তরপশ্চিমস্থ কোন স্থান ইংরাজি ১২০০ সালে খনন করিতে করিতে খনিত স্থান হইতে এই প্রস্তর-ফলকখানি উদ্ধৃত হয়। তাহাতে যাহা লেখা ছিল, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—“সম্রাট টাইবিরিয়স্ সিজারের ১৭ বৎসর রাজত্বকালে ২৫এ মার্চ্চ তারিখে, আমি প্রিটোরের শাসনকর্ত্তা পণ্টিয়স্ পাইলেট নেজারেথের যীশুর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বিধান করিতেছি, তাহাকে ক্রুসকাষ্ঠোপরি দুই জন চোরের মধ্য-স্থলে মরিতে হইবে। কুইন্‌টিয়স্ কর্ণিলীয়স্ তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবে।”

প্রস্তরফলকে আরও নিম্নলিখিত কথা-গুলি খোদিত ছিল :—

“এই দণ্ডাজ্ঞাপত্রে অনেকগুলি লোকের স্বাক্ষর ছিল। তন্মধ্যে প্রথম ড্যানিয়েল রাবি ফারিসি; দ্বিতীয় জোহানেম রাবি, তৃতীয় রাফেল, চতুর্থ কপেট—একজন সামান্য নগরবাসী। এই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।”

“যে চোর খৃষ্টের দক্ষিণ দিকে ক্রুসে হত হয়, তাহার নাম ডিস্‌মাষ্ট এবং যে বামে হত হয়, তাহার নাম জেষ্টিস

পণ্টিয়স পাইলেট এই শোচনীয় ঘটনা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, তৎকালে সমুদায় পৃথিবী এরূপ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয় যে, লোকে মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত বাতি জ্বালিয়া রাখিয়াছিল।”

বোধ হয় খৃষ্টের মৃত্যুর পর পাইলেট রোমীয় সম্রাটের নিকট এই ঘটনা রিপোর্ট করেন এবং তাহাই স্মরণীয় বলিয়া প্রস্তরফলকে খোদিত হয়। এই জন্য এই দলিল ইটালীদেশে ছিল, পরে প্রাচীন তত্ত্ব অনুসন্ধানার্থ সেই স্থানটি খুঁজিতে খুঁজিতে প্রস্তরখানি বাহির হয়।

যাহা হউক কালের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে প্রভু যীশুর দোষের বিচার করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বিধান করিলেন, তাঁহার প্রভুদিগের প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য কোথায় স্রোতে ভাসিয়া অদৃশ্য হইয়াছে, আর সেই ক্রুশে হত যীশু মৃত্যুঞ্জয় হইয়া কোটী কোটী নরনারীকে ধর্ম্মজীবন দান করিতেছেন।

# হরপার্ব্বতী সংবাদ।

( শিবপুরাণ হইতে অনুবাদিত )

হর প্রতি প্রিয়ভাষে ক’ন হৈমবতী,
“মরতে যেতেছে কলি, দেব পশু-পতি!
ধরায় ঘটিবে তাহে কত কদাচার,
সকলি জানিছ তুমি, কি বলিব আর?
শুনিলাম কলিযুগে মর নর সবে,
সহধর্ম্মিণীর নাকি বশ নাহি হবে?—
এ কথা শুনিয়া মম পুড়িতেছে মন,
রমণীই বোঝে দেব, রমণী-বেদন!
অতএব যাহা হয় সদুপায় তার,
সেই কথা কহ প্রভো, মিনতি আমার।
শিব-পুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী বলে শুনে পুণ্যবতী।

২

হর বলে “হরিণাক্ষি! মিছা কথা নহে,
‘অনাচারী কলিযুগ’ সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
সকলে অধর্ম্মে রত না হইবে কভু—
অনেকে অনেক দোষ পরশিবে তবু!
কলি-ধর্ম্ম কথা পরে কহিব সকলিঃ—
আজি যা’ সুধিছ দেবি, তাই তোমা বলি;
ম্লেচ্ছ শাস্ত্র “বেন বার্ক” করিয়া চর্ব্বণ,
হইবে হৃদয়হীন নর কত জন;
বচনে “পরুষ” তারা, পরাণ নীরস,
নাহি হবে গৃহিণীর যথোচিত বশ।”
শিব-পুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী বলে শুনে পুণ্যবতী।

৩

শুনি বিষাদিনী শিবা, চাহে শিব পানে,
দেখিয়া করুণাময় সকরুণ প্রাণে,
বলিলেন “দুঃখভা’ব, কি হেতু পার্ব্বতি,
‘কর্ম্ম-যোগে’ রমণীর বশ হবে পতি;
সদাচার, মহৌষধ, করিলে রমণী,
রবে তার বশীভূত সদা গুণমণি।
এই কথা পদ্মাসন কহিলেন ব্যাসে,

আমিও বলিব আজি তোমার সকাশে ;
পরম পবিত্র ইহা গোপনীয় অতি,
এক মনে সযতনে শুন তবে সতি !”
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৪

“পতি যার বাধ্য নহে আরো অবিনীত,
সে নারী আলস্যে সদা রহিবে জড়িত ;
প্রভাতের আট ঘণ্টা হইবে যখন,
ললনা, বিছানা ছাড়ি উঠিবে তখন ;
দুই পা ছড়ায়ে বসি অতি পরিপাটী ;
মনসুখে চাঁদমুখে খাবে পোড়া মাটী।
পরেতে সুগন্ধি তেল শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া,
সাবান, তোয়ালে নিয়ে রহিবে বসিয়া,
দিবানিশি চারু চুলে এলবার্ট করি,
করাইবে গৃহকর্ম্ম পরাপরে ধরি।”
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৫

“আপিসে চাকরি করে দয়িত যাহার,
মাটী না পরশে যেন চরণ তাহার ;
গহনা পোষাকে দেহ সাজায়ে সুন্দর,
বসি রবে সোণামুখী, খাটের উপর ;
ঝি আসি মুছিবে ঘাম বাতাস করিয়া,
দিবেন বামুন দিদি মুখে ‘দুটি’ দিয়া।
সময় কাটিবে নিয়ে নভেল কি তাস,
অথবা সঙ্গিনী সনে বৃথা পরিহাস।—
তদভাবে ঝি চাকরে মিছা অপরাধে,
করিবে কলহ সতী পরাণের সাধে।”
শিবপুরাণের কথা অমৃত-উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

“দরিদ্র যাহার পতি, সদা সে ললনা,
চাহিবে পতির কাছে পোষাক গহনা ;
সে কথা শুনিয়া তিনি দেন যদি ‘তাড়া’,
বিরাশি সিক্কায় সতী দিবে মুখনাড়া ;
আদেশ করিবে নাথে করিবারে ঋণ,
না শুনিলে, অনাহারে র’বে তিন দিন।
এইরূপে ‘সতীধর্ম্ম’ করিয়া পালন,
পতি-সোহাগিনী হবে শাস্ত্রের লিখন।”
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মা-রাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৭

“ইহাতেও যার পতি বশ নাহি হবে,
সে নারী অপ্রিয় কথা নিরন্তর ক’বে।
পরিজন সনে সদা করিবেন আড়ি,
এক ঘরে হবে তাহে আট দশ হাঁড়ী।
শ্বাশুড়ীরে বধূ নাহি করিবে ভকতি,
যা’ ননদী দূর করি দিবে গুণবতী ;
কলহ করিবে সদা প্রতিবাসী সনে,
দয়া, মায়া, সরলতা, না রাখিবে মনে।
র’বে সদা রুক্ষ ভাবে, বদন বিরস ;
দেখি শুনি হবে পতি অতি ত্বরা বশ।”
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মা-রাম-দাসী বলে শুনে পুণ্যবতী।

৮

“ইহাতেও পতি যদি অ-বশ রহিবে,
পরম যতনে সতী ছেলে ঠেঙ্গাইবে ;
ভাঙ্গিবে কলসী, হাঁড়ী, ছিঁড়িবে বসন ;
পতি সনে দেখা হ’লে করিবে রোদন।
কখনো বা রক্তনেত্রে চাহি তাঁর পানে,
বলিবে ‘চলিনু আমি শমনের স্থানে’।

এক বিন্দু ছুতা সদা বেড়াবে খুঁজি
পেলেই—বাপের বাড়ী যাইবে চলিয়া—
সেখানে যদ্যপি পতি নাহি দেন যেতে,
ঘ্যানঘ্যানে, ঘুমা'তে না পান যেন রেতে!
পতি বিনা রমণীর গতি নাহি আর,
তুষিবে তাঁহারে তাই করি সদাচার।"
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৯

"এত করি পতি যার বশ নাহি হয়,
সে নারী মঙ্গলবারে সন্ধ্যার সময়,
এলো চুলে, ভিজা বস্ত্রে, হাঁটিয়া ত্বরিতে,
গোমূত্র, গোবর নিয়া গোহাল হইতে,
ঘুমন্ত পতির শিরে দিবে সেই রস
অশিষ্ট, অবাধ্য পতি, তাহে হবে বশ।
বিজ্ঞান অজ্ঞান হেথা—শাস্ত্রের বচন,
কোন মতে হৈমবতি, নাহিক খণ্ডন।—
অতএব, দেখি শুনি পতির অবস্থা,
রোগের ঔষধ সতী করিবে ব্যবস্থা।
কলিতে এ 'পুণ্য-গাথা' করিয়া প্রচার,
'বামাবোধিনী'র হবে সৌভাগ্য সঞ্চার।
ভক্তিভাবে এই তত্ত্ব পড়িবে যে জনে,
কমলা অচলা রবে তাহার ভবনে;
আরো, আয়ু, পুণ্য, যশ, বস্ত্র লাভ হয়,
ব্রহ্মার মুখের আজ্ঞা নাহিক সংশয়।"
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

অনুবাদিকা—শ্রীআত্মারাম দাসী।

# গৃহিণীপণা।*

মুরশিদাবাদের সন্নিকটে এক নিঃস্ব পরিবার বাস করিতেন। বড় গৃহস্থ। সাত ভাই, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী ও পুত্র কন্যাগণ একত্রে একান্নভুক্ত থাকিয়া সুখে কালযাপন করিতেন। ভ্রাতৃগণ প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত অপরের ভূমিকর্ষণাদি করিয়া যাহা পারিশ্রমিক পাইতেন, তাহাতেই কষ্টে সকলের ভরণ পোষণ সম্পন্ন হইত। অর্থের সচ্ছলতা ছিল না বটে, কিন্তু মনের সুখ ছিল—সন্তোষ ছিল—শান্তি ছিল। ভ্রাতাদিগের মধ্যে যেমন সৌহৃদ্য ভাব ছিল, বধূগণের মধ্যেও সেইরূপ। তাঁহারা পরস্পরের পুত্রকন্যাগণকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, একের সুখে অপরে সুখী হইতেন, এবং দুঃখে দুঃখী হইতেন। সকলেই পর্য্যায়ক্রমে সংসারের রন্ধনাদি কার্য্য করিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বার্থ-পরতা ছিল না। সাতটী বউএর মধ্যে ছোট বউ সাক্ষাৎ শ্রীরূপিণী ছিলেন। তিনি এক দিন ভাবিলেন, ইহাঁরা কয় ভ্রাতায় সমস্ত দিন

* গত ১৪ই বৈশাখের "সময়ে" বাবু বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য এই প্রবন্ধটী লেখেন, ইহা নারীগণের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বামাবোধিনীতে উদ্ধৃত ও প্রকাশিত হইল। বা, বো, সং।

পরিশ্রম করিয়া কেবল দৈনিক ব্যয়ের সংস্থান করিতেছেন, যদি কিছু দিন পারিশ্রমিক না পান, তবে সংসার চলা ভার হইবে; অতএব কিছু সঞ্চয় করা আবশ্যক। সেই দিন হইতে তিনি,—টাকা পয়সা কোথায় পাইবেন,—অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য তণ্ডুল তৈল লবণাদির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অপরের অজ্ঞাতসারে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সঞ্চিত রাখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কয়েক মাসের মধ্যে পাঁচ সাত দিন তাঁহাদের সংসার চলিতে পারে এরূপ তণ্ডুলাদি সঞ্চয় করিলেন।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে। সাত ভাই বিষণ্ণবদনে স্ব স্ব দ্বারদেশে উপবিষ্ট আছেন—আজ কোথাও মুজরী জুটিবে না। পর দিনও সেইরূপ। মুষলধারে বৃষ্টি—বিরাম নাই—গৃহের বাহির হওয়া দুষ্কর। বাড়ীতে খাদ্যসামগ্রী কিছুই নাই। কল্য প্রতিবেশীর নিকট ধার করিয়া চলিয়াছে, অদ্য আর কে ধার দিবে? কিরূপে পরিশোধ করিব এ ভয় যাহাদের আছে, লোকে তাহাদিগকে ধার দেয় না, যাহাদিগের নিকট প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকেই প্রায় ধার দিয়া থাকে। ভ্রাতারা ভাবিতেছেন, অদ্য সকলকে অনশনে মরিতে হইবে। আপনারা তাহা পারেন, পুত্র কন্যাগণের ক্ষুধাক্লিষ্ট শুষ্কবদন কিরূপে দেখিবেন? তাঁহাদের বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া ছোট বউ নিজ স্বামীকে বলিলেন "আপনারা ভাবিতেছেন কেন? আমি অদ্য আপনাদের সংসার চালাইব।" স্বামী উত্তর করিলেন "তুমি পরিহাস করিতেছ নাকি? এ পরিহাসের সময় নহে।" স্ত্রী বলিলেন "পরিহাস নহে। আপনাদের প্রতি আমার এক অনুরোধ আছে—অদ্য আমি রন্ধনশালার দরজা বন্ধ করিয়া রন্ধন করিব, কেহ সে গৃহে যাইবেন না; এবং কিরূপে আমি দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলাম, তাহাও কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

তাহাই হইল। যথাসময়ে ছোট বউ রন্ধনাদি সমাপন করিলেন। সকলে অতীব তৃপ্তি সহকারে আহার করিলেন। পরে সহোদরগণ সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া, পরামর্শ করিলেন "ছোট বউয়ের প্রতি লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপা আছে; আমরা বহু ভাগ্যফলে এমন বউ পাইয়াছি। অতঃপর কেহ তাঁহার মত না লইয়া কোন কার্য্য করিব না; এবং যাহা উপার্জ্জন করিব, তাঁহার নিকট রাখিব।" ছোট বউয়ের নিকট এই প্রস্তাব করা হইলে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি সম্মত আছি, কিন্তু আপনাদিগকে আমার একটী কথা রাখিতে হইবে। আপনারা প্রতিদিন স্ব স্ব কার্য্য সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় কোন একটী দ্রব্য লইয়া আসিবেন। কেহ ক্ষেত্রের কোন একটী ফল বা মূল, কেহ একখানি শুষ্ক কাষ্ঠ ইত্যাদি যিনি যাহা পারেন আনিবেন—কেহই রিক্তহস্তে আসিবেন না।" সকলেই সম্মত হইলেন। এক দিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় রহস্য

করিবার অভিপ্রায়ে, রাস্তা হইতে একটী মৃত সর্প এক যষ্টি দ্বারা উঠাইয়া লইয়া চলিলেন। বাটীতে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন "অদ্য আর কিছু পাইলাম না; প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত এই সর্প লইয়া আসিয়াছি।" যাঁহারা হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করেন, যাঁহাদের মনের বল আছে, তাঁহারা সকল বিষয়েই সফল-মনোরথ হন। স্ত্রী উত্তর করিলেন "যাহা আনিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট, উহা ঐ মাচার উপর রাখিয়া দিন।" মৃত সর্পটীকে মাচার উপর নিক্ষেপ করিবামাত্র এক চিল শূন্য হইতে নামিয়া তাহা লইয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন একছড়া বহুমূল্য রত্ন-খচিত স্বর্ণহার চিলের নখর হইতে তাঁহাদের সম্মুখে ভূমিতে পড়িল। ভ্রাতাদিগের বড় আনন্দ, হার বিক্রয় করিলে অনেক টাকা হইবে, ঈশ্বর এত দিনে তাঁহাদের দুঃখ ঘুচাইলেন। কিন্তু ছোট বউয়ের তাহা অভিপ্রেত নহে। তিনি বলিলেন "এ হার বিক্রয় করা হইবে না, রাখিয়া দেওয়া হউক।" কেহ তাঁহার কথা অবহেলা করিতে পারেন না। হার যত্ন সহকারে রাখিয়া দেওয়া হইল।

অল্প দিন পরে দেশের বাদশাহ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, চিলে তাঁহার বেগমের এক ছড়া বহুমূল্য হার লইয়া গিয়াছে—যে কেহ সেই হার দিতে পারিবে, তাহাকে প্রচুর পারিতোষিক দেওয়া হইবে। ছোট বউয়ের পরামর্শ মত সেই হার বাদশাহের সমীপে প্রেরণ করা হইল। বাদশাহ তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ ও ভূমি সম্পত্তি দিলেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যের সীমা রহিল না। সকলে বলিলেন "ছোট বউ মানবী নহেন—দেবী।" শুনিয়াছি সেই কয় ভ্রাতাই জগৎশেঠের আদিপুরুষ। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ জগৎশেঠের বংশ কাহার অবিদিত আছে?

# আবু গিরি।

আবু পর্ব্বত রাজপুতানার সিরোহি-প্রদেশে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ৫।৬ হাজার ফিট। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ব-প্রাচীন জৈন মন্দির সকল এই পর্ব্বতে আছে বলিয়া ইহা অতি প্রসিদ্ধ এবং দেশের সর্ব্ব স্থান হইতে যাত্রী সকল এখানে আসিয়া থাকে। জৈনেরা আস্তিক বৌদ্ধদিগের এক সম্প্রদায় এবং তাঁহারা সিদ্ধপুরুষ ও অবতারের পূজা করিয়া থাকেন। আবু পর্ব্বতের উচ্চ ও সমতল স্থান সকলে অসংখ্য বেদী, মন্দির ও সমাধিগৃহ আছে, এবং সেই গুলি অতি আশ্চর্য্য কারুকার্য্য দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। পর্ব্বতের শিখরদেশে

একটী গোলাকার সমতল ভূমি আছে, তন্মধ্যে একটী গহ্বর—এই গহ্বরে একখানি রক্তবর্ণ প্রস্তরে দাতা ভৃগুর পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। ইনি বিষ্ণুর এক অবতার। গুরুশিখরা নামক সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে মধ্যস্থলে প্রধান দুইটী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দির দুইটী শ্বেত মার্ব্বেলে নির্ম্মিত। ভারতবর্ষের মধ্যে এমন সুন্দর মন্দির এবং জৈন কারুকার্য্যের আদর্শ অতি অল্প স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির দুইটীর মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহাও প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। দুই ধনাঢ্য বণিক্ সহোদর ইহা প্রস্তুত করিয়া দেন। এই মন্দিরে যেরূপ সূক্ষ্ম ও মনোহর খোদকারী কার্য্য আছে তাহার তুলনা প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। প্রাচীন মন্দিরটী ১০৩২ খৃষ্টাব্দে বিমল সা নামক এক ধনী বণিক নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইহার গঠনপ্রণালী যদিও সরল, তথাপি ইহার মধ্যেও প্রচুর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরের মধ্যে দীপালোকোজ্জ্বল একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে, তাহাতে পরেশনাথ দেব আসনপিড়ি দিয়া বসিয়া আছেন। ইহার বারাণ্ডা ৪৮টী স্তম্ভ দ্বারা নির্ম্মিত। ১৪০ ফিট দীর্ঘ ও ৯০ ফিট প্রস্থ এক চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত। তাহার চারি দিকে দুই সারি স্তম্ভ-শোভিত বারাণ্ডা। এই বারাণ্ডাগুলিতে ৫৫টী ক্ষুদ্র গৃহ আছে। তাহাদের এক একটীর মধ্যে এক এক পরেশ-নাথমূর্ত্তি। দরজার উপর ও প্রাচীরে অনেকগুলি খোদিত মূর্ত্তি আছে, তাহা দ্বারা এই দেবতার জীবনের নানা অবস্থা বর্ণিত। সম্রাট্ আকবর ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার রাজত্বের সপ্তত্রিংশ বর্ষে শ্বেতাম্বরী জৈন সম্প্রদায়ের গুরু হরবিজয় সুরকে আবু পর্ব্বত ও মন্দির এবং ভারতের অন্যান্য জৈন তীর্থস্থান সকল দান করেন এবং এই সকল স্থানে পশুহত্যা নিবারণ করিবার আদেশ দেন। এই সুবিজ্ঞ সম্রাটের সনন্দপত্রে লিখিত আছে "ঈশ্বর-উপাসকদিগের নিয়ম এই যে, তাঁহারা সকল ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন।"

## শুভ জন্মোৎসব।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ তাঁহার পার্কষ্ট্রীট ভবনে তাঁহার শিষ্যগণ এবং পুত্র পৌত্র, দুহিতা দৌহিত্র প্রভৃতি পরিজন তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া তাঁহার সহিত পরব্রহ্মের উপাসনা করেন। উপাসনান্তে পুষ্পবৃষ্টিতে তাঁহাকে

দিয়াছিলেন ; কেহ কেহ কবিতোপহারও দেন। সহচর পত্রিকাতে প্রকাশিত একটী কবিতার কিয়দংশ আমরা আনন্দের সহিত এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

চাঁদের কিরণাভাব করিতে বিদূর
সারাদিন ভাতে যথা রবি ভ্রাজমান,
সেইরূপ অস্তমিত আর্য্যজ্যোতি স্থানে
হে গুরো, দেবেন্দ্র, দেব, তুমি জ্যোতিষ্মান্।

পরম পিতার ইচ্ছা করিতে পালন,
এসেছ মরতে গূঢ় লক্ষ্য সাধিবারে—
সাধিত সাধনা-শিক্ষা, নিষ্কাম সংসার,
উদ্ধারিলে মগ্নজনে কল্পনা-পাথারে।

যে মহা অমৃত তুমি মানবের হিতে
উদ্ধারিলে বেদার্ণব করিয়া মন্থন,
শ্রদ্ধায় যে জন তাহা করিবেক পান
অনন্ত কালের গর্ভে অমর সে জন।

দৃশ্য-পট মাঝে তুমি শরীরী মানব,
অশরীর স্বর্গবাসী দেবতা অন্তরে,
একাধারে যোগী হ'য়ে ভ্রম যোগপথে,
নির্ব্বহ সংসার 'তস্ত প্রিয় কার্য্য' তরে।

যে তানে মগন তুমি যাহা কর ভোগ,
অহোরাত্র যে আলো করিছ সন্দীপন,
যে আনন্দ বাদ্য গান সুধারাশি ঢালে
তোমার হৃদয়ে, তাহা অপরে গোপন।

সাধিয়া আপন কার্য্য উর্দ্ধমুখী তুমি
বসি আছ বিধাতার আদেশ চাহিয়া,
বিধাতার স্বহস্তের পুরস্কারলোভী,
প্রবাস এ পৃথিবীরে পশ্চাতে রাখিয়া।

একোন-অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে আজ,
হে দেব, করিলে তুমি পুণ্য-পদার্পণ,
তাই এই শুভ লগ্নে গাঁথি জয়মালা,
এসেছি তোমারে তাহা করিতে অর্পণ।

এই সে জয়ের মালা গাঁথা ভক্তি-ফুলে
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা চন্দনে চর্চ্চিত,
লহ দেব কৃপা করি, কর আশীর্ব্বাদ,
স্থির থাকি সে পথে যা তব পদাঙ্কিত।

যোগ-সমর্পিত-কর্ম্ম-সমাহিত তুমি,
কি আর তোমার তরে যাচিব স্রষ্টারে,
কুশলে উত্তীর্ণ হও, এই মাত্র যাচি,
সকৃৎ-প্রভাত-বাসে, তমিস্রের পারে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদের ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সহিত সমবয়স্ক। উভয়েই ৭৮ বৎসর অতিক্রম করিয়া এই জ্যেষ্ঠ মাসে ৭৯ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। মহর্ষি মহাকুলসম্ভূত, প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রূপে গুণে, ধনে, পুত্রে, যশে পৌরুষে যেমন সৌভাগ্যবান্, দয়াশীলতা, দেশহিতৈষিতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠতা গুণে সেইরূপ জগৎবিখ্যাত। তথাপি তিনি শেষ জীবনে সংসারবিরাগী যোগী হইয়া "ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপানে" ডুবিয়া প্রাচীন ঋষিজীবনের পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার জীবন অতি মূল্যবান্, তিনি আরও দীর্ঘজীবী হইয়া ভারত মাতার তাপিত হৃদয় শান্তিময় করিয়া রাখুন্।

# নূতন সংবাদ।

১। গত ২৪এ মে মহারাণী বিক্টোরিয়া ৭৮ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭৯ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। ইহাঁর পুত্র, কন্যা, পৌত্র, প্রপৌত্র দৌহিত্রাদি লইয়া ৭০টী বংশধর হইয়াছে। মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর সগোষ্ঠী মহারাণীকে দীর্ঘজীবিনী করুন।

২। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু ও খৃষ্টানে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া অনেক গুলি লোক হতাহত হইয়াছে। খৃষ্টানদের গির্জার নিকট দিয়া কোলাহল সহকারে হিন্দুর রথ যাইতেছিল, খৃষ্টানেরা সহ্য করিতে না পারিয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করেন। ক্রমে উভয় পক্ষ উত্তেজিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। খ্রীষ্টানেরা খৃষ্টের উপদেশ ভুলিয়াছেন, হিন্দুদেরও ধৃতি ক্ষমা কোথায়?

৩। যে জাপানী চীনদূত লিহনকাংকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে, জাপান গবর্ণমেণ্ট তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন। চীনেরা ফর্ম্মোসা দ্বীপ জাপানের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

৪। ১৯এ মে মুসলমান অনাথ-নিবাসের বার্ষিক সভা মাদ্রাসা স্কুলগৃহে অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। নবাব সায়েদ আমীর হোসেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক জজ আবুল হোসেন এই আশ্রমের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নশীল। আশ্রমে ৭২টী বালক ও ২টী বালিকা আছে। ইহার আয় ১৮০০০ ও ব্যয় সাত হাজার টাকার উপর হইয়াছে। আশ্রমের ফণ্ড হইতে যেমন বালক বালিকারা শিক্ষিত হয়, সেইরূপ কয়েকটী বিধবাও প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

৫। দর্শনশাস্ত্রে ডাক্তার একটী মাত্র স্ত্রীলোক। তাঁহার নাম ডাক্তার হেলেন ওয়েবেষ্টার। ইনি ওয়েলেস্‌লি কলেজে শিক্ষিত হন; পরে জর্ম্মণিতে গিয়া অসীম পরিশ্রমে অধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক এই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

৬। লেভেন ওয়ার্থের ভূতপূর্ব্ব জজের বিধবা পত্নী বিবি স্কট টেক্সসে প্রায় আট লক্ষ বিঘা ভূমির অধিকারিণী। তাঁহার ৭।৮ হাজার গো মহিষ আছে। তিনি, এই বৃহৎ জমিদারীর কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

৭। চিনসাম্রাজ্ঞী রাজভবন মধ্যে একটী বৃহৎ রেসমী বস্ত্রের কারখানা খুলিয়াছেন। হাজার হাজার বালিকা ও বয়স্কা স্ত্রীলোক এখানে কাজ করিয়া জীবিকা লাভ করিবে। সাম্রাজ্ঞী স্বয়ং কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন।

৮। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ইতিপূর্ব্বে স্ত্রী-কালেজের বিরোধী ছিলেন। এখন তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার মতে বালিকারা বালকদের অপেক্ষা ভাল শিক্ষা করিতেছে এবং স্ত্রীলোকদের বিদ্যানুরাগিতার অনুসরণ করা পুরুষেদের উচিত।

# পুস্তকাদিসমালোচনা।

**সামুদ্রিক শিক্ষা**—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৩্ টাকা। কর-রেখা দ্বারা নরনারীর ভাগ্য পরীক্ষা এদেশে বহুকাল হইতে চলিত আছে এবং তাহা ভণ্ড গণকদিগের উপার্জনের এক উপায়। কিন্তু মূলে কিছু সত্য না থাকিলে তাহার ভান সম্ভব নয়। রমণ বাবু বহুদিন শিক্ষা ও পরীক্ষা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা সরল ভাবে সর্ব্ব সাধারণের গোচর করিয়াছেন। বিষয়টী অনুসন্ধান-যোগ্য এবং যদি ইহাতে কিছু সত্য থাকে, তাহা সাদরে গ্রহণীয়। গ্রন্থকার সুন্দর চিত্রাদি দ্বারা গ্রন্থখানি সুবোধ্য করিয়াছেন।

নির্ঝরিণী ও বিরাটনন্দিনী—পশ্চাৎ সমালোচ্য।

# বামারচনা।

## কোন একটি বালিকার প্রতি।

প্রেমে ভরা ছবিখানি হাসি হাসি মুখ,
হেরে তোরে চাঁদমণি ভুলে যাই দুখ।
সুটানা নয়ন দুটি স্নেহের চাহনি,
আনন্দলহরী তায় খেলিছে আপনি।
ক্ষুদ্র তনুখানি তোর সোহাগেতে পোরা,
ঐ ছোট প্রাণখানি মাধুরিমা-ভরা,
গড়েছে বিধাতা তোরে কোমল আদরে
তাই এত ভালবাসা প্রাণের ভিতরে।'
"মালতী মুকুল"বলি যে ডাকেরে তোরে,
ছুটে গিয়ে কত প্রেম ঢেলে দাও তারে।
কচি হাত দুটি দিয়ে গলা জড়াইয়ে,
বুকের উপর দেও মাথা নোয়াইয়ে,
প্রফুল্ল বদনে কও কত মধুকথা,
শুনে প্রাণ ভুলে যায় সংসারের ব্যথা;
কতই করুণা ধর বিমল অন্তরে,
নিতান্ত ব্যথিত হও হেরিলে কাতরে।
ছুটাছুটি ব্যগ্রভাব সেবিতে তাহারে,
কতই যতন কর মমতার ভরে,
মুখানি শুখায়ে যায় বেদনা দেখিলে,
উজ্জ্বল নয়ন দুটি ভরি উঠে জলে;
এত ভাল বাসা বাসি কেন তোর প্রাণে,
জগৎ বুঝে না ইহা স্বার্থভরা মনে,
স্বরগের ফুল তুমি ফুটেছ ধরায়,
আমোদিত এ ভুবন সৌরভপ্রভায়।
মালতী ফুলেতে গাঁথি সুচিকণ হার,
বাসনা প্রাণেতে দিব গলে দেবতার।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী,
কানপুর।

## হেঁয়ালির উত্তর।

ক, চ, ট, ত, প, এ পঞ্চ বর্গের ভিতর
পঞ্চম বর্গের যেই পঞ্চম অক্ষর,
বৈশাখের হেঁয়ালির তাহাই উত্তর;
পাঠ মাত্র বিনায়াসে বলিনু সত্বর।

শ্রীমতী—

No. 366. July 1895.

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৬ সংখ্যা। আষাঢ় ১৩০২—জুলাই ১৮৯৫। ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সূচী।




## কলিকাতা।

৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট বাই লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।


| ৩৬৬ সংখ্যা। | আষাঢ় ১৩০২—জুলাই ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ। |
|---|---|---|


## সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মোৎসব—এই উপলক্ষে এ বৎসরও অনেকে উপাধি লাভ করিয়াছেন। মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণকে "রাজা" উপাধি দিয়া গবর্ণমেণ্ট গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগকে বি, এ, উপাধি দেওয়া হইবে, সম্প্রতি স্থির হইয়াছে। ভারত-রমণীগণ উপাধিলাভের অধিকার বিষয়ে ইংরাজ রমণীগণ অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী।

দান—পাটনার কাজী রাকা হোসেন খাঁ বাহাদুরের পত্নী কাজিমান বেহারের মুসলমান ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহাতে একটী স্থায়ী ফণ্ড হইবে।

মৃত্যু—(১) কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সভাপতি হ্যারী লি, সি, এস, পীড়ার জন্য ছুটী লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন, সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। ইনি একজন সুযোগ্য ও সদাশয় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন।

(২) গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সুবিখ্যাত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন জ্বরবিকাররোগে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি একজন সুবিদ্বান্, সুলেখক ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইহাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকার্ত্ত হইয়াছি। ইহাঁর বৃদ্ধা জননী রোমীয় মাতা কর্ণিলীয়ার মত পুত্রগণের মহত্ত্বের স্মৃতি লইয়া সান্ত্বনা লাভ করুন। জগদীশ পরলোকগত আত্মার

শান্তি বিধান ও তাঁহার পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় পরিবারের রক্ষার উপায় বিধান করুন।

**ফর্ম্মোসার রূপান্তর**—জাপান যুদ্ধ-জয়ী হইয়া চিনের নিকট হইতে ফর্ম্মোসা দ্বীপ পাইলেন। কিন্তু ফর্ম্মোসাবাসিগণ স্বদেশকে সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব চিন-শাসনকর্ত্তা টাং ইহার প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন।

**ওমরা খাঁ**—চিত্রলযুদ্ধের এক প্রধান অভিনেতা ওমরা খাঁ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কাবুলে পলাইয়া গিয়া আমীরের শরণাপন্ন হইয়াছেন। আমীর তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শরণাগত মুসলমানের প্রতি দয়া প্রকাশ করা মুসলমানের কর্ত্তব্য বলিয়া তাহাকে আশ্রয় দিতেছেন।

**আমীরপুত্রের অভ্যর্থনা**—প্রিন্স নসিরুল্লা ইংলণ্ডে গিয়া বাসের জন্য সুসজ্জিত প্রাসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মহারাণী, যুবরাজ ও রাজপরিবারদিগের দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত-বিনোদনার্থ নানাবিধ অনুষ্ঠান হইতেছে।

**হেয়ার বার্ষিক উৎসব**—গত ১লা জুন স্বর্গীয় হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে তাঁহার সমাধিস্তম্ভের নিকট তাঁহার কয়েকটী প্রাচীন ছাত্রসহ তাঁহার গুণানুরাগিগণ একত্র হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ৫৩ বর্ষ হইল তিনি স্বর্গগত হইয়াছেন।

**বৃদ্ধ-সেবা**—বৃদ্ধসেবা ধর্ম্মলাভের প্রধান উপায় বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে কীর্ত্তিত। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর এ সম্বন্ধে সদনুষ্ঠানের সংবাদ পাঠ করিয়া আমরা পরম সুখী হইলাম। একটী সুসজ্জিত উচ্চ আসনে মহাসমারোহ করিয়া এক দিকে ১২টী বৃদ্ধা মহিলা ও অপর দিকে ১২টী বৃদ্ধকে বসান হয়। ইহাঁরা প্রাচীন দরিদ্র বংশ হইতে মনোনীত হন। এক দিকে সাম্রাজ্ঞী সহচরীদিগকে লইয়া বৃদ্ধাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া স্বহস্তে তাঁহাদের পদধৌত করিয়া দেন, অন্য দিকে সম্রাট্ বৃদ্ধদের সেইরূপ সেবা করেন। খুব জনতা ও বাদ্যোদ্যমাদি হয়।

৩। **শিল্পী**—পাঁচদোনা-নিবাসিনী শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী গুপ্তা কাগজে ছবি কাটিয়া ও চিত্র করিয়া এরূপ শিল্পপারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন যে, তাহা দেখিয়া ইংরাজ-চক্ষুও মুগ্ধ হইয়াছে। ইনি সর্ব্বতোভাবে উৎসাহলাভের যোগ্যা।

**সাময়িক পত্রিকা**—দাসাশ্রমের পত্রিকা "দাসীর" বর্দ্ধিত আকার দর্শনে আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। ইহাতে বিবিধ উপাদেয় ও সারগর্ভ প্রবন্ধও লিখিত হইতেছে। সাধারণে বার্ষিক ২৲ টাকা দিয়া ইহার গ্রাহক হইলে পত্রিকার উন্নতি এবং দাসাশ্রমের সাধু কার্য্যের সহায়তা করা হয়।

# নারী-চরিত।

## মেরিয়া আগ্নেসি।

মেরিয়া গটানা আগ্নেসি ইটালিদেশীয় এক সুপ্রসিদ্ধ রমণী। ইনি বিজ্ঞানের উচ্চ তত্ত্ব সকল শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতা বলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে মিলান নগরে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর বয়স যখন ৯ বৎসর মাত্র, তখন লাটিন ভাষায় ইহাঁর এ প্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, তিনি ঐ ভাষায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রচার করেন এবং তাহাতে স্ত্রী-জাতির উদার শিক্ষার কর্ত্তব্যতা সমর্থন করেন। যখন তাঁহার বয়স ১৩ বৎসর, তখন তিনি গ্রীক, হিব্রু, ফরাসি, স্পেনীয়, জর্ম্মাণ, এবং আরও কতকগুলি ভাষায় সুপণ্ডিতা হন। এই জন্য লোকে তাঁহাকে "walking polyglot" সচল সর্ব্ব-ভাষা বলিয়া ডাকিত। দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতা মধ্যে মধ্যে বলোনা নগরে পণ্ডিত-মণ্ডলীর সমিতি আহ্বান করিতেন। এই সকল পণ্ডিতের সমক্ষে—আগ্নেসি অতি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব সকলের বিচার করিতেন। প্রেসিডেণ্ট ডিব্রসিস্ এইরূপ এক সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার রচিত একখানি পুস্তকে সেই সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে আগ্নেসির পিতা "Propositions Philosophicœ" দার্শনিক-তত্ত্ব নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন, তাহাতে কন্যার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মেরিয়া আগ্নেসি স্বভাবতঃ নম্রপ্রকৃতি ছিলেন। বিদ্যার এরূপ আড়ম্বরিতা তাঁহার ভাল লাগিত না এবং ২০ বৎসর বয়সের সময় তিনি সংসারের যশোবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিতে উৎসুক হন। তাঁহার বাসনা তখন পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু এই সময় হইতেই তিনি লোকসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বাস করেন। তিনি নির্জ্জনে গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্তা হন। দুইখানি গণিত-পুস্তক এই নির্জ্জন বাসের ফল এবং তাহা ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মিলান নগরে প্রচারিত হয়। প্রথম ভাগে (Analysis of finite quantities) সসীম সংখ্যা ও দ্বিতীয় ভাগে (Analysis of infinitesimals) অসীম ভগ্নাংশের গূঢ়তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যাত আছে। যে সময়ে ইহা প্রচারিত হয়, তৎকালীন পণ্ডিতেরা ইহা দর্শন করিয়া চমৎকৃত হন এবং মুক্তকণ্ঠে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রশংসা করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড ফরাসি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-অধ্যাপক কোলসন ইংরাজি ভাষায় দুইখানি পুস্তকই অনুবাদিত করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এক ধনাঢ্য জমিদারের অর্থ-সাহায্যে

তাহা প্রচারিত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এডিনবর্গ রিভিউ পত্রিকায় ইহার যে সমালোচনা বাহির হয়, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট প্রশংসা দেখা যায়। আগ্নেসি (Conic Sections) কোণবিভাগ-শাস্ত্রের এক টীকাগ্রন্থ লেখেন, তাহা মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই বটে, কিন্তু যাঁহারা তাহা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা পীড়াগ্রস্ত হইলে পোপ চতুর্দ্দশ বেনিডিক্ট পিতৃপদে ইহাকে বলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৭৫২ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়া আপনার বহু দিনের বাসনা পূর্ণ করেন। বহুদিনাবধি তাঁহার মনের আর একটী সাধ ছিল, তাহাও ক্রমে পূর্ণ হইল। মিলানে (Blue Nuns) নীল সন্ন্যাসিনীদিগের যে আশ্রম আছে, তিনি কিছু দিন তাহার অধ্যক্ষতার কার্য্য সম্পন্ন করেন। অবশেষে তিনি স্বয়ং সেই ভগিনীদলে প্রবিষ্ট হইয়া আশ্রমোচিত কৃচ্ছ্র ব্রত সাধনে নিযুক্ত হন এবং ১৭৯৯ সালে অশীতি বর্ষের বৃদ্ধা হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

---

# সৃষ্টি প্রক্রিয়া রহস্য।

( ৩৬২ সংখ্যা, ৩৩৮ পৃষ্ঠার পর )

সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ॥

— চণ্ডী ১অ, ৭২।

অনন্তর হরি সর্পশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দুরাত্মা মধু কৈটভ দৈত্যদ্বয়ের সহিত পঞ্চ সহস্র বৎসর অতি ঘোরতর মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই, নারায়ণ অর্থাৎ জলরাশি, দেবমানে পাঁচ হাজার বৎসর, মনুষ্যমানে ১৮,২৫০০০, বৎসর কীটযুক্ত হইয়াছিল। উক্ত পরিমাণ বৎসর পরে কীটপুঞ্জ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার জলজন্তু উৎপন্ন হইয়াছিল। জলজন্তু মধ্যে মৎস্যই প্রধান, এজন্য ভগবানের প্রথম অবতারকে মৎস্য অবতার বলে।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্ধধে মৎস্যো মনুঃ কালপ্রতিষ্ঠকঃ।

—মৎস্যপুরাণ।

যখন জলভাগ উত্তীর্ণ হইয়া স্থলভাগ দেখা দিল, তখন জল ও স্থল এই উভয় স্থানে বাস করিবার উপযুক্ত জন্তু সকল উৎপন্ন হইল। উহাদিগের মধ্যে কূর্ম্মই প্রধান, এজন্য কূর্ম্ম ভগবানের দ্বিতীয় অবতার।

কূর্ম্মরূপং সমাস্থায় দধ্রে বিষ্ণুশ্চ মন্দরম্।

—কূর্ম্মপুরাণ।

তাহার পর জলও নয় স্থলও নয়, অর্থাৎ কর্দ্দমযুক্ত স্থানের উপযুক্ত জীব সকল আবির্ভূত হইল। তন্মধ্যে বরাহই শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি, এজন্য উহা ভগবানের তৃতীয় অবতার।

দেবৈর্গত্বা স্তুতো বিষ্ণুর্যজ্ঞরূপো বরাহকঃ ॥
অভূৎ তং দানবং হত্বা দৈত্যৈঃ সাকঞ্চ কণ্টকং।
—বরাহপুরাণ।

যখন ভগবান্ বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত অধিক। ঐ সময় পৃথিবী যেন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমশঃ এই উন্নতাবস্থা যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, অমনি তৎসঙ্গে সঙ্গে অশ্ব, গো মেষ, মহিষ ইত্যাদি শৃঙ্গী জন্তু সকল দেখা দিল।

"মহিষাসুরসেনানী চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ।
যুযুধে চামরৈশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ ॥
—চণ্ডী, ২য় অধ্যায়, ৩৯।

পৃথিবীর এই অবস্থা লইয়া মহিষাসুরের সহিত প্রকৃতি দেবীর ভয়ানক যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনা যায়; অর্থাৎ পরিণামশীলা প্রকৃতি এই ভাবে পৃথিবীকে দর্শন করিতে লাগিলেন, যেন উদ্ভিদ্‌জীবী শৃঙ্গী পশুগণের বংশ এত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে যে, তাহাদিগের বিনাশ সাধন না করিলে সমস্ত পাদপরাজ্য নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং প্রকৃতি সিংহবাহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।

তত্যাজ মহিষং রূপং সোঽপবিদ্ধো মহামৃধে।
ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যাম্বিকাশিরঃ ॥
—চণ্ডী, ৩ অ, ২৮।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শৃঙ্গী জীবের পর সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সকল প্রকৃতির স্বভাবগুণে দেখা দিল। হিংস্র জন্তুরা স্বভাবতঃ গো, মেষ, মহিষ ইত্যাদি ভক্ষণে জীবন ধারণ করে, সুতরাং হিংস্র জন্তুদিগের দ্বারা শৃঙ্গী জীব সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তৎপরে পৃথিবী অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া উঠিল। কিন্তু সম্যক্ প্রকারে উপযুক্ত না হওয়াতে ব্রহ্মার তৃতীয় সৃষ্টি দেখা দিল। উহাতে দানব কিন্নর ও অর্দ্ধ-নরাকৃতি জীব সকল উৎপন্ন হইল।

"অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুদ্ধমানো মহাসুরঃ।
—চণ্ডী, ৩ অ, ৩৯।

এই সময় ভগবান্ ভয়ানক নৃসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

জিতদেবযজ্ঞভাগঃ সর্ব্বদেবাধিকারকৃৎ।
নারসিংহবপুঃ কৃত্বা তং জঘান সুরৈঃ সহ ॥
—নারসিংহপুরাণ।

এই অবস্থার পর ভূমণ্ডল অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলে দেবাসুরের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বনজঙ্গল নষ্ট হইয়া মনুষ্যের বাসযোগ্য স্থান সকল দৃষ্টিগোচর হইল। এরূপ অবস্থায় পদার্পণ করিতে ভূমণ্ডলের ছত্রিশ হাজার পাঁচ শত বৎসর লাগিয়াছিল, কারণ উক্ত পরিমাণ সময় দেবাসুরের যুদ্ধ হয়। যথা,—

"দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।"

অতএব দেবমানে একশত বৎসর, মনুষ্যমানে ৩৬,৫০০ বৎসর হয়।

এই সময়ে ব্রহ্মার চতুর্থ সৃষ্টি মনুষ্যবংশ উৎপন্ন হইয়া আপন আপন বাসস্থান স্থির করিতে লাগিল। দানবদল ঐ সময়ে রাজা হইয়া রাজ্য করিতে শিখিয়াছে। মনুবংশ তদ্দর্শনে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলে,

ভগবান্ মনুষ্যকুলে বামনরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

"দেবাসুরে পুরা যুদ্ধে বলিপ্রভৃতিভিঃ সুরৈঃ।
ততোহসৌ বামনো ভূত্বা হ্যদিত্যাং স ক্রতুং যযৌ॥
—বামনপুরাণ।

ভগবান্ বামন অবতারে ত্রিবিক্রমরূপ মহাবিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যরাজ বলিকে ছলনাপূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করতঃ পাতালতলে প্রেরণ করিয়া মনুষ্যবংশের রাজত্ব সংস্থাপন করিলেন। যখন পৃথিবী অধিকতর উন্নতিশীল হইয়া উঠিল, তখন মনুষ্য সকল অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে শিখিয়াছে, ও নানাবিধ শিল্পকার্য্য উদ্ভাবন করিয়া আপনাদিগের সুখসম্ভোগ বৃদ্ধি করিয়াছে, রাজা হইয়া সুখ সম্ভোগ করিব এরূপ সকলেরই ইচ্ছা জন্মিয়াছে, সুতরাং এই সময়ে রাজ্যাধিকারলাভের জন্য ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া, ভগবান্ পরশুরাম-রূপে অবতীর্ণ হইলেন।

"বক্ষ্যে পরশুরামস্য চাবতারং শৃণু দ্বিজ।
উদ্ধতান্ ক্ষত্রিয়ান্ মত্বা ভূভারহরণায় সঃ॥
—অগ্নিপুরাণ, ৪ অ, ১২।

এই সময়ে শান্তিস্থাপনের জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী শ্রেণী সংস্থাপিত হইয়াছিল। পরশুরাম এক-বিংশ বার বিদ্রোহীদিগকে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছিলেন। এই অবতারসময়ে মনুষ্যবংশ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়াছিল। পরশুরামের অস্ত্র কুঠার, মনুষ্যগণ এই সময়ে যে মোটামুটি অস্ত্র সকল প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তদনন্তর পৃথিবী উহা অপেক্ষা উন্নতিশীল হইয়া উঠিলে ভগবান্ মনুষ্যদিগকে রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃ-শুশ্রূষা, স্ত্রৈণভাব নিবারণ, শত্রুদমন, ধর্ম্মোপদেশ ইত্যাদি আবশ্যক বিষয় সকল শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন রূপ চারি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"রাবণাদের্ব্বধার্থায় চতুর্দ্ধাভূৎ স্বয়ং হরিঃ।
রাজ্ঞো দশরথাদ্রামঃ কৌশল্যায়াং বভূব হ।
কৈকেয্যাং ভরতঃ পুত্রঃ সুমিত্রায়াঞ্চ লক্ষ্মণঃ।
শত্রুঘ্ন ঋষ্যশৃঙ্গেণ তাসু সন্দত্তপায়সাৎ॥
—অগ্নিপুরাণ।

এই সময় হইতে মনুষ্যগণের যথোচিত জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। (ক্রমশঃ)

---

# পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

## শূল।

কর্পূর, সাজিমাটি এবং মরিচ যথা-পরিমাণ জল সহ সেবন করিলে অথবা যবানী (যোয়ান)॥০ তোলা ও লবণ।০ আনা চিবাইয়া খাইলে শূলবেদনার শান্তি হয়।

তেঁতুলছাল ভস্ম /০ আনা পরিমাণ

শীতল জলে গুলিয়া সেবন করিলে সুদারুণ শূলবেদনা উপশমিত হয়।

জাঙ্গি হরিতকী এক ছটাক, সিদ্ধি এক ছটাক, বেলশুঁঠা অর্দ্ধ ছটাক, পাতি লেবুর শিকড় অর্দ্ধ ছটাক, যোয়ান এক কাঁচ্চা, এই কয়েকটী দ্রব্য এক সঙ্গে পেষণ করতঃ মটরের আকারে বটিকা প্রস্তুত করিবে। সেই বটিকা এক একটী দুই বেলা খাইলে অম্লশূল আরাম হয়।

কাঁচা হলুদ ভিজান জল এক ছটাক, বয়ড়া ভিজান জল অর্দ্ধ ছটাক, হরিতকী ভিজান জল অর্দ্ধ ছটাক, পাতি লেবুর রস এক ছটাক, এই কয়েকটী দ্রব্য এক-সঙ্গে মিলাইয়া এক কাঁচ্চা পরিমাণ প্রাতে ২।৩ ফোঁটা মধু মিশাইয়া খাইলে, বায়ুশূল ভাল হয়।

আমলকী বা ভূমি-কুষ্মাণ্ডের রস বলাডম্বুর ও কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত চিনি যোগ করিয়া পান করিলে অল্প দিনের মধ্যে শূল নিবারিত হয়।

শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল, গোক্ষুর, ইহাদের মিলিত দুই তোলা ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া, ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া পান করিলে, রক্তপিত্ত, দাহ, পৈত্তিকশূল, ও জ্বরাদি নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

শুঁঠচূর্ণ ৫ পাঁচ ভরি, বিটলবণ ২॥০ আড়াই ভরি, সোহাগা ১।০ সওয়া ভরি, মূলতানী হিং ॥৵ দশ আনা ওজনের পর খৈ করিয়া লইতে হয়।

সজনাগাছের ছালের রস দিয়া প্রথমে হিং মাড়িতে হয়, তৎপরে উহাতে বিট-লবণ মিশাইয়া মাড়িতে হয়, তৎপরে সোহাগার খৈ মিশাইয়া মাড়িতে হয়। অনন্তর শুঁঠচূর্ণ মিশাইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ৫৪ চুয়ান্নটী বড়ি বাঁধিতে হয়। সজনারসের পরিমাণের নিয়ম নাই। যত দিলে সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে মাড়া ও বড়ী বাঁধা যায়, ততই দিতে হয়।

২৭ দিন প্রাতঃকালে এক বড়ী ও সায়ংকালে এক বড়ী মুখে ফেলিয়া জল দিয়া খাইতে হয়।

পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন, দুগ্ধ। মৎস্য নিষিদ্ধ নহে; ঘৃত পাক করিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

নিষিদ্ধ—শাক, অম্ল, মিষ্ট, তৈল, কাঁচা ঘৃত, ডাউল, ময়দা, পিষ্টক, ভাজা দ্রব্য, মাদক দ্রব্য, নূতন তণ্ডুল।

যে কয়েক দিন ঔষধ সেবন করিতে হয়, কেবল সেই কয়েক দিন পথ্যের নিয়মানুসারে চলিতে হয়।

হরিণের শৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া আবদ্ধ মৃণ্ময় পাত্রে ভস্ম করিবে, সেই ভস্ম ঘৃতের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক অবলেহন করিলে অল্প দিনের মধ্যে হৃদয় ও নিতম্বদেশের শূলুনি ভাল হয়।

প্রত্যূষে ২ তোলা রসুনের রসে কিঞ্চিৎ মধু যোগ করিয়া ৫।৭ দিন পান করিলে বাতশ্লৈষ্মিক শূল নিবারিত হয়।

( ক্রমশঃ )

# ফ্রান্সে ভারতরাজকুমারী।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

কালস্রোতে ও জলস্রোতে কুমারী কিছু দূর ভাসিয়া গেল। পোত হইতে ইংরাজ নাবিকগণ দেখিতে পাইল যে, বহুমূল্য রত্নাদিতে বিভূষিতা একটী বালিকা ভাসিয়া যাইতেছে। তাহারা তৎক্ষণাৎ বোটে চড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া তাহাদিগের জাহাজে লইয়া গেল। জাহাজখানি তখন য়ুরোপে যাইতেছিল। ফরাসী রণপোত কর্ত্তৃক উহা ধৃত হয়। অবশিষ্ট লোকদিগের কি দশা ঘটিল, তাহা আমরা অবগত নহি, এইটুকু মাত্র জানি যে, রত্নবিভূষিতা বালিকাটি প্রাচ্য দেশের এক অতীব আশ্চর্য্য পদার্থবৎ সাম্রাজ্ঞী জোজেফাইনের নিকট আনীত হয়। তিনি ইহাঁকে দত্তক স্বরূপ গ্রহণ করেন। ভারত-পরিচ্ছদ-পরিহিতা ভারত-রাজকুমারী তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্টা থাকিয়া ছোট বড় সকলের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় এত সুখে রহিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বদশার কিছুই স্মরণ রহিল না—নির্ব্বাসনের দুঃখ-মেঘ সুখ-রবিকে ঢাকিবে কি, একবারও চিদাকাশে দেখা দিল না। চিত্ত-বিনোদিনী সাম্রাজ্ঞীর চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল এইরূপে কাটিল না। জোজেফাইনের স্থান মেরী লুই গ্রহণ করাতে তাঁহার অবস্থান্তর ঘটিল। এরূপ ঘটাতে ভারত-রাজকুমারী ফরাসীদেশে যে 'পথের কাঙ্গালিনী' সেই কাঙ্গালিনী পুনরায় হইলেন। কাল-চক্রের এইরূপ গতি! অপিচ, কথায় বলে, "আপনার দেশের ঠাকুর, পরের দেশের কুকুর।" পরদেশে অতি সুখ সচ্ছন্দে ও বিক্রমশালী হইয়া থাকিলেও তথাপি তথাকার কুকুর অপেক্ষা বড় নহে। এ ত গেল ভাগ্যবানের কথা। যাহাদিগের অদৃষ্ট মন্দ, পরদেশে কুকুর অপেক্ষা তাহাদিগের দশা মন্দ। সে যাহা হউক চার্লস মার্সিয়ার নামে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ সর্ব্বদা রাজভবনে কার্য্যোপলক্ষে গমন করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে বড় দয়া হইল। তিনি দুঃস্থা বালিকাকে আপনার মাতার সন্নিধানে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন। তিনি প্রথমে সম্মত হন নাই। কিন্তু অবশেষে ভরণপোষণের উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি স্বীকার পাইতে বাধ্য হন। কথিত আছে, ইনি উহাঁর পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু রাজবালা প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার পদবী ও নাম গ্রহণ করেন নাই। আবার দেখুন, অনেক উপন্যাসলেখক তাঁহার চরিত্র অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব উপন্যাসের প্রবর্ত্তনা করাতে অনেকে এই মনে করেন যে, তিনি আদৌ সাম্রাজ্ঞীর প্রসাদলাভে সমর্থ হন নাই। অন্য পক্ষের এইরূপ বিশ্বাস

যে, মহাবীর বোনাপার্টী যখন মিসরদেশে গমন করেন, তখন জোজেফাইন ইহাঁকে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি এ দেশে আগমন করিয়া 'যাঁহার কন্যা তাঁহাকে দিবেন' এইরূপ অভিলাষ করেন; কিন্তু কুমারী নিজে ইচ্ছা করিয়া তৎসময়ের সমরানলে সভ্য জগৎকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। যদ্যপি কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া কিছু লিখিতে হয়, তাহা হইলে আমরা ইহাও লিখিতে বাধ্য যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যাবজ্জীবন তাঁহাকে ৫০ পাউণ্ড করিয়া বার্ষিক পেনসন্ দেন। অপর কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত বার্ষিক তাঁহাকে কোম্পানী দিতেন না, ডাইরেক্টরদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিতেন।

ইনি সাহিত্যসংসারে কথঞ্চিৎ পরিচিতা ছিলেন। ইনি বোধ হয় ফরাসী ভাষায় অনেক প্রবন্ধাদি রচনা করেন। মার্সিয়ারকে সেইগুলি পড়িয়া বলিতেন তিনি ভাল করিয়া সেইগুলি লিপিবদ্ধ করেন। প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক থ্যাকারে ও তাঁহার বিপিতা অর্থাৎ বিধবা মাতার পতি মেজর স্মিথ তাঁহাকে অনেক আর্থিক সাহায্য করেন। মার্সিয়ারের মৃত্যুর পর তিনি কাউণ্টেস ডিবফোর্টের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ ক্ষেপণ করেন। কোন্ বৎসর ইহাঁর মৃত্যু হয়, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তবে এতটা ঠিক্ যে, তিনি ইংরাজী ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদিগের দেশে কেহই ইহাঁর বিষয় জানেন না। তৎসময়ের হিন্দি বা উর্দ্দূ কোনও পুস্তকে বা পত্রিকায় উল্লেখ আছে কি না জানি না, বোধ হয় নাই; থাকিলে কোনও না কোনও প্রকারে প্রকাশিত হইত। ইনি যে এক কাল্পনিক চরিত্র, তাহা নহে। ইহাঁর সম্বন্ধে উপরে যে বিবরণ প্রকটিত হইল, তাহাও অলীক নহে। এমন এক আশ্চর্য্য ঘটনা, এমন এক আশ্চর্য্যতর চরিত্র, আর এমন আশ্চর্য্যতম স্নেহ ও আশ্রয়দান যে কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়া একবারে বিলীন হইল, ইহার উপর ভারতের জ্ঞানালোক যে আদৌ নিপতিত হইল না, ইহা যে কতদূর আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা লিখিয়া কি জানাইব!

---

# গ্রীক পুরাণ।

প্রাচীন হিন্দুদিগের ন্যায় মিসর, কাল্ডিয়া ও গ্রীশবাসিগণও সৃষ্টিপ্রকরণ ও পৌরাণিক দেবদেবীগণের অদ্ভুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে ইহাঁদিগের পরস্পরের বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে এত সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে,

এক মূলজাতি হইতে এক আদি পুরাণ স্বষ্ট হইয়া অন্যান্য জাতির মধ্যে তাহাই নানা আকারে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। এ স্থলে আমরা গ্রীক পুরাণের স্থূল বিবরণ পাঠক ' পাঠিকাদিগের গোচর করিতেছি।

গ্রীকদিগের বর্ণনানুসারে সর্ব্বাগ্রে "chaos" অসৃষ্টি নামে এক দেবতা ছিলেন। তিনি অতি বৃহৎ ও আকৃতিবিহীন। তাঁহা হইতে গা (পৃথিবী) এবং টার্টেরস (নরক) উৎপন্ন হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভসময়েই ইরস ( কাম ) আবির্ভূত হইলেন ; ইনি দেব ও মানবের জয়কারী। কেয়স হইতে এরিবস ( অন্ধকার ) ও নিক্স ( নিশা ) জন্ম গ্রহণ করে। গা আউরেনস্ বা স্বর্গের এবং পণ্টস্ বা লবণ সমুদ্রের জননী। স্বর্গ তাঁহার অপেক্ষা উচ্চতর হইল। পরে তিনি স্বর্গকে বিবাহ করিলেন এবং এই বিবাহের ফল-স্বরূপ ছয়টী দৈত্য উৎপন্ন হইল—ওসেমন, কইয়স, ক্রিয়স, হাইপিরিয়ণ, আয়াপিটস্ ও ক্রণস্ (শনি)। ছয়টী দানবীও উৎপন্ন হইল, তাহাদের নাম থিয়া, রিয়া, থেমিস্, নিমোসিনি, ফিবি ও ঠেথিস্। তিনটী সাইক্লোপিস ( একচক্ষু দানব ) জন্মিল :—বাল্টিস, ষ্টারোপিস ও আর্জিস। তিনটী শত-বাহু অসুরও জন্মিল :—কটস, ব্রায়ারিয়স্, ও গাইর্জিস। ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি দর্শনে ভীত হইয়া আউরেনস্ সন্তানগণকে ভূগর্ভে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শনি স্বীয় মাতা কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া পিতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আউরেনসের হস্তপদ ছিন্ন হইয়া যে রক্ত-পাত হইল, তাহা হইতে ফিউরিস বা রাক্ষসী, জায়াণ্ট বা দৈত্য এবং মিলিয়ান্ নিম্ফ বা পরী উৎপন্ন হইল। কতক রক্ত সমুদ্রে পড়িয়া আফ্রোডিটিস বা রতির জন্ম হইল। শনি ও তাঁহার সহচর দৈত্যেরা এখন জগতের একাধিপত্য লাভ করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে বিবাহ করিয়া অসংখ্য সন্তান উৎপাদন করিলেন। ইহাঁদের ভগিনীরাই ইহাঁদের ভার্য্যা হইলেন। ওসেনস ও তাঁহার স্ত্রী টেথিস হইতে ৩০০০ পুত্র ও ৩০০ কন্যা উদ্ভূত হইল। হাইপিরিয়ান্ ও থিয়া হইতে হিলিয়স্ (সূর্য্য), সেলিনি (চন্দ্র), ও ইয়োস্ ( ঊষা ) জন্মিল। কায়স ও তাহার স্ত্রী ফিবি হইতে লেটোনা ও আষ্ট্রিরিয়া উৎপন্ন হইল। কায়স্ আষ্ট্রেয়াস, পালাস ও পার্সিসের পিতা। আষ্ট্রিয়াস ঊষার সহিত পরিণীত হইয়া জেফিরস, বেরিয়াস ও নোটস এই তিন বায়ুর জন্মদান করিল। পালাস ওসেনসের কন্যা ষ্টিক্সের সহিত বিবাহিত হইয়া জেলস ( গৌরব ), নাইকী ( জয় ), ক্রেটস (বল) এবং বিয়া ( শক্তি ), এই কয় সন্তান উৎপাদন করিল। আয়েপিটস ওসে-নসের অন্যতম কন্যা ক্লেমনীর পাণিগ্রহণ করিয়া প্রমিথিয়স্, এপিমেথিয়াস, মিনিয়াস এবং আটলাসের জন্মদাতা হইলেন। এই সকল বিবাহোৎপন্ন সন্তানেরা আবার পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করিয়া অগণ্য দেবদেবী উৎপন্ন করিলেন। বৃদ্ধা গার উৎপাদিকা শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই।

তাঁহার স্বামী আউরেনসের ঘোর দুর্গতির পর তিনি পণ্টস্‌কে স্বামিরূপে বরণ করিয়া নীরিয়স্, দামস, ফর্কিস ও কিটোর জননী হইলেন। নীরিয়স হইতে নীরিদ বা অপ্সরা সকল, দামস্ হইতে আইরিস ও হার্পীদ্বয় এবং ফর্কিস ও কিটো হইতে গার্গণ, গ্রেই এবং হিস্‌পিরাইডিসের ড্রেগণ বা পক্ষযুক্ত সর্প উৎপন্ন হইল, ইহাদের হইতে আবার কত বংশ জন্মগ্রহণ করিল। ইতিমধ্যে নিশা অবিবাহিতা থাকিয়াও অসংখ্য সন্তানের জননী হইল, তাহাদের নাম থানেটাস (মৃত্যু), হিপ্নস (নিদ্রা), ওরিয়স (স্বপ্ন); মোমদ (হাস্য), অইজিস (শোক); তিন অদৃষ্টদেবী ক্লথো, লাকিসিস্ন এবং আট্রোপস, বৈরঘাতিনী নিমিসিস্; আপেট (প্রবঞ্চনা); ফাইলোটস (প্রণয়); জিরাস (জরা) এবং এরিস (বিবাদ)। বিবাদ হইতে পনস (বেদনা), লেথি (ভ্রান্তি), লিমস (দুর্ভিক্ষ), ফনস (হত্যা), ম্যাচ (যুদ্ধ), ডিসমোমিয়া (অবৈধতা), এটি (স্বৈর-প্রবৃত্তি) এবং ইর্কস (শপথসমর্থক) দেবতা। পৌরাণিক দেবতাদিগের মধ্যে আরও কতকগুলির নাম উল্লেখযোগ্য:—ক্রাইসেয়র এবং পেগেসস্ অশ্ব মেডুসা নামক গর্গণের রক্ত হইতে উদ্ভূত; জারিয়ন্ এবং অর্দ্ধাপ্সরা অর্দ্ধসর্পাকৃতি এচিড্‌নার পিতা ক্রাইসেয়র, মাতা একটী সমুদ্র-পরী। দ্বিশীর্ষ কুক্কুর অরথ্রোস, পঞ্চাশৎ-শীর্ষ স্নারবিরস এবং লার্ণিয়া দেশীয় হাইড্রা বা শতশীর্ষ সর্প—ইহারা সকলেই এচিড্‌নার গর্ভজাত। হাইড্রা হইতে কিমারা, থিবস্ নগরের স্ফিংক্স এবং নিমিয়া দেশীয় সিংহ উৎপন্ন।

(ক্রমশঃ)

# বিদেশবাসিনীর পত্র

আজি এ দেশের জলাশয়ের কথা কিছু বলিব। এখানে পুকুর, নদী ও ঝরণা আছে। মনে হয়, স্বর্গীয় প্রমদা বাবু "ঝিলে"র উল্লেখও করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার বর্ণিত শত শত পদ্মফুলপূর্ণ "পদ্ম ঝিল" দেখিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছিলাম। কিন্তু শুনিলাম, তাহা শীতকালে শুকাইয়া গিয়া থাকে। সেই জন্য সে "ঝিল" দেখার সাধ আমার পূর্ণ হয় নাই।

এখানে পুকুরকে "বাঁধ" বলে। আমি এখানকার দুইটী মাত্র "বাঁধ" দেখিয়াছি। তাহা এখানকার রাজার। পুকুর দুইটী বেশ বড় বড়; পরস্পরের কাছাকাছি। ইহাদের একটী পুরুষদিগের, অপরটী স্ত্রীলোক-দিগের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। বোধ হয় জলও বেশ ভাল ছিল; এখন পশুদিগের স্নান ও ধোপাদিগের ব্যবহারের জন্য জল খারাপ হইয়া গিয়াছে। তথাপি "দেশীয় রাজার কীর্ত্তি" বলিয়া তাহাই দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

পাহাড় হইতে যে সকল ঝরণা নামিয়াছে, তাহাতেই এ দেশের সাধারণ লোক-দিগের অনেক প্রয়োজন সাধিত হয়। এই সকল ঝরণা স্রোত বহিয়া বহুদূর গিয়াছে; স্রোতগুলি ফল্গু নদীর জাতীয়া—অন্তঃ-সলিল। উপরে বালির জমাট; তাহাতে মানুষ, গরু, মহিষ প্রভৃতি অবাধে যাতায়াত করিতেছে; আবার সেই বালি খুঁড়িয়া ফেলিলে স্বচ্ছ, সুস্বাদু জল পাওয়া যায়।

এ দেশের নদী সকল, আমাদের দেশের নদীর মত প্রশস্তা বা নিত্য জোয়ার-ভাটা-সঙ্কুলা নহে। এখানে নদী সকল গ্রীষ্মকালে প্রায়ই শুকাইয়া যায়; কিন্তু বর্ষাকালে যেমন জলপূর্ণ, তেমনি খর-স্রোতা হয়। সে স্রোতোবেগের মুখে পড়িলে মানব বা অন্যান্য জন্তুর রক্ষা পাওয়া দুঃসাধ্য। আমরা শুনিয়াছি, বর্ষাকালেও যখন বৃষ্টি না হয়, তখন এ সকল নদীর স্রোতঃ তত প্রখর হয় না, অভ্যস্ত মানুষে সাঁতার দিয়া এপার হইতে ওপারে যাইতে পারে। কিন্তু এক পসলা বৃষ্টি হইলেই এত প্রবল বেগ হয় যে, সত্য সত্যই "কুটা" দিলে "দুটা" হইয়া থাকে—সেই সময়ে অনভিজ্ঞ লোকে সাঁতার দিয়া পরপারে যাইতে একেবারে "ভবসিন্ধু" পার হইয়া যায়! *

আমি এ দেশের তিনটী নদী দেখিয়াছি। প্রথম উশ্রী নদী, দ্বিতীয় খাগো নদী, তৃতীয় শ্লেট নদী। ইহাদের মধ্যে উশ্রী অপেক্ষাকৃত প্রশস্তা। উশ্রীর দুই পাশে শ্যামল শালবন। স্তরে স্তরে প্রস্তরশ্রেণী সুসজ্জিত হইয়া "বাঁধা ঘাট" করিয়া আছে! সে দৃশ্য এত সুন্দর যে, প্রথমে ইহা দেখিয়া আমাদের কাহারও মনে হইয়াছিল যে, ইহা মানুষের হস্তপ্রস্তুত—কোনও নিপুণ শিল্পী কর্ত্তৃক এই সুন্দর, অপূর্ব্ব, প্রস্তরময় ঘাট বাঁধান হইয়াছে। কিন্তু সে ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিল; শীঘ্রই আমরা বুঝিলাম, এ শিল্পনৈপুণ্য মনুষ্য-শিল্পীর নহে—অনন্ত সুন্দর সৃষ্টির স্রষ্টা সেই বিশ্বশিল্পীরই! তখন আমি মনে মনে বড়ই লজ্জিত, বড়ই অনুতপ্ত হইলাম। আমার মনে হইল, বিশ্বজগতের অনি-র্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য যাঁহার রচিত, এই সুন্দর পাথরের ঘাট করা তাঁহার পক্ষে আর কতটুকু? কিন্তু আমরা এতই সংশয়াপন্ন মূর্খ যে, তাঁহার অপেক্ষা, তাঁহার সৃষ্ট মানবের বুদ্ধি ক্ষমতা লইয়াই দিশাহারা হইয়া পড়ি! ছি! ছি! ছি!

আমরা সেই প্রস্তরাসনে বসিয়া উশ্রী নদীর স-লীল তরঙ্গ সকল দেখিতে লাগি-লাম। সেই কবিত্বের খনি, সেই বিহঙ্গ-নিনাদিত স্নিগ্ধ শালবন মধ্যে, সেই সুন্দর স্রোতস্বিনীর রমণীয় প্রস্তরনির্ম্মিত তটে বসিয়া যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা এ জীবনে ভুলিবার নহে; অথচ ভাষায় প্রকাশ করিবারও নহে।

আমরা যখন দেখিলাম, তখন উশ্রীর

* মাইকেল দত্তের জীবনচরিতলেখক শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু এই রকম একটী শোচনীয় সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া "অভাগিনী" শীর্ষক কবিতা "দাসী" পত্রিকায় লিখিয়াছেন।

শুষ্কাবস্থা। সেই জন্য মানুষ, গরু প্রভৃতি হাঁটিয়া পরপারে যাইতেছে, দেখিতে পাইলাম। উশ্রীর পরপারে যাইবার সুখ-ভোগ করিতে আমরাও "উদাসীন" ছিলাম না; ইহার ভিতরকার বালি সকল এমন আলগা যে, এক স্থানে পাদক্ষেপ করিলে অন্য স্থানে সরিয়া পড়িতে হয়!

খাগোকে এখানে নদী নামে অভিহিত করিলেও প্রকৃতপক্ষে খাগো একটী অনতি-বৃহৎ ঝরণা। ইহার দুইধারে স্তম্ভাকৃতি প্রস্তর সকল বহুদূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে; এই প্রস্তর-প্রাচীরের ভিতর দিয়া, মধুর গীতি গাহিতে গাহিতে সেই দিগন্তবাহিনী দিগন্ত-পথে ছুটিয়াছে! স্থানে স্থানে, উচ্চ স্তম্ভের উপর হইতে প্রবাহিত জলরাশির উপরে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া, দ্রবীভূত রামধনুর মত সুন্দর দেখাইতেছে। আহা, সে সৌন্দর্য্য কি অনির্ব্বচনীয়!

খাগোর এক প্রধান "বিশেষত্ব" এই যে, এখানে বিচিত্র বর্ণের পাথরের নুড়ি এবং অপেক্ষাকৃত বড় বড় পাথর দেখিতে পাওয়া যায়। সে সব এত সুন্দর যে, দেখিলে কেবল দুই হাতে কুড়াইতে ইচ্ছা করে—দুই হাতে কুড়াইয়াও সাধ মিটে না। ইহার মধ্যে সাদা রঙের পাথরগুলি চকমকি পাথরজাতীয়। রাত্রে (বাসায়) ইহার ঘর্ষণে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে দেখিয়া আমার ছোট ছোট ভাই ভগিনীরা বড়ই সুখী হইয়াছিল—আমিও খুব সুখী হইয়া-ছিলাম। খাগোর সুখ-স্মৃতিবৎ আমরা সেই দু একটী ছোট নুড়িও সযত্নে রক্ষা করিয়াছি।

এখানকার আর এক অপরূপ দৃশ্য শ্লেট নদী। বহুদিন আগে স্বর্গীয় প্রমদা বাবুর "সখায়" লিখিত প্রবন্ধ হইতে আমি প্রথমে শ্লেট নদীর কথা জানিতে পারিয়া-ছিলাম, আর এত দিনের পরে ভগবানের কৃপায় সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম। তাই, প্রবাসবাসে পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলে যেমন আনন্দ হয়, শ্লেট নদী দেখিয়া আমার তেমনি আনন্দ হইল!—সেই সঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রমদা বাবুর কথাও মনে আসিল।

শ্লেট নদী নির্জ্জন-প্রান্তরবাহিনী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী; ইহার দুই ধারে শ্লেট পাথরের শ্রেণী, কোথাও ক্ষুদ্র প্রাচীর, কোথাও সোপান, কোথাও স্তম্ভের আকারে শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভের গাত্র হইতে ঝর্ ঝর্ রবে জল প্রবাহ নিম্নে পতিত হইতেছে, সে যেন দ্রবীভূত কাচের ঝাড় বহিয়া যাইতেছে। ইহার এক একটী প্রাচীর, সোপান, স্তম্ভ প্রভৃতি এত পরিচ্ছন্ন যে, দেখিলে বোধ হয়, কেহ এ সকল মাজিয়া ঘষিয়া, সুন্দররূপে বসাইয়া রাখিয়াছে।

শ্লেট নদী বহুদূরব্যাপিনী। অন্যান্য নদীর অভ্যন্তরের মত ইহার ভিতরে কেবল বালি নহে, শ্লেট পাথর দিয়া ইহার মধ্য-ভাগ যেন বাঁধান রহিয়াছে। সেই জন্য ইহার ভিতরে হাঁটিয়া বেড়াইতে বড়ই সুখ। আমরা শুনিয়াছিলাম, আর কিছুদূর গেলে শ্লেট নদীর উৎপত্তি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়া, আমরা সে সাধ পূর্ণ করিবার

জন্য, শ্লেট নদীর সুন্দর স্রোতে, দুই ধারে শ্লেট পাথরের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, শ্লেট পাথরের উপর দিয়া, বহু-দূরে যাইতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম; কিন্তু আমাদের সে সাধ পূর্ণ হয় নাই, কারণ আমাদের অভিভাবক মহাশয় শুনিয়াছিলেন যে, সেখানে নবজাত ব্যাঘ্রশিশু এবং তাহাদিগের "স্নেহময়ী" জননী বাস করিয়া থাকেন। আমাদিগকে সেখানে পাইলে, তাঁহারা যথোচিত "অতিথি-সৎকার" না করিয়া ছাড়িয়া দিবেন না, এ কথা শুনিয়া আর সে দিকে যাইতে আমাদের সাহস হইল না। গেলেও বোধ হয় প্রিয় ভগ্নী বামাবোধিনী-পাঠিকাদিগকে, এখানকার সংবাদ—যাহা আমি লিখিতেছি, তাহা আর লিখিতে পারিতাম না।

তখন, শ্লেট পাথরের নদীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ সময়ে, আমরা এক টুকরা শ্লেট পাথর লইয়া কয়েকটী স্তম্ভের উপরে বড় বড় অক্ষরে "ধন্য তুমি দয়াময়" লিখিলাম; তার পর ছোট ছোট অক্ষরে নিজের নাম, এবং আমার যে সকল ভক্তি, প্রীতি, ও স্নেহভাজনদিগের কথা, সেখানে গিয়া আমার মনে হইতেছিল, তাঁহাদের নামও লিখিলাম; বনদেবীর স্নেহধারা-রূপিণী শ্লেট নদীর বক্ষে আমাদের সেই লেখাগুলি প্রীতিচিহ্নস্বরূপ জাগিতেছিল। এত দিনে আমাদের সে প্রীতিচিহ্ন হয় তো মুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রিয় জনের স্মৃতির মত শ্লেট নদীর সে মনোমোহিনী ছটা আমাদের হৃদয়ে নীরবে নীরবে বহিয়া যাইতেছে! এমন সুন্দর, এমন মনোহর শোভারাশির রচয়িত্রী মা, বিশ্বজননি! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার! তুমি কোথায় কি অপূর্ব্ব বস্তু রাখিয়াছ, অধম আমি, কিছুই জানিতে পাইলাম না। তবে তোমার কৃপায় এত টুকু যে দেখিতে পাইলাম, ইহাতে কৃতার্থা হইয়াছি। (ক্রমশঃ)

# ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

বায়ুশূন্য স্থানে কোন বস্তু রাখিয়া যদি তাহাতে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ আঘাতের শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। মনে কর, একটী বায়ু-নিষ্কাসন যন্ত্রের স্থূল কাচের পাত্রটী একটী লৌহফলকের উপরে অধোমুখে বসান আছে। ঐ পাত্রটীর মুখ এরূপ সমতলভাবে নির্ম্মিত, যে ইহাকে অধোমুখে ঐ লৌহফলকে বসাইলে কিছু-মাত্র ফাঁক থাকে না; সুতরাং ভিতরের বাতাস বাহিরে আসিতে পারে না, অথবা বাহিরের বাতাস ভিতরে যাইতে পারে না। ঐ ফলকের মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রের সহিত এরূপ একটী কলের যোগ আছে, যদ্দারা ঐ পাত্রমধ্যস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া লওয়া যায়। ঘটিকা যন্ত্রের যে অংশ বাজিয়া থাকে, সেই অংশ

উক্ত পাত্রের মধ্যে দুইটী দণ্ডের উপর রজ্জু দ্বারা ঝুলান আছে। পাত্রের মধ্যস্থলে দণ্ডটী এইরূপে মানান আছে যে, উহা টানিয়া তুলিলে বা চাপিয়া নামাইলে ভিতরে বাতাস যাইতে পারে না; এবং চাপিয়া নামাইলে উহা ঐ ঘটিকা যন্ত্রের এরূপ স্থান স্পর্শ করে যে, ঐ ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। পাত্রস্থ বায়ু নিস্কাসন করিয়া দণ্ড চাপিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ ঘণ্টায় আঘাত হইতেছে, কিন্তু ঘণ্টার শব্দ কিছুমাত্র শ্রবণগোচর হইবে না। আবার যদি পাত্র বায়ুপূর্ণ করা যায় এবং উক্ত দণ্ড চাপিয়া আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্ট শ্রবণগোচর হইবে।

আবার যদি পাত্র নির্ব্বায়ু করিয়া ঘণ্টায় আঘাত করা যায় এবং একটী ধাতু-নির্ম্মিত তার ঐ ঘণ্টায় ছোঁয়াইয়া বাহিরে বায়ুর সহিত মিলিত করা যায়, তাহা হইলে ঐ ঘণ্টা-ধ্বনি স্পষ্ট শ্রবণগোচর হইবে। এখানে ঐ ধাতুনির্ম্মিত তার আশ্রয় করিয়া ঘণ্টাপ্রকম্প বায়ুতে প্রসারিত হয় বলিয়া ঐ শব্দ শোনা যায়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ধ্বনি তরঙ্গ আশ্রয় ভিন্ন প্রসারিত হইতে পারে না।

বায়ু-নিস্কাসন যন্ত্রের দ্বারা আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাত্র সম্যক্ বায়ু-পূর্ণ থাকিলেও তন্মধ্যস্থ ঘণ্টার ধ্বনি অতি-শয় মৃদু শোনা যায়। কিন্তু ঐ পাত্র অন্তরিত করিয়া অনাবৃত স্থানে সেই ধ্বনি করিলে, উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উচ্চ উপলব্ধ হইবে। প্রথমোক্ত স্থলে ঘণ্টাধ্বনি অর্থাৎ ঘণ্টার প্রকম্প বেগ মধ্যস্থিত বায়ুতে প্রসা-রিত হইয়া পাত্রে সংক্রামিত হইবে এবং ঐ পাত্র হইতে বাহিরের বায়ুতে প্রসারিত হইবে। সুতরাং অনায়াসে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ধ্বনি-প্রবাহ লঘু বস্তু হইতে গুরু বস্তুতে প্রসারিত হইলে, ধ্বনি-প্রবা-হের বেগ কমিয়া যায়। এই নিমিত্ত যদি কেহ জলমগ্ন থাকে, এবং অপর এক ব্যক্তি উপরে থাকিয়া কথা কহে, তবে ঐ জলমগ্ন ব্যক্তি ঐ কথা তাঁদৃশ শুনিতে পাইবে না।

ফলতঃ অন্যান্য বেগ যে যে নিয়মের অধীন হইয়া চলিয়া থাকে, ধ্বনিপ্রবাহকেও সেই সেই নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হয়। বেগমাত্রেই লঘু বস্তু হইতে গুরু বস্তুতে প্রসারিত হইলে হীনবল হইয়া থাকে, সুতরাং ধ্বনিপ্রবাহেরও ঐরূপ ঘটিবে। বেগমাত্রই যত দূরে প্রসারিত হয়, ততই তাহার হ্রাস হইতে থাকে; ধ্বনি-প্রবাহও যত দূরে প্রসারিত হয়, ততই উহার হ্রাস হইয়া থাকে। যেমন কোন বিস্তীর্ণ জলাশয়ে একটি গুরু লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, নিক্ষিপ্ত স্থানে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইবে, কিন্তু ঐ তরঙ্গ যত বিস্তৃত হইতে থাকে, ততই উহার প্রবলতার হ্রাস হইতে থাকে—ক্রমশঃই উহা অল্প ও মৃদু হইয়া পড়ে। ইহার কারণ অনায়াসে উপলব্ধ হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

# ভুল।

১

সে যে এক ভুল—
সাধের শৈশব সেই
কিছু আজি মনে নেই,
সে আমি যে বাবা মা'র "স্নেহের মুকুল"!
ভূতলে নূতন আসা,
মরমে নূতন ভাষা,
কে জানে সে কি আনন্দ, কি সুখ অতুল,
আজি শুধু মনে হয়, সে যে এক ভুল!

২

সে যে এক ভুল—
যবে মিলি সখীগণে,
খেলিতাম এক সনে,
তটিনী বহি'ত যথা করি কুল কুল,
কচি বুক ভরা স্নেহে,
এক প্রাণ সব দেহে,
হৃদয়ে হৃদয় গাঁথা সুখে ঢুল ঢুল!
আজি মনে হয় সুধু, সে যে এক ভুল!

৩

সে যে এক ভুল—
সন্ধ্যাকালে গলাগলি,
ঘরে আসিতাম চলি,
দু'পাশে হাসিত কত পুন্নাগ পারুল;
আকাশ দু'ফাঁক করি,
বুঝি বা দেখিত পরী
খুলি চারু নীল নেত্র, খুলি কালো চুল!
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল!

৪

সে যে এক ভুল,
যে দিনে বালিকা ঊষা,
পরিয়া মাণিক ভূষা,
দাঁড়াইলা স্বর্ণাচলে হয়ে অনুকূল;
যে দিনে দিনের শেষে,
পশ্চিমে ডুবিল হেসে,
সুন্দর তপন খানি রক্ত জবা ফুল!—
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল!

৫

সে যে এক ভুল,
যে দিনে সরসে শশী,
হাসিয়া পড়ি'ত খসি,
হেরিয়া তারকা মেয়ে হাসিয়া আকুল!
যে দিনে হাসির মেলা,
সংসার সুখের খেলা,
মানব সবাই যেন হাসির পুতুল!—
আজি মনে হয় সুধু, সে যে এক ভুল!

৬

সে যে এক ভুল,
কুসুমে সোণার দল,
অমৃতে মাখা'ন জল,
বাতাসে মন্দার গন্ধ ছুটিত বিপুল;
ছিল না যাতনা জ্বালা,
সারা ধরা সুধা ঢালা,
খুঁজে না পেতেম কোথা সৌভাগ্যের মূল?
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল!

* * *

৭

সে যে এক ভুল,
যেই দিন—অকস্মাৎ
সর্ব্বনাশ, বজ্রাঘাত !
কামনা, বাসনা, আশা, সহসা নির্ম্মূল !
সে যে কি দারুণ কথা,
সে যে কি অসহ্য ব্যথা,
বলিতে পারি না খুলে, পরাণ আকুল !
আজ মনে হয় যেন তাও এক ভুল !

৮

সে যে এক ভুল,
প্রতিজ্ঞা—সন্ন্যাসিবেশে,
বেড়াইব দেশে দেশে,
বিভূতি মাখিয়া দেহে, জটা ক'রে চুল ;
পরিব বাঘের ছাল,
গলায় রুদ্রাক্ষ-মাল,
করে নেব কমণ্ডলু, শিবের ত্রিশূল !
আজ মনে হয় যেন, তাও এক ভুল !

৯

সে যে এক ভুল,
যায় যদি সাধ আশা,
কেন থাকে ভালবাসা,
কি নিয়ে মলয়া বহে না ফুটিলে ফুল ?
এখনো কিসের ধ্যানে,
বেঁচে আছি ভাঙা প্রাণে,
এখনো কিসের ঘুমে আঁখি ঢুল ঢুল ?—
আমার জীবনে ছাই আগাগোড়া ভুল !

১০

না না—
এতো নহে ভুল,
স্বরগে দেবতা তুমি,
আমি নর মর-ভূমি,
তবু মোর শিরে মাখা তব পদধূল !
তোমারি অমৃত গন্ধে,
এ শ্মশানে মহানন্দে,
কাটায়ে, দেখিব সুখে বৈতরণী-কূল,
এ মোর "জীবন্ত সত্য" কভু নয় ভুল !

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী ।

# উদাসীনের চিন্তা ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতে পর)

চঞ্চলা কুষ্ঠাশ্রমের জন্য অলঙ্কারবিক্রয়ের টাকাগুলি পাঠাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এ আনন্দ চিরস্থায়ী হইল না। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে তাঁহার প্রতিবেশী শরৎ বাবুর কন্যার বিবাহোৎসব আরম্ভ হইল। তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। এখন তাঁহার গাত্রে আর কোন অলঙ্কার নাই। হাতে কেবলমাত্র দুই গাছি শাঁখার বালা। বিবাহোৎসবে অনেক মহিলা উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই সাধ্যমত বেশ ভূষা করিয়া আসিয়াছেন।

কেহ কেহ ধার করিয়াও দেহ সুসজ্জিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। দাঁড়-কাক ময়ূরপুচ্ছে সুসজ্জিত হইয়া আপনাকে যেরূপ ময়ূর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিল, সেইরূপ কোন কোন নিঃস্ব মহিলা প্রতিবেশিনীর বেশ ভূষা দ্বারা স্ব স্ব অঙ্গ সুসজ্জিত করিয়া ধনীর গৃহিণী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী। আমরা তাহাদের কথা ছাড়িয়া দি। চঞ্চলা মহিলা-সমাজে তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়া পড়িলেন। যে সমাজে সকল লোকই বিষয়াসক্ত, ক্ষণস্থায়ী বেশ ভূষার জন্য লালায়িত, সে সমাজে বিষয়-বিরাগী হওয়া বিড়ম্বনা। মহিলাগণ চঞ্চলার বিষয়-বৈরাগ্য দেখিয়া নানা ভাবে তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। চঞ্চলা ধর্ম্মরাজ্যের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র; জীবনে যে অবস্থা লাভ করিলে লোকে নিন্দা প্রশংসার উপরে উঠিতে পারে, তাঁহার সে অবস্থা লাভ হয় নাই। তিনি প্রশংসায় উৎফুল্ল এবং নিন্দায় বিষণ্ণ হইয়া থাকেন। সুতরাং যখন সমগ্র মহিলা-সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে নিন্দার তীব্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি এক কোণে গিয়া বসিলেন এবং অলক্ষিত ভাবে দুই চারি বিন্দু অশ্রু-জলও ফেলিলেন। তাঁহার মনে এখন শোচনার উদয় হইয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বড়ই কুকাজ করিয়াছেন। তিনি তাদৃশ নিন্দাভাজন হইবেন পূর্ব্বে যদি জানিতেন, তাহা হইলে এমন কাজ কখনও করিতেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি একটা সৎকাজ করিয়াছেন, সকলেই তাঁহার সে কাজের অনুমোদন করিবে এবং তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হইবেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত পণ্ড হইয়া গেল। তিনি প্রশংসার পরিবর্ত্তে নিন্দা কুড়াইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে এই যন্ত্রণার কারণ মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন। নির্ব্বোধ বালিকা অসাবধানতাবশতঃ যেমন পুতুলের আঘাতে ব্যথা পাইয়া রাগান্বিত হইয়া পুতুলকে দূরে নিক্ষেপ করে, চঞ্চলারও সেই দশা হইল। তিনি তাঁহার পরমহিতৈষী সন্ন্যাসী ঠাকুরকে হৃদয় হইতে দূরে তাড়াইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর যেরূপ দৃঢ়ভাবে তাঁহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া সহজসাধ্য হইল না। চঞ্চলা যতক্ষণ বিবাহোৎসবে ছিলেন, কেবল আপনাকে এবং সন্ন্যাসী ঠাকুরকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। বিবাহের উৎসব কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া গেল, তাহার প্রতি তাঁহার বড় লক্ষ্য ছিল না। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া স্থির করিলেন যে, পুনর্ব্বার কতকগুলি অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইবেন এবং লোকনিন্দার যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শান্তিতে কাল কাটাইবেন।

বিবাহোৎসবের শেষে তিনি বাড়ীতে

প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার স্বামী বুদ্ধিমান্ লোক, তিনি চঞ্চলার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া কারণ অনুমান করিয়া লইলেন—গৃহিণীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অধিকতর ব্যথিত হইবেন ভাবিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। যদিও চঞ্চলার স্বামী তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় ক্রিয়ার অনুমোদন করেন নাই, তথাপি প্রাণসমা প্রেয়সীর প্রাণে আঘাত দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। কোন কোন হৃদয়বিহীন স্বামী এতাদৃশ সময়ে স্ত্রীর যন্ত্রণার লাঘব না করিয়া বৃদ্ধি করিতেই আনন্দ অনুভব করেন—তাহার ভাঙ্গা হৃদয় আরও ভাঙ্গিয়া দুঃখের আগুন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। চঞ্চলার স্বামী সে উপাদানে গঠিত ছিলেন না বলিয়াই চঞ্চলা রক্ষা পাইলেন। স্বামী কারণ জিজ্ঞাসা না করিলেও চঞ্চলা তাঁহার মনোবেদনার সমস্ত কারণ স্বামীকে বলিলেন এবং সন্ন্যাসীর প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন। চঞ্চলার স্বামী একজন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, তিনি সাধু-নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন "দেখ চঞ্চলা, নিজের কর্ম্মের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া ঠিক্ নয়। সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার ভুল দুইটী মাত্র চাহিয়াছিলেন, তিনি তোমাকে সমস্ত গহনা বিক্রয় করিতে বলেন নাই। তুমি ভাল কাজ ব'লে তা কল্লে, এখন তাঁকে দোষী কর কেন? সাধুনিন্দা মহাপাপ, এমন কাজ কর্ত্তে নাই। আর কাল তুমি তাঁর সহিত দেখা কল্লে, তিনি হয়ত তোমার সকল শোক ঘুচাইয়া দিবেন। তাই কাল একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর।"

চ। আমি আর তাঁর ওখানে যাব না—বড় বিষম লোক, আবার কি কর্ত্তে বলেন তার ঠিক্ কি? তাঁর কথা ফেলাও ভাল নয়।

স্বামী। ধর্ম্ম করা সোজা কথা নয়। অনেক ছাড়্তে হয়, অনেক সহিতে হয়, অনেক সাধন কর্ত্তে হয়। তুমি প্রথমেই এত ভয় পাচ্চ, তাহলে ধার্ম্মিক হবে কি করে? সাধু লোকেরা যা উপদেশ দেন, প্রাণপণে তা কর্‌া উচিত। তা কর্ত্তে যেয়ে লোকের মনের দিকে চাইলে চল্‌বে কেন? লোকের মনের দিকে চেয়ে কে কোন্ দিন ধর্ম্ম কর্ত্তে পেরেছে? তোমায় অনুরোধ করি, কাল একবার সন্ন্যাসী বাবাজীর কাছে যাও।

চ। আমার ত মন চায় না। তবে তোমার কথায় না হয় একবার যেয়ে দেখ্‌ব। কিন্তু তিনি যদি কোনও অসাধ্য সাধন ক'র্ত্তে বলেন, তা হইলেই ত নাচার।

স্বামী। সাধু মহাজনেরা ধর্ম্মার্থীদিগের শক্তি বুঝিয়াই সাধন দেন, শক্তির অতিরিক্ত কিছু কর্ত্তে বলেন না। তবে কেহ যদি রাতারাতি বড়লোক হ'তে ইচ্ছা করে, তা হলে উপদেষ্টার কোনও দোষ নেই—শিষ্যেরই দোষ। তুমি একদিনেই সমস্ত বিষয়াসক্তি দূর কর্ত্তে চেয়েছিলে। কাজেই তোমার কষ্ট হচ্চে। ধর্ম্মরাজ্যে জোর করে কোনও কাজ হয় না। মাথায় কাল চুল যেমন জোর করে শাদা করা

যায় না, বয়স হ'লে আপনিই শাঁদা হয়, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যেও সাধন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে চলতে হয়, একবারে লাফ দিয়ে দুই চারি ধাপ পার হওয়া যায় না। স্বামীর যুক্তি চঞ্চলার নিকট খুব সারগর্ভ বলিয়া অনুমিত হইল। তাঁহার মনে যে শোকতরঙ্গ উঠিয়াছিল, স্বামীর সদুপদেশে তাহা প্রশমিত হইল। তিনি পরদিন পুনর্ব্বার সন্ন্যাসি-দর্শনে যাইবেন স্থির করিলেন, সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার যে বিরক্তির ভাব ছিল, তাহা দূরে তাড়াইয়া দিলেন। পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর সাধুদর্শনে গমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)।

# কৃষিবিষয়ক নানা কথা

( ৩৬৫ সংখ্যা ৪৭ পৃষ্ঠার পর )

যদি কোন ব্যক্তি এই নীরস প্রবন্ধ পাঠের কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন, অবশ্যই তাঁহার স্মরণ থাকিতে পারে যে, যে স্থলে মৃত্তিকার প্রকারভেদ লিখিত হইয়াছে, তথায় "লোণা সোরা" ও "লোণা কোটা" নামক দুই প্রকার মৃত্তিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। অতিরিক্ত পরিমাণে লবণ ও সোরার মিশ্রণ থাকাতে ঐ দুই প্রকার মাটী নিতান্ত অনুর্ব্বর হইয়া আছে। কিন্তু প্রকৃতির শক্তিপ্রভাবে ঐ দ্বিবিধ ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ধান্যাদি ফসল হইয়া থাকে।

আর দুই প্রকার মাটীর কথা বলিতে পারিলেই এ প্রবন্ধের মৃত্তিকা-প্রকরণ এক প্রকার শেষ হয়। ঐ দুই প্রকার মাটীর নাম, "দো-আঁশ মাটী" ও "ভিটামাটী"। ঐ দুই প্রকারই মিশ্র মৃত্তিকা। কিন্তু উভয়ে মিশ্র মৃত্তিকা হইলেও উভয়ের প্রকৃতি একরূপ নহে ; কারণ সমান সমান বস্তুর মিশ্রণে ঐ দুই বস্তু উৎপন্ন হয় নাই। বিবিধ উদ্ভিজ্জের বিনাশাবশেষ, চূর্ণ, ভস্ম, বালুকাদি পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া দো-আঁশ মাটীর সৃষ্টি হয়। এই মাটী অতিশয় উর্ব্বরা। ইহাতে কি আশু, কি হৈমন্তিক, কি ঝাটী, সকল প্রকার ধান্যই উত্তমরূপ জন্মে। তদ্ভিন্ন সর্ব্ব প্রকার তরু, লতা ও গুল্মের পক্ষে এই মাটী বিশেষ উপকারক। বিশেষতঃ নীল, তুঁতে, হরিদ্রা, আলু প্রভৃতি শিল্প-সহায় ও লাভজনক ফসল এই মাটীতে উৎকৃষ্টরূপ জন্মে। দেশভেদে এবং উপাদান পদার্থের ভিন্নতা বশতঃ ঐ মৃত্তিকার শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, লোহিত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ হইয়া থাকে।

"ভিটামাটী", "দো-আঁশ" মাটী অপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা, ইহার উপাদানও বিবিধ। গ্রাম, নগরাদি বিজন ও বিধ্বস্ত হইয়া ভিটামাটীর উৎপত্তি হয়। মনুষ্যের ব্যবহৃত বিবিধ পদার্থই উহার উপাদান ঃ—যেমন খড়, পোয়াল, ভূষি, বিবিধ উদ্ভিজ্জ, ভস্ম, গোবর, ওঁচলা, তুঁষ ইত্যাদি। ইহাতে নানাজাতীয় বৃক্ষ, লতা, শাক, সব্‌জী উত্তমরূপে জন্মে। বিশেষতঃ তামাক ও সর্ষপ ভিটামাটীতে যেমন হয়, তেমন আর অন্য কোন ভূমিতে হয় না। কিন্তু ভিটামাটীতে কোন প্রকার ধান্যই ভাল হয় না। আশু ধান্য কিছু হইলেও আমন আদৌ হয় না।

যত প্রকার মাটীর কথা বলা হইল, তদ্ব্যতীত হিমালয়ের অধিত্যকা, উপত্যকা, ও তলদেশে আর কয় প্রকার মৃত্তিকা আছে। এই সকল মৃত্তিকার সহিত পূর্ব্বোক্ত কোন মৃত্তিকার প্রায় সাদৃশ্য নাই। কেননা হিমালয় যেরূপ মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত, সেরূপ মাটী পর্ব্বতের কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না। কারণ বহু পূর্ব্বকালে বহুসংখ্যক আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা হিমালয় নির্ম্মিত হইয়াছে, অদ্যাপি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দর্শন করিলে তাহার নিদর্শন প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং হিমালয়ের কি অধিত্যকা, কি উপত্যকা, কি তলদেশ সকল স্থানই দগ্ধ মৃত্তিকায় পূর্ণ এবং ঐ মৃত্তিকার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ও বালুকা মিশ্রিত আছে। এজন্য ঐ মাটীতে কিছুমাত্র আটা নাই; সর্ব্বদাই শিথিল ও তাপশোষক। কিন্তু উর্ব্বরতাবিষয়ে অন্য কোন মৃত্তিকাপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। কোন কোন পার্ব্বতীয় উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। মৃত্তিকাভেদ-প্রকরণ অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইলেও, আমরা মনে করি, অস্মদ্দেশীয় কৃষিকার্য্য বিষয়ে ইহাই যথেষ্ট হইতে পারে।

ধান্যের প্রকারভেদ—আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ধান্য সামান্যতঃ তিন প্রকার—আশু, হৈমন্তিক বা আমন ও ঝাটি। সচরাচর বৈশাখ মাসে যে ধান্যের চাষ আবাদ আরম্ভ হইয়া ভাদ্র মাসে শেষ হয়, তাহাকে আশু বা আউস কহে; জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়ে যাহার চাষ আবাদ আরম্ভ হইয়া অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে শেষ হয়, তাহাকে হৈমন্তিক বা আমন কহে; এবং আশু ও হৈমন্তিকের মধ্যে কার্ত্তিক মাসে এক প্রকার ধান্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে কার্ত্তিকে ঝাটি কহে। তদ্ভিন্ন বোরো, চালি, কাউন, চিনে প্রভৃতি কয়েক প্রকার ধান্য আছে, তাহা পৃথক্-জাতীয় ধান্য নহে। তাহাদের কোনটী আশু, ও কোনটী আমনের অন্তর্গত। কৃষকেরা সচরাচর বলিয়া থাকেন, একাধিক * সহস্র প্রকার ধান্যের নাম আছে। এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। যদিও আমরা অধিকসংখ্যক ধান্যের নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তথাপি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা অবশ্যই এই স্থলে বলিব।

* কেহ কেহ বোরো ও জলিকে পৃথক্ দুই প্রকার ধান কহিয়া থাকেন।

আমরা বঙ্গবাসী, ধান্যই আমাদিগের জীবন-রক্ষার প্রধান সামগ্রী, এজন্য তাহার নাম শুনিলেও যেন কতকটা ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। অতএব এক্ষণে আমরা ধান্যের নাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলাম। আশু ও আমন ধান্যের মধ্যে কয়েকটী উপবিভাগ আছে ঃ—যথা ছোট্না আশু ও বরাণ আশু। আমন দ্বিবিধ ; যথা রাঢ়ি ও বাগ্ড়ে। এই বাগ্ড়ে আবার দুই প্রকার—ছোট্না বাগ্ড়ে ও বরাণ বাগ্ড়ে। * আশু ধান্যের মধ্যে সূর্য্যমণি, খুক্নী, মধুমালতী, আগুন-বাণ, সন্ধ্যামণি, ফেব্রি, লোহাগজাল, দলকচু, তুলসীমঞ্জরী, পরাক্ষী, কাজলা, ঘুড়ে, পিপ্ড়েশার্, খেজুরছড়া ও চন্দ্রমণি প্রধান। ছোট্না আশুর মধ্যে কেলে, মুদ, তানরেঢেঙ্গা, ছোটকুমারী, ঢেঙ্গা-কুমারী, নড়াই চামরে, সাঁজাল, নেড়ামুদ, মাণিকমুদ, পূর্ণিকেলে, আশুলঘু, কাল-মাণিক, কাদাচাপ, গুড়কপিলে ইত্যাদি প্রধান। আশু ধান্যের মধ্যে সূর্য্যমণি, খুক্নী, চন্দ্রমণি, ও মধুমালতী এই কয়টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আশু ধান্যের মধ্যে কোন্টীর কি বিশেষ গুণ আছে, কৃষকের তাহা জানা থাকিলে অনেক উপকার হয়। সূর্য্য-মণি ধান্য ফলে বেশি, এবং কিছুদিন জল না পাইলেও তাহার বড় ক্ষতি হয় না। মধুমালতী—অধিক উত্তাপ সহিতে পারে, এজন্য প্রস্তর ও বালুকামিশ্রিত ভূমিতে উহার চাষ আবাদ চলিতে পারে। চন্দ্রমণি ধান্যের ফলন অধিক বটে ; কিন্তু উহা পাকিতে কিছু বিলম্ব হয়। মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেই যে সকল কৃষকের ঘরের ভাত ফুরাইয়া যায়, তাহারাই প্রায় আউশ ধান্যের চাষ করে ; কেননা শীঘ্র এক মুষ্টি ধান্য পাইয়া উপকৃত হইবে। সুতরাং যে ধান বিলম্বে পাকে, তাহাদের পক্ষে সে ধানের আবাদে সুবিধা হয় না। সন্ধ্যামণি ও ফেব্রি, এই দুই প্রকার ধান অতি শীঘ্র পাকে ; এই জন্য কৃষকেরা নির্ভাবনায় চরভূমিতে ঐ দুই প্রকার ধানের আবাদ করিতে পারে। নদীর বার্ষিক প্লাবনে ধান ডুবিয়া যাইবার শঙ্কা থাকে না, অথচ চরভূমির আবাদে কৃষকের বিলক্ষণ লাভ আছে ; কেননা পললের সংসর্গে চরভূমি অতিশয় উর্ব্বরা হয় ; সুতরাং সেখানকার ধান অতিশয় ফলশালী হয়। দলকচু মেটেল ভূমিতে জন্মে। কিন্তু মেটেল ভূমির ধান পাকিতে কিছু বিলম্ব হয়। ছোট্না আশুর মধ্যে "যেটে" নামক এক প্রকার ধান আছে, তাহা ষাইট দিনের মধ্যে পাকিয়া উঠে।

কার্ত্তিকশাল, ইহার প্রকৃত নাম কার্ত্তিক-শালী। নামানুসারে উহাকে আমনের মধ্যে ধরা যায়, এবং উহার আবাদও আউশ অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে পাকে বলিয়া নাম কার্ত্তিক-শালী। কার্ত্তিকে ঝাটিও ইহারই নামান্তর। "কেশেফুল" নামক এক প্রকার ধান্য আছে, তাহাও কার্ত্তিকশালীর অন্তর্গত।

যে বৎসর অধিক বন্যা হইয়া আমন ধান

* রাঢ়িও দুই প্রকার, ছোট্না ও বরাণ।

ডুবিয়া ও পচিয়া এককালে নষ্ট হইয়া যায়, সেই বৎসর কৃষকেরা বোরো ধানের আবাদ করিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হয়; কারণ বোরো ধান কাদা জলে জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ ঐ ধানের ন্যায় ফসল আর কোন ধানের হয় না। বিঘা প্রতি ১৬/০ ষোল মণের অধিক ফলন হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে ভূমিতে আইল বাঁধিয়া জল ধরিতে হয় এবং সেই জলে কাদা করিয়া বোরো রোপণ করিতে হয়। আমনের আবাদের বপন ও রোপণ উভয় প্রণালীতেই বোরোর আবাদ হইয়া থাকে। বোরো মাঘ মাসের মধ্যেই পাকিয়া উঠে। আবার সেই ভূমিতে চাষ দিয়া রীতিমত জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে আবাদ হইয়া থাকে। বোরোর গোড়া, পাতা, ধান পচিয়া ও মৃত্তিকাসাৎ হইয়া আমনের বিশেষ সাহায্য করে। ফলতঃ পূর্ব্ব বৎসরের বর্ষা-বিনষ্ট হৈমন্তিকের ক্ষতি বোরো দ্বারা অনেকটা পোষাইয়া যায়।

মাঘ ফাল্গুন মাসে নদীর জেয়োরের জল যতদূর উঠে এবং ভাঁটার সময় যতদূর নামিয়া পড়ে, এই উভয় সীমার মধ্যে "জলি" ধানের আবাদ করিতে হয়। বসন্ত-বায়ুর স্পর্শ ভিন্ন "জলি" ধানের গাছ তেজস্বী হয় না, এজন্য মাঘের শেষ-ভাগে বা ফাল্গুনের প্রথমে একটা মরা কটাল দেখিয়া সেই পলির কাদার উপর জলির বীজ বপন করিতে হয়। উহা পৃথক্ এক প্রকার ধান নহে; ছোট্‌না আশুর অন্তর্গত এক প্রকার ধান্যবিশেষ। তবে উহা জলের মধ্যে জন্মে বলিয়া উহার "জলি" এই নাম হইয়াছে। উহার চাষ আবাদে ব্যয়ও অধিক নাই। ধান্য-বপনকালে যে কিছু পরিশ্রম ও ব্যয়, তদ্ভিন্ন ধান কাটার মধ্যে আর কিছুই করিতে হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ ধান পাকিয়া উঠে।

বরাণ আশুর মধ্যে আরও কয়টী নাম আমরা যথাস্থানে ধরিতে ভুলিয়াছি, এজন্য এই স্থানে তাহাদের উল্লেখ করিয়া আশু-প্রকরণ শেষ করিব:—যথা সর্ব্বভোগ, কপিলেশ্বর, চন্দ্রমণি, সূর্য্যমণি, কবুতর-ঝুড়ি, পিপ্‌ড়েকেলে, লক্ষ্মীজটা, সরু চামরে, দুধচামরে, বেণফুলি, পুটেগজাল, বেগুনবীচি, কালকচু, জগদ্দুর্লভ, ভুবনদুর্লভ, লোহা-গড়, ঘৃতকাঞ্চন, চিঙ্গড়েশাল ইত্যাদি। ইহাদিগের মধ্যে লক্ষ্মীজটা, পুটেগজাল প্রভৃতি কয়েক প্রকার ধান বড় মোটা।

এক্ষণে আমরা হৈমন্তিক বা আমন ধানের কথা বলিব। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহা প্রথমতঃ রাঢ়ি ও বাগ্‌ড়ে এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার পর রাঢ়ি ও বাগ্‌ড়ে আবার ছোট্‌না ও বরাণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। ছোট্‌না রাঢ়ির প্রকার অধিক নহে। অধিক না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ জল ভিন্ন আমন ধান হয় না। ধানগাছের দৈর্ঘ্য পরিমাণ অল্প হইলে উহা জলমগ্ন হইয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এজন্য সামঞ্জস্য-বিধায়ক জগদীশ্বর উহার সংখ্যা অল্পই করিয়াছেন। এই ধান্যের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরিমাণ-

বিষয়েও তাঁহার অতুল শিল্প-নৈপুণ্যের ভূরি নিদর্শন দৃষ্ট হয়। আমরা প্রসঙ্গতঃ তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। লঘু, কেলেন্দি, রোয়াকেলে, নিনামা, মৌল ইত্যাদি ছোট্‌না রাঢ়ি।

বরাণ রাঢ়ি ধান বহুতর। বেণাফুল, বাঁশমতী, রামশালী, চামরমণি, পেশোয়ারি, পাটনাই হুড়ো, পাতরকুচি, লোনা, করিম-শাল, খাণ্ডবশাল, ঝিঙ্গেশাল, বনগোঁটা, কৈযোড়, কেলে, উড়কি, ছিলেট, কনকচুর, পরমান্নভোগ, বাঁশকাটা, ভাসাপান্তী, মেথি, মেনকি, ঘিকলা; কেউটেশাল, পাদসাভোগ, হরিনারায়ণ, মাঠচাল, পুদিনী, পানত্রাস, কালহানা, মুগী, পূরবী, রাংমৌলা, বৌনাগরা, কৃষ্ণচূড়া, গুড়কচু, শালকেলে, সফেদকলমা, হরিণখুরী, কদমশালী, কুসুম-শালী, সর্ব্বভোগ, রাজভোগ, বাঁশফুলী, হেতেমাগুড়, পোকা এইগুলি প্রধান।

ছোট্‌না বাগ্‌ড়ে আমন—যথা কেঁকো, ডেঙ্গাকুড়ি, কার্ত্তিকে ডেপু, দুমনাড়ী, কুঁচে, মেঘলাল, দেবমুনি, আয়দা, আঁধার-মাণিক, ডহরনাগরা, এইগুলি প্রধান।

বরাণ বাগ্‌ড়ের মধ্যে কৃষ্ণকলি, মুক্তা-হার, ছোটদীঘে, বড়দীঘে, নেতা, ধনি, পিত্তরাজ, কেয়ারশালী, কুল আমলা, পুদি, কলমা, ন্যাপো, লালকানাই, মেহেরফল, হাসবত, কালবয়রা, এইগুলি প্রধান।

রাঢ়ি ও বাগ্‌ড়ে এই দুই প্রকার আমনের মধ্যে যে দুই দুই প্রকার ভাগ আছে, সেই সকল ভাগের অন্তর্গত কতকগুলি করিয়া ধান্যের নাম করা গেল। এক্ষণে ঐ সকল ধান্যের মধ্যে কোন্ ধানের কি বিশেষ গুণ আছে, তাহার আলোচনা করা যাইবে। বরাণ রাঢ়ির মধ্যে যে সকল ধানের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণচূড়া, রামশালী, চামরমণি, বাঁশমতী, বেণাফুল, পাদসাভোগ ইত্যাদি কতকগুলি সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট। উহাদিগের চাউল অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। সে চাউলের অন্নভোজন সঙ্গতিশালী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের ভাগ্যে ঘটে না। কৈযোড় ধানের ফলন খুব বেশি, এজন্য উহার আবাদে কৃষকের বেশ লাভ হয়। উড়ে, কনকচুর ও মেনকি, এই ত্রিবিধ ধান্যে খৈ হয়, এবং উহাদিগের ফলনও অধিক। খইয়ের ধানের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক এবং উহার ফলনও অধিক। এজন্য ঐ ধানের চাষেও কৃষকের লাভ আছে। কিন্তু ঐ ত্রিবিধ ধানই,—বিশেষতঃ কনক-চুর অত্যন্ত নাবি, মাঘ মাসের পূর্ব্বে পাকে না। উড়ে ধান অধিক ফলে বটে; কিন্তু উহা সংগ্রহ করা কঠিন। কারণ উহা পরিপক্ক হইবামাত্র গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, তখন ভূমি-বিক্ষিপ্ত ও মৃত্তিকাসহ মিলিত ধান-সঙ্কলন দুরূহ ব্যাপার বোধ হয়। উড়ে ধানের আবাদ বিষয়ে ইহা একটী ক্ষুদ্র বিপদ। আমাদের পাঠক পাঠিকার স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা বরাণরাঢ়ি ধান্যের মধ্যে "পোকা" নামক এক প্রকার ধানের নাম করিয়াছি। আমাদের দেশে ঐ ধানের চাষ আবাদ বৃদ্ধি পাওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয়। খুলনা

জিলার অন্তর্গত দেঁতে পরগণার কোন কোন স্থানে এবং আসাম অঞ্চলের কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণে ঐ ধান্যের আবাদ হইয়া থাকে। যে ২।১টী কৃষক উহার চাষ আবাদ করিয়া থাকে, তাহারা স্ব স্ব জমীদারকে এবং আত্মীয় কুটুম্বকে উহা উপহার দেয়; বোধ হয়, আদৌ বিক্রয় করে না। ঐ ধানের চাউল, ভ্রমণকারীদিগের বিশেষ উপকারী, কারণ উহা হইতে অন্ন প্রস্তুত করিতে অগ্নিপাকের প্রয়োজন হয় না। চিঁড়ে, মুড়ি, খই, ছাতু ইত্যাদিতে কিঞ্চিৎ জল সংযোগ করিলে তাহা যেমন সুখ-খাদ্যরূপে পরিণত হয়, পোকা ধান্যও জলসিক্ত হইলে কিয়ৎক্ষণের মধ্যে অগ্নিপক্ক সুসিদ্ধ অন্নরূপে পরিণত হয়। যাঁহারা নিত্য অন্নাহার করিয়া থাকেন, একদিন অন্নাহার না ঘটিলে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ ক্লেশ হইয়া থাকে। তবে পথে ঘাটে বিদেশে অন্নের অভাব বশতঃই অন্যবিধ আহার করিতে বাধিত হইয়া থাকেন। পাকাদি ক্রিয়া-সম্পাদন সকল স্থানে সকলের পক্ষে সহজ নহে। যদি পথিকগণের নিকট কিছু কিছু এই চাউল থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বড় সুবিধা হয়, অনায়াসে অন্ন ভোজন করিতে পারেন। এই জন্যই বলিতেছিলাম, আমাদের দেশে এই "পোকা" ধানের চাষই বৃদ্ধি পাইলে বড় ভাল হয়। (ক্রমশঃ)

# বিগত শতবর্ষে রমণীদিগের অবস্থা।

( ৩৬৫ সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠার পর )

চতুর্থ যুগের শেষভাগে লর্ড ল্যান্সডাউন মহোদয়ের শাসনসময়ে ভারতবর্ষে বাল্য-বিবাহ-নিষেধক আইন পাস হয়। এই কার্য্যে অনেকের বিবেচনায়, শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের সম্ভ্রমের কতকটা হানি হইয়াছে। তথাপি ভারতবাসিনীদিগের প্রতি রাজার যে বিশেষ অনুগ্রহ, এ আইনেও তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

এইরূপে জগদীশ্বরের কৃপায়, ইংরাজ-রাজের অনুগ্রহে, এবং দেশীয় ও বিদেশীয় নারীহিতৈষিগণের যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে গত শত বৎসরে ভারতমহিলাদিগের অবস্থা অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বহুতর কলেজ স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রায় প্রতি জেলায় স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য সভা সমিতি হইতেছে। উত্তরপাড়া হিতকারী, মধ্য-বাঙ্গালা-সম্মিলনী, শ্রীহট্ট-সম্মিলনী, যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী, বিক্রমপুর হিতসাধিনী, ফরিদপুর সুহৃৎসভা প্রভৃতি সভা কর্ত্তৃক রমণীগণের লেখা পড়া, শিল্প ও কারুকার্য্য, গার্হস্থ্য নীতি অধিকতর উৎসাহিত হইতেছে। ভারতমহিলাদিগের অনেকেই সত্যধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার ফলস্বরূপ ভারতে পণ্ডিতা রমাবাই, ডাক্তার আনন্দী

বাই, বিদুষী শ্রী বাই ও অনসূয়া বাই প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণ, কুমারী চন্দ্রমুখী বসু, এম্, এ, ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, এম্, বি, কুমারী, কামিনী সেন, বি, এ, কুমুদিনী কাস্তগিরি, বি, এ, প্রভৃতি বঙ্গ-মহিলাগণ বিদ্যাবত্তায় ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দুইজন পারসী মহিলা—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় একজন ডাক্তার, আর একজন ব্যারিষ্টার হইয়াছেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, আলো ও ছায়া রচয়িত্রী প্রভৃতি বঙ্গবাসিনীগণ সাহিত্যক্ষেত্রে "প্রথম শ্রেণীর লেখিকা" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। মহাত্মা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদেশে বিধবাশ্রম, পণ্ডিতা রমাবাই পুনাতে "শারদা-সদন" আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনাথা বিধবাগণের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এক এক জন মহাপ্রাণা রমণীর প্রধান উদ্যোগে ও সহায়তায় কলিকাতায় "অনাথ-নিবাস" ও "দাসাশ্রম" স্থাপিত হইয়াছে। একজন মহদাশয়া রমণী ভারতের পতিতা অবলাদিগকে ধর্ম্মপথে লইবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। ভারতের সুশিক্ষিতা নারীগণ, এইরূপে প্রকৃত জীবন লাভের পরিচয় দিতে সক্ষমা হইয়াছেন। সাধারণ মহিলাগণ লেখা পড়ার সাহায্যে দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব, ধোপার হিসাব, গোয়ালার হিসাব, শিশু-দিগকে প্রথম শিক্ষা দান প্রভৃতি কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছেন। বঙ্গভাষায় ভূগোল, খগোল, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি প্রকাশিত হওয়াতে, অনেক মহিলা সে সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। এ যুগে ভূত প্রেতেরা আর কথায় কথায় স্ত্রীজাতির উপরে উপদ্রব করিতে পারে না, সে সকল "কল্পিত কথা" বলিয়া বিজ্ঞান প্রমাণ দিতেছে। মৃতবৎসা রমণী আর পরের সর্ব্বনাশের চেষ্টা না করিয়া শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত ঔষধ ও নিয়ম দ্বারা জীববৎসা হইতে পারিতেছে। পতি-বশীকরণ জন্য ভার্য্যাকে আর ঔষধ খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। বহুবিবাহ পরিত্যক্ত হওয়াতে স্বামী সহজেই ভার্য্যার বশীভূত হইতেছেন। রুচির উন্নতির সহিত রমণীগণ অনেকে বিশ্রী ঠাট্টা তামাসা, কুরুচিপূর্ণ পুস্তক পাঠ ও অসভ্যতাপূর্ণ অন্যান্য আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। একখানি সূক্ষ্ম বস্ত্রের পরিবর্ত্তে অনেক নব্যা মহিলা (বস্ত্রের সহিত) সেমিজ, জ্যাকেট, বডী প্রভৃতি ব্যবহার করিতেছেন। রূপার গহনার পরিবর্ত্তে সোণার গহনা, এবং ঢেঁড়ি, পাশা, নথ, মাদুলি, বাউটী, পৈঁছে প্রভৃতি গহনার পরিবর্ত্তে কটক, ঢাকা ও কলিকাতার খ্যাতনামা কারুদিগের কৃত চিক্, চেন হার, কাণ, ইয়ারিং, অনন্ত, যশম, চুড়ি, বালা প্রভৃতি সুদৃশ্য ও সুন্দর নামযুক্ত গহনা সকলও বাহ্যিক রুচির উন্নতির পরিচয় দিতেছে; স্ত্রীজাতির চিন্তা-শীলতা ও হিতাহিতবিচারশক্তি ক্রমশঃ

পরিস্ফুট হইতেছে। বালিকাবিবাহ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। বালবিধবাদিগের পুনঃসংস্কারের পথ ক্রমশঃই উন্মোচিত হইতেছে; প্রাপ্তবয়স্কা বিধবাদিগের অনেকে শরীর-কৃচ্ছ্রতার বাড়াবাড়ি অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেছেন। বহুবিবাহ-নিবারণ-ফলে দাম্পত্য-প্রেম গভীর ও দৃঢ়তর হইতেছে। সমাজে রমণীগণ পবিত্রতা, কোমলতা ও মধুরতা বৃদ্ধির সহায় হইতেছেন। ফলতঃ শত বৎসরে এ দেশের রমণীগণের অবস্থা সর্ব্বথা পরিবর্ত্তিত ও উন্নীত হইয়াছে। প্রাচীন কালের ভারতীয় আর্য্যসমাজের রমণীদিগের মত বা বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহিলাগণের মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলেও শতবর্ষ পূর্ব্বে ভারতবাসিনীদিগের যে অবস্থা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, এখন তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে! যে করুণাময় দেবতার প্রসাদে এবম্প্রকার শুভ ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছে, সে দেবতার চরণে সহস্র নমস্কার! যে সকল ব্যক্তি এই শুভ কার্য্যের সহায় হইয়াছেন, তাঁহারাও ভারতবাসিনীদিগের শত শত বার নমস্য ও কৃতজ্ঞতাভাজন।

বিগত শতবর্ষে ভারতবর্ষের রমণীদিগের অবস্থা আমরা যথাসাধ্য বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু এখনও আমাদের এক বিশেষ কর্ত্তব্য বাকি রহিয়াছে। যে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি রমণীজীবনের উদ্দেশ্য, ভারতীয় সমাজে সেই উন্নতিপথে কতকগুলি দোষ ও ত্রুটি কাঁটা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই সকল দোষাদি অনুসন্ধান করিয়া, যথাসাধ্য নিবারণ করা সকলেরই উচিত। সেই কথা মনে করিয়া আমরা ভারত-রমণীগণের উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ দোষ ও ত্রুটি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এরূপ আলোচনায় কেহ দুঃখিত, নিরাশ বা বিরক্ত না হইয়া, দোষ ও ত্রুটি সর্ব্বথা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবেন, আমি বামাহিতৈষী মহোদয়গণের নিকটে ও আমার স্বদেশীয়া ভগিনীগণের নিকটে এই প্রার্থনা করি। (ক্রমশঃ)

# ধর্ম্মদীক্ষাকালীন উপদেশ।*

তোমরা ঈশ্বরের উপাসনার প্রার্থিনী হইয়া আসিয়াছ। সেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন। চক্ষু খুলিয়া দেখ তিনি এই বাহিরের জগৎ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন; চক্ষু মুদিয়া দেখ, তিনি আমাদের অন্তরে বিরাজমান। তিনি বিশ্বসংসারের প্রাণ হইয়া বিশ্বসংসারকে নিয়মিত করিতেছেন, আত্মারও প্রাণ হইয়া আত্মাকে নিয়মিত করিতেছেন। তাঁহার উপাসনা করিতে হইলে আত্মাতে তাঁহাকে

* দুইটী মহিলার দীক্ষাকালে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সার মর্ম্ম।

দেখিতে হইবে। তাঁহার শরীর নাই, তিনি অশরীরী আত্মা, যেখানে দেখিবে সেইখানে তিনি। তিনি এখানে এখনি এই জ্যোতির মধ্যে এবং অন্তরে আমাদের সকলের কাছে বিদ্যমান। দূরে দেখিতে চাও, আকাশে দেখ, নিকটে দেখিতে চাও অন্তরে দেখ। অন্তরে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। আমি যেমন একা আছি, আমার অন্তরে আর একজন তিনি। তিনি অন্তর্যামী, তিনি হৃদয়ের ভাব জানেন। তাঁর নিকট রোগে, শোকে, বিপদে প্রার্থনা করিলে তিনি শ্রবণ করেন, এবং সকল অবস্থাতে রক্ষা করেন। তিনি আমাদের কাহারও প্রতি উদাসীন নন, আমরা তাঁর নিকট যা চাই, তা পাই। তিনি পিতার মত—মার মত। মার কাছে ছেলে গেলে মা ছেলেকে তাড়াইয়া দেন না, কোলে করিয়া লন। তাঁর নিকট গেলে তিনিও কোলে করিয়া লন। প্রতিদিন তাঁর কোলে বসিয়া প্রার্থনা করিবে। তাঁর নিকট সম্পদ চাও, ধর্ম্ম চাও, শান্তি চাও। বিপদের সময় বিপদ হইতে রক্ষার জন্য প্রার্থনা কর, তিনি রক্ষা করিবেন।

একটী মহামন্ত্র আছে ঃ—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

স্নান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। তাঁর নিকটে প্রার্থনা করিবে "দুর্ম্মতি দূর করি শুভমতি দাও হে, এই বরদান ভগবান্ মাগি।" আমার দুর্ম্মতি দূর কর, আমাকে শুভমতি দাও। প্রতিদিন এইরূপে প্রার্থনা করিলে আত্মার বল পাইবে। শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ের সহিত এই জপ ও প্রার্থনা করিবে।

# পারিবারিক সঙ্গীত।

বল্‌বে—'অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম' আগে ভাই তাই বল না,
দিন্ থাকিতে বল্‌লে ও নাম এড়াবে যম-যাতনা।
এসেছিলে যে দিন ভবে, গোপনে একা নীরবে,
একা পুনঃ যেতে হবে, কেউত সঙ্গে যাবে না;
গৃহ ধন পরিজন, অসার মায়া-বন্ধন,
ফুরাবে দেহের সাথে কেন মিছে ভাবনা।
দুদিনের খেলাতে ভুলে, দিন আর কেটো না বিফলে,
চিরদিনের বন্ধু যিনি তাঁরে ভুল না;
তিনি পিতা তিনি মাতা, তিনি গুরু জ্ঞানদাতা,
তিনি ভবার্ণবে ত্রাতা, ( সদা ) তাঁরে জপ না।

# হেঁয়ালী।

ধাতুময় দেহে মোর সদাই বিকার,
এক এক উপসর্গে এক এক প্রকার।
এক উপসর্গে চাপি ভোজনের থালা,
দ্বিতীয়েতে শোভা করি বরণের ডালা,
তৃতীয়ে বহাই পৃষ্ঠে রুধিরের ধার,
চতুর্থে লইয়া যাই শমনের দ্বার ॥
সুবুদ্ধি যে নারী খুঁজি ধরিবে আমারে,
সুন্দর শোভায় আমি সাজাব তাহারে।

---

# নূতন সংবাদ।

১। পঞ্জাবে বিবাহ ও শ্রাদ্ধের ব্যয় অত্যন্ত অধিক, এবং দেশবাসীদিগের মহা-নিষ্টের কারণ দেখিয়া তত্রত্য সহৃদয় ছোট লাট সার জেমস্ ফিট্‌জ্‌পেট্রিক্ স্থানীয় কমিশনর ও ডেপুটী কমিশনরদিগকে দেশবাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া অনিষ্টের প্রতিবিধানার্থ অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এই দৃষ্টান্তে আমাদের ছোট লাট সার চার্লস্ ইলিয়ট্‌ও বঙ্গবাসীদিগের হিতসাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন। এ দেশের সমাজ-হিতৈষী মহোদয়গণ এ সময় রাজ-পুরুষদিগের এই শুভ চেষ্টার সহায়তা করুন্।

২। কুমারী ফ্লোরেন্স ডিসেণ্ট ব্রসেলস্ নগরে এম্ ডি উপাধি পাইয়াছেন। আলোয়ারের লেডী ডফরিণ চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

৩। জাপানীরা ফর্ম্মোসা দ্বীপের বিদ্রোহী-দিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দলপতিকে বন্দী করিয়াছে। তথাকার নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে।

৪। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াতে স্ত্রীলোকেরা রাজনৈতিক বিষয়ে মত দিবার অধিকার পাইয়াছেন। রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া এ বিষয়ের আইন মঞ্জুর করিয়াছেন।

৫। মেরী কাউডেন ক্লার্ক "Concordance to Shakespeare" পুস্তক প্রচার করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। তিনি এখন জেনোয়াতে বাস করেন, বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছে, তথাপি পাঠ ও কার্য্যে সমান অনুরাগ।

৬। টাইপ রাইটার নামক মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর যুক্তরাজ্যে ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ স্ত্রীলোক ইহা দ্বারা জীবিকা লাভ করিতে-ছেন। ইংলণ্ডে ৬ জন লোকের মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক আপনার পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

৭। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতীর' সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়া দুই কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবীর উপর উক্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন। উভয়েই সুশিক্ষিতা, মাতার গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন।

৮। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে এক

শতের অধিক স্ত্রীলোক পাদরীর কার্য্য করিয়া থাকেন।

৯। বোম্বাইয়ের একজন শিল্পী একটি অতি ক্ষুদ্রকায় ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। ঘড়িটীর আকার একটী সিকি অপেক্ষা বৃহৎ নহে। অন্যান্য ঘড়ীর ন্যায় ইহার ভিতরে যন্ত্রাদি সমস্ত আছে এবং ইহা নির্ভুল সময় নির্দ্দেশ করিতেছে।

১০। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলদেশীয় এক মহিলা অন্ধদের জন্য একখানি অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন।

১১। মার্কিন নিউইয়র্ক সহরে খামের আটা চাটিয়া সম্প্রতি একটি লোক মারা গিয়াছে। চিঠির খামের আটা কখন কখন বিষের গুণ ধারণ করে।

১২। আমেরিকায় এখন চল্লিশ সহস্রাধিক স্ত্রীলোক কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তত্রত্য ওবার্লিন কলেজ প্রথম স্ত্রীলোক ভরতি করেন।

১৩। আকাশমণ্ডলের এক নূতন ফটোগ্রাফ লণ্ডনে প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে নক্ষত্রসংখ্যা ৬ লক্ষ ৮০ হাজার।

---

# বামারচনা।

## শিশুর জন্ম উপলক্ষে।

( ১১ই বৈশাখ—মঙ্গলবার ৪ ঘটিকা। )

### স্নেহের মুকুল।

আজ বৈকালিক বায়
স্বর্গের সুরভি ভরা,
আজিগো অমৃতময়ী
আমার সমস্ত ধরা। ১।
আজি কি বৈশাখ মাসে
শুভ বসন্তের মেলা,
ফুলের দোকান খুলি
হাসে সব দিক্‌বালা। ২।
নিকুঞ্জে ভ্রমর সখা
ঘুমায় অবশ প্রাণে,
বৌ কথা কও কথা
এখন আসিছে কাণে। ৩।
জানি না আজিগো হেথা
দয়েল কি সুরে গায়,
মলয় স্বর্গের কেনা
আতর ছড়ায়ে যায়। ৪।
আজি কি স্বর্গীয়ভাবে
ভরিয়া সামান্য হৃদি,
বৈকালিক বেল ফুলে
কপোত ঢালিছে গীতি। ৫।
বৈশাখের তীব্র তাপে
আজি জ্বলিছে না কায়,
রবি ছবি আবরিয়া
নব মেঘ ভেসে যায়। ৬।
নীল নীলিমের কোলে
অতি নব নব ঘন—
দিগন্ত কম্পিত করি
করিতেছে গরজন। ৭।

আনন্দে বহিছে বেগে
ধমনীতে রক্তধারা,
আজি যে জগত দেখি
সুন্দর অমিয়া-ভরা। ৮।

আজি যে প্রাণের মাঝে
আনন্দের ঢেউ বয়,
নিরাশায় ভরা হৃদি
আজি কিগো শোভাময়! ৯।

আজি যে হৃদয় ভেদি
জাগিছে করুণা গান,
সঞ্জীবনী সুধা আসি
বাঁচাইল মৃত প্রাণ। ১০।

বাছা;—

স্বরগের দ্বার খুলে
কে তুই নামিয়া আলি
ধরার অন্তর রাজ্যে
অজস্র আনন্দ ঢালি। ১১।

বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা
হ'লো আজি এ হৃদয়,
বিভুর করুণা স্মরি
আনন্দ উচ্ছ্বাসে বয়। ১২।

কে তুই দেবের শিশু,
স্বর্গের পুতুল!
ফুটিলি হৃদয়ে মম
স্নেহের মুকুল!। ১৩।

উষার বরাঙ্গ-ভূষা
নন্দন ত্রিদিব-ছায়,
অলকা অমরাবতী
আলো করি সমুদায় ১৪।

আছিলে অথবা কিগো
বাসবের বাসস্থলে,
যেখানে সহস্র শশী
সহস্র তারকা জ্বলে। ১৫।

সেখানে সোনালী শাখে
বসন্ত সুহৃদে লয়ে
আছিলে, বসন্ত-বায়ে
বুঝি পথভ্রষ্ট হয়ে—১৬।

এসেছ ধরায় প্রিয়
ত্রিদশের ফুল,
এস তবে প্রাণাধিক
স্নেহের মুকুল॥ ১৭।

বিজলী অপাঙ্গ-চ্যুত
প্রাণে এস জ্যোতি-কণা,
চাবে না এ প্রাণ আর
হীরা মণি সোণা দানা। ১৮।

সংসার দগধ বড়
তপ্ত মরুভূমি পারা,
কে তুমি এ তপ্ত ধূলে
ঢালিলে অমিয়াধারা। ১৯।

নিরাশার গাঢ় মেঘ
ঘন আঁধারের ছায়,
কে তুমি বাসবধনু
শীতল করিলে কায়। ২০।

শীতের কুহেলি মাখা
মৃত অবসন্ন হিয়া
আসিলে বসন্ত হেথা
কবে কোন্ পথ দিয়া। ২১।

জাগাইতে অভাগীর
মৃতবৎ আশাগুলি,
ত্রিদশের নাথ প্রভু
দিয়াছেন হাত তুলি। ২২

দেবরক্ত শ্বায় ভরা
স্বর্গের পুতুল,
লও মম স্নেহাশীষ
স্নেহের মুকুল। ২৩।

চাঁদের প্রতিভা মাখা
বুঝি স্বর্গচ্যুত তারা,
আসিলে দুঃখীর ঘরে
বুঝি পথ হয়ে হারা। ২৪।

তোর এ অধরস্পর্শে
জুড়াইল দগ্ধ প্রাণ,
তুমিরে বিষাদে হাসি,
আঁধারে আলোক-দান। ২৫।

কোন্ দেব আনি দিল
তোমা হেন ধন আহা,
কি দিয়ে পূজিব তাঁরে
ভাবিয়া না পাই তাহা। ২৬।

কি দিয়ে—দুঃখিনী আমি
কি দিয়ে পূজিব তাঁরে,
তাঁর উপযুক্ত ধন
কি আছে আমার ঘরে। ২৭।

অনন্ত অব্যয় তিনি
তুষ্ট কি হবেন ধনে ?
প্রাণের ভকতি রাশি
ঢেলে দিব সে চরণে। ২৮।

জন্ম মাত্র এই কুলে
পূজেছি তাঁহার পায়,
দেবের প্রসাদি ফুল
বিপদ ছোঁবে কি তায় ? ২৯।

চিরজীবী হয়ে বাছা
থাক মোর কোল যুড়ে,
মায়েরে একেলা রাখি
কখন যেও না দূরে। ৩০।

স্নেহের মুকুল মম
ক্রমে বিকশিত হও,
যাঁর করুণার দান,
তাঁর ভাবে মজে রও। ৩১।

বিশ্ব-মার হিতব্রতে
সঁপিয়া দিওরে প্রাণ,
দুঃখী ভাই ভগ্নীগণে
সান্ত্বনা করিও দান। ৩২।

স্বরগ কোথায় বাছা,
স্বরগ কোথায় রয়,
তোমারি হৃদয় যেন
সহস্র স্বরগ হয়। ৩৩

সত্য, ধর্ম্ম, ক্ষমা, নিষ্ঠা
এ'দেরি দেবতা কয়,
তোমার হৃদয়ে যেন
দেবতা-আলয় হয়। ৩৪।

তুমি—

পারিজাত-মধু-ভরা
স্বর্গের পুতুল,
হৃদয়ের ধন মম
স্নেহের মুকুল।!

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

*

*** বিশেষ দ্রষ্টব্য—পাঁচন ও মুষ্টিযোগ ৭০ পৃষ্ঠা ২৭।২৮ পংক্তি 'যথাপরিমাণ' স্থলে অর্দ্ধ আনা পরিমাণ হইবে। এবার স্থানাভাবে সমালোচনা প্রকাশিত হইল না।—বা, বো, স।

No. 367. August 1895.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৭ সংখ্যা। | শ্রাবণ ১৩০২—আগষ্ট ১৮৯৫। | ৫ম ক[illegible] ৪র্থ ভাগ।

## সূচী।



## কলিকাতা।

৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট বাই লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৵০ আনা।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৭ সংখ্যা। | শ্রাবণ ১৩০২—আগষ্ট ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।


## সাময়িক প্রসঙ্গ।

মন্ত্রিসভা-পরিবর্ত্তন—প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবেরী মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করাতে লর্ড সালিস্‌বরী প্রধান রাজমন্ত্রি-পদে বৃত হইয়াছেন। উদারনৈতিক দলের পরিবর্ত্তে রক্ষণশীল দল কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। লর্ড সালিসবরী তৃতীয় বার এই মহোচ্চ পদ লাভ করিলেন। নবগঠিত মন্ত্রিসভায় লর্ড ল্যান্সডাউন সমরবিভাগের ষ্টেট সেক্রেটারী ও লর্ড জর্জ হামিল্টন ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারী হইয়াছেন।

মাইকেল-স্মৃতি—কবিবর মাইকেল মধুসূদনের ২২ সাংবৎসরিক বন্ধুসমাগম গত ২৯এ জুন তাঁহার সমাধিস্থলে সম্পন্ন হইয়াছে। আকাশের দুর্য্যোগ সত্ত্বেও কবির অনেকগুলি বন্ধু ও অনুরাগী একত্র হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রদর্শন করেন। এতদুপলক্ষে পঠিত কবিতা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন এই কার্য্যের নেতৃত্ব-ভার সম্পন্ন করিয়াছেন।

চীন-রুসীয় সন্ধি—গোপনে সেণ্ট-পিটার্সবর্গে এই সন্ধির লেখাপড়া হইয়াছে, ইহাতে রুসের ক্ষমতাবিস্তারের অনেক সুবিধা হইবে। জাপান ও চীনের গাঢ়তর মিলন প্রার্থনীয়।

দানশীলতা—(১) টাকীর জমীদার রায় যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী ৩০০০৲ টাকা ব্যয়ে স্থানীয় ছাত্রনিবাস প্রস্তুত করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

(২) রাজসাহী জেলার কাসিমপুরের জমীদার কুমার কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী "বিদ্যাসাগর বৃত্তি" নামে ৫৲ টাকার

১৩৭টী ছাত্রবৃত্তি দিবার মানস করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫০টী বঙ্গদেশে, ২৫টী করিয়া ৭৫টী উত্তর-পশ্চিম, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে, এবং ১২টী আসাম ও ব্রহ্মে প্রদত্ত হইবে। অতি সাধু অনুষ্ঠান।

বল্টিক খাল—বিস্তর ব্যয়ে জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যের ভিতরে এই খাল খনিত হইয়াছে,ইহার ভিতর দিয়া বড় বড় জাহাজ চলিবে। জর্ম্মণ-সম্রাট্ উইলিয়ম সমারোহে ইহা খুলিয়াছেন। ফরাসী, রুশ ও ব্রিটিব পোত সকল এই উপলক্ষে একত্র হইয়াছিল।

রাজ্ঞী-চরিত—ভারতেশ্বরী বিবী ফসেট-রচিত স্বকীয় জীবন চরিতের এক-খণ্ড আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

স্ত্রী-বিদ্যালয়—স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের স্থাপিত বিক্টোরিয়া কলেজ বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার কয়েকটী ভক্তিমান্ শিষ্য ও সহচর ঐ নামে একটী নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম। ইহাঁরা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অতি ব্যয়সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর ইহাঁদের সহায় হউন।

অনাথাশ্রম—শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী কয়েক বৎসর বহু পরি-শ্রম,ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া অনেক-গুলি নিরাশ্রয় পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকাকে লালনপালন ও শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে এই আশ্রমের আয়ের কতক উন্নতি দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। সহৃদয় নরনারীগণ এই সাধু কার্য্যে অর্থদান করিয়া ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির উপায় করুন্।

ডাকে সুবিধা—পুলিন্দা ডাকে ২০ তোলায় ।০ আনা মাসুল লাগিত, তাহার স্থানে ৵০ আনা হইয়াছে। ৪০ তোলায় চারি আনা, তাহার পর প্রত্যেক ৪০ তোলায় ঐ হার।

নূতন রেলপথ—বঙ্গ-নাগপুর রেল-ওয়ের কর্ত্তারা মেদিনীপুর হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত এক শাখা রেলপথ প্রস্তুত করি-বেন। ষ্টেট সেক্রেটারী এ প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন।

---

# বেঙ্কটে হরিবোলা।

(১)

ভারতের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ত্রিবা-ঙ্কোড়ের নিকট বেঙ্কট নামে একটি নগর আছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। শকাব্দার পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন সময়ে একটী চতুর্ব্বিংশবর্ষীয় নবীন সন্ন্যাসী দিবা দ্বিপ্রহরে তথায় উপস্থিত হন। সন্ন্যাসীর মস্তকে জটাভার, বর্ণ পুরট সুন্দর, কটিতে কৌপীন বহির্ব্বাস, মূর্ত্তি মনোহর, বদনে নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ' নাম।

শ্রী-অঙ্গ পুলকিত, লোচন অশ্রু-প্লাবিত, মন্দপবনান্দোলিতা কনকলতিকার ন্যায় দেহযষ্টি সুকম্পিতা, উদগত স্বেদবিন্দু-নিচয়ে সর্ব্বাঙ্গ শিশিরসিক্ত চম্পকবৎ, কণ্ঠস্বর গদ্গদ, ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল কনককান্তি মলিন হইতেছে, কখন তিনি নামানন্দে উন্মত্ত হইয়া বিহ্বলভাবে ভূমি-বিলুণ্ঠিত হইতেছেন, কখন এমন স্তম্ভিত ভাব যে, এককালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেছেন, কখন বা মৃত দেহের ন্যায় নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত হইতেছে, কখন কাঁটা খোঁচা না মানিয়া উলঙ্গভাবে ধরাতলে আছাড়িয়া পড়িতেছেন, শত শত ডাকেও বাক্য স্ফূর্ত্তি নাই! এইরূপ অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ভাবে তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। ঐ সময়ে বেঙ্কট নগরে বেদান্ত-দর্শনে পারদর্শী একটী অদ্বিতীয় অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত ছিলেন। সাধু, মোহান্ত, পণ্ডিত, অধ্যাপক কেহ কোন স্থান হইতে বেঙ্কটে উপস্থিত হইলেই তিনি তাঁহাদের সহিত বিচার করিতেন এবং প্রায়ই সকলকে পরাজিত করিতেন। তাঁহার নাম রামানন্দ দণ্ডী স্বামী। এইরূপে অনেক ব্যক্তিকে শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করাতে ক্রমশঃ দণ্ডী স্বামীর প্রবল অহঙ্কার জন্মিয়াছিল। নবাগত নবীন সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই তিনি তাঁহার নিকট গমন করিলেন, বিচার করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। নবীন সন্ন্যাসী তাহা শ্রবণমাত্র কহিলেন, "আমি আপনার নিকট বিচারের পূর্ব্বেই পরাজিত হইলাম।" তচ্ছ্রবণে দণ্ডী স্বামী অধিকতর বিচারাগ্রহ জানাইলেন। তখন সন্ন্যাসী হাস্য করিলেন। সে হাস্যে যেন এই ভাব প্রকাশ পাইল, দর্পহারী ভগবান্ সকলেরই দর্প চূর্ণ করিয়া থাকেন। অনন্তর দণ্ডী স্বামী অদ্বৈতবাদ স্থাপনার্থক বিচারের অবতারণা করিলেন। বালক সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে সুধা-মধুর ভাষায় ধীর ও গম্ভীর ভাবে অদ্বৈতবাদের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীকে দ্বৈতবাদ বুঝাইতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ ঘোরতর বিচারের পর রামানন্দ দণ্ডী স্বামী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট হরিনামে দীক্ষিত হইলেন। নবীন গুরু, নবীন শিষ্যের কর্ণে হরিনাম সুধা ঢালিয়া দিলেন। স্বামীজীর হৃদয়ে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু উছলিয়া পড়িল। তখন তিনি নব প্রভুর চরণে প্রণতিপূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞা লইয়া স্বীয় মঠে গমন করিলেন এবং আপনার যাবতীয় শিষ্যকে হরিনাম-বীজ প্রদান করিলেন। শিষ্যগণ আপনাদিগের চিরকালকার অদ্বৈতবাদী কঠোর সাধক ঘোর তার্কিক গুরুর শুষ্ক হৃদয় ভগবৎপ্রেমে উচ্ছ্বসিত দেখিয়া এককালে বিস্মিত ও মোহিত হইলেন।

( ২ )

বেঙ্কট নগরের উপকণ্ঠে অনতিদূরবর্ত্তী বগুলা নামক একটী ভয়ঙ্কর অরণ্য ছিল। মনুষ্যাদির অনধিগম্য বন জঙ্গল স্বভাবতঃই বন্য ও হিংস্র জন্তুগণে ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে। অধিকন্তু সেই বনে পান্থভীল নামক একটী ভয়ানক দস্যু সদলবলে

অবস্থান করাতে বনবিভাগ ভীষণ হইতেও ভীষণতর হইয়াছিল। বনের মধ্যে মধ্যে বন্য তরুলতায় সমাচ্ছন্ন ও সূর্য্যালোক-পরিশূন্য সঙ্কীর্ণ সড়ক সকল থাকিলেও আরণ্য জন্তু ও দস্যুর ভয়ে প্রায় কেহই সে পথে যাতায়াত করিত না। নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অবশ্যই পথিক-গণকে বনমধ্যে প্রবেশ করিতে, এবং হয় হিংস্র জন্তুগণ-মুখে, নয় পান্থভীলের হাতে প্রাণ হারাইতে হইত। এজন্য কেহ ইচ্ছা করিয়া বা নিষ্প্রয়োজনে দিবা দ্বিপ্রহরেও সে দিকে গমন করিত না।

আমরা পূর্ব্বে যে কনক-কান্তি-কলেবর কমনীয় নবীন সন্ন্যাসীর উল্লেখ করিয়াছি, তিনি তিন দিন বেঙ্কটে অব-স্থানপূর্ব্বক অকপটে ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিলেন। তত্রত্য নরনারী, বালকবালিকা, যুবাবৃদ্ধ সকলেই নামানন্দে মাতিয়া উঠিল। তদ্ব্যতীত নগরের উপ-কণ্ঠ হইতে প্রতিদিন অসংখ্য লোক আসিয়া হরিনাম লইতে লাগিল। সন্ন্যাসী নিজে উন্মত্ত ভাবে উদ্দন্ত নৃত্য ও কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকেও নাচাইয়াছিলেন। শুদ্ধ নাম নহে, সকলকে ভক্তিতত্ত্বেরও উপদেশ দিতে লাগিলেন। চিরকালকার বিখ্যাত মূঢ়গণও বালক সন্ন্যাসীর চরণে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কৃতপাপ, দুরাচার, পতিত, পাষণ্ড, নিন্দুক আদি নীচ জন-গণকে দেখিবামাত্র সন্ন্যাসী তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে এবং দীন ভাবে নাম দিতে লাগিলেন। বালক সন্ন্যাসীর পবিত্র শ্রীবদন-বিনির্গত হরিনাম তাহাদিগের হৃদয়ে তাড়িতপ্রবাহের কার্য্য করিতে লাগিল। তাহারাও উন্মত্তবৎ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

একদা অপরাহ্নে দেখা গেল, ঐ সন্ন্যাসী পূর্ব্বোক্ত ভীষণ অরণ্যাভিমুখে গমন করিতেছেন। বহুসংখ্যক লোক তাঁহাকে ঐ বনমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছে। তাহারা সানুনয়ে কহিতেছে, "আপনি ঐ বনে যাইবেন না, দুরাচার পান্থভীল জ্ঞানহীন, সে আপনাকে পাইলে বধ করিবে।" সন্ন্যাসী কাহারও কথা না শুনিয়া বগুলার ভীষণ বনে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে একটী মাত্র শিষ্য রহিল।

(৩)

যে দিন বালক সন্ন্যাসী কাহারও নিষেধ না মানিয়া বগুলার ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার চারি পাঁচ দিন পরে একদা মধ্যাহ্নকালে একজন ডোরকৌপীন-ধারী সন্ন্যাসী উদ্দন্ত নৃত্য ও কীর্ত্তন এবং উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে করিতে বেঙ্কট সহরে প্রবেশ করিলেন। তিনি কিয়ৎকাল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর ভ্রমণ করিয়া পুনরায় সেই বনে প্রবেশ করিলেন। নগরের অনেক লোক তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যে বনের নাম শুনিলে নগরবাসিগণ শঙ্কায় আকুল হইতেন, এখন দেখিলেন যে, সেই বন আনন্দ-কানন হইয়াছে। দস্যুদলপতি

পান্থভীল সেই আনন্দমঠের অধীশ্বর এবং সহচর দস্যুগণ সেই মঠেশ্বরের শিষ্য হইয়াছেন। দস্যুবৃত্তিপরায়ণ পান্থভীলকে ও তাহার অনুচরগণকে পূর্ব্বে অনেকেই বিবিধ কুকর্ম্ম করিতে দেখিয়া বা শুনিয়াছিলেন। এখন দেখিলেন, সেই পান্থভীল ডোরকৌপীনধারী সর্ব্বত্যাগী সদাচার-পূত সন্ন্যাসী; হরি বলিতে নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতেছে এবং কদম্বকুসুমবৎ সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইতেছে। অনুচরগণেরও সেই দশা। তাঁহারাও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন,—"মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কি জায়! মহারাজ পান্থভীল কি জায়!" অনুবর্ত্তী নগরবাসিগণ বিস্মিত হইলেন।

বালক সন্ন্যাসী বগুলার বনে প্রবেশ করিয়াই পান্থভীলের সাক্ষাৎ পাইলেন। প্রেমোন্মত্ত হরিবোলা সন্ন্যাসি-দর্শনে পান্থের মনে কি ভাবের উদয় হইল, তাহা জানা যায় না; কিন্তু সে পরম যত্নে সন্ন্যাসীর আতিথ্য করিল। সন্ন্যাসী তাহার আতিথ্যে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন,—

"—পান্থ তুমি সাধু মহাশয়।
তোমারে দেখিয়ে সব পাপ হইল ক্ষয়॥
গৃহস্থের ন্যায় তুমি নহ গৃহবাসী।
তুমিত পরম সাধু বিরক্ত সন্ন্যাসী॥
বিষয়ের কীট নহ গৃহস্থের ন্যায়।
যাতে তাতে তুষ্ট দেখি তোমার হৃদয়॥
পুত্র নাই কন্যা নাই নাহি তব জায়া।
বিষয়েতে মত্ত নহ নাহি কোন মায়া॥
ধন্য পান্থরাজ তুমি সাধুশিরোমণি।
তোমারে দেখিয়া সুখী হইল পরাণী॥
তৃণ তুল্য জ্ঞান করি বিষয় বিভব।
এখনি ত্যজিতে পার যত আছে সব॥
রমণীর সঙ্গে তুমি নাহি কর বাস।
তাই আইলাম হেথা মিটাইতে আশ॥
শিষ্যগণে থাক তুমি সদাই বেষ্টিত।
তোমাকে দেখিলে হয় চিত্ত পুলকিত॥
মায়া মোহে বদ্ধ তুমি নহ মহাশয়।
তুমিই সাধুর শ্রেষ্ঠ এই মনে লয়॥"

ভীল নীরবে সন্ন্যাসিবাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। যে রূপ দেখিলে মনুষ্য দূরে থাকুক, বনের পশু পক্ষীও মুগ্ধ হয়, সেই রূপ হইতে সুধাস্বরূপ হরিনাম শুনিয়া পান্থের হৃদয়ে ভক্তিপারাবার উথলিয়া উঠিল। তিনি সন্ন্যাসীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর পান্থকে ক্রোড়ে লইয়া হরিনাম দিলেন। সেই দিন হইতে দস্যুদলপতি পান্থভীল সর্ব্বপ্রকার পাপাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক ডোর কৌপীন ধারণ করিলেন এবং ক্রমশঃ ভক্তিতত্ত্বে প্রবীণ হইয়া সাধুর অগ্রগণ্য হইলেন। অন্যান্য সহচর দস্যুগণও আপনাদিগের নেতা পান্থভীলের পন্থা আশ্রয় করিল। তাহারা হরিনামে উন্মত্ত হইয়া সাধুর অনুমোদিত সদাচার ও আতিথ্যাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা সেই বধ্য ভূমিকে আনন্দ-কানন করিয়া তুলিল।

যখন পান্থভীল, হরিবোলা অতিথির চরণে বিলুণ্ঠিত হইতেছিলেন, তখন পান্থের দুই একটা অনুচর সন্ন্যাসী

শিষ্যের নিকট বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহাদের কথোপকথনের কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলেই এ প্রবন্ধের উপসংহার হয়। একজন অনুচর জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনার এবং আপনার গুরুদেবের নাম কি ?"

সন্ন্যাসীর সঙ্গী কহিলেন,—

"আমার গুরুদেবের নাম মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এবং আমার নাম গোবিন্দ-দাস।"

অনুচর কহিলেন,—

"আপনাদের নিবাস কোথায় ?"

গোবিন্দ কহিলেন,—

"আমার প্রভুর পূর্ব্ব নিবাস শ্রীধাম নবদ্বীপে ছিল, এখন সর্ব্বত্র। আমারও তথৈবচ।"

অনুচর,—"এখন সর্ব্বত্র, এ কথার অর্থ কি ?"

"এখন আমার ঠাকুর সোণার সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। এক দিন,—দুই দিন,—বড় জোর তিন দিনের অধিক কোথাও থাকেন না। আমিও কনককামিনী ত্যাগ করিয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে গোবিন্দের চক্ষে জল আসিল। তদ্দর্শনে অনুচরগণ কহিল,

"আপনি কাঁদেন কেন ? ঠাকুর সন্ন্যাসী হইয়াছেন বলিয়া ? না আপনার কনককামিনীর শোকে ?" গোবিন্দ এ কথার কোন উত্তর করিলেন না; অবনতবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পান্থভীলের অনুচরগণ-সমীপে পূর্ব্ব বিবরণ বিবৃত করিবার সময় শশিমুখীর অশ্রু-স্নপিত শশিবদন গোবিন্দের মনে পড়াও বিচিত্র নহে। কেন না গোবিন্দ সামান্য কারণে ক্রোধান্ধ হইয়া গৃহত্যাগ করিলে, তাঁহাকে পুনরায় গৃহে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার রমণী শশিমুখী অনেক কাঁদিয়াছিলেন, আমরা 'গোবিন্দের গৃহত্যাগ' নামক প্রবন্ধে, তাহা বর্ণন করিব।

এই গোবিন্দ দাস, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহার আশ্রয় লয়েন ; এবং চৈতন্যদেবের অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত বরাবর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তিনি যেখানে যেরূপে হরিনাম প্রচার করিতেন, গোবিন্দ তাহা নিত্য নিত্য লিখিয়া রাখিতেন। ঐরূপ লিপিকে ডায়েরি, দিন-লিপি, বা করচা কহে। গোবিন্দের ঐ লিপি, করচা বলিয়াই বিখ্যাত হইয়াছে। সম্প্রতি উহা "গোবিন্দদাসের করচা" এই নামীয় একখানি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শান্তিপুর মিউনি-সিপাল্ স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল গোস্বামী মহাশয় উহার প্রকাশক। চৈতন্যদেবের হরিনামপ্রচার বিষয়ে কয়েকটী ঘটনা আমরা আখ্যায়িকার আকারে বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিব। যে সকল গ্রন্থ হইতে ঐ সকল আখ্যা-য়িকার ঘটনা সঙ্কলিত হইবে, তাহার অন্য-তমরূপে এই করচাখানিও গৃহীত হইল।

# বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা।

( ৩৬৬ সংখ্যা, ৯১ পৃষ্ঠার পর )

আমাদের সহজ বুদ্ধিতে অনুভূত হয়, এদেশীয় মহিলাদিগের উন্নতির প্রথম অন্তরায় পুরুষদিগের মত-বিসংবাদিতা। যাঁহারা ভারতের অভ্যন্তরীণ সংবাদ জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, স্ত্রী-জাতির হিতৈষিগণের মধ্যে ( কতকগুলি বিজ্ঞ দূরদর্শী মহাত্মা ব্যতীত ) এদেশে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল, দুই সম্প্রদায় আছেন। * স্ত্রীজাতির শিক্ষা, কার্য্য, আচার, ব্যবহার, কিছুই পুরাতন জিনিষ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে না, বিলাত হইতে সংগৃহীত বা নূতন আবিষ্কৃত উপকরণে নারীজীবন গঠন করিতে হইবে, ইহাই উদার-নৈতিক দলের মত। আর দেশের যে সকল পুরাতন জিনিষ আছে, নারী জীবনে চিরদিন তাহাই থাকিবে, কোনও বিষয়ে এক চুল তফাৎ হইবে না,—শতাব্দী পূর্ব্বে রমণীগণ যে অবস্থায় ছিলেন, শতাব্দী পরেও তাঁহাদিগের সেই অবস্থায় থাকা উচিত ;—ইহাই রক্ষণশীল দলের মত। এইরূপ তর্কের ফলে, অনেক সত্য উজ্জ্বলতর ভাব ধারণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহাতে সাধারণ মানবের এই এক বিশেষ অবনতি হয় যে,সত্যানুসন্ধান, সত্যরক্ষা, জীবনের ব্রত না হইয়া আত্ম-পক্ষ সমর্থন করাই জীবনের ব্রত হইয়া উঠে। এ দেশেও তাহাই হইয়াছে। স্ত্রী হিতৈষণা করিতে গিয়া এই দুই সম্প্রদায় প্রতিপক্ষকে কুযুক্তি, বিদ্রূপ,গালি প্রয়োগেও আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ মত-বিসংবাদিতা স্ত্রীজাতির উন্নতির পথে এই বিষম বাধা জন্মাইতেছে যে, যেখানে উদারনৈতিক দলের কর্ত্তৃত্ব, সেখানে রমণীগণ অনেকেই জাতীয় ভাব হারাইয়া বসিতেছেন। আবার, যেখানে রক্ষণশীল দলের কর্ত্তৃত্ব, সেখানে রমণীর উন্নতিলাভ দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তাই বলিতেছি, যতদিন এই দুই সম্প্রদায় অভিমান, মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া সত্য-রক্ষায় ও নারীহিতৈষণায় সম্পূর্ণরূপে ব্রতী না হইবেন, ততদিন এদেশীয় নারীগণের পূর্ণোন্নতির আশা দুরাশামাত্র।

উদারনৈতিক সম্প্রদায় জানিতেছেন, যাহা মানবের স্বাভাবিক শক্তি, অনুশীলন দ্বারা তাহার বিকাস-সাধনকেই উন্নতি বলা যায়। দেশ, কাল ও পাত্রবিভেদে মানবের

* "বাঙ্গালী রমণীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই দুই সম্প্রদায়ের বিষয় বর্ত্তমান লেখিকা কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ ১২৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে উক্ত সালের পৌষ মাস পর্য্যন্ত বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত।

স্বাভাবিক শক্তির পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। একজন গোরা সিপাহী-বালকের রুচি স্বভাবতঃ যে পথে যাইবে, একজন নিরীহ বাঙ্গালি-বালকের রুচি স্বভাবতঃ সে পথে যাইবে না। যাহা হউক, স্ত্রীজাতির উন্নতির অর্থ তাঁহাদের স্বভাবের বিকার নহে, স্বভাবের বিকাস। এদেশে নারী-চরিত্রে যে সকল সদ্‌গুণ ছিল, তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিলে, আর যে সকল সদ্‌গুণের অভাব ছিল, ( নারীজাতির উপযোগী ) সেই সকল সদ্‌গুণ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে, নারীজীবন প্রকৃত উন্নত হইতে পারে। নচেৎ এ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গাউন পরিলে, "বুট" পায়ে দিলে, অথবা অজানিত-চরিত্র পুরুষদিগের সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিলে নারীজীবনের বাস্তবিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই। সকল রকম উন্নতির বিষয়েই এ কথা প্রযোজ্য।

রক্ষণশীল সম্প্রদায়ও জানিতেছেন যে, উন্নতিই বিশ্বজগতের জীবন। এ জগতের যাহার উন্নতি নাই সে মৃত—সে জীবন্ত জড়। কিন্তু উন্নতির পথ শুধু স্থিতিশীল নহে; তাহার পরিবর্ত্তনও আবশ্যক। ভাল জিনিস যাহা, তাহা থাকিবে; মন্দ জিনিস যাহা, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে; তাহার বদলে বিদেশে যদি ভাল জিনিস মিলে, তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে। এখনকার কোনও রমণী যদি চিঠি পড়াইবার জন্য লোক খুঁজিয়া বেড়ান, সেটা কি বড় সুখের বিষয় হয়?—তাই বলিতেছি, উভয় পক্ষ সবিশেষ চিন্তা করিয়া মতের সামঞ্জস্য করিলে এ অন্তরায় দুই দিনেই দূর হইতে পারে। মতামতের বাদানুবাদ দুই চারি দিনের জন্য, কিন্তু সত্যের জন্য যে কাজ তাহা অনন্ত কালের জন্য।

রমণীদিগের উন্নতির দ্বিতীয় অন্তরায়, পল্লিগ্রাম-বাসিনীদিগের সুশিক্ষাহীনতা। বোধ হয় আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে ( বঙ্গদেশে ) পল্লিগ্রামে দেশের প্রায় বার আনা লোক বাস করে। সুতরাং সহর অপেক্ষা পল্লিগ্রামে স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যাও অনেক বেশি। এই সকল রমণীর সুশিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট ও স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ যে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, এ কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। এই সকল বিদ্যালয়ে পল্লিগ্রামের (উচ্চ-শ্রেণীস্থা) বালিকাগণ, ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১২।১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখা পড়া করিয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে অল্পসংখ্যক বালিকা নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারেন। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা ক্বচিৎ দুই একজন বালিকা দিতে পারেন মাত্র। অধিকাংশ বালিকাই বোধোদয়, ধারাপাত ও শিশুবোধ ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের সহিত অনেকে লেখা পড়ার চর্চ্চাও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে যে সম্পূর্ণরূপে অক্ষর-জ্ঞান লুপ্ত হয় না, সে প্রধানতঃ সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবু ও অন্যান্য কয় জন সুলেখকের লিখিত উপন্যাস এবং প্রবাসস্থ আত্মীয়দিগকে পত্র

লেখারই জন্য। একে পল্লিগ্রামের বিদ্যালয়ে ইংরাজি বা সংস্কৃত কোনও ভাষা শিক্ষা বা শিল্প ও গৃহকর্ম্মাদি শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাহাতে বঙ্গভাষায়ও এতটুকু লেখা পড়া শিখিয়া, লেখা পড়া শিখিবার কোনও ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীনা মহিলাগণের অনেকের যে সকল অসদ্‌গুণ ছিল, সেই কলহপ্রিয়তা, পরনিন্দাপ্রিয়তা, সেই অসংযতচিত্ততা, সেই কুসংস্কার প্রভৃতি ধারাবাহিকরূপে নবীনাগণের মধ্যেও বিরাজ করিতেছে। আজিও বাসর-জাগা, জামাই-তামাসা প্রভৃতি উপলক্ষে কত পল্লিগ্রামের নারী কুরুচির পরিচয় দিয়া থাকেন; রোজা প্রভৃতি কত পল্লিগ্রামবাসিনীদিগের নিকটে প্রভুত্ব খাটাইয়া থাকে; পরিচ্ছদাদির উন্নতিও অনেক পল্লিগ্রামে কিছুই দেখা যায় না; এতদ্ভিন্ন পল্লিগ্রামে শিক্ষয়িত্রী, সুশিক্ষিত ধাত্রী বা মেয়ে ডাক্তার, কিছুই পাওয়া যায় না। ইহাতে পল্লিগ্রামবাসিনীদিগের যে কতদূর অসুবিধা হয়, তাহা চিন্তাশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পল্লিগ্রামে বাঙ্গালার প্রায় বার আনা লোক বাস করেন। এই বার আনা লোকের মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতি যদি এতদূর হীনাবস্থায় থাকে, তবে ভারতরমণীদিগের জাতীয় উন্নতি এখনও যে কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা সেই সর্ব্বদর্শী ভগবান্‌ই জানেন। যত দিন পল্লিগ্রামবাসিনীদিগের উন্নতি না হইবে, ততদিন এ দেশীয় রমণীগণের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা, কথার কথা মাত্র।

এই দুরবস্থা দূর করিতে হইলে আগে পল্লিগ্রামের বিদ্যালয়গুলির সংস্কার করা আবশ্যক। পল্লিগ্রামের বালিকাগণ, বিদ্যালয়ে যাহাতে সুনীতি, সভ্যতা, গৃহকর্ম্ম, শিল্প, সঙ্গীত, জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য এক জন উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। এইরূপ শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইলে বালিকাগণ অনেকেই অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে প্রকৃত সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন।* গবর্ণমেণ্ট যদি অনুগ্রহ করিয়া পল্লিগ্রামের মহকুমায় বা থানায় এক একজন স্ত্রী-ডাক্তার ও সুশিক্ষিতা ধাত্রী নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে অভাগিনী পল্লিগ্রামবাসিনীগণ মহোপকৃতা হইতে পারেন।

শুনিতে পাই, এ দেশের অনেক কৃতবিদ্য মহিলা কাজ খুঁজিয়া পান না। অভাগিনী পল্লিগ্রামবাসিনীদিগের প্রতি যদি ইহাঁরা একটু অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে বোধ হয় অবকাশই পান না! কুমারী কুক্, কুমারী কার্পেণ্টার প্রভৃতি বিদেশবাসিনী হইয়াও দুঃখিনী ভারতমহিলাদিগের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন; ভগবতী দেবী, রাণী রাসমণি প্রভৃতি উচ্চতর শিক্ষা না পাইলেও স্বজাতীয়াদিগের মঙ্গলের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, একালে উচ্চশিক্ষিতা

* এইরূপ শিক্ষয়িত্রী দ্বারা অন্তঃপুর-স্ত্রী শিক্ষাও সাধিত হইতে পারে।

বঙ্গবাসিনীদিগের জাতীয় গৌরবস্বরূপা, কৃতবিদ্য-বঙ্গমহিলারা কি তাঁহাদের অভাগিনী ভগিনীগণের দুঃখ ঘুচাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন না?

আবার, পল্লিগ্রামের উচ্চবংশীয়া রমণীদিগের অবস্থা অনেক অংশে হীন। বিগত শতাব্দীর প্রবর্ত্তনসময়ে বঙ্গবাসিনীদিগের যে রকম অবস্থা ছিল, আজি শতাব্দীশেষে নিম্ন শ্রেণীর রমণীগণের অবস্থার সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার প্রভৃতি এবং শিশু-বিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাপণ প্রভৃতি ইহাঁদিগের স্ত্রীপুরুষদিগকে দলিত করিতেছে। ইহাঁদিগের প্রকৃত উন্নতি কতকালে হইবে, ভগবানই জানেন।

রমণীগণের উন্নতির তৃতীয় অন্তরায় ভক্তি-ভাব-হ্রাস। যাঁহারা সে কাল ও এ কালের নারী-চরিত্র বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই এ শোচনীয় ঘটনা জানিতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই। দেশের পুরুষগণের ভক্তিভাবের হ্রাস হওয়াতে যে বিষম ক্ষতি হইতেছে, ভক্তি-ভাজন বঙ্কিম বাবু সে কথা তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুরুষ-জাতির অপেক্ষা স্ত্রীজাতির ভক্তিভাব হ্রাস আমরা অধিকতর অনর্থকর বিবেচনা করি। বলিতে কি, আজি কালি স্ত্রীপ্রকৃতি যে অনেকটা রুক্ষ হইয়া পড়িতেছে, স্ত্রীচরিত্রের স্বাভাবিক কোমলতা কমিয়া যাইতেছে, সে এই ভক্তি-ভাব-হ্রাসের জন্য।

শতাব্দী পূর্ব্বে এ দেশের নারীগণের ভক্তিভাব কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ অবগত আছেন। ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমতী হইয়া, ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহারা কত দুরূহ কাজও সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মত এখনও যে কোন মহিলা কুসংস্কার-পরায়ণা হইয়া সাপ, বিড়াল পর্য্যন্ত জীব জন্তুকে শতকোটী প্রণাম করিবেন, ইহা কখনই প্রার্থনীয় নহে। তবে যে ভগবদ্ভক্তির প্রবলতায় রমণী কোলের সন্তান সমুদ্রে টানিয়া ফেলিতেন, যে ভগবদ্ভক্তির প্রবলতায় কুলবালা অবরোধবাসিনী বঙ্গ-মহিলা, শত ক্রোশ দূরে, দেবমন্দিরে পদ-ব্রজে যাইতে পারিতেন, আজি সে ভগবদ্ভক্তির উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে! ভগবানের চরণে এখন সে আত্মসমর্পণ, সে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ, কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? আজি সে ধর্ম্মপ্রাণতা কোথায় গেল? নারীজাতির এমন ভক্তির হ্রাস যে কতদূর অবনতিকর, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্মাচার্য্যগণ সত্যধর্ম্মের প্রচারে যতই যত্নবান্ হউন, তাহা গ্রহণ করিবার মত হৃদয় না থাকিলে, কখনও কৃতকার্য্য হইবার আশা থাকিবে না। পূর্ব্বে ভারতমহিলাদিগের ভক্তিবৃত্তিবিকাশের বহু উপায় ছিল, এখন তাহা গিয়াছে; সেই জন্যই দেশের এমন দুর্গতি হইয়াছে। যাহা হউক, এ দেশের ধার্ম্মিক মহাত্মারা, আচার অনুষ্ঠানের সহিত যদি এ দেশের

সাধারণ মহিলাদিগের মধ্যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করেন, যদি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি নিজ পরিজনদিগের প্রাণে গভীর ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া কত মহিলার জীবন ধন্য হইতে পারে ! নারী-হৃদয়ের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

কেবল ঈশ্বর-ভক্তি নহে, গুরু-ভক্তি, গুণি-ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা ভক্তিভাবের সম্পূর্ণ বিকাস না হইলে এ দেশের মহিলাগণের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। ভক্তির বাড়াবাড়ি আমরা "শ্রেষ্ঠতম" বলি না; ভক্তিভাজনের পাদোদক খাইলে অথবা ভক্তিভাজনের সম্মুখে মূক সাজিয়া থাকিলে আমরা ভক্তির পরাকাষ্ঠা মনে করি না; তবে সে সকল কাজে যাঁহার পরিতৃপ্তি জন্মে, তিনি করিতে পারেন। হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে—"পূজ্যেম্বনুরাগো ভক্তিঃ" অর্থাৎ পূজনীয়ের প্রতি যে অনুরাগ তাহাই ভক্তি। পূজনীয় ব্যক্তিগণের প্রতি অনুরাগ জন্মিলে মানব-হৃদয় সহজেই বিনীত হয়। পারিবারিক গুরুজন মাতা পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী, শ্বশুর শাশুড়ী, ভাশুর প্রভৃতিকে ভক্তি করিবে, তাঁহাদের আদেশ মান্য করিবে; তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবে, সকলের উপরে তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। বিদ্যাবতী কন্যার মাতা মূর্খ হইলেও তিনি কোনও মতে অবহেলনীয়া নহেন; জ্ঞানাংশে ত্রুটি থাকিলেও মাতৃত্বে তাঁহার সম্পূর্ণতা। সন্তান যতই মহৎ হউন না কেন, মাতার জন্যই তাঁহার দেহ ও জীবন। এইরূপ কথা—প্রত্যেক গুরুজনের বিষয়ে এইরূপ কথা মনে করিলে ভক্তি-বৃত্তি আপনা আপনিই অনুশীলিত হইবে, তাঁহাদের সহস্র ত্রুটি দেখিলেও মনে অভক্তির ভাব আসিবে না।

পারিবারিক ভক্তিভাজন ব্যক্তিগণ ব্যতীত ধার্ম্মিক, সাধু, উপকারী, সমাজ-শিক্ষক, স্বদেশভক্ত, বিশ্বহিতৈষী মহাত্মা মাত্রেই ভক্তিভাজন। ভক্তির পাত্রকে ভক্তি করিতে পারাই ভক্তির উন্নতি; অন্যথা অবনতির পরিচায়ক।

এইখানে স্বামি-ভক্তির কথা দুই এক ছত্র লেখা আবশ্যক, কারণ সাময়িক বিপ্লবে এ দেশ হইতে তাহা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। সেকালে ভার্য্যাগণ ভক্তির উচ্ছ্বাসে স্বামীর চরণামৃত পান করিয়াই কৃতার্থা হইতেন; একালে স্বামী "বন্ধু" বলিয়া ভার্য্যা তাঁহাকে ভক্তিভাজন মনে করিতে লজ্জিতা হন। আমাদের বোধ হয় সাধারণ মহিলাদিগের পতিপ্রেম তখন যেমন অসম্পূর্ণ ছিল, এখনও সেইরূপ অসম্পূর্ণ; কারণ ভক্তি ও প্রীতির সমবায়েই পতিপ্রেমের পূর্ণতা। রমণীর গুরুজনও স্বামী, বন্ধুও স্বামী; তাই স্বামীতে ভার্য্যার ভক্তিও চাই, প্রীতিও চাই; ভক্তি প্রীতি একত্রে না মিলিলে পতিপ্রাণতা জন্মে না। স্বামীকে ভক্তিও করিবে, প্রীতিও করিবে।

এইরূপে, প্রত্যেক ভক্তির পাত্রকে ভক্তি করিতে পারিলেই রমণী-হৃদয় বিনীত

স্নিগ্ধ ও সুকুমার হইতে পারে। কর্কশতা বা উদ্ধত স্বভাব নারীজাতির পক্ষে বড়ই অস্বাভাবিক। ভক্তি-ভাবের সম্প্রসারণেই তাহা দূর হইতে পারে। ইউরোপীয় "সাম্য" ভাবের আন্দোলনে এ দেশে অনেকের মস্তিষ্ক কিছু বিকৃত হইয়াছে, সেই জন্যও ভক্তির বিষয়ে এ কয়টী কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্বদেশীয়া ভগিনি! তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।

(ক্রমশঃ)

# পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

( ৩৬৬ সংখ্যা—৭১ পৃষ্ঠার পর )

## চক্ষুরোগ

১। করবী পাতার রস চক্ষুতে ফুট দিলে চক্ষু উঠা নিবারিত হয়।

২। অর্দ্ধ ছটাক গোলাপ জলে ২।৩ রতি ফট্‌কিরি দ্রব করিয়া তদ্দ্বারা বার বার চক্ষু প্রক্ষালন করিলে চক্ষু উঠা আরোগ্য হইয়া যায়।

৩। সজিনা পাতার রস তাম্রপাত্রে মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে অল্প ঘৃত মিশাইয়া চক্ষে লেপ দিলে, চক্ষুর শোথ, কণ্ডু, বেদনা ও জলস্রাব নিবারিত হয়।

৪। টাটকা গোমূত্রে নারিকেলফুল বাটিয়া চক্ষুর চারি দিকে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়।

৫। তিন চারি দিন সন্ধ্যাকালে ২।৩ ফোঁটা পানের রস চক্ষের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া, কিছুক্ষণ পরে শীতল জলে চক্ষু ধৌত করিলে, রাতকাণা দোষ আরোগ্য হয়।

৬। সুমিষ্ট ডালিমের রস শিশিতে পূরিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া, চক্ষুতে দিলে নানাবিধ নেত্ররোগ নষ্ট হইয়া চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়।

৭। নূতন সরায় কাটখড়ি ও হরিদ্রা ঘসিয়া চক্ষুতে দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়। হরিদ্রামাখান বস্ত্রখণ্ড দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদিত রাখা হিতকর।

৮। পাঁটার মেটে ভাজিয়া দিনকতক আহার করিলে রাত্র্যন্ধতা ভাল হয়।

৯। মনঃশিলা, নাভিশঙ্খ, পিপুল ও রসাঞ্জন সমভাগে লইয়া মধু সহ মর্দ্দনপূর্ব্বক বাতি করিয়া গব্য ঘৃত সহ লৌহপাত্রে ঘর্ষণ করিবে, পরে প্রদীপের শিখায় ঐ লৌহপাত্র ধরিয়া রাখিলে যে অঞ্জন প্রস্তুত হইবে, তদ্দ্বারা শিশুদিগের চক্ষুর জলস্রাব, শোথ, রক্তিমতা ইত্যাদি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

১০। শিশুদিগের চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে, প্রসূতির কিঞ্চিৎ স্তনদুগ্ধ ৪।৫ দিন প্রাতে প্রদান করিলে আরোগ্য হয়।

১১। পাতিলেবুর শিকড় উহার রসে বাটিয়া চক্ষুর নীচে প্রলেপ দিলে চক্ষু-উঠা ভাল হয়।

১২। প্রস্তরময় পাত্রে স্তনদুগ্ধে হরিতকী ঘসিয়া সন্ধ্যার সময় চক্ষুতে অঞ্জন দিবে এবং প্রাতে ২।১ বার পানের রসে বটের কচি পাতা বাটিয়া চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ দিবে। ৬।৭ দিন এইরূপ করিলে রাত্র্যন্ধতা আরোগ্য হয়।

১৩। শ্বেত পুনর্ণবার মূল ও হরিদ্রা একত্র ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে কদাচ চক্ষুতে কোনও রোগ জন্মিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

# কৃষিবিষয়ক নানা কথা।

## ধান্য।

(দ্বিতীয় পত্র)

আমন ধানের মধ্যে কতকগুলিকে ছোট্‌না বাগড়ে কহে। তাহা আশু ধান্যের গাছের ন্যায়। বিলকাঁদুড়ে, চাতাল ও কুড়ি ক্ষেত্রে ঐ ধানের আবাদ হইতে পারে। ক্ষেত্রে অন্যূন অর্দ্ধহস্ত এবং অনধিক তিন হস্ত পরিমাণে জল দাঁড়াইলেই উহার আবাদ চলিতে পারে। যদিও জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ গাছের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তথাপি ক্ষেত্রের জল তিন হস্তের অধিক বৃদ্ধি পাইলে ঐ ধান জলে পচিয়া যায়। সুতরাং কৃষককে কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া ঐ ধানের আবাদ করিতে হয়। ঐ সকল ছোট্‌না বাগ্‌ড়ের নাম; যথা, কোঁকো, ডেঙ্গাকুড়ি, কার্ত্তিকে ডেপু, দুধনাড়ী, কুঁচে, রোয়াকেলে, ডহরনাগরা, মেঘলাল, আঁধারমাণিক, দেবমুনি, আয়দা ইত্যাদি।

বাগ্‌ড়ে আমনের আর কতকগুলির নাম বরাণ। উহাদের প্রকৃতিতে পরমেশ্বরের অপার কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। ঐ সকল ধান্য জলমগ্ন হইয়াও আপনাকে জীবিত রাখিয়া জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে পারে। উহাদের মধ্যে কোন কোন ধান বিশ হাত জলের উপর ভাসিতে সমর্থ হয়। যে ক্ষেত্রের জলের উচ্চতা যেরূপ হয়, সেই ক্ষেত্রে রোপণ করিবার উপযুক্ত ধান উহাদের মধ্যে আছে। আমরা ক্রমশঃ তাহা বিবৃত করিতেছি। উহাদের মধ্যে কৃষ্ণকলি, মুক্তাহার, ছোটদীঘে, বড়দীঘে, নেতা, ধলি, পিত্তরাজ, কেয়ারশালী, ফুল আমলা, পুদি, কলমা, ন্যাপো, লাল কানাই, মেহেরফল, হাসবত, কালবয়রা, পানত্রাস, মেঘি ইত্যাদি। বর্ষাবারি কি বন্যাবারি দ্বারা

পূর্ণ বিলান জমি, অথবা বিলাদি জলাশয়ের রই ভিন্ন অন্যবিধ ক্ষেত্রে ঐ ধান ভাল হয় না। উহার মূলে অল্প মাত্রায় জল বদ্ধ হইলে বিশেষ উপকার হয় না। অন্যূন দুই তিন হাত জলের উপর না ভাসিতে পাইলে উহার স্ফূর্ত্তি হয় না। হঠাৎ অতিবৃষ্টি হইয়া, কি নদীর বন্যা আসিয়া ঐ ধান্যের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে জল জমিয়া গেলে উহার অনিষ্ট হয়। নচেৎ ক্রমে ক্রমে জল বাড়িলে উহার কোন অনিষ্ট হয় না। ক্ষেত্রের জল যদি ঘোলা না থাকে এবং বিলক্ষণ রৌদ্রের দীপ্তি পায় ও সেই কালে ঝড় তুফান না থাকে, তাহা হইলে ঐ ধান ২।৩ হাত জলের নিম্নে থাকিয়া পাতা ফেলে এবং অল্প দিনের মধ্যে জলের উপর জাগিয়া উঠে।

বাগ্‌ড়ে বরাণ ধান্যের প্রকৃতিতে বিশ্বস্রষ্টার কিরূপ সৃষ্টিকৌশল নিহিত আছে, তাহা দেখাইবার কথা আছে। বিশিষ্ট প্লাবন ব্যতীত এই ধান্য জন্মে না। বিল বা অন্যবিধ জলাক্ষেত্রের কিনারা হইতে রই পর্য্যন্ত জলের গভীরতা নানাবিধ অর্থাৎ দুই এক হস্ত হইতে বার চৌদ্দ হস্ত পর্য্যন্ত হওয়া সম্ভব। ঐ বিভিন্ন প্রকার জলাক্ষেত্রে জন্মিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার ধান্য আছে। যেখানে দুই হাত পরিমিত জল, সেখানে কার্ত্তিক ডেপু নামক ধান জন্মে। যেখানে তিন হাত জল, সেখানে দেবমুনি ও দুধনাড়ী নামক ধান হয়। এইরূপ জলের পরিমাণ চারি হাত হইলে কৃষ্ণকলি; পাঁচ হাত হইলে, ছোটদীঘে ও বড়দীঘে; ছয় হাত হইলে, নেতো ও ধলি; সাত হাত জল হইলে, পিত্তরাজ; আট হাতের ক্ষেত্রে মুক্তাহার ও কেয়ার শাল; নয় হাত জল হইলে, হাসবত এবং দশ হাত জল হইলে, কালবয়রা ইত্যাদি ক্রমে জন্মিয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে আধ হাত তিন পোয়ার অধিক জল বাঁধে না, তাহাতে ডেঙ্গাকুড়ি, কেঁকো, আঁধারমাণিক ও আয়দা ধান জন্মিয়া থাকে। জলাক্ষেত্রের অবস্থাভেদে যে কত প্রকার ধান জন্মিয়া থাকে, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। কৃষকেরা অনুমান করেন, উহার সংখ্যা সহস্রাধিক। আমাদেরও এ কথায় অবিশ্বাস হয় না। উপরি-উক্ত প্রণালী সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত না হইলেও যাহা লিপিবদ্ধ করা গেল, আমাদের ভরসা হয়, এতৎপাঠে কৃষকের উপকার হইতে পারে। ঐ সকল ধানের প্রায়ই "দেমুট" বুনানি হইয়া থাকে। "দেমুট" বুনানি কাহাকে বলে, তাহা পরে বলিব।

অনেক স্থলে বরাণ ধানের "বাওড়া" বুনানি হয়। একেবারে বপন হইতে ধান জন্মে, রোপণের প্রয়োজন হয় না, তাহাকে "বাওড়া" কহে। বিলান জমি জ্যৈষ্ঠ মাসের জলে প্রায়ই ডুবিয়া যায়। যে বার না ডুবে, সেই বারই উহাতে ধান পাওয়া যায়।

"হাতে কাটা, বাধে বিশ।"

কৃষকেরা এই প্রবাদ স্মরণ করিয়া ঐরূপ জমিতে ধান করে। উহাতে দুইবারের অধিক চাষ দিতে হয় না। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়

মাসের বন্যায় জলমগ্ন না হইয়া যদি ঐ ধান একবার জলের উপর ভাসিয়া উঠে, তবে আর উহার বিনাশ নাই। জলজ বন বা শৈবালাদিতে উহার হানি করিতে পারে না। বিঘা প্রতি উহার বীজ পরিমাণে ১০।১২ সেরের অধিক নহে। কাটিবার সময় উহার গোড়া কাটিবার সুবিধা হয় না, আগা হইতে এক, কি দেড় হাত কাটিয়া লয় এবং উহা মাড়াই করিলে পরিস্কার ধান্য পাওয়া যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে ছোটনা বাগ্‌ড়ের বীজ ও আশু ধান্যের বীজ সমপরিমাণে বপন করা হয়, তাহাকে "দ্বেমুট" বুনানি কহে। এই প্রণালীর বিশেষ লাভ এই, বৎসর ভাল হইলে, উভয় ধান্যই অধিক পরিমাণে ফলে। কিন্তু আউশ ধানের পোয়াল বা বিচালি নষ্ট হইয়া যায়। কারণ আউশ ধান যখন পাকে, তখন আমন পাকে না, সুতরাং আউশ ধানের গোড়া কাটিবার উপায় থাকে না, কেবল শিষ কাটিয়া লইতে হয়। এইরূপে যে ক্ষতি হয়, পোয়াল পচিয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া তদপেক্ষা অধিক লাভ হয়, কেননা আমন কাটার পর ঐ ক্ষেত্রে প্রচুর হরিৎখন্দ জন্মে। ছোট্‌না বাগড়ে রোপণপ্রণালীতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ময়মনসিং অঞ্চলে যে সকল ধান্য জন্মে, তাহাদিগকে পুরবী ও মুগী কহে। বালাম, বাখরগঞ্জ ও বরিশাল প্রদেশে উৎপন্ন হয়। শ্রীহট্ট প্রদেশে এক প্রকার ধান্য জন্মে, তাহার নাম হরিনারায়ণ, উহা অতি উৎকৃষ্ট।

এ দেশে আর এক প্রকার ধান্যের আবাদ হইয়াছে, তাহার নাম কারোলিনা। উহা উত্তর আমেরিকার কারোলিনা প্রদেশ হইতে আনীত, উৎপত্তিস্থানের নাম অনুসারে ঐ ধান্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার চাষ আবাদের বিশেষ সুবিধা এই যে, বৎসরের মধ্যে উহার ক্ষেত্রে দুই বার ধান ফলে। এক বার অগ্রহায়ণ মাসে পাকে। কিঞ্চিৎ গোড়া রাখিয়া ধান কাটিয়া লইয়া ঐ গোড়ায় একবার জল সিঞ্চন করিতে হয়। সিঞ্চনের কিছুদিন পরে প্রত্যেক গোড়ার চারি পাশ হইতে বহুসংখ্যক বোগ বাহির হইয়া তাহাতে উৎকৃষ্টরূপে ধান্য ফলে। উহা মাঘ ফাল্গুন মাসে পাকিয়া উঠে। কারোলিনার চাষ আবাদের বিশেষ বাহুল্য নাই।

আমরা এই প্রবন্ধের ধান্য প্রকরণে "বোরো" ও "জলি" নামে আর দুই প্রকার ধানের নাম করিয়াছি। এই স্থলে তাহাদেরও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক। বোরো ধান্য অন্যান্য ধান্য হইতে নিকৃষ্ট হইলেও উহার দুইটী বিশেষ গুণ আছে। উহা বার মাসই জন্মে এবং উহার ফলন সকল ধান হইতে অধিক। বোরো বিঘা প্রতি ষোল মণেরও অধিক ফলিয়া থাকে। উহা সর্ব্বত্র একই প্রকার। উহার ছোট্‌না, বরাণ ইত্যাদি কোন প্রকারভেদ নাই। উহার গাছ দুই কি আড়াই হাতের অধিক উচ্চ হয় না।

বোরোর স্বাভাবিক বর্ণ কৃষ্ণ ; কিন্তু কথন কথন উহা শ্বেতবর্ণও হইয়া থাকে। এক শিষে শ্বেত ও কৃষ্ণ, উভয় বর্ণই লক্ষিত হয়। উহার অন্ন ভাল সিদ্ধ হয় না, আউস চাউলের অন্নের ন্যায় খস্‌খসে হয়। উহার আবাদ বপন ও রোপণ এই উভয় প্রণালীতেই হইয়া থাকে। বিল,পুষ্করিণী বা অন্যবিধ জলাভূমির মধ্যে যে সকল কর্দ্দম-ময় ক্ষেত্র থাকে, তদ্ভিন্ন অন্যবিধ ভূমিতে রোয়া বোরা জন্মে না। উহার রোপণ-প্রণালী আমনেরই ন্যায়, কেবল আমন অপেক্ষা বোরোর গুছিতে চারা কিছু বেশি থাকা আবশ্যক, এবং উহার রোপণও কিছু ঘন ঘন হইয়া থাকে। উহার বীজ প্রস্তুত-করণে ও ক্ষেত্রের চাষ আবাদে কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা যথাস্থলে বলিব। বপন দ্বারা যে বোরো ধান্য জন্মাইতে হয়, তাহা কুড়ি ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে জন্মে না। আশু ধান্যের রীত্যনুসারে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে উহা বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি ।৬ সের বীজ লাগে। রোপণের বীজ ৵৪ সেরের অধিক লাগে না। বোরোর সহিত আশু ধান্যের একটু সম্বন্ধ দেখা যায়। বোরোর বীজাভাব হইলে "সুনিকেলে" নামক আশু ধানের বীজ পাতিয়া রোপণ করিলে তাহা হইতে উত্তম বোরো ধান্য জন্মে। কেহ কেহ বলেন, আশু হইতেই বোরোর উৎপত্তি। আমাদের বিবেচনায় বোরো ধানই উচ্চ ভূমিতে উপ্ত হইয়া চাষ আবাদের প্রভাবে রূপান্তর ও গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া "সুনিকেলে" নামক আশু ধান্য জন্মিয়াছে। বোরোর আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, যে সকল বোরো চৈত্র মাসে পাকে, তাহা কাটার পর গোড়া হইতে কারোলিনা ধানের ন্যায় বোগ বাহির হইয়া ২।২॥ মণ ধান জন্মে। ঐ সকল বোগকে "কেচেটি" কহে। "কেচেটির" অন্য কোনরূপ আবাদ করিতে হয় না।

জলি, এক প্রকার পৃথক্ ধান্য নহে। উহা ছোট্‌না আশুরই প্রকারান্তর মাত্র। চির-জলার্দ্র ভূমিতে জন্মে বলিয়া উহাকে জলি কহে। জলি ধানের ভূমি ও চাষ আবাদ একটু গোলমেলে। পঙ্কিল ভূমি কিঞ্চিৎ উচ্চ হইলে তাহা কঠিন হইয়া উঠে। এই পঙ্কিল ভূমির একদিকে উচ্চ ভূমি ও আর দিকে জলাশয়। উচ্চ ভূমির রস চোয়াইয়া ঐ পঙ্কিল ক্ষেত্রে আইসে এবং নিকটে জলাশয়ের অবস্থান প্রযুক্ত তথায় উত্তাপেরও তাদৃশ প্রাদুর্ভাব হয় না। সুতরাং ঐ পঙ্কিল ভূমি চিরকালই আর্দ্র থাকে। ঐরূপ ভূমিতে বিঘা প্রতি ।২ সের হিসাবে ছোট্‌না আশুর বীজ বপন করিলেই স্বাভাবিকরূপে চারা বাহির হইয়া ধান্য জন্মে। তাহাকেই জলি ধান কহে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে উহার বুনানি হয় ও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে উহা পাকিয়া উঠে। জলির পাক নামি হইলে প্রায়ই নদী বা বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়। বাঁধ দিয়া নদীর জল নিবারণ করিতে পারিলেও আকাশ ভর্ণা নিবারণ করা দুঃসাধ্য। বিদা ভিন্ন আর সকল চাষই আশু ধান্যের

ন্যায়। জলির ক্ষেত্র পঙ্কিল বলিয়া উহাতে বিদা চলে না। উহার আবাদ বোরোর ন্যায় বপন ও রোপণ উভয় প্রণালীতেই হইয়া থাকে। মাঘের শেষে বা ফাল্গুনের প্রথমে বীজ পাতিয়া ফাল্গুনের শেষে বা চৈত্রের প্রথমে চারার গুছি রোপণ করিতে হয়। উপ্ত ও রোপিত উভয় বিধ ধান্যই এক সময়ে পাকে। বসন্ত ঋতুর বাতাস না পাইলে উহার গাছ তেজস্বী হয় না। নদীতে জোয়ারের জল যত দূর উঠে এবং ভাঁটার সময় উহার জল যতদূর নামিয়া পড়ে, এই উভয় সীমান্তর্গত পললময় ক্ষেত্রেও জলির আবাদ হইয়া থাকে।

"ত্বরা আশু" নামে আর এক প্রকার ধান্য আছে। উহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ত্বরা, মুকো, ঝাটি ও নেওয়ালি। এই ধানের সকল প্রকার সত্বর পরিপক্ক হয় না এবং উহা আশু ধান্যের মধ্যেও পরিগণিত নহে; তথাপি উহার নাম "ত্বরা আশু"। ইহার রোপণ ভিন্ন বপন প্রথা প্রচলিত নাই; কারণ উহা রাঢ়ি অঞ্চলের ন্যায় কুড়ি প্রভৃতি জলাভূমিতে জন্মে, তথায় বিদা চালাইবার সুবিধা হয় না। বিদা ভিন্ন উপ্ত ধান্যের চারা তেজস্বী হয় না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ পাতিয়া জ্যৈষ্ঠের শেষ ও আষাঢ়ের প্রথম এই এক মাসের মধ্যে উহা রোপণ করিতে হয়। ৵৫ পাঁচ সের বীজে এক বিঘার রোপণকার্য্য শেষ হইতে পারে। ত্বরা ভাদ্র মাসে পাকে, মুকো ও ঝাটি আশ্বিন মাসে এবং নেওয়ালি কার্ত্তিক মাসে পাকে। দার্জিলিং অঞ্চলে শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে উহা দুই প্রকার হয়। তত্রত্য অধিবাসিগণ উহাকে "ভাদুই" ধান্য কহে। ঐ অঞ্চলের কৃষ্ণবর্ণ ধান গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া অন্যান্য ধান্যের ন্যায় শিষের আকার ধারণ করে না, গর্ভমধ্যেই পাকিয়া যায়।

বঙ্গদেশ ও পশ্চিমাঞ্চলে শ্যামা, চিনে, কাউন বা ভুরো, মাতুয়া, শেয়াললেজা, কোদো প্রভৃতি আরও কয় প্রকার ধান্যজাতীয় শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা অতি অল্পায়াসেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ সকল শস্যের বীজের আকার প্রায় গোল এবং চাউল প্রায় খুদের ন্যায়। উহা গো, মহিষ ও পক্ষিগণের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। তবে উহার মধ্যে কোন কোন শস্য নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তিগণও আহার করিয়া থাকে। গো মহিষগণকে উহাদের শস্য না খাওয়াইয়া ঘাসরূপে গাছ খাওয়ান হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কোদোর বীজ গোরুকে খাওয়াইলে তাহাদের ঘোর লাগে।

কখন কখন আশু ধান্যের ক্ষেত্র নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে ধান ফলে না। ঐ সকল ক্ষেত্রে ২।৩ বার চাষ দিয়া ঐ সকল শস্য বপন করিতে হয়। বপনের পর আর কোন চাষ আবাদের প্রয়োজন হয় না। তবে কোন কোন শস্যে ২।১ পালা বিদে বাঁশী দিতে হয়। তাহা এই স্থলেই বলিতেছি।

ভুরো বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিলে

শ্রাবণ ভাদ্রে পাকে। বীজ ⁄১ এক সের ⁄১। পাঁচ পোয়ার অধিক লাগে না। বপনের পর দুই পালা মই দিতে হয়। কোদোর চাষ আবাদ ও বীজ পরিমাণে ঐরূপ। ইহারও শীষ বাহির হয় না, গর্ভমধ্যে পাকিয়া থাকে। শেয়ালল্যেজার শীষ ঠিক্ শৃগাল-লাঙ্গুলবৎ; চাষ আবাদ ঠিক্ ভুরোর ন্যায়। মাতুয়াতে মদ্য প্রস্তত হয়; এজন্য পার্ব্বতীয় প্রদেশে অতি আদরে উহার চাষবাস হইয়া থাকে। উহার চাষ আবাদ আমন ধানের ন্যায় বপন ও রোপণ উভয় প্রণালীতে হইয়া থাকে।

হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত চীনার বুনানি হয়। বুনানির পর ষাইট দিনের মধ্যে পাকিয়া উঠে। বীজের পরিমাণ ⁄১ এক সের ⁄১। পাঁচ পোয়া

# বিজলী সখী।

মরতে এ ঘন তমসায়,
আয় মোর্ রাঙা দিদি আয়;
নব ঘন-ঘটা ছাড়ি,
আয় রাণি, মোর বাড়ী,
ব'সে থাকি দুই বোনে গলায় গলায়;
তুমি রাঙা, আমি কালো,
মিলিলে মানাবে ভাল,
উজলে সোণার চিক্ রেশমী ফিতায়!
আয় মোর রাঙা দিদি আয়!

২

অই দিব্য হাসিমাখা মুখ,
মাখা যেন ত্রিদিবের সুখ;
আঁধার আঁধার পর
ঘন আঁধারের স্তর,
আঁধারে আঁধারে নাহি ফাঁক একটুক!
তুমি ভেদি সে আঁধার,
হাসাইলে ত্রিসংসার,
এতই আনন্দে ভরা দেবতার বুক!

তোমার ও স্বরগের হাসি,
আমি ভাই, বড় ভালবাসি,
কেমন বিভল-পারা,
হ'য়ে পড়ি মাতোয়ারা,
মরমে বাজিয়া ওঠে মল্লারের বাঁশি!
যদি বল ব্রজনাদে,
বালক সভয়ে কাঁদে,
যদিও মানব-হিয়া চমকে তরাসি,
তবু দেখ, পূজিবারে
অসি-করা শ্যামা মা'রে,
কত আয়োজন করে ধরাতল বাসী,
পবিত্রতা বীরতায় কে না অভিলাষী?

৪

তাই, দেবী, তোমারে হেরিয়া,
যায় বিশ্ব পুলকে গলিয়া!
শ্যামল তরুর মূলে
শিখী নাচে পাখা খুলে,
আবাহন করে ভেক শাঁখ বাজাইয়া;

চাতক মহান্ স্বরে,
তোমারে বন্দনা করে,
বসুধা সহস্র প্রাণে উঠে উথলিয়া !

৫

চিরকাল কালো মেঘে বাস,
আকাশেরও কালিমা বাতাস ;
সবি হেন কালো কালো,
তবু তব রূপে আলো,
খনির আঁধারে যথা মণির বিকাস !
আমি তো কনক-লতা !
বুঝি না এ সব কথা,
তুমি কে অমৃতময়ী, অমৃত নিশ্বাস ?

৬

শুনিয়াছি বজ্রের অনলে,
তব হৃদি চিরদিন জ্বলে !—
কে জানে বিধির আশ,
পদ্মবনে ফণি-বাস !
সুন্দর চন্দ্রমা কেন রাহুর কবলে ?
অথবা পরশে তব,
বজ্র, মহাবজ্র, সব,
শীতল তুষার যথা হিমাচল-তলে !

৭

যতক্ষণ তব বুকে রয়,
ততক্ষণ বজ্রে কিবা ভয় ?—
কিন্তু হায়, কি অদ্ভুত,
হ'লে ও হৃদয়-চ্যুত,
অনল উগারে বাজ মহামৃত্যুময় !
শঙ্করে পরশি যথা,
কালকূট সুধা—তথা
তোমারে পরশি বজ্র স্নিগ্ধ, সুধা হয় !

এস দেবি, ভূতল উপরে,
মানবের অগ্নিময় ঘরে ;
তোমার অমিয় বা'য়
লাগিয়া বিষাক্ত গায়,
হাসুক মলয়ানিল শুষ্ক বন-পরে !
হোক্ বজ্রানল শান্তি,
যা'ক্ হাড়ভাঙ্গা শ্রান্তি,
বহুক পীযূষধারা প্রাণের ভিতরে !

৯

দেবী তুমি স্বরগ শোভনা,
জান না তো নরের বেদনা !
কি কহিব সুরেশ্বরি,
সদা মোরা বেঁচে মরি,
নীরবে শুকায় কত পবিত্র কামনা !
কি শুনিবে বিধুমুখি,
শত সুখে মোরা দুখী,
সদাই নিরাশা আনে মরণ-যাতনা !

১০

তাই ডাকি, মরতে আসিয়া,
এ বেদনা দাও ভুলাইয়া ;
নিয়ে হাসি মুখখানি,
যদি কাছে এস রাণি,
প্রাণের জ্বলন্ত বহ্নি যাইবে নিভিয়া !
দাও দেবী, এই বর—
অভাগা অধম নর
তোমারি মতন হাসি, উঠুক হাসিয়া !
অমনি পবিত্র আলো,
তাদেরো মরমে ঢালো,
পাপ, তাপ, মলিনতা, যাউক মুছিয়া !
শান্ত যাহে বজ্রানল

দাও সেই হৃদি-তল,
মানবে দেবতা হ'তে দাও শিখাইয়া !
তোমারি বাতাসে ধরা,
হউক অমিয়-ভরা,
নরের অমর প্রাণ উঠুক জাগিয়া !

১১

মরতের আঁধারের ছায়,
আয় মোর রাঙা দিদি আয় !
শ্যাম জলধরে ছাড়ি,
এস সখি, মোর বাড়ী,
প্রীতির অঞ্চলে মম, বসা'ব তোমায় ;
এ জগতে রাঙা কালো,
চিরকাল মিলে ভাল,
শিবের সোণার আভা শ্যামা মা'র গা'য় !
আয়, মোর দিদিমণি ! আয়।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

# গ্রীক পুরাণ।

( ৩৬৬ সংখ্যা ৭৫ পৃষ্ঠার পর )

দেব, দেবী, দৈত্য, পরী এবং অসংখ্য অসুর পরিবার লইয়া স্বর্গরাজ ক্রণস্ ( শনি ) রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ভগিনী রিয়ার সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়া অনেকগুলি দেব দেবী উৎপন্ন হয়। স্বর্গ-রাজের সন্তান বলিয়া অন্য দেবতাদিগের উপর তাঁহাদের প্রাধান্য। তিনটী কন্যার নাম হেষ্টিয়া বা বেষ্টা, ডেমিটার বা সিরিস ( লক্ষ্মী ) এবং হীরা বা জুনো। তিনটী পুত্রের নাম হেডস বা প্লুটো ( যমরাজ ), পোসাইডন, নেপচুন ( বরুণ ) এবং জিয়স ( ইন্দ্র ) ; জিয়স সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও বুদ্ধি ও পরাক্রমে সকলের শ্রেষ্ঠ। এই সন্তানগণ অনেক কষ্টে জীবন লাভে সমর্থ হন। ক্রণস্ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়াছিলেন যে, তিনি যেমন তাঁহার পিতা ঔরেনস্‌কে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার এক সন্তান তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবে। ক্রণস্ সেই জন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গ্রাস করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার পত্নী রিয়া পিতামাতার ( ঔরেনস ও গায়া ) সহিত পরামর্শ করিয়া একটী কৌশল অবলম্বন করেন, তাহাতেই কনিষ্ঠ সন্তান জিয়সের প্রাণরক্ষা হয়। ইহাঁর জন্মমাত্র ক্রণস্ ইহাঁকে গ্রাস করিতে আইসেন, কিন্তু সন্তানের পরিবর্ত্তে বস্ত্রাবৃত এক খণ্ড প্রস্তর তাঁহাকে দেওয়া হয় এবং তিনি তাহাই গ্রাস করিয়া ভ্রমে মনে করিলেন কনিষ্ঠ সন্তানকেও উদরস্থ করিয়াছেন। এ দিকে দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় জিয়স্‌কে স্থানান্তরিত করিয়া ক্রীট দ্বীপের আইডা পর্ব্বতে রাখা হয়। তিনি সেখানে জঙ্গলের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত

হইয়া উঠেন। তিনি এক দিন পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া কৌশলক্রমে তাঁহাকে কবলিত প্রস্তরখণ্ড* বমন করিতে বাধ্য করেন, এবং ক্রণস্ ক্রমে ক্রমে পাঁচটী সন্তানকেও উগারিয়া বাহির করেন। আপনার ভাই ভগিনীদের সহায়তায় জিয়স পিতৃরাজত্ব পর্য্যুদস্ত করিয়া নূতন দেবরাজ্য স্থাপনে স্থিরসঙ্কল্প হন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রণস্ এবং তাঁহার ভাই ভগিনী অসুরদল এক দিকে, জিয়স এবং তাঁহার ভাই ভগিনী ও ক্রণসের বিপক্ষ কতকগুলি প্রাচীন দেবতা অন্য দিকে। মিত্র-সৈন্যদিগের প্রধান ষ্টিংক্স দেবী ও তাঁহার ৪ পুত্র; ৩জন সাইক্লপ্স (এক চক্ষু দানবী), ইহারা ইন্দ্রের জন্য বজ্র প্রস্তুত করেন; এবং তিনটী হিকাটচারীস (শতত্বচী), ইহারা অমিতবলে দেবপক্ষ সমর্থন করে। দশ বৎসর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। জিয়স সদলে অলিম্পস্ পর্ব্বতে এবং দানবেরা অথ্রিস পর্ব্বতে সেনানিবেশ করেন। প্রকৃতিরাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। ওসেনস্ এই যুদ্ধে কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিলেও দূর হইতে ইহার কোলাহলে ও ঘাত-প্রতিঘাতধ্বনিতে অস্থির হন, গায়া ও পণ্টসেরও সেই অবস্থা হয়। জিয়সের বজ্র ও শতত্বচীদিগের নিক্ষিপ্ত পাহাড় পর্ব্বত-খণ্ডের তাড়নে অবশেষে দানবেরা পরাভূত হইয়া টারটেরসে (পাতালপুরীতে) প্রবিষ্ট হয়। ক্রণস প্রভৃতি এই অন্ধকারাগারে চিরদিনের জন্য বদ্ধ হন, নেপচুন ইহার চারি দিকে বিশাল পিত্তলের প্রাচীর গাঁথিয়া দেন এবং তিনটী শতত্বচী দিক্পালের ন্যায় তাহাদের প্রহরীরূপে স্থাপিত হয়। ওসেনস্ দেবতাগণের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই বলিয়া দণ্ড হইতে অব্যাহতি পান। আয়াপ্টস অসুর স্বপুত্র মিনিসিয়সের সহিত কারাবদ্ধ হয়। তাহার অন্য পুত্র আট্লাসের উপর এই দণ্ডাজ্ঞা হয় যে, সে জগতের পশ্চিম প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গমণ্ডলকে মস্তকে ধারণ করিয়া থাকিবে। জিয়স আর এক শত্রুকে পরাজয় না করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজত্ব লাভ করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধা গায়া সন্তানপ্রসবে ক্লান্ত নহেন। তিনি পূর্ব্বে ঔরেণস ও পোণ্টসকে যেমন বিবাহ করিয়াছিলেন, এখন সেইরূপ টার্টেরসকে বিবাহ করিলেন। টাইফিয়স নামে এক মহাদৈত্য গায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিল। ইহা দ্বারা দেবরাজ্যের সমূহ উপদ্রব হইত। কিন্তু জিয়স বজ্রাগ্নিতে তাহাকে অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া পাতালপুরীতে বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

(ক্রমশঃ)

* এই প্রস্তরখণ্ড ডেলফি মন্দিরে স্থাপিত হয় এবং গ্রীকেরা অনেক কাল ভক্তিভাবে ইহার পূজা করিতেন।

# গৃহীর ধর্ম্ম।

প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আত্মজ্ঞান লাভ করা। আত্মজ্ঞান লাভ না করিলে আত্মার অন্তরতম পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। একটী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিল, আর একটী পশু জন্মগ্রহণ করিল। দুইটীর পৃথিবীতে জন্ম হইল বটে, কিন্তু পশুর জীবন কেবল আহারবিহারে পর্য্যবসিত হইল, আর মনুষ্যের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম্ম ভাব সকল প্রস্ফুটিত হইল, সেই সঙ্গে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের পথও প্রশস্ত হইল। মানবহৃদয়ে প্রেয় ও শ্রেয়ঃ, পশু ও দেবভাবের অহরহঃ তুমুল দ্বন্দ্ব চলিল, একজন তাহাকে আপাত-মনোরম বিষয়ভোগ সকলে সবলে আকর্ষণ করিতেছে, আর একজন শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। সেই পথই ঈশ্বরে যাইবার পথ, যে পথে শ্রেয়ঃ যাইতে বলিতেছে। জ্ঞান ও ধর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল না করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সমস্ত মনুষ্য যদি গৃহী না হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিত, তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হইত না; তাই করুণাময় পরমেশ্বর মায়ার বন্ধন করিয়া দিয়াছেন যে, মনুষ্য তাহা সহজে ছিন্ন করিতে পারেন না। সেই বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, বাল্যে পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনীতে পরিবৃত হইয়া জীবনের প্রাতঃকাল সুখে অতিবাহিত হইয়া যায়, এবং যৌবনের প্রারম্ভে জীবন-মধ্যাহ্নে বিবাহিত হইয়া দুইটী প্রাণ এক হইয়া যায়; তখন অর্দ্ধ পূর্ণ হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহাদিগের হাতে গুরুতর কর্ত্তব্য ভার দিবেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রাণে তাঁহার পালনী শক্তি যোগ করিয়া দেন। তখন এক দিকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের কঠোরতা, অপর দিকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল আপাতসুখকর; এই সময়ে দেবভাবের ও পশুভাবের জয়-পরাজয়ের সময় বড়ই শক্তির প্রয়োজন। তাই করুণাময় পরমেশ্বর যে দেব-শক্তি প্রাণে যোজনা করিয়া দেন, তাহাতে অপূর্ণ জীব পূর্ণ হয়। এই কর্ত্তব্যের টানে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সুখকর বস্তু হইতে আপনাকে নির্লিপ্তভাবে রাখিতে পারিল, সেই জিতিয়া গেল— সেই ঈশ্বরকে লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিবে। জীবন-সন্ধ্যাকালে প্রৌঢ়াবস্থায় মায়ার বন্ধন শিথিল হইতে থাকে, তখন প্রায়ই সাংসারিক কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। তাই ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ"।

আজীবন আত্মচিন্তা করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবে, পরে জীবন সন্ধ্যাতে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিতে পারিলে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে। জীবন-মধ্যাহ্নে যেমন

জীবনের প্রখরতা ভোগ করিতে হইবে, তেমনি জীবন-সায়াহ্নে সুশীতল শান্তিসুধা ভোগ করিতে পারিবে। মধ্যাহ্নে প্রখরতা ভোগ করিলে সায়াহ্ন-কালে তাহার ফল অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে। মধ্যাহ্নে যদি তুমি প্রেয়ের অনুগত থাকিয়া বিষয়-ভোগে উন্মত্ত থাক, তাহা হইলে জীবন-সায়াহ্নে অবসাদ ও আত্মগ্লানি এবং মৃত্যুকে লাভ করিবে। প্রিয়তমাকে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে ফেলিয়া পলায়ন করিবে। অতএব সাবধান! প্রেয়ের প্রলোভনে ভুলিও না। শ্রেয়ঃ তোমার পরলোকের সঙ্গী হইয়া পরলোকে তোমাকে আনন্দ-আলয়ে লইয়া যাইবে।

প্রভাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। দয়া ধর্ম্ম দুইটী এক-সূত্রে গ্রথিত জিনিষ; তুমি যদি দয়াকে অমূল্য রত্ন ভাবিয়া কণ্ঠে স্থান দাও, তাহা হইলে ধর্ম্মকেও লাভ করিবে। ভক্ত তুলসী দাস বলিয়া গিয়াছেন "দয়া ধরম্ কা মূল হ্যায়, নরকমূল অভিমান, তুলসী কহে দয়া মৎ ছাড়ো যাবৎ কণ্ঠা-গত প্রাণ।" দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণ সকল যাহাতে হৃদয় হইতে চলিয়া না যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। প্রেমময় পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া সকলকেই প্রেম করিবে। ক্ষুদ্র, মহৎ, ধনী, দরিদ্র সকলকেই সমানচক্ষে দেখিবে। প্রেম ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া নশ্বর জীবন দ্বারা পৃথিবীর অনেক উপকার হয়। নীতি ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মলাভ করা যায়। আগে নীতিশিক্ষা করিবে, তার পর ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে, তার পর আত্মজ্ঞান লাভ করিবে, তবে ঈশ্বর পাইবার উপযুক্ত হইবে। এইরূপে গৃহীরা মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। আর সন্ন্যাসীদের হৃদয়ে ঈশ্বর বৈরাগ্যকে প্রেরণ করেন, তাঁহারা তাহারই সাহায্যে ঈশ্বরকে লাভ করিয়া থাকেন। আমি প্রকৃত ধার্ম্মিকের কথাই বলিতেছি; ভণ্ডদের কথা পৃথক্। তাহারা এবং বিষয়ান্ধ সংসারীরা একই গতি প্রাপ্ত হয়।

ঈশ্বর স্ত্রীপুরুষ সৃষ্টি করিয়া দুই জনকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে সমান অধিকার দিয়াছেন বটে, কিন্তু দুই জনের কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন। যাহাকে যেরূপ কর্ত্তব্যের ভার দিয়াছেন, তাহাকে সেই সেই উপাদানে গঠিত করিয়াছেন। স্ত্রীলোককে দয়া মায়া কোমলতা করুণার আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়া-ছেন এবং পুরুষ মানুষকে শৌর্য্য বীর্য্য ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি, উৎসাহ উদ্যম প্রভৃতিতে গঠিত করিয়াছেন। ঈশ্বর যদি তাঁহার মাতৃভাব দ্বারা রমণীকে গঠিত না করিতেন, তাহা হইলে রমণী দ্বারা পৃথিবীর উপকার হইতে পারিত না। ঈশ্বর স্ত্রীলোকের হৃদয়ে মাতৃভাব কিয়ৎ পরিমাণে দিয়াছেন বলিয়া স্ত্রীলোকের দ্বারা জগতের এত উপকার সাধিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের হৃদয়ে এমন একটী গুণ আছে যে সহজে আপনাকে হারাইতে পারে। স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিলে আর কিছুরই দরকার হয়

না। রমণী যতদিন বিবাহিতা না হয়, ততদিন আপনাকে লইয়া থাকে। যখন করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার কোমলতার সহিত কঠোরতা, দয়ার সহিত কর্ত্তব্যবুদ্ধি, মায়ার সহিত জ্ঞানের যোজনা করেন, তখন সেই স্ত্রী পুরুষ দুইটী এক হইয়া পবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় আর অমনি আস্তে আস্তে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তখন আর স্ত্রীর আপনার কিছুই থাকে না, তার যা কিছু সমস্তই স্বামীর হইয়া যায়। ইহলোকের দেবতা স্বামীকে, পরলোকের দেবতা ঈশ্বরকে ভাবিয়া সে সংসারে কার্য্য করে। পবিত্র দাম্পত্যধর্ম্ম পালন স্ত্রীলোকের প্রধানতম—পবিত্রতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ক্ষুধিতকে অন্নদান, তৃষিতকে জলদান, আতুরের শুশ্রূষা করা রমণীর কর্ত্তব্য। স্বামী কি সন্তানের কাহারও রোগ হইলে রমণী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তদ্গতচিত্তে তাহারই শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকে এবং যতদিন আরোগ্য লাভ না ঘটে, ততদিন রোগীর সহিত রোগী হইয়া থাকে। তার পর রোগ আরোগ্য হইলে সে হৃদয়ে যে আনন্দ লাভ করে, তাহাই ঈশ্বরের প্রদত্ত পুরস্কার। যদি করুণাময় পরমেশ্বর স্ত্রীলোককে এই সকল ভাবের প্রস্রবণরূপে গঠিত না করিতেন, তাহা হইলে সংসার চলিত না। স্বামী যদি মন্দ হয়, আর স্ত্রী যদি ভাল হয়, তাহা হইলে সে ভাল স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া ভাল হইয়া যায়, আর স্বামী যদি ভাল হয়, কিন্তু স্ত্রী মন্দ হয়, তবে সে স্ত্রী স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া ভাল হইয়া যায়। কি গৃহী কি ঋষি সকলেই সকল কালে সকল সময়ে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন :—

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা
সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা
পতি-দেশানুবর্ত্তিনী।"

সেই স্ত্রী, যে পতিপ্রাণা, সেই স্ত্রী, যে সন্তানবতী, আর যে মন, বাক্য, ও কর্ম্মকে শুদ্ধ রাখিয়া পতির আদেশের অনুবর্ত্তিনী হইয়া থাকে।

"ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা
সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং
গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।"

ছায়ার ন্যায় অনুগত হইয়া, মনকে নির্ম্মল করিয়া প্রকৃত ভার্য্যা সখীর মত স্বামীর হিতকর্ম্মে নিযুক্তা থাকিবেন এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে গৃহকার্য্যে দক্ষতা লাভ করিবেন। তাহা হইলেই ইহলোকে সুখ শান্তি ভোগ করিয়া পরলোকে সুগতি লাভ করিবে। সংক্ষেপে এই গৃহীর ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মানুশাসনের অনুসরণ করিয়া সমুদায় জীবন অতিবাহিত করিলে নিঃসন্দেহ ঈশ্বর ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

# সন্ন্যাসী বাবার দল

ষোড়শ শতাব্দীতে যখন প্রথম জেম্‌স ইংলণ্ডের অধীশ্বর, তখন তিনি অশেষবিধ অন্যায় অত্যাচারে দেশবাসীদিগকে উৎপীড়িত করেন। ইহাঁরই কুদৃষ্টান্তের অনুসরণে ইহাঁর পুত্র প্রথম চার্লসের রাজ্যনাশ ও শিরশ্ছেদ হয়। রাজকোপ প্রথমে ধর্ম্মভীরু লোকদিগের উপরে পড়িয়াছিল। ইহার ফলে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য বিধানে আমেরিকার সভ্যতম যুক্ত-রাজ্যের পত্তন হয়। ইহা কিরূপে হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী নটিংহাম সায়ারে স্ক্রুবি নামে একটী ক্ষুদ্র নগর আছে। এই নগরে কয়েকটী শান্তপ্রকৃতি ধর্ম্মপরায়ণ লোক বাস করিতেন। তাঁহারা রাজবিধিবিহিত খৃষ্টানধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা ব্রুষ্টার (Brewster) নামে এক ভদ্র লোকের বাটীতে গোপনে মিলিত হইয়া উপাসনাদি কার্য্য করিতেন। রবিন্‌সন নামে এক জ্ঞানী ও সাধু লোক তাঁহাদের আচার্য্যপদে বৃত হন। রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগের গুপ্ত ধর্ম্মসাধনের সন্ধান পাইয়া বিধিমতে তাঁহাদিগকে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। মানুষের স্বদেশ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর, স্বদেশ অপেক্ষাও আবার ধর্ম্ম প্রিয়তর। এই ধর্ম্মাত্মাগণ ধর্ম্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে স্থির করিলেন বিদেশে গিয়া স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মযাজন করিবেন।

এই যাত্রীর দল ভবিষ্যতে "Pilgrim fathers" বা সন্ন্যাসী বাবার দল বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। ইহাঁরা প্রথমে একখানি জাহাজে দ্রব্য সামগ্রী লইয়া হলণ্ডে যাইতে উদ্যত হন, কিন্তু রাজ-সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী লুটিয়া লয় এবং বোষ্টন নগরের বাজারে তাড়াইয়া লইয়া আইসে; তথায় ইতর লোকেরা এই সাধু লোকদের উপরে যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করে। ইহার পরে তাঁহারা কয়েক সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া অনেক কষ্টে মুক্তিলাভ করেন।

পর বৎসর তাঁহারা পুনরায় পলায়নের চেষ্টা করেন। এবার অর্দ্ধেক লোক জাহাজে চাপিয়াছেন, আর অর্দ্ধেক লোক তীরে বোটে করিয়া আসিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে সৈনিক দল আসিয়া পড়িল। জাহাজের কাপ্তেন তাড়াতাড়ি জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। তীরস্থ সঙ্গীরা ধৃত হইয়া কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন। কিছু দিন পরে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারাও হলণ্ডে পলাইয়া আইসেন। আচার্য্য রবিন্‌সন হলণ্ডে তাঁহার মণ্ডলীস্থ সকল লোককে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

যাত্রিদল হলণ্ডে ১১ বৎসর কাল

অতিবাহন করেন, এবং নানাবিধ শিল্প-কার্য্যে অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া ওলন্দাজদিগের বিশ্বাস ও প্রীতিভাজন হন। সেই সঙ্গে তাঁহাদের বিলক্ষণ অর্থাগমও হইতে থাকে। ব্রুষ্টার সাহেব একটী ছাপাখানা খুলিলেন এবং স্বাধীনতা বিষয়ে অনেক পুস্তক প্রচার করিতে লাগিলেন। এই পুস্তক সকল দেখিয়া ইংলণ্ডরাজ জেম্‌স বড়ই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং ইংলণ্ডবাসীদিগের উপরে অধিকতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আরও কতকগুলি ইংরাজ এই যাত্রিদলের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন।

হলণ্ডে যাত্রিদলের উপর কোন রাজ-অত্যাচার ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে ধর্ম্মভাব ও স্বাধীনতা লইয়া তথায় আসিয়াছিলেন, তাহা সেই দেশবাসীদিগের সংস্রবে ম্লান হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। তাঁহাদের ভয় হইতে লাগিল পাছে তাঁহারা ওলন্দাজজাতির সহিত মিশিয়া এক হইয়া যান। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন আটলাণ্টিক মহাসাগরের পরপারে এক নূতন রাজ্য পত্তন করিবেন, এবং তথায় আপনাদিগের ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন।

১৬২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নূতন দেশে যাত্রা করিবার জন্য তাঁহারা সমুদ্রতীরে আসিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া ভজনা আরম্ভ করিলেন। একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ তাঁহাদের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তাহাতে একশতের অধিক যাত্রী ধরিল না। ইহাঁদের টাকারও অভাব; অনেক লোক পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন, তথাপি তাঁহারা ক্রন্দন ও প্রার্থনার সহিত সহচরদিগকে বিদায় দিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন "আমরাও কিছুদিন পরে তোমাদের অনুসরণ করিব।" আচার্য্য যাত্রীদিগকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়া বলিলেন "নূতন সত্যগ্রহণের জন্য তোমাদের মনকে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিবে।"

এই যাত্রিদল আমেরিকার নূতন ইংলণ্ড প্রদেশের স্থাপনকর্ত্তা। ইহাঁরা ইংলণ্ডের প্লাইমাউথ বন্দর হইতে ছাড়েন বলিয়া যে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, তাহার নামও প্লাইমাউথ রাখিলেন। ইহাঁরা সজলনয়নে অনেক দিন স্বাধীনভাবে ধর্ম্মযাজনের উপায় লাভার্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ইহাঁদিগের সরল ও কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। ইহারই ফল আমেরিকার বর্ত্তমান ধর্ম্ম-স্বাধীনতা—ইহারই ফল আমেরিকার বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গীণ মহোন্নতি।

———

# কতকগুলি সুমাতা।

৫ম সংখ্যা।

কোনও চরিত্রবান্ সাধু বলিয়াছেন "ব্যাকুলতা চরিত্র-গঠনের জন্য সম্পূর্ণ অনুকূল"। সন্তানের জন্য স্নেহময়ী মাতার প্রাণ যাদৃশ ব্যাকুল, আর কাহারও জন্য কাহারও প্রাণ তাদৃশ হয় না। ব্যাকুল-ভাবে দীনভাবে প্রার্থনা করিলে যে দয়াময় পরমেশ্বর প্রার্থিত বস্তু প্রদান করেন, তাহা এই ভক্তিমতী মহিলার জীবনে সুস্পষ্ট-রূপে প্রমাণিত হইতেছে। সহিষ্ণুতা নারীচরিত্রের প্রধান গুণ। ধার্ম্মিকা জননী প্রার্থনা ও সহিষ্ণুতা দ্বারা দুর্দান্ত পাপী সন্তানের জীবনে কিরূপ মহা-পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন, সুমাতার শাসন ও শিক্ষা কিরূপে সন্তানকে অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করে, এই মহিলা তাহার সম্পূর্ণ নিদর্শন।

মহানুভব সেণ্ট অগষ্টিনের জননী মণিকা দেবী ৩৩২ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকাখণ্ডের এক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর জনক জননী ধর্ম্মপরায়ণ ভদ্রবংশজাত ধনী লোক ছিলেন। তাঁহাদের উপদেশ ও সাধু দৃষ্টান্তে অতি শৈশবাবস্থাতেই মণিকার অন্তরে সাধুতার বীজ নিহিত হইয়াছিল। মণিকা দেবী কোনও অন্যায়াচরণ করিলে তাঁহারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ শাসন করিতেন এবং সকল কার্য্যেই কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও ইন্দ্রিয়-সংযমের আবশ্যকতা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন। মণিকা সাধু পিতা মাতার সদ্দৃষ্টান্তে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াই ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মতৃষ্ণা দ্বারা সতেজ চিত্তবৃত্তি ও বলবতী সুখস্পৃহাকে আয়ত্ত ও সংযত করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। তগস্তা-নগরবাসী জনৈক যুবকের সহিত তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার পতির চরিত্র বড়ই কদর্য্য ছিল। কিন্তু মণিকা দেবী বিবাহের পরেই তাঁহার গৃহে আগমন করিয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা, নম্রতা, সপ্রেম ব্যবহার ও সুমিষ্ট বচনের দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিতে ও সুপথে আনিতে প্রয়াস পাইতেন। তিনি ভ্রমেও স্বামীর অসচ্চরিত্রতা ও দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। সর্ব্বদাই বলিতেন "বিপথগামী ব্যক্তিকে সুপথে রক্ষা করিতে হইলে প্রেম ও প্রার্থনাই একমাত্র মহৌষধি।" তিনি মুখে যাহা বলিতেন, কার্য্যেও তদনুরূপ করিতে যত্ন করিতেন। তাঁহার প্রসন্ন পবিত্র মুখে সাধুতা, বিনয় ও গভীর-ধর্ম্মনিষ্ঠার জ্যোতিঃ সর্ব্বদা ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁহার সচ্চরিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পতির আত্মীয় বন্ধুগণ এবং তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। কথিত আছে, তাঁহার পতি মৃত্যুর কয়েক বৎসর

পূর্ব্বে সমুদায় দুষ্কার্য্য পরিত্যাগকরতঃ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন।

মণিকা দেবী যথাসময়ে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেণ্ট অগষ্টিন বিদ্যা বুদ্ধি ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মণিকা ও তাঁহার স্বামী তাঁহাদের প্রতিভাশালী পুত্রকে তৎকালপ্রচলিত ন্যায় ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পারদর্শী করণার্থে কার্থেজ নগরে প্রেরণ করিলেন। অগষ্টিন কার্থেজে গিয়া অভিভাবকশূন্য ও নাস্তিকমতাবলম্বী হইয়া যৌবনকালেই ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হইল।

বিধবা পবিত্রপ্রাণা জননী মণিকা পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক যাতনাগ্রস্ত হইলেন। তিনি যৌবনমদে মত্ত পুত্রের হস্ত ধরিয়া কান্দিয়া কতই বুঝাইলেন, তিনি কি ভয়ঙ্কর পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বুঝাইতে অনেক প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু হায়! সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। ধার্ম্মিকা জননীর প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, সমস্ত বাক্য ও মর্ম্মভেদী অশ্রুজল অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া গেল।

তখন মণিকা মাতা নিরুপায় হইয়া একেবারে দয়াময়ের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট ক্রন্দন করাই শ্রেষ্ঠ উপায় জানিয়া ঐ উপায়ই গ্রহণ করিলেন। হায়! সে ছবিটী মনে করিলেও শরীর কণ্টকিত হয়। পবিত্রপ্রাণা সাধ্বী জননী একমনে জানু পাতিয়া বক্ষঃস্থলে অঞ্জলি বদ্ধ ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া পুত্রের সুমতির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুকণাগুলি গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া বক্ষে পতিত হইতেছে; পলক নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, দৃক্‌পাত নাই, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ভজনান্তে সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল, মণিকা আচার্য্যকে বলিলেন "দুঃখিনীর প্রতি কৃপা করুন্, আমার প্রিয়তম পুত্রের জন্য প্রার্থনা করুন্।" আচার্য্য ২।৪ দিন শুনিলেন, নিত্য ঐ এক কথায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন "বাছা! গৃহে যাও, যে পুত্রের জন্য এত অশ্রুজল পতিত হইতেছে, সে পুত্র কি কখন একেবারে নষ্ট হইবে?" তিনি আশ্বস্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে অগষ্টিনের কার্থেজ নগরের শিক্ষা একরূপ সমাপ্ত হইল। তখন তিনি সুপ্রসিদ্ধ রোমনগরে গিয়া কোনও প্রকার অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইবার বাসনা করিলেন। রোম মহানগর, তথায় বিপথগামী যুবকদিগের জন্য সকল প্রলোভনদ্বার উন্মুক্ত, সুতরাং রোমের নাম শুনিয়াই মণিকার মস্তকে বজ্রপাত হইল; তিনি কম্পিতহৃদয়ে পুত্রকে বারম্বার নিষেধ করিলেন। কিন্তু অগষ্টিন মাতৃবাক্য শুনিবার লোক ছিলেন না। তাঁর সঙ্কল্প স্থিরতর রাখিলেন। সুতরাং মণিকা দেবী তাঁহার সহিত যাইবার ইচ্ছা করিলেন। অগষ্টিন কি করেন, মৌখিক সম্মত হইয়া মাতাকে সঙ্গে লইলেন। কিন্তু রাত্রিকালে সমুদ্রের উপকূলে নিদ্রিতা মাতাকে ফেলিয়া রাখিয়া

পোতারোহণে চলিয়া গেলেন। নিদ্রা-ভঙ্গে জননী পুত্রের কার্য্য অবগত হইয়া যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ অনেক কষ্টে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

গ্রীষ্মকালের ভয়ানক উত্তাপে মানবগণ যখন অস্থির হইয়া পড়ে, সেই সময়েই সুবৃষ্টি হইয়া তাপিত জীবকুলের প্রাণ সুশীতল করিয়া দেয়। "দুঃখের পর সুখ" একটী প্রবাদবাক্য। শরীরসম্বন্ধে যেমন, মানসিক বিষয়েও তদ্রূপ। বিশ্বস্রষ্টার অপার করুণা—অনন্ত দয়া। তাঁহার উপর নির্ভর-হীনতা ও বিশ্বাসহীনতা প্রযুক্তই আমরা সময় সময় নিরাশ হইয়া পড়ি ও কষ্ট পাইয়া থাকি। মণিকা দেবীর দুঃখের "বোঝা" এত গুরুতর হইয়া উঠিল যে, তার উপর আর "ভার" চাপাইলে তিনি একেবারেই মারা পড়িবেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রথমে স্বামী,এবং তৎপরে পুত্র হইতে দুঃখ ও অশান্তিই উৎপন্ন হইয়াছিল। দুঃখিনী মণিকা এ পর্য্যন্ত সন্তান হইতে সুখ অনুভব করেন নাই। এইবার দয়াময় তাঁহার কঠোর তপস্যায় পরিতৃপ্ত হইলেন। এইবার মণিকার মেঘাচ্ছন্ন অদৃষ্ট পরিষ্কার হইবার উপক্রম হইল। ভগবান্ সুকঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াই যেন এইবার তাঁহাকে বরপ্রদান করিলেন।

এদিকে কতকদূর গিয়া দুর্দ্দান্ত অগষ্টিন প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইতে লাগিল। নিজের দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় স্মরণ হওয়াতে অনুতাপে তাঁহার হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। এক দিকে স্নেহময়ী মাতার সদ্ব্যবহার, পবিত্র স্বভাব এবং নিঃস্বার্থ প্রেম ও উদারতার সহিত সেবা যত্ন ইত্যাদি, অন্য দিকে নিজের দুর্ব্ব্যবহার, অপবিত্র চরিত্র, অপ্রেম ও অনুদারতা ভাবিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সন্ধ্যাকাল, নীচে অগাধসমুদ্রের সুনীল বারিরাশি মৃদু মন্দ সমীরণ দ্বারা বিক্ষোভিত ও তরঙ্গা-য়িত হইতেছে, তদুপরি নীলাকাশের প্রতিবিম্ব সান্ধ্য কিরণরাশির সহিত পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। পাপরোগগ্রস্ত অগষ্টিন এই সময় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত করুণায় দুরন্ত অগষ্টিনের পাপজীবন এইখানেই বিনষ্ট হইয়া নবজীবনের সূত্রপাত হইল। মণিকা সতীর অশ্রুজলে প্রার্থনার বীজ এইবার অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইল।

কিছুক্ষণ এইরূপ অনুতাপের তীব্র দংশন ভোগ করিবার পর অগষ্টিনের চৈতন্য হইল। সুমাতার অশ্রুসিক্ত নয়ন ও কাতর হৃদয়-ভেদী বাক্যগুলি স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র অগষ্টিন গৃহে ফিরিয়া যাইতে মনঃস্থ করিলেন এবং ক্ষুদ্র তরী আরোহণে তাগস্তাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিন দিন পরে মণিকা জননী কুপথগামী পুত্রকে তীব্র অনুতাপের সহিত প্রত্যাগত দেখিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। ধৈর্য্যশীলা পবিত্র জননীর প্রার্থনা এতদিনে পূর্ণ হইল। যে অগষ্টিন

পাপস্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি এখন ধর্ম্মযাজক পদ গ্রহণ করতঃ জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গ, গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য "সেণ্ট" ( ঋষি ) উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইলেন।

( ক্রমশঃ )

# হেঁয়ালি।

সরস্বতী-দ্বারে বসি ত্রিভঙ্গ মুরারি,
শ্যামল সুঠাম, মুখে মোহন বাঁশরী।
তাঁরে ছাড়ি কে লভিবে ধন মান জ্ঞান?
হেরি রূপ কাঁপে কিন্তু শিশুর পরাণ।
যত্নে শিশু বশ তাঁরে কর একবার,
খগ বাহনেতে জয় করিবে সংসার।
দ্বার খুলি বিদ্যাদেবী আদরে লইবে,
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অচিরে হইবে।

# নূতন সংবাদ।

১। লণ্ডন নগরের ছোট বড় যাবতীয় ব্যবসাদারের প্রাত্যহিক বিজ্ঞাপনের ব্যয় প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা।

২। নিউইয়র্কে চুল কাটিবার এক নূতন বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ যন্ত্রের এক অংশ চিরুণীর ন্যায় এবং উহার দন্তগুলি প্লাটিনম্ ধাতু দ্বারা আবৃত। যন্ত্রস্থিত তাড়িতপ্রভাবে এই চিরুণী চুলের উপর দিয়া টানিয়া যাইলে, চুলগুলি অতি পরিষ্কৃত ও সমানভাবে কাটিয়া যায়।

৩। মহীশূরের মহারাণী স্বরাজ্যের বয়স্কা বিধবাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয়ের তিনটী অতিরিক্ত শ্রেণী খুলিবার আদেশ দিয়াছেন। বিধবাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা পাইবার সুযোগের জন্য যথোপযুক্ত মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষয়িত্রী-পদে ইহাঁদিগকে নিযুক্ত করা হইবে।

৪। বিজ্ঞান-জগতের মহারথী অধ্যাপক হক্সলির মৃত্যু হইয়াছে। জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি অনেক অভিনব আবিষ্কার এবং পদার্থ-বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন।

৫। ফ্রান্সের উত্তরাংশে থেন্‌লেস নামক স্থানে মার্শেরাইট রোনিনডি নাম্নী এক বালিকা বিগত ১১বৎসর মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও জাগরিত হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়

এই যে, এই বালিকার শারীরিক প্রক্রিয়ার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। নিদ্রিত অবস্থায় মধ্যে মধ্যে সে চীৎকার করিয়া থাকে; ইহা ব্যতীত সে যে জীবিত, সহজে বিশ্বাস করা কঠিন।

# পুস্তক-প্রাপ্তি।

(১) বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ২॥০ টাকা।

(২) উপনিষদঃ, ২য় খণ্ড,—শ্রীসীতানাথ দত্ত সম্পাদিত, মূল্য ১৲ টাকা।

(৩) প্রেম—শ্রীহেমেন্দ্র নাথ সিংহ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা।

স্থানাভাবে এবারও কোন সমালোচনা প্রকাশিত হইল না।

# বামারচনা।

## বর্ষা-বালা।

কি সাজে সেজেছ আজ,
　আ মরি বরষা সতি!
কোথা লাগে এর কাছে,
　শরৎ-বসন্ত-জ্যোতি। ১

গলায় বিজলীহার
　আহা কি সুন্দর সাজে,
মেঘ-গরজন-ছলে
　চরণে নূপুর বাজে। ২

আকাশেতে ছুটাছুটি
　করিতেছে মেঘদল;
ধরণী কর্দ্দমময়
　ঝম্‌ঝম্ পড়ে জল। ৩

গাছের পাতায় পড়ে
　টুপ টাপ বারিবিন্দু,
তব মুখ দেখি সুখে
　উথলি উঠিছে সিন্ধু। ৪

ময়ুর পেখম তুলে
　তোমার মহিমা গায়,
তোমার ও-সোণা-মুখ
　কার না হৃদয়ে ভায়? ৫

যুঝিছে তারকা সাথে
　জলদ গরবভরে,
সে যেন আকাশে ঠাঁই
　দিবে না একটু তারে। ৬

প্রকৃতি শ্যামল বাসে
　চারু মুখ ঢাকিয়াছে,
হেরি সে মধুর দৃশ্য
　সুখে প্রাণ বিগলিছে। ৭

তোর ও-মূরতি মোরে
　করেছে পাগল-পারা,
দেখেছি অনেক রূপ,
　দেখিনি এমনধারা। ৮

পরাণ-মাতান রূপ
　তোর লো বরষা-বালা,
তোর রূপ-ভাতি মোর
　হৃদয় করেছে আলা। ৯

তোর ও-রূপের স্রোতে
ডুবে গেল ধরাখান।
কি আশ্চর্য্য ডুবে যাবে
আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ! ১০

তোর ও-মূরতিখানি
আলোক আঁধারে মেশা,
যত দেখি তত মোর
বাড়ে দরশন-তৃষা। ১১

শরৎ বসন্ত শীত
তোর কণা তুল্য হয়,
তোর বুকে অবিরত
প্রেমের তুফান বয়। ১২

তোর প্রেমে ডুবে গেল,
রবি শশী তারারাশি,
তাইত বরষা আমি,
তোরে এত ভালবাসি। ১৩

বাসন্তী উষায় ডুবে
যাক্ যে ডুবিতে চায়।
আমার হৃদয় ভুলে,
বারেক চাহে না তায়। ১৪

চাহি না ডুবিতে আমি
শারদ জোছনা-করে,
ডুবিবে না হিয়া মোর
বীণার ললিত স্বরে। ১৫

ডুবাতে নারিবে মোরে
বসন্ত-কোকিল-তান,
বরষার নীলিমায়
ডুবে রবে মোর প্রাণ। ১৬

বরষা লো তোর ওই
সোণা-মুখে মধু হাসি,
আমি বড় ভালবাসি
তোরি মাঝে রব মিশি। ১৭

তোর আগমনে আজ,
অসীমে সসীম সনে,
দেখি হেন মিশামিশি,
কারে যেন পড়ে মনে। ১৮

সে যেন নয়নে জাগে,
মোর মনে পড়ে যারে,
করি কত অন্বেষণ,
অথচ না পাই তাঁরে। ১৯

বোধ হয় তোর মাঝে
ডুবিলে তাঁহারে পাব,
তোরি মাঝে ডুবে আমি
তাঁহারে খুঁজিয়া লব। ২০

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

---

## আষাঢ়ের হেঁয়ালির উত্তর।

"হ"এতে আকার আর "ব"এ শূন্য র,
এই হেঁয়ালির এই প্রকৃত উত্তর।
তিন বার পড়িয়াই বুঝিলাম সার,
আষাঢ়ের হেঁয়ালিটী শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।
আহার, প্রহার, উপহার ও সংহার,
এই সব উপসর্গে হেঁয়ালি বাহার।

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

No. 368. September 1895.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৮ সংখ্যা। | ভাদ্র ১৩০২—সেপ্টেম্বর ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সূচী।




## কলিকাতা।

৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট বাই লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৮ সংখ্যা। | ভাদ্র ১৩০২—সেপ্টেম্বর ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## বামাবোধিনীর ত্রয়স্ত্রিংশ জন্মোৎসব।

এস ভাই বোন্ সবে,
শুভ জনম-উৎসবে,
আজি শুভদিন শুভক্ষণ,
প্রীতির কুসুম-হার,
ভক্তিভরে উপহার
দিয়া পূজি বিভুর চরণ।
জীবন সঞ্চার হ'তে,
সেই বিধি বিধিমতে,
করিছেন রক্ষণ পালন;
উন্নতি সুখ কল্যাণ,
সকলি তাঁহার দান,
অজস্র অজস্র অগণন।
তাঁহারই চরণাশ্রয়ে,
ক্ষুদ্র কলেবর লয়ে,
জনমিয়া এ বামা-বোধিনী;
অবলা-হিতের তরে,
সামান্য যতন ক'রে,
কত সুখে হ'য়েছে সুখিনী!
আজি বঙ্গে ঘরে ঘরে,
পুস্তক নারীর করে,
গ্রামে গ্রামে নারী-শিক্ষালয়;
নারী—
বিশ্ববিদ্যালয়ে আজি,
উপাধি-ভূষণে সাজি,
গৌরবে পুরুষে করে জয়।
আজি নারী দেয় শিক্ষা,
উপদেশ ধর্ম্ম দীক্ষা,
পত্রী গ্রন্থ করে বিরচন;

দেশের হিতের তরে,
জীবন উৎসর্গ করে,
আত্মসুখ করি বিসর্জ্জন।
হয় নাই কভু যাহা,
হতেছে এখন তাহা,
আরো কি হইবে কেবা জানে ?
ধন্য দেব দয়াময়,
তোমার কৃপার জয়
ত্রিজগৎ সতত বাখানে।
দুখিনী তোমার মেয়ে,
আছে এই দেশ ছেয়ে,
আজও কত সহিছে পীড়ন,
কুসংস্কার, দেশাচার,
কতবিধ পাপাচার,
নারী-প্রাণ করিছে দাহন।
কৃপাময় !
কর প্রভু কৃপা কর,
তাদের দুর্গতি হর,
যাচি ভিক্ষা আজি নত-শিরে ;
নারীর উন্নতি-ফলে,
স্বর্গরাজ্য ধরাতলে,
অবতীর্ণ হউক অচিরে।

---

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

**নূতন পার্লেমেণ্ট**—গত ১৫ই আগষ্ট নূতন পার্লেমেণ্ট মহাসভার অধিবেশন হইয়াছে। দাদা ভাই নৌরজী এবার মনোনীত হইতে পারেন নাই। ভারতবাসীর মধ্যে মেঃ ভাউনগিরী নূতন সভ্য হইয়াছেন। দাদার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তিনিও ভারতের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হউন।

**মহারাণীর বক্তৃতা**—নূতন পার্লেমেণ্ট রাজকীয় কমিসন দ্বারা খোলা হয় এবং লর্ড চান্সেলর মহারাণীর বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহার সার মর্ম্ম এই :—

সকল বিদেশীয় রাজ্যের সহিত সদ্ভাবের সমাচার পাইয়াছি। ইউরোপের শান্তিভঙ্গের কোনও কারণ নাই। জাপান ও চীনের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহা স্থায়ী হইবে আশা করা যায়। স্থকিয়েন প্রদেশে ইংরাজ মিসনরী হত্যার জন্য পরিতাপ করিতেছি ; আশা করি চীনগবর্ণমেণ্ট যেরূপ উদ্যোগী হইয়াছেন, অপরাধীদিগের উপযুক্ত দণ্ডবিধান হইবে। আর্ম্মেনিয়ার প্রতি অত্যাচারে সমুদায় খৃষ্টানজাতি এবং বিশেষতঃ ইংরাজ জাতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে। ব্রিটিশ, ফরাসী ও রুশীয় রাজদূতেরা যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, সুলতান তৎসম্বন্ধে কিরূপ মীমাংসা করেন দেখিবার প্রতীক্ষা করিতেছি।

**জাপানের প্রাচীনত্ব**—জাপান একটী প্রাচীন রাজ্য, ইহার ২৫০০ বৎসরের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে।

**বেথুন স্মৃতি-সম্মিলন**—ভারত-হিতৈষী

মহাত্মা বেথুনের স্মরণার্থ তাঁহার স্বর্গারোহণ-দিন ১২ই আগষ্ট প্রায় ৪০।৫০ টী মহিলা ও কতকগুলি ভদ্রলোক তাঁহার সমাধিস্থলে গিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান স্থায়ী হওয়া প্রার্থনীয়।

চীনে অরাজকতা—চীনেরা কুচিও-নামক স্থানে কতকগুলি ইংরাজ ধর্ম্ম-প্রচারককে হত্যা করিয়াছে। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট এ দুষ্কর্ম্মের সমুচিত দণ্ডবিধানার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

শাশুড়ীর সৌভাগ্য—জানজিবারের জামাই শ্বশুরের গ্রামে গিয়া বাস করে এবং বিনা বেতনে শাশুড়ীর গোলামী করে।

ড্রেণেজ আইন—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় জলনিকাশের এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকাংশ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ইহার পক্ষ এবং দেশের প্রতিনিধিরা বিপক্ষ ছিলেন। নূতন ট্যাক্স বসিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা দ্বারা দেশের যথার্থ হিত হইবে কিনা, সন্দেহ।

বৌদ্ধ টেক্‌ষ্ট-বুক সভা—ভারত-বিজ্ঞান-সভাগৃহে ইহার এক অধিবেশন হয়। পূর্ব্ব-উপদ্বীপ-প্রচলিত এক নূতন রামায়ণের ছবি তাহাতে প্রদর্শিত হয়—ইহাতে রামের নাম গন্ধ নাই, রাবণ অসুর ভারত-রাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করেন। কাম্বোডিয়ার এক প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বর্ণিত হয়, ইহা অর্দ্ধ ক্রোশ যুড়িয়া আছে, মন্দিরটীতে ৬৪০০০ স্তম্ভ ছিল। ইহা ভারতবাসীদিগের দ্বারা নির্ম্মিত।

মুকুল—এই নামে একখানি নূতন পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। ইহা বালক বালিকাদিগের উপযোগী। ইহাতে অনেক সুন্দর ছবি ও গল্প আছে।

মহতের মৃত্যু—অধ্যাপক হক্‌সলি সম্প্রতি পরলোক-গত হইয়াছেন। ইনি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মুখপাত্র ছিলেন।

---

# গোবিন্দের গৃহত্যাগ।

( ১ )

ছুরী, কাঁচি ও অন্যান্য লৌহময় অস্ত্র শস্ত্রের গঠন জন্য বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত যে কাঞ্চন নগর ভারতের সর্ব্বত্র খ্যাত, ৩৮৭ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ শকাব্দার পঞ্চদশ শতাব্দীতে তথায় এক কর্ম্মকার বাস করিত। অদ্যাপি সেখানে অনেক কর্ম্মকার বাস করিয়া ছুরী, কাঁচি গঠন ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমরা যে কর্ম্মকার গৃহস্থের বিবরণ বলিতেছি, এখনকার কোনও গৃহস্থ তদ্‌বংশীয় কি না, বলা যায় না। ঐ গৃহস্থের

নাম শ্যামাদাস ও তাহার পত্নীর নাম মাধবী, পুত্রের নাম গোবিন্দ, পুত্রবধূর নাম শশিমুখী।

বঙ্গদেশীয় স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পী জাতিগণ স্বভাবতঃ অমিতব্যয়ী। তাহাদিগের উপার্জ্জন নিতান্ত অল্প হয় না; কিন্তু ঐ অমিতব্যয়িতা-দোষে তাহাদিগের সংসারে লক্ষ্মী দাঁড়াইতে পারেন না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, ঐ জাতীয় ব্যক্তিগণের দৈনিক আহারাদির পারিপাট্য বড় বেশি, ঘৃত, দুগ্ধ, বড় মৎস্য, ছাগমাংস, ভাল তামাক, ২।১ বোতল ধান্যেশ্বরী নহিলে তাহাদিগের চলে না। ধান্যেশ্বরীর ব্যবহারটা স্বর্ণকার ব্যতীত অন্যের ঘরে বড় দেখা যায় না। ঘরে চাউল, দাউল, তৈল, লবণ ইত্যাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আছে কি, না আছে, তাহার সন্ধান না লইয়া উক্তজাতীয় ব্যক্তিগণ অনায়াসে বড় মৎস্য বা ছাগমাংস ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। গৃহিণীগণ স্বামিগণের এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে প্রথমতঃ এক পালা কলহ করিয়া, পরে কাঠা হাতে করিয়া অন্যের বাড়ী চাউল ধার করিতে বাহির হয়। যে সূত্রধরের ঘরে এক মুষ্টি চাউল নাই, সে একদিনের সমস্ত উপার্জ্জন মৎস্যে বা মাংসে ব্যয় করিয়াছে, এরূপ ঘটনা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পুরুষগণের এইরূপ আচরণ নিয়ত দর্শন করিয়া ক্রমশঃ স্ত্রীগণও ঐ ভাবে শিক্ষিতা হইয়া পড়ে। এই জন্য,—

"ছুতারের তিন স্ত্রী, ভানে কোটে খায়,
থাকে থাকে, যায় যায়।"

এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতার অনেক ছুতার লেখা পড়া শিখিয়া "ভদ্র" লোক হইয়াছেন, তাঁহারা যেন এ প্রবন্ধ পাঠে অসন্তুষ্ট না হন। আমরা পাড়াগেঁয়ে ছুতারের কথা বলিতেছি। যাহা হউক, ঐরূপ কোন কারণে, একদা গোবিন্দের সহিত তাঁহার স্ত্রীর কলহ উপস্থিত হয়। গোবিন্দ ভবিষ্যৎ জীবনে এই কলহের কিরূপ ফল পাইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

( ২ )

যখন বল্লালবংশীয় শেষ ভূপতি নবদ্বীপাধিপ লাক্ষ্মণেয় বখ্তিয়ার খিলিজির আক্রমণভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, রাজপুরী বিধ্বস্ত হইয়া ধ্বংসাবশেষ স্তূপাকারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু নৈসর্গিক জলনিখাত ভাগীরথী ও খড়িয়া তখনও রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তিনী হয়েন নাই, পলায়ন-পর নরপতি যে স্থানে জলযানে আরোহণ করেন, ভাগীরথী সেই স্থানেই বিরাজ করিতেছিলেন; জাহ্নবী ও জলঙ্গীর সঙ্গমস্থল যখন শ্রীধাম নবদ্বীপের ( অধুনা মায়াপুর ) পাদপ্রক্ষালন-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গোদ্রুম দ্বীপের (স্বরূপগঞ্জ) দক্ষিণবর্ত্তী হন নাই; যখন রঘুনাথ, রঘুনন্দন, গঙ্গাদাস, বাসুদেব, কৃষ্ণানন্দ, দেবানন্দ প্রভৃতি দার্শনিক, স্মার্ত্ত, তান্ত্রিক, ভাগবত অধ্যাপকগণ

নবদ্বীপ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; যখন নবদ্বীপের ঘাটে ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গাস্নান করিত; যখন নবদ্বীপ, কাশী, মিথিলা, পুনার ন্যায় ভারতবর্ষে সংস্কৃত-চর্চ্চার প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল; যখন নিমাই পণ্ডিতের শত শত ছাত্র সকল শাস্ত্রের কৃষ্ণব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রন্থে ডোর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন (১৪৩০ সালের) এক দিন পূর্ব্বাহ্ণে একটী পুরুষ নবদ্বীপের মিশ্রঘাটে উপবিষ্ট হইয়া বিষণ্ণবদনে চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মুখ হইতে একটী বাক্য পরিস্ফুট হইলঃ—

"আমি যাঁহাকে দর্শন করিবার উদ্দেশে কাটোয়া হইতে ছুটিয়া আসিলাম, তাঁহাকে দেখিতে পাইব কি?" এই কথা বলিয়াই যেমন বদন উত্তোলন করিয়াছেন, অমনি দেখিতে পাইলেন,—

"কটিতে গামোছা বাঁধা আশ্চর্য্য গঠন।
সঙ্গে এক অবধৌত প্রফুল্লবদন॥
তিন চারি সঙ্গী আরো নাচিতে নাচিতে।
স্নানে নামিলেন প্রভু গঙ্গার গর্ভেতে॥
অবধৌত বীর পাড় হইতে ঝাঁপ দিলা।
সাঁতারিয়া জলকেলি করিতে লাগিলা॥
শ্রীরাম ঠাকুর পিছু পিছু দামোদর।
সিদ্ধ হরিদাস আর বামে গদাধর॥
অবশেষে আইলা তথা অদ্বৈত গোঁসাই।
এমন তেজস্বী মুহি কভু দেখি নাই॥
পক্ককেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া।
দাড়ি পড়িয়াছে তাঁর হৃদয় ছাড়িয়া॥
হরিধ্বনি সহ বুড়া করয়ে চীৎকার।
অবধৌত সাঁতারিয়া করে পারাপার॥
একে একে গঙ্গাগর্ভে সবে ঝাঁপ দিলা।
সন্তরিয়া সবে নানা কেলি আরম্ভিলা॥
আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিনু।
রূপের ছটায় মুহি মোহিত হইনু॥
স্নান করি গোরাচাঁদ উঠিলা ডাঙ্গায়।
কুটিল কুন্তলরাশি পৃষ্ঠেতে লোটায়॥
শুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গের বরণ।
নীলপদ্মদল সম সুদীর্ঘ নয়ন॥
সুন্দর কপোলযুগ প্রশস্ত ললাট।
সহজে চলিলে দেখায় নাটুয়ার নাট॥
রাম-রম্ভা জিনি শোভে মনোহর উরু।
তুলি দিয়ে আঁকা যেন দুটী চারু ভুরু॥
আলতা-রঞ্জিত যেন যুগল চরণ।
নিরখিলে মুগ্ধ হয় মুনির নয়ন॥
প্রেমময় তনুখানি মুখে হরিবোল।
যারে পান দয়া ক'রে তারে দেন কোল॥
হরি বলি অশ্রুপাত করে মোর গোরা।
পিচ্‌কারী ধারা সম বহে অশ্রুধারা॥
চলিতে লাগিলা তবে মোর গোরা রায়।
অবধৌত নিত্যানন্দ পিছু পিছু ধায়॥" (১)

এই সময়ে ঐ পুরুষের সহিত কোন ধীবরের সাক্ষাৎ হইল। পুরুষ ধীবরের নিকট উল্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের পরিচয় লইলেন। পরিচয় পাইবামাত্র তাঁহার কলেবর কদম্বকুসুমের ন্যায় কণ্টকিত হইল, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং স্বেদজলে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইল। তাঁহার মনে যে কত অপূর্ব্ব ভাবের

(১) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী প্রকাশিত গোবিন্দদাসের করচা।

উদয়াস্ত হইয়া গেল, তাহা কে গণনা করিতে পারে? এই সময়ে হঠাৎ নিমাই পণ্ডিত সদলে তাঁহার সমীপস্থ হইলেন। পুরুষ ছুটিয়া গিয়া তাহার চরণে পতিত হইলেন এবং নয়নজলে চরণযুগল ধৌত করিলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত তাঁহার হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। পুরুষ চরণোপান্তে করযোড়ে জানুপরি উপবিষ্ট হইয়া অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন,—

"এত কৃপা কেন মোরে ওহে দয়াময়।
অধমের নাম গোবিন্দ দাস হয়।
ছিলাম গৃহস্থগৃহে নানা কর্ম্ম করি।
এবে কিন্তু হইয়াছি পথের ভিখারী॥
বিষয় ছাড়িয়া এনু প্রভু-দরশনে।
এবে স্থান দেও প্রভু ও রাঙা চরণে॥
বর্দ্ধমান কাঞ্চন নগরে মোর ধাম।
শ্যামাদাস কর্ম্মকার জনকের নাম।

এক্ষণে পাঠক পাঠিকাগণ নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট পুরুষের মুখে এই পরিচয় পাইলেন যে, আমরা প্রবন্ধের শিরোভাগে স্ত্রীর সহিত কলহকারী যে গোবিন্দের উল্লেখ করিয়াছি, এই পুরুষটী সেই গোবিন্দ। গোবিন্দ মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ গৃহবিচ্ছেদের ছলে আমাকে নবদ্বীপে আনিয়াছেন।

(৩)

ভিক্ষা দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া দিন যাপন করিব, এ পাপ সংসারে আর রহিব না, স্ত্রীর সহিত কলহান্তে গোবিন্দ এইরূপ চিন্তা করিয়া কাঞ্চন নগর ত্যাগ করেন। গোবিন্দ গৃহত্যাগের এইরূপ হেতুবাদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"আমার নারীর নাম শশিমুখী হয়।
এক দিন ঝগড়া করি মোরে কটু কয়॥
নির্গুণে মূরখ বলি গালি দিলা মোরে।
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে॥"

গোবিন্দ গৃহ ছাড়িয়া প্রথমে কাটোয়ায় উত্তীর্ণ হন। তথায় শ্রীচৈতন্য দেবের রূপ-গুণলীলাদির কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা এতই বলবতী হয় যে, অনাহারে অনিদ্রায় সমস্ত দিবারাত্র মাঠে মাঠে ছুটিয়া পর দিন প্রভাতকালে নদীয়ার ঘাটে উপস্থিত হন। তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা ভগবান্ কিরূপে পূর্ণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

চৈতন্য প্রভু গোবিন্দ দাসের পরিচয় পাইয়া কহিলেন,—"গোবিন্দ, তুমি আমার সংসারে থাকিয়া প্রতিদিন গঙ্গাজল, তুলসী আনিয়া বিষ্ণুপূজার সজ্জা করিবে, নিত্য হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিবে এবং উদর ভরিয়া প্রসাদ পাইবে।" গোবিন্দ, প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণে কৃতার্থ হইলেন। বিশেষতঃ তৃতীয় আদেশটীতে আনন্দের পরিসীমা রহিল না, কারণ গোবিন্দ দাস একটু উদরপরায়ণ ছিলেন। স্ত্রীর সহিত তাঁহার যে কলহের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যে গোবিন্দের উদরপরায়ণতা-ঘটিত, তাহাতে কোনও সন্দেহই হইতে পারে না। গোবিন্দ নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন,—

"শাক সূপ দধি সুক্তা মোদক পায়স।
বড়া লাড়ু পিষ্টকাদি খাইতে সুরস॥
প্রতি দিন শচী মাতা করেন রন্ধন।
আনন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন॥
পেটুকের শিরোমণি মুই হই দাস।
দয়াল প্রভুর পাত্রে খাই বার মাস॥"

গোবিন্দের প্রতি মহাপ্রভুর যে তিনটী আদেশ হয়, তন্মধ্যে গোবিন্দের স্বহস্ত-লিখিত করচায় তৃতীয় আদেশ পালন, অর্থাৎ ষোড়োশোপচারে মহাপ্রসাদ সেবনেরই প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু তিনি প্রভু-চরিতের অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। এক স্থলে লিখিয়াছেন, মহাপ্রভু,—

"কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয়॥
যদি কেহ "রাধে" বলি উচ্চ শব্দ করে।
অমনি অশ্রুর ধারা ঝর ঝর ঝরে॥
'প্রাণকৃষ্ণ' বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে।
ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে॥"

এইরূপে গোবিন্দ মহাপ্রভুর সংসারে থাকিয়া তাঁহার রূপগুণ আস্বাদন, তাঁহার দলবলের সহিত শ্রবণকীর্ত্তন এবং প্রসাদ ভোজনাদি দ্বারা পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন, ইতিমধ্যে একটী মহাঝটিকা উত্থিত হইয়া তাঁহার জীবন-তরঙ্গিণীতে মহাতরঙ্গের সৃষ্টি করিল। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। কি ঘরে, কি বাহিরে, কি ভক্তমণ্ডলীতে, কি পণ্ডিতসমাজে, হাহাকার ধ্বনি উঠিল। যেমন পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নদীর জলপ্রপাত হইলে তাহার বেগ রোধ করা অসম্ভব, তেমনি পুরুষ-সিংহ শ্রী-চৈতন্যের এই বাসনা-স্রোতে বাধা দেয় কাহার সাধ্য? প্রভু জননী, রমণী, আত্মীয়, স্বজন, শিষ্য, বন্ধু, সকলের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া কাটোয়ায় গমনপূর্ব্বক কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। শিখা সূত্র পরিত্যাগ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিলেন। তাঁহার কুটিল কুন্তলাবৃত মস্তকের মুণ্ডন দেখিয়া মনুষ্যের কথা দূরে থাক, পশু পক্ষীও 'ঝুরিয়াছিল,' পাষাণও গলিয়াছিল। গোবিন্দের পরম সৌভাগ্য এই যে, প্রভু তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই, বরাবর সঙ্গে রাখিয়াছিলেন।

( ৪ )

যে দিন সন্ধ্যাকালে কণ্টক নগরের গঙ্গাতীরে ভারতী গোস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিমাই পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হইলেন, সেই দিন কেশব ভারতী তাঁহাকে কহিলেন,—

"লোক শিক্ষা লাগি তুমি পরিলে কৌপীন
ভক্তিমার্গ দেখাইতে দীনের অধীন॥
অপরাহ্ণকালে প্রভু সন্ন্যাসী হইলা।
হুলুধ্বনি নারীগণ করিয়া উঠিলা॥
লতা পাতা শাখা বৃক্ষ প্রেমেতে ভাসিল।
পশু পক্ষী কীট যেন নাচিয়া উঠিল॥
লক্ষ লক্ষ লোকে করে পুষ্প বরিষণ।
কণ্টক নগর হ'লো নন্দনকানন॥

আঁজলি পূরিয়া যত কুলবধূগণ।

প্রভুর মাথায় করে লাজ বরিষণ ॥
হরিধ্বনি উঠিলেক গগন ভেদিয়া।
গড়াগড়ি যায় সবে ভক্তিতে রসিয়া ॥
আকাশ ভেদিয়া নাম ভাসিছে গগনে।
আনন্দে মাতিয়া শুনে যত দেবগণে ॥”

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে বর্দ্ধমান জেলার কোন গ্রামে একটী নবীন সন্ন্যাসী উপনীত হইলেন। তাঁহার সহিত কৌপীন-বহির্ব্বাসধারী আর একটী বৈষ্ণব ছিলেন। এই বৈষ্ণবটীকে তখন নিতান্ত কাতর-ভাবাপন্ন ও উন্মনা বোধ হইতেছিল। সন্ন্যাসী সঙ্গী বৈষ্ণবের এইরূপ ভাব দর্শনে তাঁহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন “চল তোমাদের গৃহে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করি।” এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব চমকিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন,—

“তোমার সন্ন্যাসকালে ধরেছি কৌপীন।
অহঙ্কার ত্যজিয়া হয়েছি অতি দীন ॥
আর ত যাব না প্রভু আপনার ঘরে।
বিষ্ঠাসম ত্যজিয়াছি জঘন্য সংসারে ॥”

সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময়ে একটী সুন্দরী নারী উচ্চরবে রোদন করিতে করিতে বৈষ্ণবের চরণে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িলেন এবং অশ্রুপ্লাবিত-লোচনে কহিলেন,—

“সামান্য কথায় তুমি সংসার ত্যজিলে।
দাসীর উপায় তবে বল কি করিলে ॥
কার দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিব কোথায়।
দয়া করি কেবা ভিক্ষা দিবে গো আমায় ॥’

হরিচরণ স্মরণে সকল বন্ধন কাটিয়া যায় ভাবিয়া বৈষ্ণব কেবল দীনভাবে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। নবীন সন্ন্যাসী ঠাকুর এই ব্যাপারদর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“গোবিন্দ, এই রমণীটী তোমার কে?” গোবিন্দ কহিলেন, “আমার পূর্ব্বাশ্রমের ধর্ম্মপত্নী,—শশিমুখী” —শশিমুখী প্রিয় ভৃত্য গোবিন্দের নারী শুনিয়া শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ে দয়া হইল। তিনি তাহাকে অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, তত্বকথা কহিয়া বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু “চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী”, শশিমুখী অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে এবং গোবিন্দকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন প্রভু গোবিন্দকে কহিলেন, “গোবিন্দ, তুমি গৃহে গমন করিয়া কিছুকাল সংসারধর্ম্ম কর, আমি অন্য ভৃত্য লইয়া পুরী প্রস্থান করি।” এই সময়ে গোবিন্দের অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আসিয়াও তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য বিস্তর যত্ন করিলেন। কিন্তু স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ একবার সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে পুনরায় কি লৌহ হইতে পারে? গোবিন্দ প্রভুর চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অভয় ভিক্ষা করিলেন। ভবরোগীর জীবনে সৎসঙ্গরূপ মহৌষধের ফল ধরিয়াছে দেখিয়া প্রভু গোবিন্দকে অভয় দিলেন। গোবিন্দ তখন স্বজনগণকে কহিলেন,—

“শুন শুন ওহে ভাই রমণীর বাণী।
রমণী রমণ হয় একই পরাণী ॥

অমৃত হইতে যারা সুস্বাদু ভাবিয়া।
*   * লালা পিয়ে নয়ন মুদিয়া ॥
নিত্যানন্দ ভুলে, তাতে আনন্দ যাহার
ধিক্ সে পামরে, জন্ম বৃথাই তাহার ॥
*   *   * গৌরাঙ্গ আমার।
তেয়াগিয়া তাঁর সঙ্গ লইব সংসার ॥"

ভগবানের কৃপা, ভক্তানুগ্রহ ও নিজের ভজন, এই তিনটী জীবের পরিত্রাণের হেতু। গোবিন্দের কিসে কি হইল, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহার বিচার করিবেন।

# বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা

( শেষ )

রমণীগণের উন্নতির চতুর্থ অন্তরায় সংকীর্ণতা। সে কালের খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী, কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের জননী, রাণী রাসমণি প্রভৃতি দয়া, মৈত্রী, সেবা, পরোপকার, জনহিতৈষণা প্রভৃতি মহত্বের পূর্ণ বিকাস স্বরূপ। তাঁহাদের উদারতা জগতের আদর্শস্থানীয়। সে সকল মহাপ্রাণা রমণী ব্যতীত অন্যান্য রমণীগণেরও এই সকল সদ্‌গুণ বহুল পরিমাণে ছিল। অতিথিসেবা, প্রতিবাসীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার, এবং বিপন্ন দরিদ্রদিগের প্রতি করুণা করিতে তাঁহারা কিরূপ অভ্যস্তা ছিলেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে কালে এ দেশের একান্নভুক্ত পরিবারের ফলেই প্রধানতঃ এই সকল সদ্‌গুণ স্ত্রীজাতির অভ্যস্ত হইত। কলহাদির আশঙ্কা থাকিলেও বহু লোক একত্রিত থাকিলে পরার্থপরতা ও স্বার্থত্যাগ, মানবের শীঘ্রই আয়ত্ত হইয়া থাকে। এখনকার কালে, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, একান্নভুক্ত বহু পরিবার প্রায়ই দেখা যায় না সুতরাং একালে মহিলাগণ পিতৃগৃহে মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি, শ্বশুরগৃহে স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি, স্বামী উপার্জ্জন-ক্ষম হইলে কেবল স্বামী ও সন্তান*, এরূপ সকল স্থানেই বিশেষ কয়টী আত্মীয়ের সহিত বাস করাতে তাঁহাদের অনেকের পরার্থপরতা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। মানবহৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল অনুশীলনে যেরূপ সম্প্রসারিত হয়, অননুশীলনে সেইরূপ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই জন্য এখনকার অনেক বঙ্গীয় মহিলার মনের অবস্থা এত সঙ্কীর্ণ যে, পরের সুখের জন্য কিছুমাত্র ত্যাগ স্বীকার করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না †। সঙ্কীর্ণতা মনুষ্য-

* স্বামী উপার্জ্জনক্ষম হইলে তাঁহার কর্ম্মস্থানে সাধারণতঃ স্ত্রী ও সন্তানের অধিকার হইয়া থাকে। স্থলবিশেষে পুত্রের কর্ম্মস্থলে মাতাপিতারও অধিকার হয়।

† বঙ্গ রমণীর সঙ্কীর্ণতার বিষয় "দুইটী প্রবন্ধ" পুস্তকে ' 'সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য"

জীবনের উন্নতির পরিচায়ক নহে—অবনতির প্রধান লক্ষণ। সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে নারী-জীবনের উন্নতি নাই। সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিবার জন্য রমণী দয়া ও সহানুভূতি অনুশীলন করিবেন। দয়া ও সহানুভূতি অনুশীলিত হইলে পরোপকার ও স্বার্থত্যাগ করিতে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মিবে।

রমণীদিগের উন্নতির পঞ্চম অন্তরায় অলসতা। সে কালে ভারত-মহিলাগণ ঢেঁকিতে ধান ভানিতেন, চর্কায় সূতা কাটিতেন, সংসারের সকল রকম কাজই আপনাদের হাতে করিতেন। কিন্তু এত কাজের উপরেও তাঁহারা তৎকাল-প্রচলিত শিল্প ও কারুকার্য্য করিতে সময় পাইতেন। ইহার কারণ তাঁহাদের নিরলসতা—শ্রমশীলতা। আর এখনকার কালে চাকর, ঝি, রাঁধুনী প্রভৃতির কল্যাণে গৃহকর্ম্ম যতই কমিয়া যাইতেছে, গৃহলক্ষ্মীদিগের সময়েরও ততই টানাটানি হইতেছে। গৃহস্থ-ঘরে প্রায়ই দেখা যায়, জিনিস পত্রের ছড়াছড়ি, ঘরের কোণে ময়লা জমিয়া আছে, খোকা বর্ষার দিনে খালি গায়ে বেড়াইতেছে, বাবু আপিসে যাইতে পারিতেছেন না, ভাত হইতে বড় বিলম্ব হইতেছে; এ সকল অসুবিধার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নব্যা গৃহিণী উত্তর দিবেন "আমার বাড়ীর লোকগুলা বড় বেগোছ, তাই এমন হ'ল।" প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই আলস্য এ সকল অসুবিধার মূল কারণ। খোকার গায়ে যখন জামা দেওয়া দরকার, তখন তিনি দুই পা ছড়াইয়া বসিয়া রামার মা'র সহিত গল্প করিতে বসেন; যখন ঘর পরিষ্কার করা দরকার, তখন তিনি সমবয়স্কার সহিত তাস খেলিতে বসেন; যখন বাবুর ভাত হওয়া দরকার, হয় তো তখন তিনি একটুক্‌রা সাবান লইয়া জামা কাচিতেই বসেন! এ রকম "বেগোছ" হওয়ার একমাত্র কারণ বঙ্গ-মহিলার আলস্যপ্রিয়তা। আলস্যের জন্যই, যে রমণী লেখা পড়া করেন তিনি সংসারের কাজ করিতে অশক্তা, যিনি গৃহকর্ম্ম করেন তিনি লেখা পড়া করিতে অশক্তা হইয়া পড়েন। এ দিকে বঙ্গবাসিনী দিনের বেলায় ঘুমাইতে পারেন, সমবয়স্কার সহিত তাস খেলিতে, গল্প করিতে পারেন, অসময়ে শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে পারেন, কেবল নিজের প্রতি ও অন্যের প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য, তাহাই পালন করিতে পারেন না! তাহাতেই "সময়ের অভাব" ঘটে।

যাঁহারা অলসতাকে এতদূর প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের উন্নতি যে কত দূরে, তাহা কিছুই বলিতে পারা যায় না। ভারত-মহিলাগণ যদি অলসতা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত না হন, যিনি যতই চেষ্টা করুন, তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ উন্নতি কখনই শীঘ্র সাধিত হইবে না। এক এক জন ইউরোপীয় মহিলার নিরলসতা ও শ্রমশীলতার বিষয় আলোচনা করিলেও

---

প্রস্তাবে বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছি। বাহুল্যভয়ে এ প্রবন্ধে ক্ষান্ত রহিলাম।

চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহারা অনেকে গৃহের নিত্য কর্ম্ম ব্যতীত পোষাক সেলাই, কাপড় ধোলাই পর্য্যন্ত করিয়া জ্ঞানানুশীলন ও সমাজহিতৈষণা বিষয়ে যোগ দান করিতে পারেন। এ রকম নিরলস ও শ্রমশীল না হইলে কেহ কি বাস্তবিক উন্নতি করিতে পারে? আর এক কথা এই যে, যাঁহারা শ্রমশীলতা ও গৃহকর্ম্ম-নিপুণতায় জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণার সন্তান বলিয়া গৌরবান্বিতা, সেই প্রাচীনা মহিলাগণের শোণিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আলস্য-পরায়ণা, গৃহকর্ম্মে অনভিজ্ঞা ও কর্ত্তব্য-ভ্রষ্টা হইবার মত অবনতি বঙ্গ-মহিলার জীবনে আর কি আছে? তাই বলিতেছি, স্বদেশীয়া ভগিনি! তোমার নিজের জন্য, তোমার পরিজনের জন্য, আর তোমার জাতীয় জীবনের জন্য তোমাকে আলস্য ছাড়িয়া দিতে হইবেই হইবে। এই আপদ্ দূর হইলে তোমার উন্নতি-পথের এক বড় বাধা কাটিয়া যাইবে।

রমণীগণের উন্নতির ষষ্ঠ অন্তরায় বিলাসিতা। সে কালের মহিলাগণের অবস্থা আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিলাসিতা দেশী জিনিস নহে, জাহাজে চড়িয়া এ দেশে আসিয়াছে। "সভ্যতা" শিখিতে গিয়া এ দেশের লোক বিলাসিতা গ্রহণ করিয়া প্রতারিত হইতেছেন। বঙ্গবাসিনীদিগের এই রোগ বড়ই প্রবল হইয়াছে। আতর, গোলাপ, ল্যাবেণ্ডার, অডিকলম পর্য্যন্ত উঠিয়াই এ রোগ ক্ষান্ত হয় নাই; এখনকার দিনে যে মধ্যবিত্ত রমণীরাও সংসারের কাজ করিতে বিরক্ত হন, যাঁহার মাসে দশ টাকা আয় তাঁহার যে পঁচিশ টাকা ব্যয় করিতে হয়, সেও এই পোড়া বিলাসিতা রোগের জন্য। যে নির্ধনতা হইতে বঙ্গদেশ উৎসন্ন যাইতেছে, সেই নির্ধনতার এক প্রধান কারণ বিলাসিতা। তদ্ভিন্ন, বিলাসী ব্যক্তি আপনার সাজ গোজ করিতেই ব্যস্ত থাকে, জগতে কোনও উচ্চতর কার্য্য করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে না; যে আপনাকে লইয়াই ষোল আনা বিব্রত, সে অন্য বিষয়ে মনোযোগ করিবে কি করিয়া? তাই বলিতেছি "বিলাসিতা" বঙ্গ-রমণীর উন্নতির পথে বড় এক বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার স্বদেশীয়া ভগিনীগণ যদি নিজের অবস্থায় সন্তুষ্টা হইতে পারেন, যদি বিলাসিতার নীচত্ব বুঝিয়া আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলেই এ বিদেশীয় রোগ দূরীভূত হয়—বঙ্গ-মহিলার উন্নতির পথ সুগম হইতে পারে।

রমণীগণের উন্নতির সপ্তম অন্তরায় বর্ত্তমান সময়ে বিবাহার্থী যুবকের অর্থ-লালসা। এই দুর্ঘটনা স্ত্রীজাতির উন্নতির পক্ষে যে কি দারুণ বিঘ্ন হইয়া আছে, সে বিষয় দেশের অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। তখনকার দিনে যে কন্যা-পণ প্রচলিত ছিল, এখনকার বর-পণের তুলনায় তাহা হারিয়া গিয়াছে; কারণ কন্যা-পণ হইতে বর-পণ অধিকতর ব্যয়-সাপেক্ষ। আর এক কথা—কন্যাপণের দায়

হইতে কেহ কেহ নিষ্কৃতিও লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু বর-পণের দায়ে প্রায় সকলেই দায়ী। পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকের ভাগ্যে উপার্জ্জন করিয়া ধনলাভ সকল সময়ে হয় না, কিন্তু বিবাহের সময়ে পত্নীর পিতৃকুল হইতে তিনি জীবনের সংস্থান করিতে চাহেন। ইহাতে দরিদ্র —দরিদ্র কেন, মধ্যবিত্ত লোকদিগেরও সুশিক্ষিত পাত্রে কন্যা দান করা অনেক সময়ে "সাধ্যাতীত" হইয়া পড়িয়াছে। পিতার অর্থের জোর না থাকাতে অনেক সুপাত্রীকে অপাত্রে সম্প্রদান করিতে হইতেছে! ইহা যে নারী-জীবনের কতদূর অনিষ্টকর, তাহা যাঁহাদের হৃদয় আছে, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন, ইহা হইতে বাল্যবিবাহও প্রশ্রয় পাইতেছে। ছেলে যত উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে থাকে, তাহার মূল্যও তত অধিক হইতে থাকে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালককে যে পরিমাণে টাকা দিতে হয়, এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে অনেক সময়ে তাহার দ্বিগুণ টাকা দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই কারণে এ দেশের বালকেরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণ বিবাহের জন্য তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। এই জন্যই কৃতবিদ্য সুশিক্ষিত পুরুষদিগকে অতি অল্প বয়সেই সংসারে জড়াইয়া পড়িতে হয়। এই জন্যই বঙ্গবাসিনীগণ জন্মগ্রহণ করিলে আতঙ্কে মাতা পিতার রক্ত শুকাইতে থাকে! কন্যার বয়োবৃদ্ধির সহিত অভিভাবকদিগের প্রাণে অসহ্য বেদনা বৃদ্ধি হইতে থাকে! যত দিন এই কুপ্রথা দূর না হইবে, ততদিন এ দেশের স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি কখনই সাধিত হইবে না। কিন্তু প্রজা-হিতৈষী বৃটিশ-রাজ এ বিষয়ে দৃষ্টি না করিলে, ভারত-বাসিগণ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া যে এ কুপ্রথা রহিত করিতে পারিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাস করা যায় না। সে জন্য এই বিষয়ে রাজদ্বারে আবেদন করা স্বদেশহিতৈষিগণের কর্ত্তব্য বলিয়াই বোধ হয়।

স্ত্রীজাতির উন্নতিপথের এই সকল বিঘ্ন দূর হইলে তাঁহাদিগের অবস্থা অধিকতর উন্নত হইতে পারে। এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

উপসংহার-সময়ে বলি, ভারত-মহিলাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি যে এখনও কত দূরে আছে, তাহা আমি জানি না—কিন্তু যে সর্ব্বশক্তিমান্ দেব-দেবের প্রসাদে বিগত শত বর্ষে তাঁহাদিগের অবস্থা এরূপ অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে, ভারতের গাঢ় নিদ্রা ভাঙিয়াছে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময়ের চরণে প্রার্থনা করি, ভারত-মহিলাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ নিকটস্থ হউক, ভারত-সমাজ প্রকৃত সম্পূর্ণতা লাভ করুক; বামাহিতৈষিগণের আশা সফল হউক; আর ভারত-জননী—অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, মৈত্রেয়ী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী, খনা, লীলাবতী

প্রভৃতি কন্যারত্ন-প্রসবিনী ভারত জননী আবার কন্যারত্ন প্রসব করুক; সুপুত্র সুকন্যার গৌরবে মা আবার রাজ-রাজেশ্বরী হইয়া সন্তানের চক্ষে প্রকাশিত হউক, সেই মঙ্গলময় দেবতার মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আমাদিগের সকল নর নারীর জীবন উৎসর্গীকৃত হউক।

বঙ্গাব্দ ১৩০০। ভাদ্র। শ্রীমানকুমারী বসু।

# ভক্তি-উপহার।*

তোরা কি বলিস্ কিসে,
আমি জানি মরেনি' সে,
স্বরগের ছেলে গেছে স্বরগে চলিয়া;
ফুলের আতর সম,
কীর্ত্তি তার নিরুপম,
ভারতের বুকে বুকে রয়েছে জাগিয়া!

২

ভারত-হিতার্থী যারা,
কথ'ন বলোনা তারা,
"সে ছিল পরের ছেলে পর একজন"
বলিও "সে মহামূল্য,
কোটী কোহিনুর তুল্য,
বলিও "সে ভারতেরি অমূল্য রতন।"

৩

সেই শূর—শূরবর,
ছাড়ি দেশ, বাড়ী ঘর,
আপনা ঢালিয়া দিলা ভারত-পূজায়;
বুকের রুধির মরি!
প্রীতির অঞ্জলি করি,
দিয়েছিল উপহার ভারতের পা'য়!

বিজাতি বিদেশী জ্ঞান,
মনে না পাইল স্থান,
ভারত-কুমার তার প্রিয় পরিজন;
মমতা যতন কত,
করিলা সে অবিরত,
"সহোদর ভাই" ব'লে দিলা আলিঙ্গন!

আর

দুখিনী ভারত কন্যা,
ধরাতলে নহে গণ্যা,
খায় দায় কাজ করে পশুর মতন;
পশু সম অবজ্ঞায়,
দলিতা নরের পা'য়,
সভ্যতা, উন্নতি, সত্য, বোঝে না কখন!

সে নির্ব্বোধ নিরক্ষরা,
সেই সব বেঁচে-মরা,
তারাই জননী বোন, তারাই রমণী;
পুরুষেরা লেখে পড়ে,

* ভারতহিতৈষী মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের ৪৪ সাংবৎসরিক স্বর্গারোহণ-দিন স্মরণার্থ গত ১২ই আগষ্ট সমাধিস্থলে পঠিত।

তত্ত্ব শেখে, সভা করে,
কিন্তু সেই "পশুগুলা," তাদের ঘরণী !

৭

সেই সব অভাগীর,
তপ্ত নয়নের নীর,
হেরিয়া অনাথ-নাথ হ'য়ে সকরুণ,
অনায়াসে করি পার,
সুবিশাল পারাবার,
আনিলা ভারতে, নর-দেবতা বেথুন।

৮

সে মহা-মহিমাময়,
দরশনে পাপক্ষয়,
অটল রজত-গিরি পবিত্র আকার ;
ভারত-বালার দুখে,
বাজিল কোমল বুকে,
সহস্র ধারায় চোখে, বহে জল ধার !

৯

জলদ-নিঃস্বন-রবে,
উচ্ছ্বাসে কহিলা তবে,
ভারতের সারা বক্ষ করি উচ্ছ্বসিত ;—
"রমণী, আনন্দ-হেতু,
জাতীয় উন্নতি-সেতু,
প্রেমময়ী বিশ্বমা'র প্রেমে নিরমিত !

১০

"নারীরে সুশিক্ষা দিলে,
জাতীয় কল্যাণ মিলে,
পুরুষে জীবন পায় নারীর শোণিতে ;
যে চাও দেশের হিত,
স্বজাতি-মঙ্গলে প্রীত,
সে এস জীবন দিতে রমণীর হিতে !"

১১

শুনি সে অমিয় গাথা,
কত কোটী কোটী মাথা,
অদম্য উদ্যমভরে, অসীম উৎসাহে,
নীচতা হীনতা ভুলি,
দেখিল নয়ন তুলি,
নারীই জননী, বোন, জায়া, সুতা তাহে !

১২

আনন্দে চলিলা বালা,
বেথুনের পাঠশালা,
সাদরে সে ঋষিবর করিলা গ্রহণ ;
দুখিনী মায়ের কন্যা,
নারীকুলে নহে গণ্যা,
দিল তারে পিতৃস্নেহ, ভ্রাতার যতন !

১৩

সেথা—
আজি নারী লেখে পড়ে,
বি, এ, এম্, এ পাশ করে,
অদৃষ্ট ফিরিয়া গেছে, আজি শুভ দিন !
ঢালে যদি রক্ত-ধার,
হৃদি পিণ্ডে গাঁথে হার,
পারে কি শুধিতে তা'রা বেথুনের ঋণ ?

১৪

দেবতুল্য পূজ্যতম,
স্নেহে জননীর সম,
উপকারী শুভাকাঙ্ক্ষী জনক-মতন ;
প্রণাম করিতে তাঁয়,
পরাণ আরাম পায়,
কে জানে কিসের স্রোতে উথলে নয়ন

১৫

আহা!

সারা দিনমান-শেষে,

শ্রান্ত পরিশ্রান্ত বেশে,

শুয়েছে সোণার খাটে উজল তপন!—

আয় ভাই, বোন আয়,

কে দিবি সে রাঙা পায়,

পুষ্পাঞ্জলি—সূর্য্য-অর্ঘ্য মনের মতন!

১৬

তোরা কি বলিস্ কিসে,

আমি জানি মরেনি' সে,

স্বরগের ছেলে আছে, স্বরগে বসিয়া;

কিবা তাঁরে দিতে পারি,

দু ফোঁটা নয়নবারি,

পবিত্র শ্মশানে তাঁর যেতেছি রাখিয়া।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

# রত্ন

আমাদের অনেক পাঠিকা, বোধ হয়, রত্ন ভালবাসেন। বস্তুত যাঁহারা অলঙ্কারকে প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন, তাঁহারা যে রত্নের আদর করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রত্ন কোথায় জন্মে, এবং কি প্রকারে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা তাহা আমাদের অলঙ্কার-প্রিয় পাঠিকা-দিগকে জ্ঞাত করিতেছি।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে যেটী উৎকৃষ্ট, সেইটীই রত্ন। যথা স্ত্রীরত্ন, পুরুষরত্ন, অশ্বরত্ন, ধনরত্ন ইত্যাদি।

"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্ধি রত্নং প্রচক্ষতে।

মণিবিশেষের সহিত রত্নশব্দের সঙ্কেত বাঁধা আছে।

"রত্নন্তু মণিদভেদে স্যাৎ।'

রত্নপদবাচ্য যত প্রকার মণি আছে, তন্মধ্যে নয়টী প্রধান।

"মুক্তামাণিক্যবৈদূর্য্যো গোমেদোবজ্রবিদ্রুমৌ।
পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমং॥"

অর্থাৎ মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত এবং নীল, এই নয় প্রকার রত্ন।

১ম-মুক্তা।

মুক্তা বহুমূল্য রত্ন। ভারতবাসিগণের ন্যায় ইউরোপীয়গণও প্রাচীন কাল হইতে ইহার বিশেষ আদর করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বকালে রোমকগণ ইহা বহুব্যয়ে ক্রয় করিতেন। এক জন রোমক গ্রন্থকার তাঁহার সময় এক ছড়া মুক্তাহার অষ্ট লক্ষ টাকায় বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ রূপবতী ক্লিওপেট্রা আট লক্ষ সাত হাজার দুই শত নব্বই টাকা মূল্যের একটী মুক্তা চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত পান করিয়াছিলেন এবং এতাদৃশ বহুমূল্য একটী মুক্তা দ্বিখণ্ড করিয়া রোমের প্রসিদ্ধ দেবতা ভিনসের মূর্ত্তির কর্ণাভরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মিসরদেশীয় এক রাণীর কর্ণাভরণে একটী মুক্তা ছিল, এক সময়ে উহা

ইউরোপে ১৬ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হয়। রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে তৎসমক্ষে সার টমাস গ্রেসাম একটী দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তা চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত পান করতঃ স্পেনদেশীয় রাজদূতকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। মুক্তা এইরূপ সকল সময়ে ও সকল রাজ্যেই আদৃত হইয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষের জ্যোতিষশাস্ত্রে ইহার সমধিক্ গৌরব দৃষ্ট হয়। মুক্তাধারণে মহাফল, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র।

বৈদ্যক শাস্ত্রকারেরাও ইহার গৌরব করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহার গুণ এবং ঔষধে উপযোগিতা ও উপকারিতা রাজনির্ঘণ্ট ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে বিবৃত আছে।

মুক্তার ছায়া বা কান্তি, বিশেষ বিশেষ আকর বা উৎপত্তিস্থান ও বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা গরুড়পুরাণে আছে, কিন্তু ভোজ-রাজ-কৃত "যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থে কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মুক্তার আকর বা উৎপত্তিস্থান, যথা—

"মাতঙ্গোরগমীন-পোত্রি-
শিরসত্বক্‌সারশঙ্খাম্বুভৃ-
চ্ছুক্তীনামুদরাচ্চ মৌক্তিক-
মণিঃ স্পষ্টং ভবত্যষ্টধা ॥"

(১) মাতঙ্গ—হস্তী, (২) উরগ—সর্প, (২) মীন—মৎস্য, (৪) পোত্রী—শূকর, (৫) ত্বক্‌সার—বাঁশ, (৫) শঙ্খ—শাঁখ, (৭) অম্বুভৃৎ—মেঘ, (৮) শুক্তি—ঝিনুক। গজমুক্তা, ফণীর মণি, বংশলোচন ইত্যাদি কথা ইহা হইতেই প্রসিদ্ধ। (ক্রমশঃ)।

# নীতিশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।

( ১ )

এক বৎসরের উপর হইতে চলিল বামাবোধিনীতে নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলা হইয়াছিল। বালক-বালিকাদের নীতিশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে গুটিকতক স্থূল স্থূল কথা বলা মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মনে করিয়াছিলাম, পাঠক-পাঠিকার এ বিষয়ে মন আকৃষ্ট হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু বামাবোধিনীর সম্পাদক মহাশয় নীতিশিক্ষা বিষয়ে আরও কিছু লিখিতে অনুরোধ করায় এই প্রবন্ধ লেখা গেল।

( ২ )

সঙ্গের উপর ছেলেদের নীতি অনেকটা নির্ভর করে। "সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ" আমাদের মধ্যে এই কথা অনেক দিন হইতে প্রচলিত। কাহাকেও ইহার অর্থ বুঝাইবার দরকার নাই। সৎসঙ্গের গুণ ও অসৎসঙ্গের দোষ বোধ হয় এত অল্প কথায় ইহা অপেক্ষা আর ভাল করিয়া বুঝান যায় না। বড় হইলে লোকের মনোবৃত্তি সকল, ভালই হউক আর মন্দই হউক, এক প্রকার পরিপক্ক হইয়া যায় এবং তাহারা তাহাদের

সঙ্গী নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে ও লয়। ছেলেবেলায় সাধারণতঃ আমরা তাহা পারি না। যেরূপ সঙ্গী পাই, তাহারই সঙ্গে মিশি। ছেলেরা অসৎ-সঙ্গে মিশিলে তাহার যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা অনেক পিতা মাতার অবিদিত নাই। ছেলে মেয়েকে মানুষ করা কি কঠিন ব্যাপার, তাহা সকলেই জানেন। যদি প্রথম হইতে তাহাদের সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের উপর দৃষ্টি না রাখা যায়, তাহা হইলে ছেলে মেয়েকে "মানুষ" করা কি কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে ইহা বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাওয়া অনাবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক ভদ্রলোকের ছোট ছোট পুত্র কন্যারা, বিশেষতঃ পুত্রেরা রাস্তায় টোটো-করিয়া বেড়াইতেছে, যেখানে সেখানে যাইতেছে, যাহার তাহার সঙ্গে মিশিতেছে। দেখিয়াও বারণ করিবার কেহ নাই। বাপের হয়ত ইচ্ছা নয়, ছেলে ওরূপ করিয়া বেড়ায়। জানিতে পারিলে হয়ত তাড়না করেন এবং সেই জন্যই হয়ত মা তাঁর নিকট ছেলের এই রূপ টোটো করিয়া বেড়ান গোপন করেন। ছেলে কেন, অনেক সময় আমি ভদ্রঘরের ছোট ছোট মেয়েগুলিকেও মফস্বলে এইরূপ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। এ বিষয়ে সাধারণতঃ আমরা বড় অসাবধান। সাহেবদের দৃষ্টান্ত এ সম্বন্ধে অনুকরণীয়। কোনও ভদ্র সাহেব আপনার ছেলে মেয়েকে যার তার সঙ্গে মিশিতে দেন না।

এখন কথা হইতেছে, এ রোগের ঔষধ কি? কেহ কেহ বলিবেন, যখন যার তার সঙ্গে মিশায় পরিণাম এত মন্দ, তখন যতদূর পারা যায় ছেলে মেয়েকে বাড়ীর বাহির হইতে না দেওয়া ও কাহারও সঙ্গে না মিশিতে দেওয়া ভাল। যার তার সঙ্গে মিলিয়া কদর্য্য ভাষা শিক্ষা করা ও কদর্য্য ভাব গ্রহণ করা অপেক্ষা কাহারও সঙ্গে না মিশাই ভাল। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা দরকার। সঙ্গলিপ্সা মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহা চরিতার্থ হওয়া চাই এবং চরিতার্থ না হইলে মনের পূর্ণ বিকাশ হওয়া অসম্ভব। পরস্পর মিলিতে না পাইলে অনেক সময় ছেলেরা মুস্‌ড়াইয়া যায় ও ক্রমে অসামাজিক হইয়া উঠে। আরও একটি কথা আছে—সুধু মিশা নয়, ছেলেদের খেলা করাও আবশ্যক। আমার বিবেচনায় দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে উপরি-উক্ত অভাব মোচন হইতে পারেঃ (ক) যাহাতে বাটীর ছেলেরা পরস্পরের সহিত মিলিতে ও খেলা করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা; শুধু বন্দোবস্ত নয়, তাহাতে উৎসাহ দেওয়া। (খ) পল্লীস্থ শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারগণের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া খেলা করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা। পাড়ার সকল ছোট বালক বালিকাকে যে এক সঙ্গে মিশিতে হইবেক, এরূপ বলিতেছি না, এবং অনেক সময় তাহা সম্ভবও নহে; কিন্তু প্রত্যেক প্রতি-

বেশের ছেলেদের পরস্পর যতদূর মিশা সম্ভব, ততদূর মিশা ভাল। নির্দ্দিষ্ট সময় বুলিবার উদ্দেশ্য আছে। যদি বাড়ীর ছেলেরা সকল সময়েই এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষু তাহাদের উপর থাকিতে পারে না। ওরূপ করা ও রাস্তায় টোটো করিয়া বেড়ানতে বিশেষ প্রভেদ নাই। আর একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। যদি তুমি বুঝ যে, কোন বাটীর কর্ত্তৃপক্ষদের বাটীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উপর নজর নাই, এবং সেই কারণে ও অন্যান্য কারণে উহাদের চরিত্র দূষিত হইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে কখনই আপনাদের ছেলে মেয়েকে উহাদের সহিত মিশিতে দিও না। এরূপ করিতে হয়ত চক্ষুলজ্জা হইতে পারে, এরূপ করাতে লোকে তোমাকে গর্ব্বিত মনে করিতে পারে, কিন্তু দেখিও যেন চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিম্বা লোকের ভয়ে আপনার ছেলেদের মাথা খাইয়া বসিও না।

(৩)

একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে উপরে যাহা বলা হইল তাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে। আজ কাল প্রায় সকল ভদ্রলোকেই ছোট বালক, এমন কি বালিকাদিগকেও বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া থাকেন। তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে হইলে মধ্যবিত্ত লোকের আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু বিদ্যালয় যে ছেলে বিগড়াইবার এক প্রধান আড্ডা ইহা বোধ হয় অনেকেই অস্বীকার করিবেন না। বিদ্যালয়ের উপকারিতা অনেক। ছেলের সঙ্গে মিশিয়া পড়া শুনা না করিলে, প্রতিযোগিতা-প্রবৃত্তি উত্তেজিত না হইলে পাঠার্থীদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ স্ফুরণ হয় না, মন সবল ও দৃঢ় হয় না, এবং বালক বালিকারা সামাজিক ধর্ম্ম ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু বিদ্যালয়-প্রণালীর গুণবর্ণনা করা আজ আমার অভিপ্রেত নহে, তাহার দোষ দেখানই উদ্দেশ্য। আজ কাল সাধারণতঃ আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজপ্রসাদে ও অর্থলালসা হেতু অনেক বিদ্যালয় হইতে ভদ্রাভদ্র প্রভেদ উঠিয়া গিয়াছে। ছেলেকে কোন বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইলে তাহার সহপাঠীরা কিরূপ, তাহা নির্ণয় করা যায় না। অনেক স্থলে বিদ্যালয়ে কুসঙ্গ ও কুদৃষ্টান্ত অপরিহার্য্য। পিতা মাতা মনে করেন, ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য সাধন হইল। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা মনে করেন, কেবল পাঠ দেওয়া ও বেতন লওয়া অথবা শেষোক্ত কার্য্যটি মাত্র তাঁহাদের কর্ত্তব্য। এইরূপ পদ্ধতিতে সমাজের যে কত অপকার হইতেছে, তাহা সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে কি ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইবে না, এবং বিদ্যালয় সকল কি উঠিয়া যাইবেক? আমি তাহা বলিতেছি না। ঘরে শিক্ষক রাখিয়া ছেলে

মেয়েকে লেখা পড়া শিখান সকলের সাধ্যায়ত্ত নয় এবং সে প্রণালীর দোষও আছে। এ সম্বন্ধে আমি গুটি কতক কথা বলিব। আশা করি বামা-বোধিনীর পাঠক পাঠিকারা তাহাদের প্রতি একটু মনোযোগ দিবেন। (১) বিদ্যালয় অনেক আছে, কিন্তু সকল বিদ্যা-লয়ের ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত সমান নয়। কোন কোন বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ের রীতিনীতির প্রতি কিছুই দৃষ্টি রাখা হয় না। পিতা মাতার কর্ত্তব্য যতদূর সম্ভব নগরস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে ছোট ছোট পুত্র কন্যাদিগকে পাঠান। ইহাতে কিছু ব্যয়বাহুল্য হইতে পারে, কিন্তু এরূপ ব্যয়ে কৃপণতা করা অন্যায়। অধিকাংশ স্থলে এরূপ ঘটে যে, পিতার যেরূপ আয় তাহাতে তাঁহার পক্ষে পুত্র কন্যাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে পাঠান এক প্রকার অসম্ভব। এরূপ স্থলে এই টুকুখানি করিতে বোধ হয় বিশেষ অসুবিধা না হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার ক্ষমতার ভিতর যে কয়টি বিদ্যালয় আছে, তাহাদের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, সেইটিতে ছেলে মেয়ে পাঠান। (২) খুব শৈশবাবস্থায় ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠান কর্ত্তব্য নহে। যদি গৃহের বন্দোবস্ত ভাল হয় যদি পিতা মাতা ধর্ম্মনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদিগকে গৃহে শিক্ষা দিলে তাহাদের চরিত্র এতটুকু গঠিত হইবার সম্ভাবনা যে, তার পর বিদ্যালয়ে গেলে তাহাদের চরিত্র শীঘ্র মন্দ না হইয়া যাইতে পারে। (৩) বিদ্যালয়ে পাঠাইবার পরও ছেলে মেয়ের প্রতি খুব চক্ষু রাখা ও সর্ব্বদা তাহাদের তদারক করা আবশ্যক। অনেক পিতা মাতার বিশ্বাস যে, পুত্র কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। বাকি যাহা করা আবশ্যক, তাহা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের কাজ ও কর্ত্তব্য। ইহাতে যে কি বিষময় ফল ফলে, তাহা অনেকে দেখিয়াও দেখেন না। (৪) বিদ্যালয়ের কত্তৃপক্ষদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চাই। যতদূর সম্ভব তাঁহাদের সকল ছাত্র ও ছাত্রীর প্রতি নজর রাখা উচিত এবং যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রী অত্যন্ত অলস ও অসচ্চরিত্র হয় ও তাহার সুধরাইবার কোন সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে ভাল হয়। আজ কাল কিন্তু বিদ্যাদান একটা ব্যব-সায়ের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে, এবং বোধ হয় আমার কথা অনেক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃ-পক্ষের একটু তিক্ত লাগিবে। ( ক্রমশঃ )

পূর্ব্বং বয়সি তৎ কুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনামুত্র সুখং বসেৎ॥

প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবেক, যাহা দ্বারা বৃদ্ধকালে সুখী হইতে পারে। যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক, যাহা দ্বারা পরলোকে সুখী হইতে পারে।

# ঈশ্বরের উপাসনা।

১। উপাসনা কেবল শুনিবার বা জানিবার কথা নয়, ইহা কাজে করিবার বিষয় এবং ইহার ফল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। শরীরের পক্ষে যেমন আহার, আত্মার পক্ষে তেমনি উপাসনা। আহার-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় ১০খান প্রকাণ্ড পুস্তকে ধান্যবপন হইতে পরমান্ন প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত সকল বিষয় পাঠ করিলেও যেমন ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা একটুও নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু দুটী মোটা চাউলের অন্ন পাইলেও তাহার উদর তৃপ্ত হয়; উপাসনা-স্থল বা শাস্ত্র হইতে গভীরতম তত্ত্বের কথা শুনিলেও সেইরূপ আত্মার অভাব পূর্ণ হয় না, কিন্তু প্রকৃত উপাসনার একটু আস্বাদন পাইলে আত্মার তৃপ্তি হয়। অন্ন হইতে শরীরের বল, বীর্য্য, শোভা, কান্তি, স্ফূর্ত্তি সকলই; উপাসনা দ্বারা আত্মারও সেইরূপ।

২। আহারের মূল যেমন ক্ষুধা, উপাসনার মূল তেমনি প্রাণের ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতার জন্যই নরনারী অতি বর্ব্বর অবস্থা হইতে অদ্যাপি নানা ভাবে ইষ্ট-দেবতাকে উপলব্ধি ও তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছে। আস্তিকতা আত্মার মূলগত বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস যত উজ্জ্বল হয়, তত সত্যভাবে ইষ্টদেবতার দর্শন হয়। আর ভক্তি যত প্রগাঢ় হয়, তত তাহাতে প্রাণের আসক্তি হয়। ঈশ্বরকে কোন প্রকার দৃষ্টবস্তুরূপে দেখিলে সত্যরূপে তাঁহাকে দেখা হয় না। তিনি পরম চৈতন্য, পরমাত্মা। শরীরের অঙ্গভঙ্গী, মুখের কথা বা মনের কল্পনায় তাঁহার স্তব-স্তুতি করিলে তাঁহার প্রকৃত পূজা করা হয় না; প্রাণের কথায়, প্রাণের যত্নে, প্রাণের আদরে প্রাণাসনে বসাইয়া প্রাণস্বরূপকে পূজা করিতে হয়।

৩। উপাসনার অর্থ—ঈশ্বরে বাস। যিনি তাঁহাকে লইয়া যত থাকিতে পারেন, তিনি তাঁহার তত প্রকৃত উপাসক। এই ব্রহ্মযোগ একই বস্তু, দুই ভাবে প্রকাশিত হয়—প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানে প্রাণ এক দিকে মগ্ন হয়; আর এক দিকে তাঁহার প্রিয় কার্য্য—আপনার ও জগতের মঙ্গল-সাধনে আত্মার স্বাভাবিক গতি হয়। আত্মা যেমন রসস্বরূপ ঈশ্বর হইতে অমৃতরস গ্রহণ করিয়া আত্মপোষণ করে, সেইরূপ শরীর মন, হৃদয় ও বিবেককে তাঁহারই ভাবে পূর্ণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীণভাবে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হয়। প্রকৃত উপাসকের নিকট উপাসনা জীবনের ক্ষণিক আংশিক কার্য্য নয়, কিন্তু ইহা সমগ্র-জীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত সাধনার বিষয়। ব্রহ্মগতপ্রাণ হইয়া তিনি ব্রহ্মের উদ্দেশে সমুদায় কার্য্য সাধন করেন।

৪। উপাসনার দুই অঙ্গ হইলেও এক অঙ্গ মূল ও অন্য অঙ্গ শাখা প্রশাখা।

বৃক্ষের মূল গভীর ও অটলভাবে ভূমিতে বদ্ধ হইয়া তাহার রস শোষণ করে, শাখা পল্লব সকলই সতেজ ভাবে বৰ্দ্ধিত হয়। আত্মা যদি অটল নিষ্ঠার সহিত ঈশ্বরকে ধরিয়া ভক্তিরসে সিক্ত থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহার জ্ঞান, ভাব, চিন্তা, কার্য্য সকলই পরিপুষ্ট হয়। বীরপুরুষ যেমন নিভৃত ব্যায়ামশালায় ব্যায়ামে অভ্যস্ত হইয়া রণক্ষেত্রে শূরত্ব প্রকাশ করেন, নির্জ্জনে গভীর উপাসনায় অভ্যস্ত হইয়া ধৰ্ম্মবীরও সেইরূপ কার্য্যক্ষেত্র সংসারে ধৰ্ম্মপরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

৫। উপাসনার কোন একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালী নাই—যাহাতে আত্মা ঈশ্বরমুখী হয়, তাহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী। তবে সাধনার জন্য প্রথমে প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। অঙ্গচালনা কর, বাচনিক বা মানসিক পূজা কর, ভক্তির উদ্দীপন হইয়া ভগবানের সহিত ভক্তের প্রাণকে যেন মিলিত করিয়া দেয়। শাস্ত্র পাঠ কর, নাম জপ কর, সাধুসঙ্গ কর, ব্রত উপবাস কর, সকলই যেন ভগবানের প্রতি মনকে অবনত ও সুস্থির করে। বৈষ্ণবেরা নবধা ভক্তিসাধনের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

"শ্রবণং কীৰ্ত্তনঞ্চৈব স্মরণং পাদসেবনং।
অৰ্চ্চনা বন্দনা সখ্যং দাস্যমাত্মনিবেদনম্॥"

ইষ্টদেবতার নাম শ্রবণ ও কীৰ্ত্তন, তাঁহার চিন্তা, তাঁহার সেবা, অৰ্চ্চনা, বন্দনা, তাঁহার সহিত সখ্যভাব, তাঁহার আনুগত্য এবং সৰ্ব্বশেষে তাঁহার চরণে আত্ম-সমৰ্পণ এই নয়টী সাধনে পূজা পূর্ণাঙ্গ হয়।

ইঁহারা শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর এই পাঁচ প্রকার ভাবে ঈশ্বর-সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন অর্থাৎ ঈশ্বরকে নির্গুণ কারণ, প্রভু, সন্তান, সখা ও স্বামিভাবে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করা যায় এবং এই সকল সাধনায় উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর, এই তাঁহাদের মত।

ব্রহ্মসাধক প্রাচীন ঋষিরা প্রাণায়মযোগে চিত্ত স্থির করিয়া অধ্যাত্মযোগে পরমাত্মাকে আত্মস্থ ও আত্মগত করিয়া তাঁহার সাধনা করিতেন। এই অধ্যাত্মযোগই সাধনার প্রকৃষ্ট উপায়।

৬। বাহ্যপ্রণালী সকল প্রাণহীন হইলে আড়ম্বরমাত্র সার হয়। এই জন্য সকল ধৰ্ম্মপ্রণালী বিকৃত হইয়াছে। তীর্থ, বৈরাগ্য, গুরুভক্তি, প্রায়শ্চিত্ত, মালাজপ, করজপ, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধন যোগ প্রাণহীন হইলে সকলই পণ্ডশ্রম সার হয়।

৭। উপাসনার ফলে জীবন মুক্ত হইবে। যত ব্রহ্মে আসক্তি বাড়িবে, ততই বিষয়ে বৈরাগ্য হইবে। প্রকৃত উপাসকের প্রাণ নিত্যযুক্ত সুতরাং নিত্যমুক্ত—সৰ্ব্বক্ষণ সচেতন, সৰ্ব্বক্ষণ প্রেমপূর্ণ, সৰ্ব্বক্ষণ পুণ্যকার্য্যে অনুরাগী। 'সত্যং শিবং সুন্দরং' দেবতাকে প্রাণের প্রিয়তম জানিয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করেন এবং তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই সহচর অনুচর হইয়া তাঁহার সেবায় জীবন সার্থক করেন।

# কতকগুলি সুমাতা।

( গত প্রকাশিতের পর )

## জর্জ্জ ওয়াসিংটনের জননী।

প্রাতঃস্মরণীয়া জর্জ্জ ওয়াসিংটনের জননী একজন সুমাতা। উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত সুসভ্য ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স প্রদেশে ভার্জিনিয়া নগরে এক সুসভ্য ইংরাজ পরিবারে ইহাঁর জন্ম হয়। সদাচার, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, মিতব্যয়িতা, বিনয়, সত্যনিষ্ঠা এবং প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগ তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। তরু-লতা-সুশোভিত পর্ব্বতোপরি, কল-নাদিনী তরঙ্গিণীর তীরে ঈশ্বরোপাসনা করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। সময়ে সময়ে পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন এবং প্রশান্ত নয়ন দুটী ভক্তি-অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া যাইত। তাঁহার স্বামীর যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি ছিল, সুতরাং মেরী ওয়াসিংটন ধনীর সহধর্ম্মিণী ছিলেন; কিন্তু বিলাসিতা এবং অনর্থক অপব্যয়ে তিনি একটী কপর্দ্দকও কখন ব্যয় হইতে দেন নাই। মিতব্যয়িতা দ্বারা তিনি অর্থসঞ্চয় করিয়া নানারূপ দেশহিতকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতেন এবং স্বহস্তে দীনদরিদ্র-দিগকে অর্থ দান করিয়া পরমানন্দ অনু-ভব করিতেন।

তাঁহার ছয় পুত্র, তন্মধ্যে জর্জ্জ ওয়াসিং-টন তৃতীয়। জর্জ্জের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং পুত্রগণের লালন পালন ও শিক্ষার সম্যক্ ভার মেরী ওয়াসিংটনের উপরেই পতিত হয়। ছয়টী সন্তানের সুশিক্ষা বিধান একটী বিধবা রমণীর পক্ষে বড় সহজ কথা নহে। মেরী ওয়াসিংটনকে তজ্জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকিতে হইত। তিনি বৃথা চিন্তায় অভিভূত হইয়া এক মুহূর্ত্তও ব্যয় করিতেন না। সুনিয়ম ও সুশিক্ষা দ্বারা তিনি আপনার সদ্‌গুণ সকল সন্তান-দিগের প্রাণে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন। জননীর সুশিক্ষার বলেই জর্জ্জ ওয়াসিংটন কালে প্রসিদ্ধ সেনাপতি ও জগদ্‌বিখ্যাত দেশহিতৈষী হইয়াছিলেন।

একদা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাতে জর্জ্জ ওয়াসিংটন সাত বৎসর মাতৃদর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র তিনি মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মেরী ওয়াসিং-টন বহুদিন পরে প্রিয় পুত্রকে সমাগত দেখিয়া পরমানন্দলাভ করিলেন এবং সহস্র সহস্র চুম্বন করতঃ শৈশবের প্রিয় নাম 'জর্জ্জি জর্জ্জি' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বতন ও আধুনিক সময়ের বন্ধুবর্গের সবিশেষ সংবাদ লইলেন এবং

শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু প্রিয়তম পুত্রের গৌরব ও পদমর্য্যাদার বিষয়ে একটী কথাও বলিলেন না। কেহ বলিলে বলিতেন "জর্জি ভাল ছেলে, সে ভাল কাজ করিবে জানি।"

অন্য এক সময়ে ওয়াসিংটনের সৈন্যগণ তাহাদের নেতার জননীকে দেখিতে চাহিয়াছিল। সৈন্যগণ ভাবিয়াছিল জননী সমারোহের সহিত তাহাদিগকে দেখা দিবেন। কিন্তু সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল, মেরী সামান্যবেশে তাঁহার প্রিয় পুত্রের বাহুমধ্যে মস্তক ন্যস্ত করিয়া উপস্থিত হইলেন। অহঙ্কার ও পদাভিমান তাঁহার উচ্চ হৃদয়ে স্থান পাইত না।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে পুত্রশোক ভোগ করিতে হয় নাই, অনতিবিলম্বেই তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রেসিডেণ্ট জাকসন এবং দেশের সমুদায় মান্যগণ্য লোক একত্র হইয়া ফেডারিস্কবর্গে তাঁহাকে মহাসমারোহে সমাহিত করেন। এই রমণীর বিষয়ে তাঁহার জগদ্‌বিখ্যাত পুত্র জর্জ্জ ওয়াসিংটন বলিয়াছেন "আমার গৌরব ও মহত্ত্বের একমাত্র কারণ আমার জননীর সুশিক্ষা।"

সুশীলাবালা সিংহ।

# ব্রতমালা।

হিন্দুরমণীর পক্ষে স্বধর্ম্মনিরতা, সদাচারনিষ্ঠা, স্বব্রতরতা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মশীলা পত্নীই পত্নী, অন্যে সে নামের যোগ্যা নহেন। যিনি পতিব্রতা, শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতির প্রতি তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। যাঁহারা পতির পূজ্য, তাঁহারা পতিব্রতারও পূজ্য। যাঁহারা পতির আত্মীয় স্বজন ও স্নেহভাজন, তাঁহারা পতিব্রতা পত্নীরও আত্মীয় স্বজন ও স্নেহভাজন। ওদিকে অন্যথা না হইলে ত আর এদিকে অন্যথা হইতে পারে না।

হিন্দুরমণী শৈশবাবধি মরণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপথে মন দিতে বাধ্য হন। বাল্যের অভ্যাস যৌবনে বদ্ধমূল হয়; তখন অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হয়। হিন্দুশাস্ত্রের মত শাস্ত্র, হিন্দুর শিক্ষার মত শিক্ষা অতি বিরল। ধর্ম্মের খেলাতেও ধর্ম্মশিক্ষা হয়। শৈশবের ব্রত পুণ্যপুকুর; কিন্তু বস্তুতঃই পুণ্যের পুকুর। এই খেলার পুকুরে যে পুণ্যশিক্ষা হয়, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে তাহাই মহা পুণ্যকার্য্যে পরিণত হয়। বাল্যের যমপুকুরেই হিন্দুবালিকা ভবিষ্যতে যম জিনিবার উপায় শিক্ষা করেন। শৈশবরাজ্যের ক্রীড়া-ব্রতগুলি বড় অগ্রাহ্য নহে। যেমন বাল্যের বর্ণমালায় সকল বিদ্যার সূত্রপাত, বাল্যের ব্রতমালাতেও সেইরূপ

সর্ব্বধর্ম্মের সূত্রপাত ব্রত হিন্দুনারীর সঙ্গের সঙ্গী। বাল্যে পুণ্যপুকুর, যমপুকুর, প্রভৃতি; যৌবনে ধনগছান, জলসংক্রান্তি, বৈশাখী চাঁপা প্রভৃতি; প্রাবীণ্যে অনন্ত-চতুর্দ্দশী, সাবিত্রীচতুর্দ্দশী। বার্দ্ধক্যের ত কথাই নাই; তখন ধর্ম্মই হিন্দুরমণীর জীবনের একমাত্র কার্য্য।

হিন্দুর সকল কর্ম্মেই ধর্ম্মের বন্ধন, ধর্ম্মের সংস্রব,—আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে ধর্ম্মের বন্ধন। এমন বিধি ব্যবস্থা রীতি প্রথা আর কোনও জাতির মধ্যে দেখা যায় না। হিন্দুরমণী যে এত ধর্ম্মনিষ্ঠা, এত পতিব্রতা, এত সতী সাধ্বী, তাহা হিন্দুধর্ম্মের জন্য, হিন্দুশাস্ত্রের জন্য। ধর্ম্মে মতি আছে বলিয়াই হিন্দুরমণী গৃহের লক্ষ্মী, সংসারের দেবতা, সকলের পূজ্যা। ধর্ম্মের জন্যই পতিব্রতার তেজে জগৎ পরাজিত। অতএব পৌরাণিক প্রচলিত যে সকল ব্রতমালা পাঠ বা শ্রবণ করিলে পাঠিকাগণের বিশেষ ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে, সেই সকল পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সুবুদ্ধি পাঠিকারা ইহার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিবেন। ব্রত কত আছে, এক মাসের তালিকা দেখিলেই কতক বুঝা যাইবে ঃ—

জন্মাষ্টমী ব্রত, তুলসী ব্রত, হরি-তালিকা ব্রত, ঋষি-পঞ্চমী ব্রত, কুক্কুটিব্রত, দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত, রাধাষ্টমী ব্রত, বুধাষ্টমী ব্রত, তালনবমী ব্রত, শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত, বামন-দ্বাদশী ব্রত, এবং অনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত এই কয়েকটীই ভাদ্রমাস-কৃত্য প্রধান ব্রত। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মাসে প্রধান ও ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক ব্রত আছে। (ক্রমশঃ)

# পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

## কর্ণ রোগ।

১। হড়হড়ের পাতার রস অল্প গরম করিয়া কর্ণের ভিতর দিলে তৎক্ষণাৎ কর্ণশূল (কান-কামড়ানি) নিবারিত হয়।

২। চামেলি ফুলের তৈল ২। ১ ফোঁটা করিয়া ৪।৫ দিন কানে দিলে পূঁয পড়া ভাল হয়।

৩। ঈষদুষ্ণ নারিকেল তৈলে একটু আফিং মিশাইয়া কর্ণের মধ্যে দিলে কর্ণ-শূল ও তজ্জনিত যাতনা অবিলম্বে নিবারিত হয়।

৪। নারিকেল মুচি ছেঁচিয়া এই রস ঝিনুকে করিয়া কানে দিলে কান-পাকা ভাল হয়।

৫। পাকা আকন্দ পাতায় ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া. তাহার রসে কর্ণ পূর্ণ করিলে, তীব্র কর্ণশূল সত্বর উপ-শমিত হয়।

৬। নীল বৃক্ষের মূলের রস কাঁজি ও তৈলের সহিত পাক করিয়া তাহাতে কর্ণ পূর্ণ করিলে কর্ণের কৃমী বিনষ্ট হয়।

৭। লস্থন, আমলকী সমপরিমাণে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ হরিতাল দিয়া পেষণ করিয়া চতুর্গুণ তৈলে পাক করিবে, পাককালে তৈলের চতুর্গুণ দুগ্ধ দিবে। যখন দুগ্ধ শেষ হইয়া তৈলমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন তৈল নামাইয়া ঐ তৈলে কর্ণ কিছুদিন পূর্ণ করিলে, বধিরতা রোগ বিনষ্ট হয়।

৮। শ্বেতসর্ষপ, বৃহতী, ও অপামার্গ সমপরিমাণে লইয়া দুগ্ধে পেষণ করিয়া কর্ণে প্রলেপ দিবে। ইহাতে কর্ণ পালি বৃদ্ধি হয়।

# হিন্দুগৃহিণীর রাজনীতি।

পল্লীতে ও গ্রামে পাকা গৃহিণী বলিয়া হরিদাসবাবুর জননীর খুব সুখ্যাতি আছে। পল্লীবাসিনী স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করে। একে ব্রাহ্মণের কন্যা, তাহাতে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীশ্বরের গৃহিণী ; কেনই বা লোকে লক্ষ্মী বলিয়া ভক্তি না করিবে? ইহার উপর তাঁহার এত অসাধারণ গুণ ছিল যে, কেহই তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। কর্ত্তা পাঁচ শত টাকা পেন্‌সন্ পান ; চারিটী পুত্র, তন্মধ্যে একটী ডাক্তার, একটী ডেপুটী মাজিষ্টেট; তাঁহারা দুই ভাইয়ে মাসে প্রায় হাজার টাকা ঘরে আনেন। তদ্ভিন্ন কোম্পানি কাগজের সুদও কিছু আসে। আয় যেমন দেখিতেছ, ব্যয়ও তেমনি। পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, দুই একটী জামাই, দুই একটী ভাগিনেয়, গৃহিণীর দুই একটী বিধবা ননন্দা এবং দাসদাসী ইত্যাদিতে দুই বেলায় প্রায় ষাইট সত্তর খানি পাত পড়ে। অতিথিসেবার একটা প্রকাণ্ড আড়ম্বর নাই বটে, কিন্তু এমন দিন যায় না, যে দিন ২।৩টী অতিথির সেবা না হয়। এতদ্ব্যতীত নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপও আছে। এক গৃহে বিভিন্ন প্রকৃতির এত লোক বাস করে, তবু কোন দিন কেহ একটী "টু" শব্দ শুনিতে পায় না। নিত্য নিত্য এত ব্যয় হয়, কিন্তু এক কপর্দ্দকও অপব্যয় হয় না। দৈনিক তিনটী অতিথির সেবা স্বতন্ত্র আয়োজন বিনা নির্ব্বাহিত হইয়া যাইত। অতিথি-সংখ্যা তদধিক হইলে পৃথক্ আয়োজন হইত। সংসারে এতাদৃশী সুশৃঙ্খলা কেবল গৃহিণীর গুণে। হরিদাস বাবুর মাতা বলিতেন, "যদি অতিথিসেবার জন্য গৃহস্থ পরিজনগণের আহারাদির একটু ত্রুটি না হইল, এবং পরিজনগণ যদি বুঝিতে না পারিলেন যে, তাঁহাদের গৃহে অতিথি আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের আহারাদির একটু ন্যূনতা হইয়াছে, তাহা হইলে আতিথ্যের ফল হয় না। যে ঘরে এরূপে অতিথিসেবা না হয়, সে ঘরে মিতব্যয়িতার নিয়ম সকলও উপেক্ষিত হইয়া থাকে।" অতিথিসেবা

সম্বন্ধে হরিদাসের মার আরও যে সকল কথা আমরা শুনিয়াছি, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে তিনি যে আতিথ্যের একটা অদৃষ্ট বা অলৌকিক ফলের প্রত্যাশা করিতেন, এরূপও বোধ হয় না। তিনি বলিতেন,—"অতিথিসেবা গৃহস্থের একটা প্রধান ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয়। এই জন্য শিশুকাল হইতে গৃহস্থ বালকবালিকাদিগের এই অনুষ্ঠান অভ্যস্ত হওয়া উচিত।" তিনি যে এইরূপ উক্তিমাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তাহা নহে; উহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়ও দেখাইয়া দিতেন। যে দিন গৃহে অতিথি আসিতেন, সে দিন দুগ্ধপোষ্য শিশু ব্যতীত পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের ভাগের দুগ্ধ ও জলখাবার হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া অতিথিকে প্রদান করিতেন, এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, "আজ তোমাদের বাড়ী অতিথি ঠাকুর আসিয়াছিলেন বলিয়া তোমাদের দুগ্ধ জলখাবার একটু কম হইয়াছে।" তাঁহারা বাল্যকাল হইতে শিখিত আপনারা না খাইয়া, বা অল্প খাইয়া, অতিথিসেবা করিতে হয়।

হরিদাসের মা কখন দাসদাসীগণের উপর অতিথিসেবার ভার অর্পণ করিতেন না; তাঁহার অনুরোধে স্বয়ং কর্ত্তাকে গিয়া অতিথির অভ্যর্থনা করিতে ও সেবা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। কর্ত্তা একদিন স্বয়ং অতিথির নিকট যাইতে একটু আপত্তি করায়, গৃহিণী বলিয়াছিলেন,—"দেখ কর্ত্তা! তুমি ভাব, এই ঘর-সংসার টাকা-কড়ি, সবই তোমার, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক, নয়? আমি কিন্তু সেরূপ ভাবি না; আমি ভাবি, পৃথিবীতে যত ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি, লোক জন আছে, সকলই একজনের;—সে সকলকে রক্ষা করে,—সকলকে প্রতিপালন করে। এইজন্য সকল সংসারে সকলের সম্বন্ধ আছে। আমার ইচ্ছা করে, অতিথিগণকে এমন যত্ন করি যেন তাঁহারা মনে করেন যে, 'এক বাড়ী ছাড়িয়া আর এক বাড়ী আসিয়াছি।' কি করিব, বিধাতা আমাকে তুমি না করিয়া তোমার নারী করিয়াছেন, বাহিরে যাওয়া ভাল দেখায় না।" কর্ত্তা সেই দিন হইতে আর কোনও কথা কহিতেন না;—অতিথি আসিবামাত্র অবিলম্বে নামিয়া আসিতেন।

(২)

আমরা যে হিন্দুগৃহিণীর আখ্যায়িকা বর্ণন করিতেছি, তিনি গৃহলক্ষ্মীরূপে যে গৃহে অবস্থান করিতেন, সেই গৃহের পার্শ্বে হরিদাসনামক কোন ব্রাহ্মণযুবক সস্ত্রীক বাস করিতেন। প্রতিবেশী হরিদাস বালককালে গৃহিণীর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিদাস বাবুর সতীর্থ অর্থাৎ সহপাঠী ছিলেন; তদ্ভিন্ন নাম, বয়স ও আকৃতিগত সাদৃশ্য বশতঃ উভয়ের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। পুত্রের সুহৃৎ বলিয়া গৃহিণীও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। সুহৃদের জননী বলিয়া

প্রতিবেশী হরিদাসও গৃহিণীকে গর্ভধারিণী-বৎ ভক্তি করিতেন। বিশেষতঃ বালক-কালেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে এবং হরিদাসবাবুর পিতার অনুগ্রহে তাঁহার চাকুরী হওয়াতে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা ও আনুগত্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু শৈশবে অভিভাবকহীন হইলে সচরাচর যৌবনে যে দোষ ঘটিয়া থাকে, প্রতিবেশী হরিদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়াছিল। তিনি সুরা ও তদানুষঙ্গিক কুক্রিয়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী বড় লক্ষ্মী;—সেই সাধ্বী যুবতী তাদৃশ উচ্ছৃঙ্খল পতির প্রতি কিছুমাত্র অভক্তি প্রকাশ করিতেন না; বরং বিধিমতে তাঁহার চরিত্র-সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। হরিদাসবাবু এখন ডেপুটী মাজিষ্টেট,—তাঁহার উচ্চপদ; সুতরাং দেশীয় প্রথা-মতে তিনি বাল্যবন্ধু গরিব হরিদাসের সংবাদ লইতে লজ্জাবোধ করিতেন। কর্ত্তা, "ছোঁড়া মদ, বেশ্যা ধরিয়া অধঃপাতে গিয়াছে" বলিয়া হরিদাসের মুখদর্শনও করিতেন না; কিন্তু গৃহিণী হরিদাসকে সমানই ভালবাসিতেন। তিনি একদিন হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন,—"হরি! চল্লিশ টাকা মাহিনা পা'স, খাইবার লোক তুই, তোর স্ত্রী ও একটী বিধবা বোন। বুঝিয়া চলিতে পারিলে খরচপত্র হইয়া তোর মাসে মাসে কিছু সঞ্চয় হইবার কথা; তা না হইয়া সকলই উড়াইয়ে দিস্—বাছারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না,—কখন তাদের পরনে একখানা আস্ত কাপড় দেখিলাম না। সে দিন বউমা আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া-ছিলেন, দেখিলাম,—কেবল দুই গাছি কড় ও সিঁথের সিঁদুরটুকু আয়তি-চিহ্ন রহিয়াছে,—উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণে কত রূপ;—বোধ হইল যেন নির্ব্বাসিতা পঞ্চালদুহিতা অজ্ঞাতবাস করিতেছেন। কহিলাম, হতভাগা এমন শরীরে দুখানা গহনা দেয় না। বৌমা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "মা! আমার কপাল।" হরিদাস সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "মা, আর আমাকে তিরস্কার করিবেন না; আমি আসচে মাস হইতে কিছু কিছু টাকা আপনার কাছে রাখিয়া দিব, আপনি তদ্দ্বারা বৌকে গহনা গড়াইয়া দিবেন," বলিয়া গৃহিণীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য, মাসে মাসে টাকা গচ্ছিত করা দূরে থাকুক, ইহার পর হরি-দাস আর ৩। ৪ মাস গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। গৃহিণী বুঝিলেন, স্ত্রীর প্রতি হরিদাসের ভালবাসা থাকিলেও, স্ত্রীকে ভাল কাপড়, ভাল গহনা পরাইবার ইচ্ছা থাকিলেও, ইচ্ছা করিয়া দুরন্ত অভ্যাস ত্যাগ করা হরিদাসের সাধ্য নহে; তজ্জন্য একটু তদ্বির আবশ্যক।

(৩)

হরিদাসের সহিত কথোপকথনের ঠিক্ তিন মাস পরে এক দিন গৃহিণী এক জন স্বর্ণকারকে ডাকিয়া তাহার হাতে একটুকুরা কাগজ এবং নগদ ও নোটে

৩০০৲ তিন শত টাকা গণিয়া দিলেন; পরে একখানি হাতচিঠায় রসিদ্' ষ্ট্যাম্প দিয়া তাহাতে স্বর্ণকারের স্বাক্ষর লইলেন। স্বর্ণকার বিদায় হইল। এই সময়ে গৃহিণী উপর হইতে কর্ত্তার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে দেখিলেন, কর্ত্তা বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। অমনি দশন-দষ্ট-রসনায় ত্বরিতপদে কর্ত্তার নিকট গমন করিলেন। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইতে-ছিল ?" গৃহিণী কহিলেন, "যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যা হয়। আর কেহ জানে না জানে, তুমি জানিতে না পার, এই আমার ইচ্ছা ছিল।"

"ব্যাপারটা কি ?"

"হরিদাসের স্ত্রীর জন্য পাঁচখানা গহনা গড়াইতে দিলাম।"

"বড় বউমার কোন্ পাঁচখানা গহনার অভাব ছিল, আমি ত তা জানি না।"

"বুড়া হইলে পুরুষ মানুষের বুদ্ধিলোপ হয়, এই জন্যই গবর্ণমেণ্ট্ বুড়াদিগকে আফিস হইতে তাড়াইয়া দেয়। আমি কি আমার হরিদাসের বউকে 'বড় বউমা' বলিতে জানি না ?"

"ভাল! আমিই যেন বুড়া হইয়াছি, তুমিই কোন্ ষোলবছরী ?"

"আমি ষোড়ষী যুবতী নহি বটে; কিন্তু যুবতীর ন্যায় বুদ্ধি আছে।"

কর্ত্তা একটু রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বয়াটে মাতাল হরিদাসের বউকে তিন শ টাকার গহনা দিয়া সেই বুদ্ধি প্রকাশ করিলে না কি ?"

"তুমি একটু পায়ের ধূলা দাও, তাহার জোরে অবশ্যই সেই বুদ্ধি সুফলা হবে," বলিয়া গৃহিণী কর্ত্তার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে অন্তঃপুরে যাইতে উদ্যত হইলেন। কর্ত্তা কহিলেন, "শুন, একটা কথা বলি! তুমি তিন শ টাকা দান করিবার পাত্রী নহ, তাহা আমি জানি; কিন্তু হরিদাসের মত লোকের নিকট হইতে কি ঐ টাকা ফেরত পাইবার প্রত্যাশা রাখ ?"

কর্ত্তার মুখে এত কথা শুনিতে হইবে বলিয়াই গৃহিণী গোপনে কার্য্য সারিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার ঘরণী হইয়া অনেক টাকা করিয়াছি; না হয়, তিন শ টাকা যাইবে, তাহাতে মারা যাইব না। অথবা এককালে এজন্য হয়ত, তুমিই আবার অনেক প্রশংসা করিবে।"

গৃহিণীর বুদ্ধিশুদ্ধি ও চাল চলনে কর্ত্তার সবিশেষ আস্থা ছিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে পরিস্ফুটরূপে কিছু বুঝিতে না পারিলেও ইহাতে গৃহিণীর একটা ভাল মতলব আছে, তাহা বুঝিলেন, আর কোন কথা কহিলেন না।

(ক্রমশঃ)।

# স্বরসাধন-প্রণালী।

বাহার ( ঝাঁপতাল )। গ　নি

+ । 　। 　৩॥ 　। 　০। 　। 　১। 　। ।
ধ 　প 　ম 　গ 　গ 　প 　ম 　প
অ- 　চ- 　ল 　ঘ- 　ন 　গ- 　হ 　ন

+ । 　। 　৩॥ 　। 　০ 　। 　১। 　। 　।
ম 　গ 　ম 　ধ 　প 　সা 　নি 　সা 　নি 　ধ
গু- 　ণ 　গাও 　তাঁ- 　হা 　রি ;

+ । 　। 　৩॥ 　। 　০। 　। 　১॥ 　।
ধ 　নি 　সা 　ঋ 　ঋ 　সা 　নি 　সা
গাও 　আ- 　ন- 　ন্দে 　স 　বে 　র- 　বি

+ । 　। 　৩॥ 　০। 　। 　১। 　। 　।
সা 　নি 　ধ 　প 　সা 　নি 　সা 　নি 　ধ
চ- 　ন্দ্র 　তা- 　রা।

+ । 　। 　৩। 　০। 　। 　১। 　॥
ধ 　ধ 　নি 　সা 　ঋ 　সা 　সা 　সা 　নি 　সা
(১ম বার) স- 　কল 　ত- 　রু- 　রা 　জি 　সা- 　জি
(২য় বার) গা- 　ও 　জী 　ব 　জ- 　ন্তু 　আ- 　জি
(৩য় বার) ম- 　ম 　হৃ- 　দ- 　য় 　গাও 　আ- 　জি

+ । 　। 　৩। 　॥ 　০। 　১। 　। 　।
নি 　ঋ 　সা 　ঋ 　নি সা 　নি 　সা 　নি 　ধ
ফু- 　ল 　ফ- 　লে 　গা- 　ও 　রে ;
যে- 　- 　আ- 　ছ 　গে 　খা 　নে,
মি- 　লি 　য়া 　স 　ব 　সা- 　গে,

+ । 　। 　৩। 　॥ 　০। 　। 　১। 　॥
গ 　গ 　গ 　ম 　গ 　গ 　ঋ 　সা
বি- 　হ- 　ঙ্গ 　কু- 　ল 　গাও 　আ- 　জি
জ- 　গৎ 　পু- 　র 　বা- 　সী 　স- 　বে
ডা- 　ক 　না- 　থ 　ডা- 　ক 　না- 　থ

+ । 　। 　৩॥ 　। 　০। 　। 　১। 　। 　।
সা 　নি 　ধ 　ধ 　প 　সা 　নি 　সা 　নি 　ধ
ম- 　ধুর- 　ত 　র 　তা- 　নে।
গা- 　ও 　অ- 　নু- 　রা 　গে,
ব- 　লি 　প্রাণ 　আ- 　মা- 　রি।

## হেঁয়ালি।

পাঁচটি অক্ষরে মম নামের গণন,
রাজা আমি গুণ মম জানে সর্ব্বজন।
বৃদ্ধ-হিন্দুদের মনে হতেছে উদয়,
"উত্তম কথায়" মম কত সুখ হয়।
প্রথম অক্ষর আর দ্বিতীয় অক্ষর,
একত্র করিলে নর বুঝাবে সত্বর।
প্রথমের সনে যদি তৃতীয় মিলাবে,
তখনই দুগ্ধবাটী দধি হয়ে যাবে।
প্রথমের সনে যদি চতুর্থ মিশয়,
আদালত কাছারীতে বড় পদ হয়।
প্রথমের সনে হ'লে শেষের মিলন,
সবাকার সুমঙ্গল হইবে সাধন।

শ্রীঅ—

---

## নূতন সংবাদ।

১। মহারাণী ভারতেশ্বরী কাবুলের আমীর-পুত্র নসরুল্লাকে একটী রাজমুকুট ও কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র উপহার দিয়াছেন।

২। জর্ম্মণির ওয়ালক নামে এক ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক নিয়মে কৃষ্ণ বর্ণের গোলাপ ফুল প্রস্তুত করিয়াছেন।

৩। চীনে পুনরায় মিশনারি-হত্যা হইয়াছে। ৮। ১০টী মিশনারি রমণী এবং কয়েকটী শিশুও না কি হত হইয়াছে।

৪। এবারডীন বিশ্ববিদ্যালয় কুমারী জে, ই, হারিসনকে তাঁহার গ্রীক প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য এল এল ডি উপাধি দিবেন। কুমারী হারিসন এই সর্ব্বপ্রথম ব্রিটিষ বিদ্যালয় হইতে উপাধি লাভ করিলেন।

৫। বিলাতের যাদুঘরে ২৫০,০০০ প্রকারের মুদ্রা ও পদক আছে।

৬। মুক্তিফৌজের সেনাপতি জেনারল বুথ আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণপূর্ব্বক পুনরায় ভারতবর্ষে আসিবেন।

৭। আগষ্টের প্রথমে ডবলিন মহানগরে কালা বোবাদের শিক্ষার বিবেচনার্থ এক মহাসভা হইয়াছে। কলিকাতার কালা-বোবা-বিদ্যালয়ের শিক্ষক লণ্ডন-প্রবাসী বাবু যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তারূপে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন।

৮। চিনের মুসলমানঅধিবাসীরা বিদ্রোহী হইয়াছে। চিনের চতুর্দ্দিকে গোলযোগ।

৯। ভারতেশ্বরী বিক্টোরিয়া "ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট" খুলিবার সময় স্বয়ং বক্তৃতা পাঠ করেন; এরূপ উচ্চ ও পরিষ্কার স্বরে পাঠ করিয়াছিলেন যে, অতি দূরস্থ শ্রোতারাও সুস্পষ্ট শুনিয়াছেন।

১০। কর্পূরথালার হরনাম্ সিংহ বাহাদুর সস্ত্রীক অসবোরন্ প্রাসাদে মহারাণীর সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন।

১১। আমরা অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে অনিচ্ছাপূর্ব্বক এই আসুরিক কাণ্ড পত্রস্থ করিতেছি। কলিকাতাবাসী ভূতপূর্ব্ব সব জজ বাবু যদুনাথ মল্লিকের গৃহে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এক দস্যু প্রবেশ করিয়া তিনটী বালক, যদুবাবুর ছোট জামাতা ও পুত্রকে সাংঘাতিকরূপে অস্ত্রাঘাত করে। ছোট জামাতা ও দুইটী বালক মারা গিয়াছে, অন্য দুইটীরও জীবন সংশয়। বালকত্রয়ের পিতা যদুবাবুর জামাতা অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ এই দস্যু বলিয়া ধৃত হইয়া বিচারাধীন !!!

# পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। নির্ঝরিণী—শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত। ইহাঁর প্রথম গ্রন্থ ‘প্রতিধ্বনি’ সম্বন্ধে আমরা যে সকল প্রশংসাবাদ করিয়াছি, নির্ঝরিণী দ্বারা তাহা সমর্থিত হইয়াছে। ইহাঁর কবিতা সরল, মধুর ও বিশুদ্ধভাবপূর্ণ, এইজন্য এত হৃদয়গ্রাহিণী। ইহাঁর প্রাণের কবিতা নির্ঝর অক্ষয় হইয়া বঙ্গসাহিত্যের ও দেশের হিতোন্নতি-সাধনে সমর্থ হউক।

২। প্রেম—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি, এ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। প্রেম সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট কথা পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে প্রায় সকলই সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার হৃদয়বান্ এবং প্রেমাঞ্জনে উন্মুক্ত-চক্ষু, তাই স্বচক্ষে প্রেমকে দেখিয়া তাহার এমন চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহার যে অঙ্গে যে ভূষণ সাজে, তাহা দিয়া সাজাইয়াছেন। ইহার ভাষা সরল, ভাব গভীর এবং ইহা পাঠ করিয়া হৃদয় ও আত্মা তৃপ্ত হইয়া কল্যাণকর ফললাভে সমর্থ। প্রেমিকগণ ইহার আস্বাদন করিয়া সুখী হউন।

৩। বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ২॥০ টাকা। পুস্তকখানি প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা পরিমিত এবং ইহাতে ১১ খানি সুন্দর ছবি আছে। বিদ্যাসাগরের জীবনের সকল বিভাগের ঘটনাবলী অতি সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার সতেজ ও জীবন্ত ভাব ইহার পত্রে পত্রে জাজ্বল্যমান। যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম, গবেষণা, সহৃদয়তা, ও দেশহিতৈষিতা সহকারে গ্রন্থকার পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে ইহা অতিশয় হৃদ্য হইয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিবারণ-ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ আত্ম-সমর্পণ দ্বারা বিদ্যাসাগর যে নারী-হিতৈষিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার ইতিবৃত্ত ইহাতে বিশেষরূপে বিবৃত। সহৃদয় নারী-গণ এবং নারীহিতৈষিগণ এই পুস্তকের উপযুক্ত সমাদর করিবেন, অবশ্যই আশা করা যায়। পুস্তকখানি সম্বন্ধে আমাদের আর যাহা বক্তব্য আছে, তাহা পরে প্রকাশ্য।

# বামারচনা।

## নিরাশায়।

"...ept and dreamt that life was beauty,
... I woke and found that life was duty."

অলস জীবন-ভার
বহনে কি প্রয়োজন!
তাই এ ক্লেশের বোঝা
নামা'তে আকুল মন। ১।

অলস জীবনে নাথ!
হয় সজীবতা দাও,
নহে জীব-খাতা হ'তে
এ নাম উঠা'য়ে লও। ২।

পারি না বহিতে প্রভু!
নির্জ্জীব জীবনভার,
তুরবল হৃদয় ত
পারে না সহিতে আর। ৩।

কোথায় মরণ রাণি!
সুধামুখে এস হেসে,
কোলে তুলে লও এবে
স্নেহময়ী মাতৃবেশে। ৪।

চিরশান্তিময়ী তুমি,
মধুর মুরতি তব,
আহা! কি সুন্দর হেরি
কল্পনায় অভিনব! ৫।

অলসের অনুগামী
তোমারিত হওয়া সাজে,
প্রকৃত বান্ধব তার
তুমি ত্রিলোকের মাঝে। ৬।

তোমার পরশে তার
হাসিবে মলিন প্রাণ,
সংসার-যাতনা ভুলি
বেহাগে গাহিবে গান। ৭।

অরুণের প্রিয়সখী
পরিয়া কনক-ভূষা
আবার হৃদয়ে তার
জাগিবে বাসন্তী উষা। ৮।

তোমার কৃপায় রাণি!
নীলিম গগন সনে
নূতন জীবন পেয়ে
ভ্রমিবে সে ফুল্লমনে। ৯।

তোমারি কৃপায় রাণি!
নীলা প্রবাহিণী অঙ্গে,
নাচিবে নূতন প্রাণে
তরঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে। ১০।

শুভাননে! তুমি তারে
লও দেখি কোলে তুলে,
মলয় মারুত সনে
ভ্রমিবে সে ফুলে ফুলে। ১১

মরতে কীচক-বংশী
বাজাবে মোহন-সুরে,
পারিজাত গন্ধ ব'য়ে
ভ্রমিবে অমরপুরে। ১২।

* * * *

* * * *

শ্রীকুমুদিনী রায়।

No. 369. October, 1895.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৯ সংখ্যা। | আশ্বিন ১৩০২—অক্টোবর ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সূচী।




## কলিকাতা।

৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট বাই লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

## স্বাস্থ্যহীনের পরমবন্ধু—

ছাত্রদিগের বিশেষ পরীক্ষার্থীর পরম সুহৃৎ

ডাক্তার সেনের

## সঞ্জীবনী ঘৃত।

ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার দৌর্ব্বল্য বিদুরিত হইয়া শরীরের বল, বর্ণ ও কান্তি বর্দ্ধন করে। মাথাঘূর্ণী, মস্তিষ্কশূন্যতা বোধ, মেধাশূন্যতা, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা, অবসন্নতা প্রযুক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনিচ্ছা, বিমর্ষতা ও জীবনে নৈরাশ্য প্রভৃতি দূর করিয়া মাথা শীতল, শরীর সবল এবং মেধা বৃদ্ধি করত প্রফুল্লতা আনয়ন করে। ইহা বলকারক, রক্তপরিষ্কারক ও তেজোবর্দ্ধক। মূল্য ১ মাস সেবনোপযোগী প্রতি শিশি ২ টাকা।

### প্রশংসাপত্র।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—

আমি তোমাদের সঞ্জীবনী ঘৃত সেবন করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। ইহা স্নায়ু ও মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, শারীরিক ক্ষীণতা ও মানসিক অবসন্নতার মহৌষধ। যাঁহারা বল ও পুষ্টি জন্য নানাবিধ বৈদেশিক ( Tonic ) বলকারক ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই সঞ্জীবনী ঘৃত একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, আমার বিশ্বাস, ইহা দ্বারা অধিকতর উপকার লাভ করিবেন। * * ইতি

স্বস্তি শ্রীতারাকুমার শর্ম্মণঃ।

কলিকাতা, ২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, ৮ চৈত্র ১৩০১।

আমার আত্মীয় বাবু যোড়শী কুমার সেন আপনাদের সঞ্জীবনী ঘৃত ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন। ইহাতে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও তদানুষঙ্গিক উপসর্গ নিদ্রাশূন্যতা, মস্তিষ্কশূন্যতা বোধ ও অবসন্নতা দূর করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে।

বালিগঞ্জ, কলিকাতা, ২রা এপ্রিল — কে, পি, সেন, এম, এ, ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুল্‌স।

## সঞ্জীবনী অরিষ্ট।

যাবতীয় অজীর্ণ ও উদরাময়ের অমোঘ মহৌষধ।

ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখ অতি অল্প দিন মধ্যে সারিয়া যায়। অপাকজনিত পেট-ফাঁপা, পেট ঢোশ মারিয়া থাকা, আমাশয়, অম্ল উদ্গার, অম্লশূল, ক্ষুধাহীনতা, বুকজ্বালা এবং বহুদিন সঞ্চিত গ্রহিণী আরাম করিয়া রোগীকে সুস্থ রাখে। ইহা মাত্রাভেদে ব্যবহারে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করিয়া পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করে। অপিচ ইহা সালসার ন্যায় কার্য্য করিয়া শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করতঃ শরীর বীর্য্যবান্ করিয়া তুলে। মূল্য ৮ আউন্স শিশি ৸৹ আনা।

### বর্দ্ধমান রাজবাটীর প্রশংসাপত্র।

১ম। বর্দ্ধমানের মহারাজকুমারের শিক্ষক ও বর্দ্ধমান রাজ কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্‌সিপ্যাল শ্রীযুক্ত বাবু রাম নারায়ণ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—আমার জামাতা শ্রীমান দেবেন্দ্র লাল বসু বহুকাল আমাশয় রোগে ভুগিতেছিল। রোগ এত কঠিন হইয়াছিল যে, প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণের চিকিৎসায়ও কোন ফল দর্শে নাই। অতি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "সঞ্জীবনী অরিষ্ট" ব্যবহার করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

আর, এন্ দত্ত,
বর্দ্ধমান মহারাজকুমারের শিক্ষক ও বর্দ্ধমান
রাজকলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্‌সিপ্যাল।

২য়। কাঁথির প্রথম মুনসেফ বাবু দেবেন্দ্রমোহন সেন, এম, এ, বি, এল, মহাশয় লিখেন—

আমি নিজে আপনাদের সঞ্জীবনী অরিষ্ট ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। ইহা উদরাময় ও যাবতীয় অজীর্ণ রোগের মহৌষধ।

পত্রাদি ও টাকা কড়ি ডাক্তার শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, ৫নং চড়কডাঙ্গা ভবানীপুর কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। ভি পি তেও ঔষধ পাঠান হয়। উপরি-উক্ত ঔষধের মূল্য ব্যতীত প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

No. 369. October, 1895.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৯ সংখ্যা। | আশ্বিন ১৩০২—অক্টোবর ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গের নূতন শাসনকর্ত্তা—সার্ চার্লস ইলিয়টের স্থানে সার্ আলেক্‌জাণ্ডার মেকেঞ্জি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী নবেম্বরে গদিতে বসিবার কথা।

দৈনিক বিবাহ—এক পণ্ডিত গণনা করিয়াছেন সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিদিন ৩ হাজার করিয়া বিবাহ হইয়া থাকে।

মুসলমান স্ত্রীশিক্ষা—বেথুনস্কুলে মুসলমান বালিকা ভর্ত্তির জন্য আবেদন করা হইয়াছিল, বিদ্যালয়ের নিয়মে বাধে বলিয়া তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ স্ত্রীশিক্ষানুরাগ বিশেষ প্রশংসনীয়। বেথুন হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ে স্থান না হইলে মুসলমান-বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

চিত্রলের পরিণাম—ইহাকে ব্রিটিষ সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছিলেন, নূতন রাজমন্ত্রী লর্ড সালিস্‌বরী না কি তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। ইংরাজ আশ্রয়ে সুজা-উল-মুখ নামে এক নূতন নৃপতি চিত্রল-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক—১৮৯৫-৯৬ সালে একটী ৮০৲ ও আর একটী ৪০৲ টাকার পুরস্কার দেওয়া হইবে। রচনার বিষয়—"শারীর ও গার্হস্থ্য পরিচ্ছন্নতা"। আগামী ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে সেণ্ট্রাল্ টেক্‌ষ্ট বুক কমিটীর সম্পাদকের নামে রচনা পাঠাইতে হইবে। বিশেষ বিজ্ঞাপন অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

**বৈদ্যনাথ-কুষ্ঠাশ্রম**—ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী রাজকুমারীর অর্থে এই কুষ্ঠাশ্রমের বাটী নির্ম্মিত হওয়াতে ইহার নাম "রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম" হইয়াছে। ৯ই ভাদ্র দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ইহা খুলিয়াছেন। স্থানীয় ডেপুটী কমিসনর ও সমস্ত ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা আপনার নামে ১০০০ ও জননীর নামে ৫০০ টাকা দান স্বাক্ষর করিয়াছেন।

**সৎকার্য্য**—বোম্বাইয়ের মারবান্‌জী হারমাস্‌জী কামা পিতার স্মরণার্থ গৃহহীন পারসীদিগের জন্য একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

**আশ্চর্য্য পাতিব্রত্য**—সারণ জেলার সিরষিয়া গ্রামের রামানুগ্রহ সিং নামক এক রজপুতের সাংঘাতিক পীড়ায় তাহার পত্নী আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া অন্নজল পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বামীর মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ইচ্ছামৃত্যুর ন্যায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বামীর বয়স ১৯ বৎসর, বধূ বালিকামাত্র।

**মহারাণীর ভারতীয় সেক্রেটরী**—ইহাঁর নাম আবদুল করিম, সি এস আই। ইনি ভারতবর্ষের কোনও ডাক্তারের পুত্র, ১৮৬৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতেশ্বরীকে ইনি হিন্দী ভাষায় শিক্ষা দিয়া তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছেন।

**আমেরিকায় জাপানী মহিলা**—কুমারী হুকিও এঙ নাম্নী এক জাপানী যুবতী ফিলাডেল্‌ফিয়ার মেডিকাল কলেজের উচ্চ পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ৯ বৎসর আমেরিকায় অধ্যয়ন করেন।

**কুমারী নাইটিঙ্গেল**—এই বিশ্বহিতৈষিণী মহিলার বয়স ৭৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে এক পত্র লেখেন, জর্ম্মণি ও রুসিয়ার সম্রাট্‌ও পত্র দ্বারা অভিনন্দন করেন।

---

# দানবীর সার্ জেমসেটজী জীজী ভাই।

মহাত্মা দাদা ভাই নারোজি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া অবধি অনেকেরই চক্ষু পারসীজাতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা এ স্থলে পারসীজাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ পারসী মহাত্মা সার জেমসেটজী জীজী ভাইয়ের জীবনী প্রদান করিব।

বোম্বে অঞ্চলে যে সকল পারসী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের আদি বাসস্থান পারস্যদেশে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানেরা পারস্যদেশ আক্রমণ ও অধিকারপূর্ব্বক পারসিকদিগের দেবালয়াদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া স্বধর্ম্মপ্রচারে যত্নপর হয়। বহুসংখ্যক পারসিক অসহ্য

উৎপীড়নে জাতীয় পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিরাপদে স্বদেশে অবস্থান করিতে থাকে, আর অল্পসংখ্যক স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম্বে উপসাগরস্থ ডিউ নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে পলায়ন করে। এই দ্বীপে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর ৭১৭ অব্দে বোম্বের উত্তরাংশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কতকগুলি পারসী বোম্বে নগরে আসিয়া বাস স্থাপন করে।

পারসিকদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সমস্ত ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৫,০০০ হাজারের অধিক পারসী বাস করে না। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক পারসীর মধ্যে স্বার্থশূন্য-পরহিতৈষী মহাত্মার সংখ্যা যে পরিমাণে অধিক, সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির মধ্যে সে পরিমাণে আছে কি না সন্দেহ।

খৃষ্টীয় ১৭৮৩ অব্দে বোম্বে নগরে মহাত্মা জেমসেটজী জীজী ভাই জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে গুজরাটী শিক্ষা করিয়া পরে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন; এখানে যৎসামান্য ইংরাজী শিক্ষা করেন। বাল্যাবস্থায় পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে জেমসেটজী স্বীয় শ্বশুর, প্রসিদ্ধ বোতল-বিক্রেতা, নাম রোয়ানজীর নিকট প্রতিপালিত হন। ১৭৯৯ অব্দে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি স্বীয় ভ্রাতা মারয়ানজীর সহিত তদীয় বাণিজ্যপোতের একজন কর্ম্মচারী হইয়া চীনদেশে গমন করেন এবং ১২০৲ টাকা সংগ্রহপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বয়ং বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। বাণিজ্যব্যাপারে জীজী ভাইয়ের অদম্য উৎসাহ ছিল। বাণিজ্য-কুশলতা, উদারতা ও ন্যায়-নিষ্ঠা গুণে তিনি অচিরকাল মধ্যেই প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হন। কয়েক বৎসর স্বদেশে বাণিজ্য করিবার পর তিনি ৩৫০০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া চীনদেশে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। জীজী ভাই স্বয়ং বাণিজ্যপোতে চীনদেশে গমন করিতেন, সমুদায় কার্য্য স্বয়ং পর্য্যালোচনা করিতেন এবং ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। এই হেতু তিনি অচিরকাল মধ্যেই ঋণ-মুক্ত হইয়া প্রচুর ধনের অধীশ্বর হইয়া পড়েন। চতুর্থ বারে তিনি যখন চীনদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, সেই সময়ে তদানীন্তন ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ফরাসীরা তাঁহার বাণিজ্যপোত অধিকার করে। জীজী ভাই শুদ্ধ যে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন তাহা নহে, তিনি ফরাসীদিগের বন্দী হইয়া প্রথমে উত্তমাশা অন্তরীপে প্রেরিত হন, তথা হইতে আবার ওলন্দাজদিগের হস্তে নিক্ষিপ্ত হন। কয়েকজন সদয়হৃদয় মহাত্মার ও কতিপয় মহানুভবা মহিলার অনুগ্রহে তিনি মুক্তিলাভপূর্ব্বক কলিকাতায় উপস্থিত হইতে সক্ষম হন। কলিকাতা হইতে তিনি বোম্বে গমন করিয়া স্বীয় হতাশ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

জীজী ভাই পুনর্ব্বার চীনদেশের সহিত

বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন, এবং ১৮০৭ অব্দে বোম্বে নগরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কার্য্যকুশলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা গুণে তিনি সর্ব্বত্রই উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জৈন, পারসী ও মুসলমান সহযোগী লইয়া তিনি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে বাণিজ্যব্যাপার চালাইতে থাকেন। তিনি প্রত্যেক কার্য্য স্বয়ং পর্য্যালোচনা করিতেন এবং প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাইত। পরিচিত লোকমাত্রেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিত। তিনি আশার উচ্চ সীমায় উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮২২ অব্দের মধ্যেই তিনি ন্যূনাধিক ২ কোটী টাকা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন এবং পূর্ব্বাঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান বণিক্ বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করেন। বাণিজ্যসূত্রে পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির সহিত তাঁহার কার্য্যকলাপ চলিত বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি কখনও নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনও বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। অধিকন্তু আত্মীয় বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবাসীদিগের মধ্যে কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে বিবাদকারীরা উভয়েই তাঁহাকে মধ্যস্থ স্থির করিত। তিনি ন্যায়বিচারে তাহাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেন।

খৃষ্টীয় ১৮২২ অব্দ হইতেই সাধারণে তাঁহার দানশীলতার পরিচয় পাইতে থাকে। কিন্তু অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি দানশীল ছিলেন। প্রতিদিন দরিদ্রগণকে পয়সা বিতরণ করা তাঁহার প্রাতঃকৃত্য ছিল।

উত্তমর্ণের ঋণদায়ে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করা তাঁহার দানশীলতার প্রথম নিদর্শন। এই কার্য্যে তাঁহাকে ৩,০০০৲ টাকা ব্যয় করিতে হয়। ১৮২৪ অব্দে সুরাটনগরবাসী পারসিকদিগের ধর্ম্মমন্দির অগ্নিদাহে ধ্বংস হইলে তিনি ১৫,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া উহা পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৮৩৩ অব্দে দ্বাদশদিনব্যাপী অগ্নিদাহে সুরাটনগরের ২০,০০০ গৃহ একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। মহাত্মা জেমসেটজী এই সংবাদ পাইবামাত্রই নিরাশ্রয় নগরবাসীদিগের সাহায্যার্থ যথেষ্ট চাউল এবং ৩৫,০০০ হাজার টাকা প্রেরণ করেন।

পুনা সহরে জলের কল সংস্থাপন করা মহাত্মা জেম্‌সেট্‌জীর মহৎ কার্য্য। ইহাতে তাঁহার ১,৭০,৭০০ টাকা ব্যয় হয়।

বোম্বে ও সিলসিতি, এই দ্বীপদ্বয় এক অপ্রশস্ত প্রণালী দ্বারা বিভক্ত। এই প্রণালী দিয়া গমনাগমন করা বড়ই ভয়াবহ ব্যাপার ছিল। গবর্ণমেণ্ট বহুদিন হইতে এই প্রণালীর উপর একটী সেতু নির্ম্মাণের কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট অর্থের অভাবে এতদিন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। মহাত্মা জেম্‌সেটজীর সাধ্বী সহধর্ম্মিণী নিজ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ১,৮০,০০০৲ টাকা দিয়া এই সেতু নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করেন।

মহাত্মা জেম্‌সেটজী স্বজাতীয়দিগের জন্য ৪৫০০০্ টাকা ব্যয় করিয়া পুনাসহরে এক উপাসনা-মন্দির স্থাপন করেন। তিনি ৮০,০০০্ টাকা ব্যয় করিয়া বোম্বে সহরে এক ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করেন। উহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তিনি স্বয়ং ৫০ হাজার টাকা এবং তাঁহার মহানুভবা সদয়হৃদয়া সহধর্ম্মিণী ২০হাজার টাকা 'বেনাভোলেণ্ট সোসাইটী' নামক ভাণ্ডারে জমা রাখিয়াছেন। খানদোলা এবং নাউমারী নামক স্থানদ্বয়ে তিনি আরও দুইটী ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করেন। ১৮৪৩ অব্দে বোম্বেসহরে মহাত্মা জেম্‌সেটজীর সংস্থাপিত চিকিৎসালয়ের প্রথম নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ইহাতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১৮৪২ অব্দে ইনি সর্ব্বপ্রথম 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হন। তদানীন্তন বোম্বে গবর্ণর সার্ জর্জ্জ এন্‌ডারসন্ উপাধি প্রদানকালে বলিয়াছিলেন,—"ইউরোপীয়দিগের নিকট 'নাইট' উপাধি বড়ই সম্মানজনক। অসাধারণ সাহসিকতার দ্বারাই হউক, অথবা অসামান্য বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা দ্বারাই হউক মনীষী মহাত্মাগণ এই উপাধি পাইবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট হন। আপনার জনহিতকর কার্য্য, মনুষ্যজাতির কষ্ট দূর করিবার জন্য আপনার অবারিত বদান্যতা আপনাকে এই উপাধিতে উন্নীত করিল। আপনি প্রসিদ্ধনামাদিগের মধ্যে অন্যতম হইলেন।"

মহাত্মা জেম্‌সেটজীর কয়েকজন বন্ধু তাঁহার উপাধিতে পরম আহ্লাদিত হইয়া এক প্রশংসাপত্র সহ 'সার্ জেম্‌সেটজী জীজী ভাই ট্রান্‌শ্লেসন্ ফণ্ড্' এই নামে ১৫০০০্ টাকা প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা, এই ভাণ্ডার হইতে আবশ্যকমত পুস্তক সকল গুজরাটী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া স্বজাতীয়দিগের মধ্যে প্রচারিত হইবে। মহাত্মা জেম্‌সেটজী তদুত্তরে লিখিয়াছিলেন,—'আপনারা যে উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমাকে এত সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। আমাদিগের জাতির মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য যে সকল উদ্যম হইয়াছে,তাহার প্রত্যেকটীতেই যেন আমার নাম সংমিলিত থাকে। তিনি ইহার পর লিখিয়াছিলেন, আমি ইহাতে তিন লক্ষ টাকা প্রদান করিব।'

নিরাশ্রয় দরিদ্র পারসীদিগের সাহায্যার্থ এবং তাহাদিগের সন্তান সন্ততির শিক্ষার জন্য তিনি 'বেনাভোলেণ্ট সোসাইটী' নামক একটী বৃত্তিভাণ্ডার স্থাপন করেন। এই সমিতির অন্তর্গত ইংরাজীস্কুল বোম্বে প্রেসিডেন্সির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তিনি স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থে তিনটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি যেরূপ উদ্যোগী ছিলেন, এরূপ অতি অল্প লোকই দৃষ্টিগোচর হয়। স্বজাতীয়দিগের প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি নিজ দুহিতার শিক্ষার জন্য একজন ইংরাজমহিলা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন। এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তিনি একটী শিল্প ও বিজ্ঞান-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যান।

মহাত্মা জেম্‌সেটজা জীবনের শেষ দিনেও দানকার্য্যে বিরত হন নাই। তিনি জীবনে অন্যূন ২৫ লক্ষ টাকা কেবল দানকার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। ইহা শুনিলে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা দানে মন স্বতঃই ধাবমান হয়।

১৮৫৬ অব্দে বোম্বে টাউনহলে তাঁহার মার্ব্বেলপ্রস্তরনির্ম্মিত একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য এক সভা হয়, ১৮৫৮ অব্দে মহাত্মা জেম্‌সেটজী জীজীভাই 'ব্যারনেট' উপাধিতে উন্নীত হন। তিনি মহারাণীর নিকট হইতে একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার হীরক-খচিত পৃষ্ঠে মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত ছিল এবং অপর পৃষ্ঠে লিখিত ছিল,—'ব্যারনেট'-উপাধিধারী মহাত্মা জেম্‌সেটজী জীজী ভাইকে তাঁহার বদান্যতার এবং স্বদেশহিতৈষিতার জন্য ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত।" পর বৎসর ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

শ্রী মঃ।

# নীতিশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।

( ৩৬৮ সংখ্যা ১৪৭ পৃষ্ঠার পর )

(৪)

পুত্র কন্যাকে নীতিসম্পন্ন করিতে হইলে পিতামাতার আর একটি কর্ত্তব্য আছে। নিজের পুত্রকন্যাকে সকলেই ভালবাসে, কিন্তু স্বধু ভালবাসা যথেষ্ট নয়। তুমি যে তাহাদিগকে ভালবাস, ইহা যেন তাহারা জানিতে পারে। এরূপ না হইলে তাহাদের মনের উপর কখনও তুমি ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিবে না, ও তাহারাও তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে ও ভক্তি এবং বিশ্বাস করিতে শিখিবে না। "মা ও বাবা এইরূপ করেন, অতএব আমাদেরও এইরূপ করা উচিত" এই ভাব সন্তানের মনে বদ্ধমূল করিতে হইলে তাহার সহিত মাতাপিতার মিলা দরকার, তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা আবশ্যক। শিশু হয়ত গোলমাল করিতেছে, দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, খেলা করিতেছে। এরূপ সে করিবেই এবং তার করা দরকার। হঠাৎ পিতা ঘরে আসিলেন; শিশুটি জড়সড় হইল, গোলমাল ও খেলা ভুলিয়া গেল, যেন মুস্‌ড়াইয়া রহিল। আমার গৃহের অবস্থা যদি এমন হয়, তাহা হইলে আমার ছেলে মেয়ের মনের উপর, তাহাদের চরিত্র গঠনের উপর আমার বেশী ক্ষমতা থাকিবেক না। কিন্তু যদি আমি আমার ছেলেদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি, তাহাদের ক্ষুদ্র দুঃখে দুঃখী ও ক্ষুদ্র সুখে সুখী হই, তাহাদের খেলায় উৎসাহ দি, ও সুবিধা পাইলে

যোগ দি, তাহা হইলে অলক্ষিত ভাবে তাহাদের মনের উপর আমার অসীম ক্ষমতা স্থাপিত হইবেক, আমার বাক্য তাহাদের বেদ-বাক্য জ্ঞান হইবেক, এবং আমাকে সন্তুষ্ট করাই তাহাদের সকল কাজের উদ্দেশ্য হইবেক। আমরা স্ত্রী-পুরুষে যদি চরিত্রবতী ও চরিত্রবান্ হই, এবং আমাদের পুত্র কন্যার প্রতি যদি উপরি-উক্ত রূপ ব্যবহার করি, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় তাদের চরিত্র গঠনে আমরা এক প্রধান সহায় হইব। এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলা আবশ্যক বোধ করি না।

(৫)

একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অবস্থা যতই ভাল হউক না কেন, পিতামাতার উচিত পুত্র কন্যাকে আত্মনির্ভর ও সেই সঙ্গে আত্ম-শাসন শিক্ষা দেওয়া। অনেক বাটীতে দেখিয়াছি ছোট ছোট ছেলেরা চাকর দাসীকে তাচ্ছিল্য করে, তাদের সঙ্গে "অরে, হাঁরে" বলিয়া কথা কয় ও অনেক সময় তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। এরূপ ব্যবহার শিক্ষা করা যে কতদূর অনুচিত তাহা বলিতে পারি না। যাহারা আমাদের মুখাপেক্ষী, তাহাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করা কেবল আপনাদিগকে নীচ ও হেয় করিতে অভ্যাস করা মাত্র। মানুষের প্রতি মানুষের ন্যায় ব্যবহার করিতে শিক্ষা কেবল আত্ম-সম্মান অভ্যাস করা বই আর কিছুই নয়। যাহারা আমার রুক্ষ, নিষ্ঠুর বা অসৎ ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে পারে না, তাহাদের প্রতি ঐ প্রকার ব্যবহার করা নীচতার পরাকাষ্ঠা। অনেক পিতামাতা নিজেদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে চাকর দাসীর প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করিতে উৎসাহ নাই দিন, ঐরূপ করিতে নিবারণ করেন না। ইহাতে সন্তানের যে কি ভয়ানক অপকার করা হয়, তাহা বুদ্ধিমান্ লোকে অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। শচাকে ধরিয়া আনার পর ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত ঐন্দ্রিলা যখন তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার অবজ্ঞাসূচক বাক্য-প্রয়োগ করেন, তখন তাঁর পুত্র হইয়াও রুদ্রপীড় বলিয়া উঠিলেন—

"দাসী হইতে আসিয়াছে
হইবে সে দাসী,
মহত্ব হারাও কেন লঘুত্ব
প্রকাশি।"

আত্ম-নির্ভর বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করা দরকার। অনেক বাটীর ছেলেরা একটু জল পর্য্যন্ত লইয়া খাইতে পারেন না। পুত্রটি বিদ্যালয়ে যাইবেন, জুতা যোড়াটি পাড়া নাই; খাবার পাড়িয়া না দিলে পাড়া হইল না। কন্যাটি কাপড় ছাড়িবেন, ঝী উহা যোগাইলত ভালই, নতুবা তিনি দাঁড়াইয়া আছেন ও তাহাকে গালি পাড়িতেছেন। অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল, অতএব যতদূর সাধ্য নিজের কাজ নিজে করিতে শিক্ষা করা উচিত। এই শিক্ষাটী সকলের পক্ষে আবশ্যক। শৈশবকাল হইতে ছেলে মেয়েকে বাবু হইতে

দেওয়া কেবল আলস্য ও স্বার্থপরতার প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। "আমি কি ঠুঁটা যে জুতাযোড়াটি পাড়িয়া লইতে কিম্বা কাপড়খানি আলনা হইতে লইতে পারি না' এই ভাবটি বাল্যকাল হইতে ছেলেদের মনে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। আত্মনির্ভরতার সহিত যে শ্রমশীলতার ও স্বাধীনচিত্ততার সম্বন্ধ অতি নিকট, তাহা বুঝাইবার বোধ হয় কোন আবশ্যকতা নাই।

বালকবালিকাকে শ্রমশীল হইতে হইবে বলিয়া আমি এরূপ বলিতেছি না যে, ভদ্র ঘরের সন্তান ও শ্রমজীবী ঘরের সন্তানের মধ্যে কায়িক পরিশ্রম সম্বন্ধে কোন তফাৎ থাকিবে না। অবস্থাভেদে পরিশ্রমের তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। যে বালককে পরে মানসিক পরিশ্রম করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবেক, তাহার অবশ্য একজন চাষার ছেলের যেরূপ ভাবে কায়িক পরিশ্রম অভ্যাস করা দরকার, তাহা করিতে হইবেক না। যে বালিকাকে শিক্ষিত ভদ্র ঘরের বধূ ও পরে গৃহিণী হইতে হইবেক, তাহার প্রধান কাজ হইবে গৃহের পারিপাট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা, সংসারে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করা, পরিজনবর্গের সুখ সচ্ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও ছেলেপিলের পালন করা ও শিক্ষা দেওয়া। তাহাকে চলিত ভাষায় যাহাকে "দেসো পাট" বলে তাহা অভ্যাস করিতে হইবে এরূপ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। অবস্থাভেদে কায়িক পরিশ্রমের তারতম্য সুধু অবশ্যম্ভাবী নয়, উচিত ও আবশ্যক। বালকবালিকাকে শ্রমশীলতা ও আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ কথা বলিবার আমার অর্থ এই যে, অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, কায়িক পরিশ্রম যে কেবল পেটের দায়ের জন্য নয়, আত্মনির্ভরতা ও পরিশ্রম যে আমাদের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য, ছেলে মেয়েকে এ শিক্ষা দিতে কেহ যেন না ভুলেন।

( ৬ )

নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু বামাবোধিনীর পাঠক ও পাঠিকারা সকলেই শিক্ষিত ও শিক্ষিতা, তাঁহাদিগকে বেশী কথা বলা অনাবশ্যক; বিশেষতঃ তাঁহাদের সময় অল্প ও কাজ অনেক। আমার তাঁহাদের বহুমূল্য সময় ও অত্যাবশ্যক কাজের উপর অধিক হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে

ব।

## দেখে যা'।

দেখে যা' ফিরে চা'
পথ যে পিছল;
পড়িবি, হাসাবি,
সে কি ভাল বল? ১

ভুগিবি, ভোগাবি,
অসহ বেদনা,
পুড়িবি, পোড়াবি,
মায়ের যাতনা! ২
দেখিতে, জগতে,
অনেকে তো আছে;
তুলিতে, মুছিতে,
কে আসেরে কাছে? ৩
ক্ষান্ত যে, মায়েরে,
নারিবি রাখিতে;
পোড়া ছা, বলি তা,
শিখরে চলিতে। ৪
চলিতে, শিখিতে,
দেরী কেন বল!
কাঁদিলে, দেখিলে,
নাহি কোন ফল। ৫
নহিলে, খোঁড়াতে,
জনম কাটিবে;
মায়ের সতত
পরাণ ফাটিবে। ৬

# কৃষিবিষয়ক নানা কথা

## ধান্য।

আমরা বামাবোধিনীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় ধান্যসম্বন্ধীয় অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে উহার চাষ, আবাদ, সার, পাইট ইত্যাদি কতিপয় বিষয় বর্ণনপূর্ব্বক ঐ প্রবন্ধের উপসংহার করিবার চেষ্টা করিব।

চাষ—লাঙ্গল, দেঁড়ে বা কুদ্দাল দ্বারা ভূমি খনন, মদিকাদি দ্বারা মৃত্তিকা চূর্ণীকরণ ও ক্ষেত্রকে সমভূমিকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া সচরাচর চাষ শব্দে কথিত হইয়া থাকে। এই প্রবন্ধের যে যে স্থলে চাষ শব্দ ব্যবহৃত হইবে, সর্ব্বত্র তাহার ঐ অর্থ বুঝিতে হইবে। যে ক্ষেত্রে আশু ধান্য বপন করিতে হইবে, কার্ত্তিক মাস হইতে তাহাতে চাষ আরম্ভ করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ চাষ দ্বারা মাটীকে ধূলিবৎ করিতে হয়। শুদ্ধ আশু ধান্য বলিয়া নহে, যে কোন ধান্যের জন্যই হেমন্তে ভূমিকর্ষণই প্রশস্ত। হেমন্ত কৃষির উৎকৃষ্ট কাল। প্রাকৃতিক অবস্থার গতিকে জ্যৈষ্ঠ মাসেও বুনানি হইতে পারে। আশু ধান্যের বীজ বিঘা প্রতি ।৬ সের হিসাবে লাগিয়া থাকে। বীজ বপনের পর একবার আল্গামুঠি লাঙ্গল দিতে হয়। কারণ এই সময়ের লাঙ্গলে অধিক মাটি ধরিলে চারা বাহির হওয়ার ব্যাঘাত ঘটে। আশুধান্যের বপন-প্রণালী দ্বিবিধ—"সোবুনানি" ও "কাঁকড়ি"। জল হইবার পূর্ব্বে পরিশুষ্ক ক্ষেত্রে বপনের নাম "কাঁক্ড়ি"। পরাশরে কাঁক্ড়ি ভূমিকর্ষণ বিষয়ে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে,—

"হেমন্তে কৃষ্যতে হেমংবসন্তে তাম্ররৌপ্যকং।
ধান্যং নিদাঘকালেতু দারিদ্র্যন্তু ঘনাগমে।"

এই বচন দ্বারা হেমন্তকালই কর্ষণের উৎকৃষ্টতম সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আবাদ—বপনাদির সাধারণ নাম আবাদ। বৈশাখ মাসই আশু ধান্য বুনানির কাল। ক্ষেত্রে বুনানি চাষের পর মই দিতে হয় না ও জল হওয়ার পূর্ব্বে আর কোন চাষও চলে না।

সকল প্রকার মৃত্তিকার ক্ষেত্রে কাঁকড়ি করার বিধি থাকিলেও আটাল ক্ষেত্র ভিন্ন অন্যত্র কাঁকড়ি করা উচিত নহে; কারণ অন্যবিধ ক্ষেত্রে কাঁকড়ি করিলে তাহাতে উহার তলভাগ সরস থাকা প্রযুক্ত উই, কড়াপোকা প্রভৃতি কীটের উৎপাতে ধান্য ভাল হয় না। আটাল ক্ষেত্রে ঐ উৎপাত ঘটে না। বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে কাশ, কুশ, মুস্তা প্রভৃতির মূল থাকে, তাহাতে কাঁকড়ি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; কারণ কাঁকড়ি করার পর জল হইতে বিলম্ব হইলে ধান্যের চারা বাহির হয় না; কিন্তু বিনা জলে ঐ সকল তৃণ জন্মিয়া ধান্যের ভাবী আশা এককালে ধ্বংস করিয়া ফেলে। ঐরূপ ক্ষেত্রকে "মুদিধান জমি" কহে। কাঁকড়ি করা ক্ষেত্র জলসিক্ত হইলেই উপযুক্তরূপ চাষ দিতে হয়। ঐ চাষ এবং দোবুনানির চাষ ঠিক্ একরূপ। আশুধান্য অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ধান্যের মধ্যে অপকৃষ্ট হইলেও উহার মহৎ গুণ এই যে, উহা শীঘ্র ফলে। তজ্জন্য কৃষকগণ বিস্তর পরিশ্রম করিয়া উহার চাষ আবাদ করিয়া থাকে। আশু ধান্যের চাষ আবাদ এত বহুল ও জটিল যে, আমরা পাঠক পাঠিকার বিরক্তি-শঙ্কায় উহার বাহুল্যবর্ণনে ক্ষান্ত হইলাম। যদি কাহারও উহা শুনিতে কৌতূহল হয়, তাঁহাকে আমরা হারাধন বাবুর কৃষিতত্ত্ব পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বপন সম্বন্ধে পরাশর যে স্থূল ব্যবস্থা দিয়াছেন, তদ্দ্বারা বপনকালের উৎকর্ষাপকর্ষ জানা যায়, যথা,—

বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং জ্যৈষ্ঠে তু মধ্যমং স্মৃতং।
আষাঢ়ে চাধমং প্রাহুঃ শ্রাবণে চাধমাধমং॥

আমন ধানের মধ্যে যে গুলি বপন দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহাদের চাষ আবাদ ঠিক্ আশুধান্যের ন্যায়। বীজ বিঘা প্রতি ।২ বার সের। কেবল ঐ ক্ষেত্রে অধিক বিদা দিবার প্রয়োজন হয় না এবং আশুক্ষেত্রের ন্যায় অধিক সংখ্যায় বিদা টানিবার সুযোগও আমন-ক্ষেত্রে হয় না; তজ্জন্য "বাওড়া" আমনের কোন হানি হয় না। বৈশাখের মধ্যে বাওড়া-ক্ষেত্রে "উপর সার" দিতে পারিলে বড় ভাল হয়; অনেক স্থানের কৃষকেরা তাহা দিয়া থাকেন। বিদা টানা শেষ হইলে খোলের গুঁড়া এবং সারের গুঁড়া ক্ষেত্রের উপর ছড়াইয়া দিলে ধান্যের বিশেষ উপকার হয়। ইহাকে "উপর সার" কহে। তবে যে সকল সতেজ ক্ষেত্রের ধান হুড়িয়া যাওয়া সম্ভব, তাহাতে "উপর সার" অনাবশ্যক। কোন কোন ক্ষেত্রের ধান্যগাছ

খুব তেজাল হয়, ফল হয় না বা খুব অল্প হয়, তাহাকে হুড়িয়া যাওয়া কহে।

যে সকল আমনের আবাদ রোপণ-প্রণালীতে হইয়া থাকে, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে তাহাদের ক্ষেত্রে দোয়ার চাষ দিয়া রাখিতে হয়। পরে সেই ক্ষেত্রে জল বাধিলে পুনরায় দোয়ার চাষ ও দুই পালা মই দিলে মৃত্তিকা দধিবৎ হইয়া যায়। প্রায়ই আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ভূমির এই অবস্থা হয়। তখন তাহাতে ধানের চারা রোপণ করিতে হয়। ঐ দুই মাসের মধ্যে যে সকল ক্ষেত্রের রোপণ শেষ হয়, তাহাতেই উত্তম ধান্য হয়। নচেৎ ভাদ্র ও আশ্বিনে রোপণ বৃথা। রোপণের পর দিনই একবার রোপিত ক্ষেত্র উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, কেননা জলের আন্দোলনে মধ্যে মধ্যে চারার গুছি উপড়াইয়া যায়। ঐ চারাগুলি পুনরায় বসাইয়া দিতে হয়। দশ বার দিন পরে মাটী হাঁটকাইয়া বাজে তৃণ, ঘাসাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। ইহার পর রোয়ার ক্ষেত্রে আর বড় চাষ আবাদ করিতে হয় না।

বীজপাত—আমন ধান্যের যে সকল চারা রোপণ করা যায়, তাহা দ্বিবিধ প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে;—বুনানী-পাত ও নেওচ করা। ইহা ব্যতীত আরও এক প্রকারে আমনের বীজ সংগৃহীত হইয়া থাকে। বাওড়া-ক্ষেত্রে বাওয়ানি বা জাওলা অধিক ঘন হইলে কাড়ান চাযের অর্থাৎ বিদা দেওয়ার পূর্ব্বে সেই ক্ষেত্রের অনাবশ্যক চারা সকল তুলিয়া লইয়া রোপণ করা যাইতে পারে।

যে সকল তেজাল ক্ষেত্রে সচরাচর অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণে জল বাধে, তাহাতে বীজ-পাতের বীজ ।৬ সের হইতে ৸২ সের পর্য্যন্ত বপন করা যাইতে পারে। বীজের জমিতে বুনানির পর আর লাঙ্গল দিতে হয় না, কেবল দুই পালা মই দিতে হয়, এবং বুনানির পূর্ব্বে ও চারা বাহির হইবার পরে ঐ ক্ষেত্রে কিছু কিছু সার দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বীজপাত তেজাল হইলে /২ সের পরিমিত ধান্যের বীজ-পাতে এক বিঘা ক্ষেত্রের রোপণকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। নচেৎ /৪ সের কি /৫ সের পরিমাণের বীজপাত লাগে। বিশেষতঃ বীজপাত তেজস্বী না হইলে ফসল উত্তম হয় না। এই প্রণালীকে বুনানিপাত কহে।

(ক্রমশঃ)

---

# মেয়ের আদর।

শুনিতে পাই, সুসভ্য ইংরাজ জাতির সংস্কার আছে, হিন্দুরা মেয়ের আদর জানে না, মেয়ে কি বস্তু তাহা বুঝে না। অস্মদ্দেশীয় কোন কোন বহুদর্শী চিন্তাশীল

সুপণ্ডিত ব্যক্তি ইংরাজ জাতির ঐ সংস্কার নিতান্ত ভ্রমমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা বলি, পৃথিবীর মধ্যে যদি কোন জাতি মেয়ের কদর বুঝিয়া থাকে, মেয়ের আদর করিতে পারিয়া থাকে, রমণীর সম্মান কিরূপে করিতে হয়, তাহা দেখাইতে পারিয়া থাকে, সে আর্য্য হিন্দুজাতি। কিন্তু ইংরাজজাতির ঐ সংস্কারও এককালে অমূলক নহে। এক্ষণে আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংক্ষেপে ঐ দুইটী বিষয় দেখাইবার চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ রমণী কি বস্তু হিন্দুজাতি তাহা বুঝেন এবং রমণীর যথাযোগ্য সম্মান করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজজাতির প্রাগুক্ত সংস্কারও অকারণসম্ভুত নহে।

যে সকল বিষয়ে জাতীয় হৃদয় পরিস্ফুট হয়, তজ্জাতীয় দেবচরিত গঠন তাহার অন্যতম। হিন্দুজাতির আদিদেব মহাদেব দক্ষযজ্ঞ বিনাশ উপলক্ষে মহাপ্রলয় উপস্থিত করিয়াছিলেন, প্রাণপ্রিয়া সতীর দেহত্যাগ তাহার কারণ। সেই সতীর শবদেহ মস্তকে লইয়া উন্মত্তের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। সেই শবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বিপঞ্চাশৎ স্থানে (৫২ পীঠ) পতিত হইয়া অদ্যাপি হিন্দুজাতি কর্ত্তৃক পৃথক্ পৃথক্ দেবীরূপে পূজিতা হইতেছেন। কখন দেখা যায়, সেই সতী অসিধরা, নৃমুণ্ডমালিনী, রণোন্মাদিনী মহাকালীর বেশে মহাদেবের বক্ষে নৃত্য করিতেছেন। মহাকবি বাল্মীকি-বিরচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অর্দ্ধাংশ রামরমণী সীতাহরণের প্রতিশোধমূলক। অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের দুই তৃতীয়াংশ কৌরব সভায় পাঞ্চালীর অপমান-প্রতিশোধমূলক। আবার সেই পাঞ্চালীর বেণী-সংহারে, কৌরবপতির কনিষ্ঠ মহাবীর দুঃশাসনের বক্ষঃশোণিত প্রযুক্ত হইয়াছিল! অতিথিসেবায় অসমর্থা, নির্ব্বাসিতা, কাম্যবনবাসিনী, দ্রুপদনন্দিনীর আহ্বানে বহুদূরবর্ত্তী দ্বারকাপতি মুখের অন্ন পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহার মান রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। রমণীসম্মানের এতাদৃশ শত সহস্র ঘটনা হিন্দু পুরাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিক বর্ণন অনাবশ্যক, দিগ্‌দর্শন জন্য দুই একটী ঘটনা সংকলিত হইল। হিন্দুশাস্ত্রে নারী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। শেষোক্ত শাস্ত্রীয় ভাব, অদ্যাপি প্রবাদরূপে হিন্দুর গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে, যথা—

"স্ত্রীভাগ্যে ধন, স্বামিভাগ্যে পুত্র।"

একমাত্র স্ত্রী লইয়াই হিন্দুর গার্হস্থ্য। অন্য লোকে যাহাকে গৃহ দ্বার বলিয়া থাকে, হিন্দু তাহাকে গৃহ দ্বার বলেন না; তিনি গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া থাকেন।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

এই জন্য কাহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে তাঁহাকে গৃহশূন্য বলা হয়। রাবণকর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হইলে, রাম যে সকল উক্তি দ্বারা বিলাপ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা রমণী সম্বন্ধে আর্য্য হিন্দুর হৃদয় ও দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সীতাকে গৃহের

লক্ষ্মী, নর্ম্মে সখী, কার্য্যে মন্ত্রী, স্নেহে মাতা, নয়নের রসাঞ্জন ইত্যাদি রূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার বিভূতিযোগ-নামক অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতের যাবতীয় পদার্থের মধ্যস্থ উৎকৃষ্টতম অংশ সকলকে ভগবদ্-বিভূতিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়পথ দ্বারা বহির্জ্জগতে আগত জীবাত্মাকে সেই সকল বিভূতির আশ্রয়ে ভগবদুপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। সেই স্থলে দেখা যায়, নারী-হৃদয়ের অনেক গুলি বস্তু ভগবদ্-বিভূতিরূপে ধৃত হইয়াছে। নারী ভিন্ন অন্যত্র একাধিক বস্তু উক্ত বিভূতিরূপে কথিত হয় নাই। প্রকারান্তরে নারীকে নরের উপাস্য বস্তু বলা হইয়াছে। এই স্থলে বিভূতিযোগের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলে ঐ সকল উক্তির সমর্থন হইত; কিন্তু তাহাতে প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত হইবার শঙ্কায় সে বিষয়ে ক্ষান্ত হওয়া গেল। কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলটী উদ্ধৃত করিলাম; যথা—

'মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্‌ভবশ্চ ভবিষ্যতাং।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্‌চ নারীণাং স্মৃতির্মেধাধৃতিঃ ক্ষমা॥"

সংহারকগণের মধ্যে আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, ভাবী কালবর্ত্তী প্রাণিগণের মধ্যে আমিই অভ্যুদয়কাল, এবং নারীগণের মধ্যে আমিই কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। এই স্থলে ব্যাখ্যাতৃগণ-শিরোমণি শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

"নারীণাং মধ্যে সপ্ত দেবতা রূপাঃ স্ত্রিয়োঽহং যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তীতি তাঃ কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো মদ্বিভূতয়ঃ।"

নারীপর্য্যায়ে যত শব্দ আছে, তন্মধ্যে স্ত্রীর একটী নাম যোষা। এই যোষা শব্দের অর্থ পর্য্যালোচন দ্বারাও জানা যায় যে, নারীগণ আর্য্য হিন্দুর নিকট পূজনীয়া। "যুষ্" ধাতুর অর্থ পূজা করা, এই "যুষ্" ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যের প্রত্যয় করিয়া "যোষা" পদ নিষ্পাদিত হইয়াছে; সুতরাং শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-গত অর্থ পূজনীয়া। মহ ধাতুর অর্থ পূজা, তাহা হইতে মহিলা শব্দও এইরূপে উৎপন্ন। অতঃপরও যদি শুনা যায় যে, হিন্দুজাতি রমণী-সম্মান জানেন না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই অপকলঙ্ক হিন্দুর ললাট-লিপি। আরও দুইটা কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। ভার্য্যা-পর্য্যায়ে যত শব্দ আছে, তন্মধ্যে একটী সহধর্ম্মিণী। যাঁহার সহিত একত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, তাঁহার নাম সহধর্ম্মিণী। মনুষ্যজীবনের প্রধান লক্ষ্য ধর্ম্মসাধন; হিন্দুর গৃহিণী সেই ধর্ম্মসাধনের অদ্বিতীয় সহযোগিনী।

হিন্দু শাস্ত্রে আভাস আছে এবং ব্যবহারে প্রচলিত আছে যে, স্ত্রী স্বামীর পাপাচারজনিত ফলের অংশিনী হইবেন না, কিন্তু পুণ্য ফলের ভাগিনী হইবেন। আবার স্বামী স্ত্রীর পুণ্য ফলের ভাগ পাইবেন না; কিন্তু তাঁহাকে পাপফলের অংশ লইতে হইবে। এত করিয়াও কি হিন্দুকে শুনিতে হইবে যে, তিনি মেয়ের আদর জানেন না?

দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা স্ত্রীকে

প্রকৃত অর্দ্ধাঙ্গ, অর্দ্ধজীবন বলিয়া না বুঝেন, তাঁহারা সাংসারিক অন্যান্য উপভোগ্য বিষয়ের মধ্যে স্ত্রীকেও একটা সামান্য উপভোগের সামগ্রী মনে করিয়া থাকেন। বসন, ভূষণ, যান, বাহনাদির ন্যায় স্ত্রীও একটী সুখলালসা চরিতার্থ করিবার উপাদান মাত্র। স্ত্রীর প্রতি যাঁহাদিগের এরূপ ভাব, তাঁহারা কখনই রমণীজাতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মাননা করিতে সমর্থ হন না। যদি বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী বন্ধ্যা হন, বা যথাকালে সন্তানবতী না হন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ নররূপী পিশাচগণ 'পুন্নাম' নরক ভীতির ভাণ করিয়া অনায়াসে পত্নীকে তরুণী সপত্নীর বিষদৃষ্টিতে নিক্ষেপ করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণ তরুণী ভার্য্যার বশীভূত হইয়া প্রথমা পত্নীর কতই লাঞ্ছনা করিয়া থাকেন। অনেক রমণী প্রাণপ্রিয় স্বামীকর্ত্তৃক এইরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনাদি দ্বারা আত্মহত্যা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপত্নীর প্রতি যাঁহাদিগের ধর্ম্মপূত দৃষ্টি নাই ইন্দ্রিয়সেবাই যাঁহাদিগের দারপরিগ্রহের উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা আছে, স্ত্রীগণও তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বাঘিনী ও ডাকিনী স্বরূপা হইয়া থাকেন, স্ত্রী হইতে তাঁহাদিগের ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইয়া থাকে। এই সকল স্থলে স্ত্রীগণের দোষোদ্‌ঘোষণ করিয়া শাস্ত্রকারেরা ও সাধুগণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অনেক সদুপদেশ দান করিয়াছেন। পশ্চিমদেশীয় ভক্তাগ্রগণ্য তুলসী দাস বলিয়াছেন;—

"দিনকা বাঘিনী রাতকা ডাকিনী
পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া সব্ বাউরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥"

যে কারণেই হউক, এ স্থলে স্ত্রীগণের নিন্দার চূড়ান্ত হইয়াছে। স্ত্রীগণের প্রতি এইরূপ উক্তি সকল দর্শনে এবং ইন্দ্রিয়সুখোন্মত্ত নরপিশাচদিগের স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার দর্শনে, ইংরাজ বা অন্য কোন অবিশেষজ্ঞ বিদেশীয় জাতির এরূপ সংস্কার হওয়া অসম্ভব নহে যে, হিন্দুগণ রমণীতত্ত্ব বুঝেন না এবং রমণী-সম্মান জানেন না। এই জন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইংরাজদিগের ঐরূপ সংস্কার নিতান্ত অকারণ-সম্ভূত নহে। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে।

# হিন্দু গৃহিণীর রাজনীতি।

(৩৬৮ সংখ্যা—১৫৬ পৃষ্ঠার পর)

হরিদাস বাবুর জননী যে দিন স্বর্ণকার ডাকিয়া গহনা গড়াইতে দেন, তাহার তিন সপ্তাহ পরে এক দিন রজনীতে প্রতিবেশী হরিদাস আপন শয়নগৃহে ভোজনে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পরিবেশন করিতেছেন। হঠাৎ গাত্র হইতে ভূষণ-

ঝঙ্কার শ্রুত হইল। হরিদাস চমকিত হইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক দেখিলেন, বাস্তবিক তাঁহার স্ত্রীর গাত্রে কয় খানি আভরণ রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি? যা না হইবার, আজ যে তাহাই দেখিতেছি;—আমার স্ত্রীর গায়ে গহনা?" বধূ কহিলেন,—"তুমি বাঁচিয়া থাক, দিন দিন তোমার এইরূপ সুমতি হউক, আরও কত গহনা পরিব।" হরিদাস গহনার "গ"ও জানেন না, আরও বিস্মিত হইলেন। স্ত্রীর কথা ছলনাপূর্ণ মনে হওয়াতে মনে একটু মালিন্যও জন্মিল। একটু বিরক্তভাবে কহিলেন,—"গহনা কোথায় পাইলে বল, নহিলে ভোজন করিব না।"

হরিদাসকে রাগান্বিত দেখিয়া বধূ বড় ভীতা হইলেন এবং কহিলেন, "আমি সব বলিতেছি, তুমি আহার কর। আজ মধ্যাহ্নকালে প্রাণহরি সেকরা আমার নিকট আসিয়া এই পাঁচ খানা গহনা আমার হাতে দিয়া কহিল, এই গহনাগুলি আজ পরিয়া দাদাঠাকুরকে পরিবেশন করিও। আমি কহিলাম, এ গহনা কে দিয়াছে? সে কহিল, তোমাকে আর কে গহনা দিবে, যে দিবার সেই দিয়াছে। আমি ভাবিলাম, কয়েক মাস পূর্ব্বে তোমার বন্ধু-মা আমার গায়ে গহনা না দেখিয়া তোমাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আমার এই গহনা হইয়াছে। আপনার স্ত্রীকে আপনি গহনা দিয়াছ, তাহা গোপন কেন? তাহাতে রাগই বা কেন?" বন্ধু-মার তিরস্কার ও তাঁহাকে মাসে মাসে টাকা দিবার কথা মনে হওয়াতে হরিদাসের মুখ গম্ভীর হইল, আর কিছু না বলিয়া নীরবে আহার করিলেন। আহারান্তে স্ত্রীকে কহিলেন,—"প্রাণহরি তোমাকে কি কি গহনা দিয়াছে?"

স্ত্রী—"এই দেখ! কি কি দিয়াছে" বলিয়া বাম হস্তে প্রদীপ লইয়া নিকটস্থা হইলেন। হরিদাস, সুন্দরী সাধ্বীর গাত্রে স্বর্ণাভরণ দেখিয়া মনে বড় সুখ পাইলেন, এবং, উদ্দেশে বন্ধু মার চরণে অসংখ্য প্রণাম করিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন অতি প্রত্যূষে হরিদাস প্রাণহরির দোকানে উপস্থিত হইয়া, প্রাণহরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি হে প্রাণহরি, এত দাতা হইলে কবে হইতে? ব্যাপারটা কি বল দেখি?" প্রাণহরি হরিদাসের পদধূলি লইয়া কহিল—

"ব্যাপারটা কি এখনও আপনার বুঝিতে বাকী আছে? বলি, গহনা কয়খানা হইয়াছে কেমন?"

"গহনা কয়খানা কেমন হইয়াছে, তাহা জানি না;—গহনা কয়খানা গায় দিয়া তোমার বউ ঠাকুরাণীকে বেশ দেখাইতেছে, তাহাই বলিতে পারি।"

প্রাণহরির সহিত হরিদাসের একটু গুপ্ত সম্বন্ধ আছে; এজন্য হাসিতে হাসিতে কহিল,—

"তবে আজ রাত্রে মায়ের পূজা দিয়া আমাকে প্রসাদ দিবেন?"

"আজ রাত্রে অবশ্যই দিব ; কিন্তু পূজা-প্রসাদ, বোধ হয়,এই পর্য্যন্তই শেষ হইল।" প্রাণহরি এ কথার কোন অর্থ বুঝিল না, কিন্তু সাংঘাতিক কথাটা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইল ; কেননা হরিদাসের ব্যয়ে প্রাণহরির "প্রায়ই" প্রসাদপ্রাপ্তি ঘটিত। সুরাসক্তি স্বর্ণকারজাতির স্বাভাবিক। প্রাণহরির চরিত্রেও সে নৈসর্গিক নিয়মের ব্যভিচার ঘটে নাই। অধিকন্তু তাহার দোকানবাড়ীটী বড় সুবিধাজনক, এবং সে সুরাপানান্তে অতি মধুর স্বরে গান করিতে পারিত ; এজন্য প্রায়ই হরিদাস তাহার বাড়ীতে সৌরচক্র সংগঠন করিতেন। যাহা হউক, অদ্য হরিদাস প্রাণহরির সহিত কৌতুক কথন শেষ করিয়া কহিলেন,—

"গহনার হিসাবটী একবার আমাকে দেখাও।" প্রাণহরি দেখাইল যে, চারি গাছি মল, একগাছি দড়াগোট, দুই গাছি বালা, এক ছড়া কণ্ঠমালা, ও ছয়টী মাকড়ীতে তিনশ বিশ টাকা ব্যয় হইয়াছে। হরিদাস কহিলেন,—

"টাকা সমস্তই পাইয়াছ, না কিছু বাকী আছে ?" প্রাণহরি কহিল—

'পূর্ব্বেই তিনশ টাকা দিয়াছিলেন,—কল্য প্রাতে গহনাগুলি দিতে যাইলে কর্ত্তৃমাতা আমাকে বসিতে বলিয়া নিজের লোক দ্বারা গহনা পরক করাইয়া আনিলেন, এবং বাকী বিশ টাকা দিয়া পূর্ব্ব হাতচিঠায় জমাখরচ করিয়া লইলেন। পরে এই "গহনা তুমি দিয়াছ, বধূঠাকুরাণীকে এই কথা বলিয়া গহনা দিয়া আসিতে আমাকে আদেশ করিলেন। আমি সেই আদেশ মতে কল্য দুপর বেলা দিয়া আসিয়াছি। ভাল দাদাঠাকুর, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, গৃহিণী মাতার কাছে তোমার কত টাকা গচ্ছিত আছে ? তুমি যেরূপ সাখরচে পুরুষ, তোমার হাতে যে এক পয়সা টিকে, আমার এরূপ বোধ ছিল না। যা হোক, খুব চাপা মানুষ বটে! হরিদাস বলিলেন,—

"প্রাণহরি, বন্ধু-মার কাছে আমার কত টাকা গচ্ছিত আছে এবং আমি কেমন চাপা মানুষ, তাহা তিনি জানেন, আর আমি জানি, অন্যের তা জানিবার উপায় নাই।" এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে হরিদাসের চক্ষুতে জল আসিল,—"আফিসের বেলা হইল" বলিয়া তিনি সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বেগে প্রস্থান করিলেন।

( ৫ )

প্রাতঃকালের প্রতিশ্রুতি অনুসারে পুনরায় রাত্রে প্রাণহরির সহিত হরিদাসের সাক্ষাৎ হইল। অন্যান্য দিন অপেক্ষা অদ্যকার আমোদ প্রমোদ কিছু বিশিষ্টরূপেই হইল। প্রাণহরিও,—

"রমণী সুখের নিধি, যতনে দিয়েছে বিধি,
রতনে মুড়িব তার অঙ্গ।
তার সুখে সুখী হব, নিত্য সুখ পাসরিব,
খেলিবে সুখের ঘরে প্রেমের তরঙ্গ॥"

ইত্যাদি গান অতি মধুর স্বরে গাইল। অনেকেই ইহা শুনিল ; কিন্তু হরিদাসের

হৃদয়ে ঐ গান মহাপ্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিল। হরিদাস অজস্র রোদন আরম্ভ করিলেন, নয়নজলে অঙ্গবস্ত্র অভিষিক্ত হইয়া গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া হরিদাস কহিলেন,—

"প্রাণহরি, তুমিত তোমার কারবার-সূত্রে অনেক ভদ্রমহিলা দেখিয়াছ; কিন্তু আমার বন্ধু-মার মত চরিত্রের নারী কোথাও দেখিয়াছ কি? আমি নষ্ট হইয়াছি বলিয়া আমাকে ওবাড়ীর কেহই দেখিতে পারেন না; কিন্তু মা আমার সর্ব্বদাই আমার জন্য দুঃখিনী। আমার স্ত্রীর গায় গহনা নাই, আমি মদমাংসে সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দেই, এজন্য তাঁর কত দুঃখ। হাজার গুণ থাকিলেও, নাম কেনার সুযোগ ত্যাগ করা মেয়ে-মানুষের পক্ষে বড় কঠিন। দেখ! এত টাকা দিয়া আমার স্ত্রীকে গহনা গড়াইয়া দিলেন, তাহাকে তাহা জানিতে দিলেন না; আমি দিয়াছি, বলিতে তোমাকে শিখাইয়া দিলেন; কেননা আমার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ভক্তি আরও বৃদ্ধি হউক—আমি ঘরে পরম সুখী হই। আমি তাঁর কে? আমার সঙ্গে গ্রাম-সম্বন্ধ বই নয়। আমি দশ হাজার টাকা দিলেও ইহার প্রতিশোধ হইবে না। আমি যদি ভাল হইতে পারি, আমার স্ত্রীকে আরও পাঁচখানা গহনা দিতে পারি, ঘর ছাড়িয়া বাহিরে না যাই; বোধ হয়, তাহাহইলে তাঁহার একটু সুখ হইতে পারে, কি বল প্রাণহরি?"

প্রাণহরি—"হাঁ! তা বটে, তা বটে, তবে কি না দশে পাঁচে এরূপ একটু আধটু আনন্দ করাও ভাল" বলিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ কথায় কথায় রাত্রি অধিক হওয়ায় হরিদাস গৃহে গমন করিলেন। পূর্ব্বে এখান হইতে বাহির হইয়া আরও দুই একটী স্থান না ঘুরিয়া হরিদাস বাড়ী যাইতেন না।

আমাদের পাঠক পাঠিকার অবশ্যই স্মরণ আছে যে, হরিদাস বাবুর জননী তিন শত টাকা অগ্রিম দিয়া প্রতিবেশী হরিদাসের স্ত্রীকে আভরণ গড়াইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত তাঁহার একটু বচসা হয় এবং সেই বচসাকালে গৃহিণী বলিয়াছিলেন যে, হয়ত, এই জন্য কর্ত্তা তাঁহাকে এক সময় প্রশংসা করিবেন। সেই ঘটনার ঠিক্ এক বৎসর পরে একদা গৃহিণী হরিদাসের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কর্ত্তার নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—

"বউমা, তোমার বুড় শ্বশুরকে প্রণাম কর।" বধূ কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, কর্ত্তা গৃহিণীর মুখ চাহিয়া কহিলেন,—"ইনি কে?"

গৃহিণী কহিলেন,—"আর বৎসর ঠিক্ এমনি সময়ে কোনরূপ সিদ্ধিকামনায় তোমার পদধূলি লইয়াছিলাম, মনে হয় কি? এই দুই হাজার টাকা মূল্যের বসনালঙ্কার-শোভিতা শ্যামাঙ্গী সুন্দরী বধূটী তাহারই ফল। শুধু ইহাই নহে, আরও কিছু আছে" বলিয়া প্রাণহরি স্বর্ণকারের স্বাক্ষরিত হাতচিঠাখানি খুলিয়া কর্ত্তার হাতে দিলেন। কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট স্থান পাঠ

করিয়া দেখিলেন, গৃহিণীর দত্ত তিন শত কুড়ি টাকার স্থলে তিনশ আশি টাকা হরিদাসের নামে জমা হইয়াছে। তখন কর্ত্তা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে গৃহিণীর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—

"বোধ হয়, এটী হরিদাসের ব্রাহ্মণী। হরিদাসকে আমি বহুকাল দেখি নাই, সে এখন ভালই আছে বোধ হইতেছে।" গৃহিণী হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"আজ্ঞে হাঁ! সে এখন ভালই আছে। ষাইট্ টাকা বেতন পায়, তা ছাড়া মাসে প্রায় দুই শত টাকা উপার্জ্জন করে, অথচ পাপের কাণাকড়িও ঘরে আনে না, আজ কাল হরিদাসের চরিত্র প্রকৃত হরিদাসের ন্যায়।"

"গৃহিণী, আজ তোমার কথা শুনিয়া আমার বড় সুখ হইতেছে।"

"এক বৎসরে তিনশ কুড়ি টাকায় প্রায় চারিশ টাকা ঘরে আসিয়াছে; আজ আমার কথায় তোমার সুখ হইবে. বই কি!"

"না,—না, গৃহিণী, তা নয়! তোমার মুখে হরিদাসের চরিত্র ও অবস্থাগত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া আমার সুখ হইতেছে। ভাল! কিরূপে এরূপ হইল, বল দেখি!" গৃহিণী কহিলেন,—

"যে মাসে বউকে গহনা গড়াইয়া দিলাম, তাহার পর মাস হইতেই হরিদাস সকল কু-অভ্যাস ও বাজে খরচ ত্যাগ করিয়া মাসে মাসে ২৫৲ টাকা হিসাবে ঐ হাতচিঠায় উসুল দিতে আরম্ভ করিল। অল্প দিন মধ্যেই হরিদাস এই সংযমের পুরস্কার পাইল। বেতন ৪০৲ টাকা হইতে ষাইট্ টাকা হইল এবং ন্যায়পথে উপার্জ্জনের অনেক কার্য্য পাইল। সপ্তম মাস হইতে প্রতিমাসে ৪৫৲ টাকা হিসাবে দিয়া এক বৎসরে মায় সুদে আমার টাকা পরিশোধ করিল এবং এই দেখ! বউমাকে কত গহনা দিয়াছে। কাল অঙ্গে পীতাম্বর ও সোণার গহনা কেমন শোভা পায়, দেখিয়াছ?"

"ভাল! গৃহিণী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, হরিদাসের চরিত্র ও অবস্থার এইরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা বুঝিয়াই কি তুমি টাকা দিয়াছিলে?"

"আমি এক দিন হরিদাসকে তাহার কু-চরিত্র জন্য তিরস্কার করিয়াছিলাম। সে সজলনেত্রে প্রতিজ্ঞা করিল "মাসে মাসে আপনার নিকট টাকা গচ্ছিত করিব;" কিন্তু তাহা করিতে পারিল না। আমি জানিতাম, সে বউমাকে খুব ভাল বাসে, কু-অভ্যাস জন্য ভাল খাওয়াইতে পরাইতে পারে না। যদিও টাকা দিবার পূর্ব্বে পরিবর্ত্তনের পরিমাণ বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহার দাম্পত্য প্রীতি ও আমার নিঃস্বার্থ উপকার এই উভয়ে মিলিত হইয়া একটা হিতকর পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিবে, তাহা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলাম। তোমার পদধূলির মহিমায় আমার সে বুদ্ধি ফলবতী হইয়াছে।"

কর্ত্তা হাসিতে হাসিতে কহিলেন,— "আবার যখন ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর

নির্ব্বাচন হইবে, তখন তোমাকে পাঠাইবার চেষ্টা করিব; কেননা অনেক পুরুষ অপেক্ষা তোমার রাজনৈতিক বুদ্ধি অধিক আছে।"

---

## সৃষ্টি-প্রক্রিয়া রহস্য।

( ৩৬৬ সংখ্যা—৭০ পৃষ্ঠার পর )।

অনন্তর পৃথিবীর আরও উন্নতাবস্থা হইলে পরস্পরের মধ্যে সখ্যভাব, সংসার-স্থাপন, রসালাপ, বিলাস এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের উপদেশ দিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

সংক্রামিতোঽভূদ্রোহিণ্যাং রৌহিণেয়স্ততো হরিঃ।
কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ নভসি অর্দ্ধরাত্রে চতুর্ভুজঃ॥

অগ্নিপুরাণ।

এই অবতারে পৃথিবীকে সম্যক্‌রূপে অলঙ্কৃত করা হইল। ইহাকেই ব্রহ্মার সর্গনামক পঞ্চম সৃষ্টি বলা যায়।

পরে মানবগণ বিষয়মদে অতিশয় মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। বেদের অনধিকার-চর্চ্চা হইতে লাগিল, সুতরাং ভগবান্ শাক্যসিংহরূপে (বুদ্ধদেব) অবতীর্ণ হইলেন।

রক্ষ রক্ষেতি শরণং বদন্তো জগ্মুরীশ্বরম্।
মায়ামোহস্বরূপোঽসৌ শুদ্ধোদনসুতোঽভবৎ॥

অগ্নিপুরাণ।

এই অবতারে তিনি মায়াস্বরূপ হইয়া বেদান্তের অর্থ ফিরাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপনপূর্ব্বক অনধিকারীদিগের হস্ত হইতে বেদধর্ম্ম বহিষ্কৃত করিয়া লইলেন। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম বদ্ধমূল হইয়া বসিলে, ভগবান্ যখন দেখিলেন যে, বৈদিক ধর্ম্মের আর আদর নাই, তখন পুনরায় বেদ সংস্থাপন করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্যরূপে আবির্ভূত হইলেন।

শঙ্কর-দিগ্বিজয় গ্রন্থ ব্যতীত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের অবতার সম্বন্ধে কোন পৌরাণিক গ্রন্থে কোনরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া ব্রহ্মাদ্বৈতত্ব আত্মমীমাংসার যথার্থ মর্ম্মভেদ করতঃ বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃস্থাপন করিলেন, এবং বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে ভারতভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। পরে জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া লোক সকল যখন ঘোর নাস্তিক হইয়া উঠিল, তখন শ্রীমচ্চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া ভক্তিরসে ভারতভূমিকে ভাসাইয়া দিলেন।

শ্রীমচ্চৈতন্য দেবের অবতারত্ব সম্বন্ধেও কোন পৌরাণিক গ্রন্থে স্পষ্ট কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি যে ভক্তি-স্রোত আনিলেন, সেই স্রোতে নাস্তিক ও পাষণ্ড দল প্রবল বেগে ভাসিয়া গেল। সেই

বেগবতী স্রোতস্বতীর প্রবাহ অদ্যাবধি মন্দ-গতিতে বহমানা হইতেছে। কিন্তু কালরূপ মহানদের নিকট ভক্তিরূপ ক্ষুদ্র নদী কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে? কালক্রমে ইনিও শুষ্ক হইবেন।

যখন সমস্ত লোক বেদমার্গ-বহিষ্কৃত ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া যাইবে, তখন ভগবান্ কল্কিরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রলয় উপস্থিত করিবেন এবং ম্লেচ্ছভাব নষ্ট করিয়া পুনরায় শ্রৌত ধর্ম্ম স্থাপন করিবেন।

কল্কী বিষ্ণুযশঃ পুত্রো যাজ্ঞবল্ক্যপুরোহিতঃ।
উৎসাদয়িষ্যতি ম্লেচ্ছান্ গৃহিতাস্ত্রঃ কৃতায়ুধঃ॥
কল্কীপুরাণ।

এইরূপে কালচক্র দ্বারা প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক এই বিশ্বমণ্ডল স্থাপিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতি স্বয়ং এই বিশ্ব-রাজ্যের সংস্থাপন জন্য সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণভেদে লক্ষ্মী, সাবিত্রী ও ভগবতী নাম ধারণ করতঃ পরিণামপথে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন; এবং পরমাত্মা চৈতন্য (সৃষ্টিকার্য্যে লিপ্ত যে চৈতন্য) ও উক্ত গুণত্রয়ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা হইয়া রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ শান্তি ও পৃথিবীর মঙ্গল বিধান জন্য যখন বিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হন, তখনই অবতার বলিয়া গণ্য হন।

পৌরাণিক মতে পুরুষ অবতার মধ্যে যেরূপ প্রধান দশটী সংখ্যা আছে, তান্ত্রিক মতে প্রকৃতি অবতারেরও তদ্রূপ প্রধান দশটী সংখ্যা আছে। সৃষ্টিস্থাপনের জন্য যখন যেরূপ অবতারের আবশ্যক হয়, তখন হয় পুরুষ না হয় প্রকৃতি, এই দুয়ের একতররূপে আবির্ভূত হন। সেই পরমাত্মাই পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই বিশ্বক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

---

## সঙ্গীত-রোগের প্রতীকারক ঔষধ।

রাগবিশেষের আলাপ দ্বারা হৃদয়ের আবেগ ও রক্তের উষ্ণতা বৃদ্ধি অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। কোন কোন সময়ে ইহা দ্বারা রোগ যন্ত্রণারও উপশম হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে রোগের প্রতীকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইবে, ইহা শুনিলে সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিছুদিন হইল একটী প্রকাণ্ড সাহিত্যবিজ্ঞান সমিতিতে এতদ্বিষয়ে ঘোর আন্দোলন হইতেছে। একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে, অনেক উৎকট উৎকট রোগও সঙ্গীতের দ্বারা আরোগ্য হয়। শারীরিক উত্তাপ হ্রাস করিতে অথবা হৃদয়ের বেগ বৃদ্ধি করিতে হইলে একমাত্র সঙ্গীত দ্বারা এই কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

বেহালা ( violin ), বীণা ( harp ) ও পায়ানেট ( পায়ানো নহে ) বাদনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। এতদর্থে সমিতির অভিমত এইযে, লণ্ডন নগরের কোন একটী বৃহৎ চিকিৎসালয়ে পরীক্ষার জন্য একটী সঙ্গীতগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়; তথায় সুদক্ষ সঙ্গীতাদিবাদক সকল নিযুক্ত থাকিয়া রোগের লক্ষণানুসারে বাদন করিবেন। অধ্যাপক সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকের আদেশে বা ব্যবস্থামত গত সকল তান লয় সহকারে গীত হইবে, অপর কোন ঔষধাদির সম্পর্কও থাকিবে না। এতদ্দারা কেবল যে রোগীর শারীরিক পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে এমন নহে, অনেকের মানসিক শোকভারেরও লাঘব হইবে। সঙ্গীতে শোক অন্তরিত হয়, ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু ইহাতে যে সর্ব্বব্যাধির নিরাকরণ হয় ইহাই নূতন।

---

# উদাসীনের চিন্তা।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

সন্ন্যাসী ঠাকুর ধ্যান-স্তিমিতলোচনে যোগাসনে বসিয়া ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় চঞ্চলা তথায় উপনীত হইলেন। স্বামীর প্রবোধবাক্য তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ করিতে পারে নাই। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে অত্যন্ত তিরস্কার করিবেন মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তৎকালীন সেই সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎকাল চলিয়া গেল, সন্ন্যাসী ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গ হইতেছে না। চঞ্চলা নিকটবর্ত্তী মৃত্তিকাসনেই উপবেশন করিল। যোগিবরের মুখের দিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। বহুক্ষণ চলিয়া গেলে পর তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। মন উঠ্ বস্ করিতেছে। একবার স্থির করিল দশ মিনিট পরে চলিয়া যাইবে। দশ পনর মিনিট চলিয়া গেল, কোন শক্তি যেন চঞ্চলার গতিরোধ করিয়াছে—চঞ্চলা উঠিতে পারিতেছে না, মনের অস্থিরতা প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তথাপি শরীর গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে না। এমন সময় সন্ন্যাসী ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি স্থিরনেত্রে কিয়ৎকাল চঞ্চলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কোন বাক্যই নিঃসৃত হইল না। যাঁহারা বহুক্ষণ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগতে অবতরণ করেন, তাঁহাদের পুনর্ব্বার ক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কিছুকাল চলিয়া যায়। এই জন্যই যোগিপ্রবর নিস্পন্দভাবে চঞ্চলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অবশেষে ইন্দ্রিয়পরিচালনের শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! কি চাই।"

চ—বাবা! তোমার কথা মত চ'লে আমার এত অশান্তি হয় কেন? শুন্‌তে পাই সাধু মহাজনদের আদেশে চল্লে লোকের শোক তাপ দূরে যায়; তা না হইয়া কোথায় আমার নূতন তাপের সৃষ্টি হল!

সা—আমি সাধু মহাজন হলেত; আমি অসাধুর হদ্দ, তাই তোমার তাপ।

চ—(চঞ্চলা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া) আমি তোমায় অসাধু বলিতেছি না। আমার তাপের কারণ কি, কি হলেই বা ইহা দূর হবে, তা আমায় বলে দাও।

স—তোমার তাপের কারণত তোমার স্বামীই বলেছেন, তবে আমায় জিজ্ঞাসা কচ্চ কেন? দুটি দুল চেয়েছিলেম, সমস্ত গহনা বিক্রী কর্ত্তে কে বলেছিল?

চ—তুমি আমার স্বামীর কথা কি করে জান্‌লে? তোমায় সে কথা কে বল্লে?

সা—মা! এ কথা পরে বুঝ্‌বে, এখন বুঝ্‌বার সময় হয়নি। এখন জিজ্ঞাসা করি তাপটাত সয়তানের সৃষ্টি! তোমার মনে যে অশান্তি হয়েছে, তোমার মনে কে তাহা তুলে দিলে?

চ—আমি দোষ করেছিলেম বলে তার শাস্তি স্বরূপ আপনা আপনি উঠেছে।

সা—বুঝ্‌লেম দোষ ক'রে আপনাকে সেই দোষের কর্ত্তারূপে মনে কল্লেই অন্তঃকরণ অনুতপ্ত হয়। যে আপনাকে দোষের কর্ত্তা মনে করে না, তার অসৎ-ক্রিয়াজনিত তাপ লাগিবে না। এক জন সবলকায় দস্যু যদি তোমার হাতে একখানি তরবারি দিয়া সেই তরবারি দ্বারা বলপূর্ব্বক একটি নরহত্যা করাইয়া লয়, তাহলে তোমার অনুতাপ জন্মিবে কি না?

চ—সে অবস্থায় না পড়্‌লে বলিতে পারি না, তবে বোধ হয় জন্মিবে না।

সা—কেন জন্মিবে না?

চ—আমার সেখানে দোষ নাই, কারণ আমি হত্যাক্রিয়ার কর্ত্রী নই—দস্যুই কর্ত্তা।

সা—এ কথা এই সপ্রমাণ করে যে কর্ত্তৃত্ব-বোধ না থাকিলে পুণ্যক্রিয়া-জনিত আত্মপ্রসাদ কিংবা পাপক্রিয়া-জনিত অনুতাপ কিছুই জন্মিবে না, এজন্য পাগল কিংবা শিশুর আত্মপ্রসাদ কিংবা অনু-তাপের বোধ নাই।

চ—তবে দেখ্‌চি অসৎ ক্রিয়া ক'রে পাগলের মত আপনাকে কর্ত্তা বোধ না কর্ত্তে পাল্লেইত ভাল। তাহলে অন্তরে অনুতাপ জন্মিবে না।

সা—মানুষের কর্ত্তৃত্ববোধ স্বাভাবিক। ইচ্ছা কল্লেই কি মানুষ কর্ত্তৃত্ববোধ দূর কর্ত্তে পারে? চোক দিয়া দেখা, কাণ দিয়া শোনা স্বাভাবিক, ইচ্ছা ক'রে কি কেহ কাণ দিয়া দেখ্‌তে পারে, না চোখ দিয়া শুন্‌তে পারে?

চ—মানুষের কর্ত্তৃত্ববোধ স্বাভাবিক হলে—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ॥
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥

(ধর্ম্মও জানি তাহাতে প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম্মও জানি তাহাতে নিবৃত্তি নাই।

হে হৃষিকেশ! তুমি হৃদয়স্থিত থাকিয়া যেরূপে নিযুক্ত করিতেছ, তাহাই করি) এই বাক্যের অর্থ কি? হৃদিস্থিত হৃষিকেশ যদি চালক হলেন, তাহা হইলে তিনিইত কর্ত্তা, তবে কর্ত্তৃত্ববোধকে স্বাভাবিক বলি কেন? উহা ভ্রমাত্মক বলিলে দোষ কি? পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্য স্থিরই আছে। অথচ পৃথিবী স্থির আছে, সূর্য্য চলিতেছে বলিয়া আমাদের স্বাভাবিক বোধ। বিজ্ঞানের গবেষণায় এই বোধের ভ্রম না দেখান পর্য্যন্ত মানুষ ভ্রম বিশ্বাসকে সত্য ব'লে ধরে রেখেছিল। জীবের কর্ত্তৃত্ব-বোধও এরূপ একটি ভ্রম, এ কথা বলি না কেন?

সা—মা আমি তোমাকে একটী গল্প বলিতেছি। ইহা হ'তে তুমি বুঝ্‌তে পার্ব্বে যে, জীবের কর্ত্তৃত্ববোধ কিরূপ স্বাভাবিক।

কোন এক ব্রাহ্মণ এক সময়ে একটী গোহত্যা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রমতে গো-হত্যা মহাপাতক; সুতরাং ব্রাহ্মণ আপনাকে সেই মহাপাতকের কর্ত্তা বোধে অনুশোচনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে তাঁহার বিচার উপস্থিত হইল। তিনি মনে ভাবিলেন, আমার শাস্তি কি? বিষ্ণু অন্তরে থাকিয়া আমার দ্বারা এ কাজ করাইয়া লইয়াছেন, সুতরাং আমি দোষী নই। যদি কাহারও দোষ থাকে, তাহা হইলে বিষ্ণুই দোষী। এইরূপে আত্মকৃত অপরাধের ভার বিষ্ণুর ঘাড়ে চাপাইলেন। অন্তর্যামী বিষ্ণু ব্রাহ্মণের মনোগত ভাব অবগত হইয়া তাঁহার ভ্রম বুঝাইবার জন্য একদিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার বাড়ীর পশ্চাৎ দিকের দ্বার দিয়া তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর! তুমি কি অন্ধ? খিড়্‌কিতে ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়েরা রয়েছেন, তুমি কি ক'রে পেছন দিকের দুয়ার দিয়া প্রবেশ কর্‌লে? মেয়েরা পর-পুরুষের কাছে বের হন না, এ কথা কি তুমি জান না?"

বৃ—মশায়! রাগ কর্ব্বেন না, আমিত আসিনি।

ব্রাহ্মণ—তুমি এসনি? তবে কে এসেছে? তোমার হাত এল, পা এল, অথচ বল্‌ছ তুমি এসনি?

বৃ—হৃদিস্থিত বিষ্ণু আমাকে এনেছেন, আমার আস্‌বার শক্তি কি?

ব্রাহ্মণ—বটে, আমি দেখ্‌ছি তোমায়, আর তুমি বল্‌ছ, বিষ্ণু এনেছেন। এখন ঠেকেছ কি না, তাই ওকালতি।

তখন ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ স্ববেশ ধারণ করিয়া বলিলেন "ওরে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ! গোহত্যার বেলায় বুঝি আমি কর্ত্তা হয়েছিলেম, কারণ তখন আপনাকে দোষী কর্ত্তে প্রাণ চাচ্ছিল না। এখন অন্যকে কর্ত্তা দেখে তার প্রতি রাগ কচ্চিস্। জানিস্ কর্ত্তৃত্ববোধ আমিই মানবের মনে প্রেরণ কচ্ছি। যখন মানুষ বাসনার অতীত হয়ে আমার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা যোগ

আনা মিশাতে পার্ব্বে, তখন তার কর্ত্তৃত্ব-বোধ যেতে পারে এবং আমাকে কর্ত্তা বলিয়া অনুতাপের হস্ত হইতে অব্যাহতি পেতে পারে। কিন্তু জানিস্ তখন তাহা দ্বারা পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে না। মোহ হইতে বাসনার সৃষ্টি, বাসনা বশতঃ জীব পাপ কার্য্য করিয়া থাকে। আমি যখন বাসনাতীত, তখন আমি জীবকে যন্ত্র করিয়া যখন কোন কার্য্য করি, তখন পাপ ক্রিয়াও নাই, অনুতাপও নাই। তখন জীব নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হয়।

চ—বাবা বেশ বুঝলেম। আমার এখনও বাসনা রয়েছে, তাই অনুতাপ জন্মিতেছে, কিন্তু এ তাপের শান্তি কিসে হবে?

সা—মা আজ বেলা হয়েছে। গৃহে ফিরে যাও, অন্য দিন আসিও।

চঞ্চলা—( প্রণাম করিয়া ) আচ্ছা বাবা চল্লেম।

চঃ।

---

# কুরু-পাণ্ডব।

ব্যাসমুনি-বিরচিত, ভারত-মঙ্গল-গীত,
ভূতলে অতুল উপাখ্যান;
সংক্ষেপে সরল ভাষে, বিবরিব তব পাশে,
শুন বাছা! হ'য়ে সাবধান।
ছিল সুর-পুর সম, পুরাকালে চারুতম,
নগর হস্তিনাপুর নামে;
দেব শশধর-অংশ, কুরু-কুল মহাবংশ,
প্রতিষ্ঠিত সে বিচিত্র ধামে।
হস্তিনার অধীশ্বর, ধৃতরাষ্ট্র নরবর,
জন্ম-অন্ধ বিধির বিধানে;
ভার্য্যা তার গুণবতী, সুশীলা গান্ধারী সতী,
পতি বই ধর্ম্ম নাহি জানে। *
নৃপতির বহু সুত, সবে পরাক্রম-যুত,
পাপে মতি কিন্তু অনিবার;
যশোবীর্য্য কদাচারে, জিনিলেক সবাকারে,
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আর।
সর্ব্বগুণে বৃহস্পতি, পাণ্ডু† নামে মহামতি
ভ্রাতা এক আছিলা রাজার;
রূপে রমা, গুণে বাণী, ছিল তার দুই রাণী,
পাঁচ পুত্র সর্ব্বগুণাধার।
অকালে মানবলীলা, পাণ্ডু যেই সম্বরিলা,
সহমৃতা হ'ন মাদ্রীরাণী;
জ্যেষ্ঠা রাণী কুন্তী তবে, পালিলা পাণ্ডব সবে,
আত্ম পর ভেদ নাহি জানি।
এক মন এক প্রাণে, শুন বাছা সাবধানে,
পঞ্চপাণ্ডবের গুণগীতি;
পঞ্চদেব যেন হায়! অবতীর্ণ বসুধায়,
শিখাইতে স্বর্গের সুনীতি।
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অলৌকিক ধর্ম্মবীর,
সদা সত্য-পালনে তৎপর;

* কথিত আছে, পতি অন্ধ ছিলেন বলিয়া সতী গান্ধারী বিবাহকাল হইতে আজীবন চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতেন।

† পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; জ্যেষ্ঠ অন্ধ বলিয়া রাজা হয়েন। পাণ্ডু শাপগ্রস্ত হইয়া পরলোক-গত হইলে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

ভীমসেন তদনুজ, লৌহসার জিনি ভুজ,
গদাযুদ্ধে যেন গদাধর।
তৃতীয় অর্জ্জুন নাম, বীরত্ব-ধীরত্ব-ধাম,
বাণ-যুদ্ধে অজেয় সংসারে;
রাখিতে ভক্তের মান, ভাবগ্রাহী ভগবান্,
সখা বলি কোল দিলা যারে।
অশেষ সুগুণালয়, বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়,
নকুল ও সহদেব নাম;
ধরা-ধন্য পাঁচ ভাই, পঞ্চ রত্ন এক ঠাঁই,
মিলাইলা বিধি গুণধাম।
শত কৌরবের সনে, পালেন পাণ্ডবগণে,
পিতামহ ভীষ্ম মহামতি *;
অস্ত্র শিক্ষাদান তরে, দ্রোণাচার্য্য গুরুবরে,
নিয়োজেন অন্ধ নরপতি।
পাপমতি দুর্য্যোধন, সতত সচেষ্টমন
সংহারিতে পাণ্ডব সকলে;
নাশিতে ভীমের প্রাণ, করাইল বিষপান,
বৃকোদর বাঁচে দৈববলে।
পাণ্ডবের সদাচারে, সদা জয়-জয়-কারে,
পরিপূর্ণ নিখিল ভুবন;
না সহে কৌরব-প্রাণে, যাইয়া জনকস্থানে,
কুমন্ত্রণা করে দুর্য্যোধন।
জতুময় নিকেতনে, রাখিয়া পাণ্ডবগণে,
পোড়াইতে চাহে দুষ্টমতি;
ভাগ্যে সবে পায় ত্রাণ, কার সাধ্য বধে প্রাণ,
ভগবান্ তুষ্ট যার প্রতি।

পঞ্চ ভ্রাতা অতঃপর, যেন পঞ্চ বনেচর,
পর্য্যটন করি বনে বনে,
উত্তরি পঞ্চালদেশে, পঞ্চ ব্রাহ্মণের বেশে,
বঞ্চে মাতা কুন্তী-রাণী সনে।
দ্রুপদ পঞ্চাল-পতি, সমারোহ কৈল অতি,
তনয়ার দিতে স্বয়ম্বর;
সমবেত সভাস্থলে, ভারতের রাজদলে
ছিলা যত মহাধনুর্দ্ধর।
অতিক্রমি রাজচয়, বিপ্রবেশী ধনঞ্জয়,
লক্ষ্য বিন্ধি বিজয়ী হইলা;
অনুমতি কৈলা মাতা, মিলি তাই পঞ্চ ভ্রাতা
পাঞ্চালীরে বিবাহ করিলা।
তবে অন্ধ নরপতি, সদয় পাণ্ডব প্রতি.
তোষিলেন নিকেতনে আনি;
পেয়ে পুনঃ রাজ্য ধন, স্থাপিলা পাণ্ডবগণ,
ইন্দ্রপ্রস্থ নামে রাজধানী।
যুধিষ্ঠির প্রীতমনে, পুত্র সম প্রজাগণে,
পালিলেন প্রীতি অনুরাগে;
ভাতিল যশের ছটা, করি রাজা ঘোর ঘটা,
ব্রতী হন রাজসূয়-যাগে।
মণি মুক্তা নিবেশিয়া, ময়দানবেরে দিয়া,
নির্ম্মাইলা স্ফটিকের ঘর;
পশি সেই নিকেতন, অপ্রতিভ দুর্য্যোধন,
হিংসানলে জ্বলে কলেবর।
তবে দুষ্ট ছলে বলে, নাশিতে পাণ্ডব-দলে,
ষড়যন্ত্র করে পুনরায়;
কৌরবের প্ররোচনে, যুধিষ্ঠির মুগ্ধ মনে,
মগ্ন হন পাশক ক্রীড়ায়।
ধন রাজ্য সহকারে, ভ্রাতা, ভার্য্যা, আপনারে,
হারিলেন ধর্ম্মের নন্দন;

---

* মহামতি ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি পিতা শান্তনুর মনস্তুষ্টির জন্য প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক আজন্ম বিবাহ করেন নাই, এবং রাজত্ব গ্রহণ করেন নাই।

পূরিল মনের আশ, "পাণ্ডবেরা ক্রীতদাস,"
বলি দম্ভ করে দুর্য্যোধন।
দুরাচার দুঃশাসন, কেশে করি আকর্ষণ,
সভাস্থলে আনি দ্রৌপদীরে,
অপমান করে অতি; কোথা কৃষ্ণ যদুপতি!
বলি কৃষ্ণা ভাসে নেত্র-নীরে।
গদা লয়ে বৃকোদর, হইলেন অগ্রসর,
কুরু-কুল-সংহার কারণে;
হিমাচল জিনি ধীর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির
নিবারেন প্রবোধ-বচনে।
এরূপে পাণ্ডবগণ, হারাইয়া রাজ্যধন,
ক্ষুণ্ণমনা হইলেন অতি;
রাখিতে তাদের মান, পুনঃ রাজ্য করি দান,
তোষিলেন অন্ধ নরপতি।
পুনঃ দুর্য্যোধন সনে, যুধিষ্ঠির ভ্রান্ত মনে,
দেবলে হইলা মগ্নচিত;
আবার হারিলা পণ, লাভ হৈল নির্ব্বাসন,
ত্রয়োদশ বর্ষ পরিমিত।
সত্যের পালন তরে, ভ্রমি বন বনান্তরে,
পঞ্চ ভ্রাতা পাঞ্চালীর সনে,
হয়ে পঞ্চ পরিচর, সংগোপনে সংবৎসর,
বঞ্চিলেন বিরাট-ভবনে।*
দুরন্ত কৌরবগণে, বিরাট-ভূপতি সনে,
যুদ্ধ করে গোধন কারণ,
বিরাটের সেনাপতি, হৈলা পার্থ মহামতি,
রণে ভঙ্গ দিলা দুর্য্যোধন।

নির্ব্বাসন-অবসানে, পাণ্ডবেরা কুরু-স্থানে,
নিজ রাজ্য ফিরিয়া চাহিল;
হয়ে দম্ভ-পরায়ণ, বিনা রণে দুর্য্যোধন
সূচ্যগ্র ভূমিও নাহি দিল।
অগত্যা পাণ্ডবগণ, রণ কৈলা বিঘোষণ,
রক্ত মাংসে কত আর সয়;
কুরুক্ষেত্র রঙ্গোপরি, অষ্টাদশ দিন ধরি,
অজস্র শোণিতস্রোত বয়।
ভারতের রাজগণ, করি সবে প্রাণ-পণ,
দুই পক্ষে মিলিয়া যুঝিলা;
ভক্তের অধীন হরি, তাই নিজে কৃপা করি,
অর্জ্জুনের সারথি হইলা।
দশ দিন অহরহ, যুঝি ভীষ্ম পিতামহ,
পার্থ-শরে শর-শয্যাগত;
প্রভূত-বিক্রম-যুত, অভিমন্যু পার্থ-সুত,
সপ্তরথি-বাণে হৈল হত।
ধনঞ্জয় খর শরে, জয়দ্রথ বীরবরে*
রণভূমে করেন শয়ান;
যুদ্ধ করি ভয়ঙ্কর, বক্ষ চিরি বৃকোদর,
দুঃশাসন-রক্ত কৈলা পান।
দ্রোণ কর্ণ† আদি যত, কৌরবসেনানী শত,
ক্রমে হয় নিধন সবার;
ভীম সনে করি রণ, গদাঘাতে দুর্য্যোধন,
নর-লীলা করে পরিহার।
মজিল কৌরবকুল, পুত্রশোকে সমাকুল,
অন্ধরাজ ভাসে অশ্রু-নীরে;

---

* পাণ্ডবগণ বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। এরূপ নিয়ম ছিল যে, অজ্ঞাতবাসকালে কেহ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলে তাঁহারা পুনরায় নির্ব্বাসিত হইবেন।

* জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের রাজা, দুর্য্যোধনের ভগ্নীপতি।

† কর্ণ—কুন্তীর গর্ভজাত পুত্র; অতএব যুধিষ্ঠিরাদির সহোদর ভ্রাতা। কথিত আছে, এ বিষয় তাঁহারা পরস্পর অবগত ছিলেন না।

ডাকি ভ্রাতৃ-সুতগণে, বসাইয়া রাজাসনে,
ছত্র দণ্ড দিলা যুধিষ্ঠিরে।
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়," রব হৈল বিশ্বময়,
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ;
কৌরবের আচরণে, শিক্ষা পায় ত্রিভুবনে,
যথা গর্ব্ব তথায় পতন।
পেয়ে পুন রাজ্যপদ, সহ শত সভাসদ,
ধর্ম্মে রত ধর্ম্মের তনয়;
সমারোহে মহাভাগ, অশ্বমেধ মহাযাগ
সমাপিলা করি দিগ্বিজয়।
এইরূপে লীলা করি, নর-লোক পরিহরি,
পঞ্চ ভ্রাতা হৈলা স্বর্গগামী;
সর্ব্ব কর্ম্মে সুনিপুণ, কি কব তাদের গুণ,
গুণে বাঁধা গোলোকের স্বামী।
ধন্য রাজা যুধিষ্ঠির, ধন্য পার্থ মহাবীর,
ধন্য কবি ব্যাস তপোধন;
ধন্য ধন্য উপাখ্যান, শিখি এ মঙ্গল-গান,
মনঃসাধে গাও বাছাধন!

শ্রী ম, না, সো।

# বিজ্ঞান-রহস্য।

## প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ।

ফরাসী রাজধানী পারিস নগরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, এক প্রকাণ্ড "জগৎ মেলা" হইবার প্রস্তাব হইতেছে। ভূমণ্ডলে যাবতীয় আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ের চিত্র বা সম্ভব হইলে সমস্ত যন্ত্র সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

চিকাগো "জগৎ মেলার" উপর ভ্রূকুটি করিয়া যে এই মেলার অনুষ্ঠান হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। অদ্যাবধি উক্ত মেলার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। উহাতে প্রদর্শনের জন্য একটি প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইতেছে। এই দূরবীক্ষণের দর্পণখানির ব্যাস ১০ পাদ এবং নল ১৪০ পাদ। দর্পণে বিশুদ্ধ রজত প্রতিভাতিত হইবে।

আল্‌জিরার মানমন্দিরের অধ্যক্ষ মুসুর ট্রেপাইড বলেন যে, পরিষ্কার বায়ুমণ্ডল স্থির থাকিলে এই দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্রকে কেবল ১৫ পনর মাইল অর্থাৎ ৭॥ ক্রোশ দূরবর্ত্তী দৃষ্ট হইবে এবং ভূমণ্ডলে থাকিয়া চন্দ্রমণ্ডলস্থ পদার্থ সকল সুস্পষ্ট দেখা যাইবে।

# নূতন সংবাদ।

১। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এল্‌গিন আগামী ১৩ই নবেম্বর হাইদ্রাবাদে থাকিবেন। তথা হইতে বাঙ্গালোর পরিদর্শনে যাত্রা করিবেন। তিনি বোম্বাই, মান্দ্রাজ ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় আসিবেন। লেডী এল্‌গিন সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া স্ত্রীহাঁসপাতাল পরিদর্শন করিবেন।

২। রাজবালা-নাম্নী এক অসহায়া স্ত্রীলোকের প্রতি রেলওয়ে কর্ম্মচারী কয়েকটী সাহেব পাশব অত্যাচার করাতে বার্টলেট নামক এক আসামীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৫ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিফ জষ্টিসের বিচারে এই দুষ্টদমন হইয়াছে।

৩। সিমলার চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঁচ হাজার টাকার চিত্র বিক্রীত হইয়াছে।

৪। গত মাসে মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী, ত্রিপুরা-হিতসাধনী ও ফরিদপুর সুহৃৎসভার পারিতোষিক বিতরণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

৫। ব্যাঙ্ককে দুইটী বামনের বিবাহ হইয়াছে। পাত্রের দেহ ৪৮ এবং পাত্রীর ৪৬ বুরুল মাত্র।

৬। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ধোবার কারখানা করিয়া নগরবাসীদিগের বস্ত্র ধৌত করার সুবিধা করিবেন।

৭। শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত উড়িষ্যার কমিশনর হইয়াছেন।

---

# বামারচনা।

## হেঁয়ালির উত্তর।*

ভাদ্রের হেঁয়ালি পড়ি করিনু নিশ্চয়।
এ জনমেজয় বিনা অন্য কেহ নয়॥
যার যজ্ঞে সর্পগণ পেয়েছিল ভয়।
পরীক্ষিতসুত সেই রাজা জন্মেজয় ?
"জন" "জমে" "জজ" "জয়" এ সব কথায়।
হেঁয়ালীর সমুদয় প্রত্যুত্তর হয়॥
প্রথম উত্তর হয় "জন" অর্থ নর,
দুধ "জমে" দধি হয় দ্বিতীয় উত্তর।
"জজ" হ'লে আদালতে বড় সেই হয়,
সুমঙ্গল ভাবে নর হলে পরে "জয়"।

শ্রীমতী সরোজিনী গুপ্ত।

---

## হিন্দু রমণী।

পাঠিকা ভগিনীগণ! আমি একজন হিন্দু রমণী। বর্ত্তমান সময়ে বিলাতি সভ্যতায় আমাদের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইতেছে তাহা সকলেই জানেন। আমাদের এখন খুব উন্নতি হইতেছে। আমরা এণ্ট্রান্স, এফ, এ, বি এ, এম এ পাশ করিতেছি, আমরা ডাক্তার হইতেছি, আমরা স্বাধীনতার নির্ম্মল বাতাসে মনের সাধে উড়িয়া বেড়াইতেছি। পুরাতন অধীনতা, পুরাতন আচার ব্যবহার, পুরাতন রীতিনীতি, পুরাতন পোষাক পরিচ্ছদ, কিছুই আমাদের মনে ধরে না। আমাদের

* বগুড়ার শ্রীমতী গিরিবালা বসু এবং আরও কোন কোন গ্রাহক ও গ্রাহিকা ভাদ্রের হেঁয়ালীর সদুত্তর দিয়াছেন। বা, বো, সা।

অনেকেই এখন পূর্ণমাত্রায় বিবি হইয়া উঠিতেছেন—সাড়ী ত্যাগ করিয়া গাউন, বালা ছাড়িয়া ব্রেসলেট্, চিক্ ফেলিয়া নেক্লেস্ পরিয়া প্রকাশ্য স্থানে, হাটে, বাজারে, সভা সমিতিতে অনেকেই বাহির হইতেছেন, এবং অনেকে বাহির হইতে না পারিলেও পা বাড়াইবার উপক্রম করিতেছেন। আমরা এখন একটী নূতন বস্তু হইয়া উঠিতেছি। রন্ধন করিতে বলিলে আমাদের মুণ্ডপাত হয়। অপরের দ্বারা নিজ সন্তান পালন করিতে পারিলেই আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। বর্ত্তমান সময়ে,—বর্ত্তমান সভ্যতায় আমরা যেন বড়ই সুখী হইয়া উঠিয়াছি। পাঠিকা ভগিনি! আমাদের অবস্থা ত এই। বাস্তবিকই কি আমরা এখন বড় সভ্য ও সুখী হইয়াছি? বাস্তবিকই কি এখন আমাদের উন্নতি হইতেছে? বাস্তবিকই কি আমাদের অবস্থা পুরাকালের হিন্দুরমণী অপেক্ষা উন্নত হইতেছে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা। আমাদের প্রাচীন কালের ভগিনীগণ অপেক্ষা আমাদের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতেছে কি না, সে সম্বন্ধে আইস ভাই পাঠিকা একটু আলোচনা করি।

প্রথমতঃ বর্ত্তমান যুগে, বিলাতী সভ্যতার প্রভাবে ও তথাকথিত স্ত্রীশিক্ষার গুণে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। পূর্ব্বে আমরা মূর্খ ছিলাম, ভ্রান্তি তামসে আচ্ছন্ন ছিলাম, এখন বিদ্যার বিমল আলোকে আমাদের হৃদয় প্রভাসিত হইয়াছে। আমরা সুশিক্ষার প্রভাবে শিখিয়াছি যে, পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে নর ও নারী উভয়েই সমান, তবে নারী নরের অধীনতা স্বীকার করিবে কেন? তাদের পদানত হইয়া থাকিবে কেন? তুমি আমি দুইই সমান, তবে আমি তোমার অধীন থাকিব কেন?

এই যুক্তি লইয়া আমরা এখন স্বাধীন হইতেছি। স্বাধীনতা সুখের সামগ্রী, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এখন অধীনতা কাহাকে বলে ও বাস্তবিক আমরা অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ছিলাম কি না, সে বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। যাহার নিজের ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করার শক্তি নাই, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে পরের মুখাপেক্ষী, এক কথায় কারাগারে বন্দী, সেই ব্যক্তিকেই প্রকৃতরূপ অধীন বলিতে হয়। আমাদের অবস্থা কি কারাবদ্ধ বন্দীর অবস্থার ন্যায় ছিল? অন্তঃপুর কি কারাগার তুল্য ভয়াবহ স্থান? আমরা পুরুষের অধীনা দাসী বা হিন্দু-রমণীর অবস্থা তদ্রূপ শোচনীয়, এ কথা সমাজ-মর্ম্মানভিজ্ঞ, স্থূলদর্শী কয়েকজন বিদেশীয়ের রটনা মাত্র। ভগিনীগণ! তোমরা বল দেখি,—আমরা আমাদের গৃহে আমাদের স্ব স্ব পতির অধীনা দাসী বা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের পতিরাই আমাদের আজ্ঞাকারী দাস! আমি ত যতদূর চাহিয়া দেখি, হিন্দুসমাজে, হিন্দু-পতির উপর হিন্দুরমণীর যতদূর আধিপত্য, এরূপ আর কোনও দেশে, কোনও

সমাজে, কোনও জাতির মধ্যেই নাই। যে ইংলণ্ড এখন সভ্যতার গরিমায় ফুলিয়া উঠিতেছে, সমস্ত জগতের নিকট সভ্যতার আদর্শ বলিয়া অভিমান করিতেও সঙ্কুচিত হইতেছে না, সেই ইংলণ্ডের ইতিহাস একবার চাহিয়া দেখ দেখি। যখন রাজা অষ্টম হেন্‌রী নিরপরাধা রাণী ক্যাথেরাইন্‌কে ত্যাগ করিলেন, রাণী অ্যান্‌-বোলিন্‌ ও ক্যাথেরাইন্‌ হাওয়ার্ডের শিরশ্ছেদ করিলেন, তখন ইংলণ্ডের, সমস্ত ইউরোপের সমস্ত স্ত্রীস্বাধীনতা কি করিয়াছিল? ভারতে হিন্দুর ইতিহাসে, পুরাণে বা জনশ্রুতিতেও এরূপ দুর্ব্যবহারের কোন নিদর্শন পাও কি? আমরা দাসীভাবাপন্না অধীনা কে বলে? পরের কথা শুনিয়া আমরা নিজ অবস্থাকে ধিক্কার বা সমাজকে দোষ দি কেন? হিন্দুসমাজ রমণীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই, বরং সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধা ও পূজা করিয়া আসিতেছেন। মহর্ষি মনু প্রভৃতি মহাত্মাগণ রমণীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর আর কোনও শাস্ত্রকার সেরূপ উচ্চকর নিয়ম সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। হিন্দুসমাজে রমণীর আসন অতি উচ্চ। "শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ" এরূপ কথা হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ব্যতীত আর কেহ উচ্চারণ করিতে পারিয়াছেন কি? হিন্দু রমণীগণ অধীনা ও দাসীভাবাপন্না যাঁহারা বলিতে চান, তাঁহাদিগকে দেখাইতে চাই যে হিন্দুসমাজের উপর রমণীর যেরূপ আধিপত্য, অন্য দেশের রমণীর তৎসমাজে সেইরূপ আধিপত্য আছে কিনা সন্দেহ। আকর্ষণী শক্তি যেরূপ চক্ষের অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার কার্য্য সাধন করে, সেইরূপ রমণী অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠে থাকিয়া কি সামাজিক ব্যাপার, কি সামান্য গৃহকার্য্য, কি গভীর রাজনীতি, এক কথায় সকল বিষয়েই তাঁহার প্রভুতা পরিচালন করেন। রাজপুতানার মরুপ্রান্তর হইতে বঙ্গদেশের উপকূল পর্য্যন্ত এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। যখন চোহানবংশীয় প্রবলপ্রতাপ সম্রাট্ পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসন উজ্জ্বল করিতেছিলেন, সেই সময় ঘটনাক্রমে মাহোবারাজের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। পৃথ্বীরাজ বিপুলবিক্রমে অসংখ্য বাহিনী লইয়া মাহোবা আক্রমণ করিলেন। মাহোবা ক্ষুদ্ররাজ্য ও মাহোবারাজ সম্রাটের সমকক্ষ ছিলেন না। মাহোবা রাজ্যে এমন কোন বীর ছিল না যে, প্রবলপ্রতাপশালী পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হয়। কোন কারণবশতঃ মাহোবা-সেনাপতি জেশরাজের বীর পুত্রদ্বয় তাহাদের মাতার সহিত কনৌজে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্রাটের আক্রমণ হইতে রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া মাহোবারাজ এক সভা আহ্বান করিলেন। সভ্যগণের মধ্যে কেহই সময়োপযোগী সুমন্ত্রণা দানে সক্ষম হইলেন না।

পরে রাণী মলিনা দেবী প্রস্তাব করিলেন যে, "এখন রাজ্যে মাহোবার বীর-

শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদ্বয় ( জেশরাজের পুত্রদ্বয় ) অনুপস্থিত,” এই হেতুবাদে পৃথ্বীরাজের নিকট কিয়দ্দিনের জন্য সন্ধি ভিক্ষা করা হউক ও কনৌজ হইতে বীরদ্বয়কে আনিয়া দেশরক্ষা করা হউক। সকলেই রাণীর প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিলেন ও তদনুযায়ী কার্য্য হইল। আবার যখন পাপিষ্ঠ সিরাজ-উদ্দৌলার দৌরাত্ম্যে বঙ্গভূমি জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অসহনীয় অত্যাচারে ধনীর ধন, মানীর মান, সতীর সতীত্ব রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছিল; যে সময়ে বঙ্গের তদানীন্তন রাজনীতিজ্ঞ রত্নগণ সমবেত হইয়া বঙ্গের পরিত্রাণ-চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে, সেই ঘোর বিপ্লবসময়েও রমণীর মন্ত্রণা, রমণীর যুক্তি, রাজনীতিজ্ঞদিগের প্রয়োজন হইয়াছিল। যে সভায় মহামতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, ধনিশ্রেষ্ঠ জগৎশেঠপ্রমুখ ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া বঙ্গের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত করিবার মন্ত্রণা করিতেছিলেন, রাণী ভবানী দেবীও সেই সভায় সযত্নে আহূতা হইয়াছিলেন। বীরপুরুষগণ উৎকর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন “শুন রাণীর কি মত।” এক্ষণে আমাদের মধ্যে কয়জন শিক্ষিতা রমণী এরূপ ব্যাপারে আহূতা হইয়া থাকেন? আমাদের মধ্যে কেন, সভ্যতার আদর্শ, স্ত্রীশিক্ষার লীলাভূমি ইংলণ্ডে কয়জন স্ত্রীলোকের কথা রাজনীতিজ্ঞেরা শুনিয়া থাকেন? পাঠিকা ভগিনীগণ! বল দেখি, হিন্দুরমণী স্বাধীনা, কি অধীনা? বল দেখি, আমরা এখন স্বাধীনতা পাইতেছি, না হারাইতেছি? আমি কতকগুলি পতিপরায়ণা তেজস্বিনী রমণীর চরিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইব যে, পুরাকালে আমাদের চরিত্র কিরূপ দৃঢ়প্রাণ, কিরূপ সরল ও মন কিরূপ উদার ছিল। আমি ধারাবাহিকরূপে এক একটি রমণীর বিবরণ প্রকাশ করিব। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতীর কথা এ স্থলে উল্লেখ করিব না, কারণ কোন কোন বিদুষী ঐ সকল চরিত্র অনৈতিহাসিক কাল্পনিক কাব্যোপন্যাসের নায়িকাচরিত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু আমি যে সকল চরিত্রের অবতারণা করিব, তাহা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাগুরু ইংরাজের ইতিহাসে অলদক্ষরে প্রভাসিত। সেই সকল দেবীচরিত্র সম্মুখে ধরিয়া দেখাইব আমরা কি ছিলাম, কি হইলাম। ( ক্রমশঃ )

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী
কাটফুরা লেন, হুগলী।

## বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

১৮৯৪-৯৫ অব্দের জন্য নির্দ্দিষ্ট ২ টী পারিতোষিকের উপযোগী ২ টী রচনা না পাওয়াতে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ১৮৯৫-৯৬ অব্দের পারিতোষিক দান কালে ১ টী ৮০৲ টাকা ও আর একটী ৪০৲ টাকা করিয়া দুইটি পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে, "শারীর ও গার্হস্থ্য পরিচ্ছন্নতা" বিষয়টী অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

### পারিতোষিকদানের নিয়ম।

( ১ ) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিকপ্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

( ২ ) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক, কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

( ৩ ) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

( ৪ ) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অভিভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী প্রবন্ধ রচনাকালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৫ অব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের ( কভারের ) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিকের রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক রচনার গুণানুসারে তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

কলিকাতা,
৩০ শে জুলাই, ১৮৯৫।

এ, ক্রফ্‌ট,
বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।

No. 370. November, 1895.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭০ সংখ্যা। কার্ত্তিক ১৩০২—নবেম্বর ১৮৯৫। ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সূচী।




কলিকাতা।

৬ নং কলেজ স্ট্রীট বাই লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

| ৩৭০ সংখ্যা। | কার্ত্তিক ১৩০২—নবেম্বর ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ। |
|---|---|---|



## সাময়িক প্রসঙ্গ।

**টেলিফোনে সংবাদপত্র**—অষ্ট্র-হঙ্গেরীর পেষ্ট-বুডা নামক স্থানে ২ বৎসর এই আশ্চর্য্য সংবাদপত্র চলিতেছে। পুস্কাস্ নামক এক ব্যক্তি ইহার আবিষ্কর্ত্তা। গ্রাহকদিগের নিকট নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে দিবসের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রবন্ধ, সংবাদ, সমালোচনা প্রভৃতি মানবস্বরে উচ্চারিত হয়। সভায় বক্তারা যখন বক্তৃতা করেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে।

**ধর্ম্ম-মহোৎসব**—আজমীরে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া শারদীয় পূজাবকাশের সময় এক মহাসভা হইয়া গিয়াছে।

**রামমোহন রায় বার্ষিক উৎসব**—গত ১৮ই সেপ্টেম্বর সিটি কলেজে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ ৬২ বার্ষিক উৎসব হয়, তাহাতে জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, দীননাথ গাঙ্গুলী এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা করেন।

**আশ্চর্য্য সংবাদপত্র**—ইহা পোষ্ট কার্ডে ছাপা হইতেছে। প্রথম সংখ্যায় এক খানি ছবি আছে।

**বাঙ্গালী কমিসনর**—অনরেবল রমেশ-চন্দ্র দত্ত, সি আই ই, এক বৎসরের জন্য উড়িষ্যার কমিসনর নিযুক্ত হইয়াছেন।

**চন্দ্রে আগ্নেয়গিরি**—দূরবীক্ষণ-যোগে চন্দ্রমণ্ডলে প্রায় লক্ষ আগ্নেয়গিরি দৃষ্ট হইয়াছে।

**ভূ-প্রদক্ষিণকারিণী রমণী**—কুমারী জে সি আকারম্যান ৭ বৎসর ভ্রমণ করিয়া তিন বার পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

ইংরাজী ভগবদ্‌গীতা।—সুপ্রসিদ্ধ বিবি আনী বেজাণ্ট ভগবদ্গীতা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা শীঘ্র প্রচারিত হইবে। এতদ্দেশীয় কয়েকজন শিক্ষিত লোক সংস্কৃতের সহিত ইহার মিল দেখিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানি সুপাঠ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

আর্ম্মেণীয় বিভ্রাট—কতকগুলি আর্ম্মেণীয় দলবদ্ধ হইয়া তুরুষ্কের সুলতানের নিকট দরখাস্ত দিবার আয়োজন করে, পুলিস ইহাদের বাধা দেয়, ইহাতে কনষ্টাণ্টিনোপলের রাজপথে দাঙ্গা হইয়া ৮০জন আর্ম্মেণীয় হত ও আহত হইয়াছে।

স্ত্রী-হিতৈষিণীর মৃত্যু—খিদিরপুরের বিবি কলকোহান গ্রাণ্টের মৃত্যুসংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। বিবি নাইটের বিলাতগমন হইতে ইনি জাতীয় ভারতসভার বঙ্গীয় শাখার সম্পাদিকা ছিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। ইনি ৩০বৎসর কাল সৈনিক অনাথ-নিবাসের ভারগ্রহণ করিয়া সন্তান-নির্ব্বিশেষে অনাথ সন্তানদিগের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। ইংরাজ ও বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সদ্ভাববন্ধনের জন্যও তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

---

# পণ্ডিতা রমাবাই ও শারদা-সদন।

পণ্ডিতা রমা বাই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং একজন বঙ্গীয় বিধবা। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর তাঁহার বোম্বাই প্রদেশস্থ অনেক হিন্দু বন্ধু ও বান্ধব স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। কেবল কতকগুলি উদারভাবাপন্ন হিন্দু তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েন নাই। তিনি আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে এই সকল সহৃদয় মহোদয় তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও, তিনি যাহাতে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম-প্রচারকের ভাবাপন্না না হইয়া অসাম্প্রদায়িক ভাবে হিন্দু রমণীগণের উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, তাহার সদুপায় নির্দ্ধারণে মনোযোগী হয়েন। ইহাঁদিগের সহিত পরামর্শ ও আলোচনা করিয়াই রমাবাই প্রথমতঃ বোম্বাই নগরে হিন্দু বিধবাদিগের শিক্ষাবিধানার্থ "শারদা-সদন" নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় কিছুকাল বোম্বাই নগরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তৎপরে উহা পুনা নগরে স্থানান্তরিত হয়। হিন্দু বালিকা ও বয়স্কা বিধবাগণকে বিদ্যা ও নানা প্রকার শিল্প শিক্ষা প্রদান করা এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহারা স্ব স্ব জীবিকা উপার্জ্জনে

ইচ্ছুক, তাহাদিগের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সাহায্য করা, এই দুইটী উদ্দেশ্য সাধনে "শারদা সদন" কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু রমাবাই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে পুনাবাসী হিন্দুগণের তাঁহার প্রতি সম্যক্ আস্থা ছিল না, সুতরাং তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে "শারদা-সদনের" কার্য্য-প্রণালী তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটী তত্ত্বাবধায়ক বা পরামর্শদায়ক সভা গঠিত হইল; পুনার হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি ঐ সভার সভ্য-পদ গ্রহণ করিলেন। প্রায় তিন বৎসর কাল এই তত্ত্বাবধানে এবং পণ্ডিতা রমাবাইএর অধ্যক্ষতাধীনে শারদা-সদনের কার্য্য সুচারুরূপে ও নির্ব্বিবাদে নির্ব্বাহিত হইবার পর, পণ্ডিতার সহিত তত্ত্বাবধায়কদিগের মতবৈষম্য ঘটিল। পণ্ডিতা রমাবাই ছাত্রীদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন না, এই বন্দোবস্তে পুনার অনেক হিন্দু "শারদা-সদনে" স্ব স্ব পরিবারভুক্ত বাল-বিধবা ও অবিবাহিতা বালিকাগণকে ভর্ত্তি করিতে স্বীকৃত হন এবং তদনুসারে কার্য্যও করেন। রমাবাই ছাত্রীগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন না বটে, কিন্তু শারদা-সদনের পুস্তকাগারে একখানি "বাইবেল" গ্রন্থ রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ছাত্রীগণ ইচ্ছামত পাঠ করিত এবং তিনি প্রত্যহ যখন খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মানুযায়ী উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তখন কোন কোন ছাত্রী তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিত এবং উপাসনা শ্রবণ করিত। তত্ত্বাবধায়ক সমিতির সভ্যগণ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতা রমাবাইকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন পুস্তাকাগারে বাইবেল গ্রন্থ না রাখেন, এবং তাঁহার উপাসনাগারে কোন ছাত্রীকে উপস্থিত থাকিতে না দেন। রমাবাই উত্তর দিলেন যে, তিনি এই দুইটী প্রস্তাবেই সম্মতা হইতে পারেন না। এই উত্তর পাইয়া তত্ত্বাবধায়ক সমিতির সভ্যগণ পদ পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি রমাবাই সম্পূর্ণরূপে নিজের দায়িত্বে "শারদা-সদনের" কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। হিন্দু ছাত্রীগণের মধ্যে কতকগুলি "সদন" পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু বল প্রকাশ করিয়া কিম্বা প্রলোভন দেখাইয়া কাহাকেও খ্রীষ্টীয়ান করা রমাবাইএর উদ্দেশ্য নহে জানিয়া অধিকাংশ ছাত্রীর অভিভাবকেরা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লয়েন নাই।

আমেরিকার যে সকল মহানুভব ব্যক্তির অর্থসাহায্যে "শারদা-সদন" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই আট বৎসর কাল তাহার কার্য্য চলিতেছে, তাঁহারা সর্ব্বশুদ্ধ দশ বৎসর অর্থ সাহার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। তাঁহাদিগের অঙ্গীকারানুসারে আর দুই বৎসর কাল অর্থ সাহায্য করিবার কথা। তৎপরে "শারদা-সদনের" কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইবে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য সম্প্রতি নিউইয়র্ক নগরে পণ্ডিতা রমাবাইএর বন্ধুগণ এক সভা আহ্বান করেন, তাহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে,

শারদা-সদনের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য আমেরিকায় পুনরায় চাঁদা সংগ্রহ করা হইবেক। সভায় একজন মার্কিন্ মহিলা দণ্ডায়মানা হইয়া বলেন যে, তিনি পুনা নগরে অবস্থিতি করিয়া শারদা-সদনের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্টা হইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে তাহা সৎ ও শুভফলপ্রদ, সুতরাং তজ্জন্য আমেরিকগণের সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

এই মহিলার উত্তেজনায় সভাস্থ অনেকে "শারদা-সদন" ফণ্ডে অর্থসাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং আর দুই বৎসর পরে "শারদা-সদনের" জন্য আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত সাহায্য যে বন্ধ হইবে তাহার আশঙ্কা নাই।

ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকিয়া পণ্ডিতা রমাবাই কার্য্য করিতে থাকিলে ক্রমে পুনার হিন্দুগণ শারদা-সদনের প্রতি পূর্ব্বকার ন্যায় আস্থাবান্ হইবেন এরূপ আশা আছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই শুভানুষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

# সহানুভূতি।

হৃদয়ের যে বৃত্তি দ্বারা পরের সুখ দুঃখ প্রভৃতি নিজ হৃদয়ে অনুভব করা যায়, সেই বৃত্তিকেই "সহানুভূতি" বলে। যাঁহার হৃদয়ে সহানুভূতি নাই, তিনি ধনী হইতে পারেন, জ্ঞানী হইতে পারেন, উচ্চপদ বা উচ্চ খ্যাতি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব অথবা জাতীয় জীবন লাভ করিতে পারেন না। যে হৃদয় আর একটী হৃদয়ের সহিত মিলিত হইতে পারে না, পরের দুঃখে বিগলিত বা পরের সুখে উচ্ছ্বসিত হইতে পারে না, এক কথায় যে পরকে "আপনার" করিয়া লইতে পারে না, সে হৃদয় অন্য যতই প্রয়োজনে আসুক না কেন, মানবসমাজের এক প্রধান সুখ ও উন্নতির মূল যে পরার্থ-পরতা, তাহা সে হৃদয়ে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব। পরার্থপরতার অভাবেই মানবজগৎ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে; সেই জন্য সহানুভূতিকে মানবজগতের এক প্রধান "জীবনী" বলা যায়।

এ জগতে যত নিষ্ঠুর ও লোমহর্ষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, সহানুভূতির অভাবই সে সমুদায়ের এক প্রধান কারণ। ধর্ম্মবীর রেগুলস্ কার্থেজবাসীদিগের হস্তে অসহনীয় যন্ত্রণায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কেন? যদি তাঁহার অপার্থিব সত্যনিষ্ঠা, দেবোচিত বীরত্ব বুঝিবার মত লোক কার্থেজে থাকিত, যদি সে দেবহৃদয়ের সহিত তাহারা হৃদয় বিনিময় করিতে পারিত, তাহা হইলে তাঁহার নির্যাতনকারী হওয়া দূরে থাকুক, সকলেই তাঁহাকে দেবতা ভাবিয়া পূজা

করিত! এ দিকে, প্রফুল্ল পদ্মপুষ্প তুল্য রাজস্থানের সুপবিত্রা সাধ্বীগণ জলন্ত আগুনে পুড়িয়া ছাই হইল কেন? বিজয়ী বিপক্ষগণ যদি প্রকৃত বীরের মত, সেই সকল মহামহিমাময়ী মহিলাদিগের হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিত, হিন্দু-ললনার হৃদয়ে সতীত্ব যে কি অপূর্ব্ব রত্ন, তাহা যদি জানিতে পারিত, তাহা হইলে পদ্মিনী-প্রমুখ মহিলাগণকে চিতানলে পুড়িয়া "আত্ম-রক্ষা" করিতে হইত না! সতীর প্রতি ঘৃণিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে কাহারও মনে সাহস হইত না! সে দিন পলাশি-যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার এক-শেষ হইয়াছিল কেন? যদি আত্মসংযম-হীন, উচ্ছৃঙ্খল, তরুণবয়স্ক সিরাজ উদ্দৌলার প্রতি তাঁহার বন্ধু ও অভিভাবকগণ সহানুভূতিশূন্য না হইতেন, যদি সত্য সত্যই তাঁহারা

" যৌবনং ধনসম্পত্তিপ্রভুত্বমবিবেকতা,
একৈকপ্যমনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্ !"

এই রহস্য বুঝিয়া, সিরাজকে কৌশলে কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারি-তেন, যদি মহাত্মা বিষ্ণু শর্ম্মা অথবা চাণক্যের মত কোনও রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত সিরাজ উদ্দৌলার মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত থাকিতেন, তবে হয়তো "পলাশির যুদ্ধ" বলিয়া কোনও ঘটনা বাঙ্গলার ইতিহাসে অঙ্কিত হইত না, এবং পলাশি-যুদ্ধের অনুষ্ঠাতৃগণকেও মাতৃ-ভূমি-দ্রোহিতা কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইত না! এইরূপ, বীরকলঙ্ক লক্ষ্মণসেন যদি স্বদেশের প্রতি সহানুভূতি দান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি সপ্তদশ মাত্র যবনের ভয়ে—ক্ষণভঙ্গুর তুচ্ছ জীবনের অনুরোধে, "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমিকে পরপদ-দলিতা হইতে দিয়া পলায়ন করিতেন না! আমরা কয়েকটী মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিলাম; এইরূপ প্রত্যেক মত-বৈষম্য, যুদ্ধ, বিবাদ, হত্যা প্রভৃতি সকল পাপ ও মহাপাপের মূলানুসন্ধান করিলে প্রধানতঃ সহানুভূতির অভাবই লক্ষিত হইবে।

সহানুভূতির অভাবে যেমন মানবের দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতি পাশব বৃত্তি সকল প্রবল হইয়া থাকে, সহানুভূতির প্রভাবে সেইরূপ দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ-স্বীকার, উপচিকীর্ষা* প্রভৃতি দেব-বৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। যখন সহানু-ভূতি পরের হৃদয়ের চিত্র আমাদের হৃদয়ের সমক্ষে প্রতিবিম্বিত করে, তখন আমরা পরের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারি না। একজন দীন দুঃখীকে দেখিলে, তাহার ছিন্ন বস্ত্র, অনশনজনিত ক্লেশ এবং তাহার দরিদ্রতাময়, নানা অভাবপূর্ণ জীবন, যখন আমরা নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি, তখনই আমাদিগের দয়াবৃত্তি পরিস্ফুট হয়। যখন সংসারের ঘৃণ্য কোনও দোষী ব্যক্তির হৃদয়ের প্রতি আমরা গভীর দৃষ্টি করিতে পারি, যখন দোষীর দোষের "ইতিহাস" বুঝিতে পারি—যখন

* উপচিকীর্ষা—অন্যের উপকার করিবার ইচ্ছা।

সহানুভূতি আমাদিগের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয় যে, বাহ্য ঘটনাপরম্পরায় দোষীর অবস্থায় সে দোষ অনেকের পক্ষেই অনিবার্য্য, তখনই আমাদের হৃদয়ে ক্ষমা উপস্থিত হইয়া থাকে। আর যখন সহানুভূতি পরের হৃদয়ের সহিত আমাদের হৃদয় এতদূর বিনিময় করিয়া দেয় যে, আমরা আপনা ভুলিয়া পরের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়ি, নিজেদের সুখ শান্তি ভুলিয়া পরের সুখার্থে সহস্র ত্যাগস্বীকার করিতে পারি, তখনই আমাদের উপচিকীর্ষা বৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া আমাদিগকে "পরার্থপর" করিয়া থাকে। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব প্রভৃতি হইতে আমাদের দেশের রাজা রামমোহন, কেশব চন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়—যাঁহারা এ জগতে দেবতা অথবা নর-দেবতা আখ্যা পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই সহানুভূতি বৃত্তিকে পূর্ণ মাত্রায় স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে দিয়াছিলেন! তাই বলিতেছি, সংসারে খ্যাতিলাভ করিতে না পারিলেও, যিনি সহানুভূতি বৃত্তির উপযুক্ত বিকাশ করিতে পারিবেন, তাঁহার হৃদয় সত্য সত্যই দেবমন্দির হইবে। যাঁহার চরিত্রে সহানুভূতি আছে, তাঁহার "হৃদয়"ও আছে।—সহানুভূতিশূন্য মানবকেই "হৃদয়হীন" বলা যায়।

পারিবারিক জীবনেও "সহানুভূতি" বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের ঘরে ঘরে এত ঝগড়া কলহ, এত ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়, ভ্রাতার প্রভূত ধন সম্পত্তি থাকিতে বিধবা ভগিনীকে পরের দাসীত্ব করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়, এইরূপ শোচনীয় ঘটনা সকল—যাহা আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি—সে সমুদায়ের এক প্রধান কারণ আমাদিগের সহানুভূতির অভাব। যে ঘরে শ্বাশুড়ী বোঝেন "বৌমা আমার বালিকা; উহার মাতা পিতার কত স্নেহ ও আদরের ধন; আমি বৌমার সহস্র ত্রুটি দেখিলেও উহাকে স্নেহশূন্য রুক্ষ শাসন করিব না"; আবার বৌমা মনে করেন "শ্বাশুড়ী আমার মাতার ন্যায় স্নেহময়ী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণী, উনি যাহা বলেন ও যাহা করেন সবই আমার মঙ্গলের জন্য—অতএব সকল বিষয় প্রীতিকর না হইলেও উঁহার আদেশ আমার যথাসাধ্য পালনীয়," সে গৃহে অশান্তির স্থান কোথায়?—আমরা কেবল শ্বাশুড়ী বধূর উদাহরণ দেখাইলাম —যে ঘরে সকলেই সকলের হৃদয়ের প্রতি এতটা দৃষ্টি করেন, সে ঘরে কখনই অনৈক্য আসিতে পারে না; অথচ কেহ কাহারও গলগ্রহ হইয়া নিজের ভরে অন্য কাহাকেও কাতর করিতে চাহিবে না। সহানুভাবক তাহা করিতে পারেন না।

এইখানে একটী কথা একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক।—প্রত্যেক স্বামী স্ত্রীতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি না হইলে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হয় না। দম্পতীর মধ্যে একজন অপরের সুখ, দুঃখ, অবস্থা, উপযোগিতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, কার্য্যতঃ পরস্পরের

সাহায্য না করিলে, কখনই তাঁহারা "এক-হৃদয়" হইতে পারেন না। দম্পতী "এক-হৃদয়" হইতে না পারিলে বিবাহে সুখ শান্তি দূরে থাকুক, সে বিবাহ কেবল বিড়ম্বনা হইয়া উঠে। স্ত্রীর সামান্য ত্রুটিতে স্বামীর কর্কশ শাসন, অথবা দরিদ্র স্বামীকে গহনা পরিচ্ছদের জন্য স্ত্রীর উৎপীড়ন, নিজের বিলাসিতার জন্য স্বামীকে ঋণ-গ্রস্ত করা, এ সকল ঘটনা নিতান্তই সহানুভূতির অভাববশতঃ সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহাহউক, একজন পরের নিকট হইতে সহানুভূতি পাইলে মন তাহাকে কত "আপনার জিনিস" মনে করে, আর যাঁহাদিগের কেবল দেহমাত্র প্রভেদ, তাঁহাদিগের সহযোগিতা ও সাহচর্য্যে কি পরিমাণে সহানুভূতি আবশ্যক, সে কথা যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের সামাজিক জীবনও সহানুভূতি ব্যতীত চলে না। সহানুভূতি মানবজগতের মূল বন্ধন; তাই সামাজিক মানবের সহানুভূতির অভাব হইলেই সমাজে মতবৈষম্য, বিবাদ, দলাদলি, হত্যা প্রভৃতি নীচতা ও মহাপাপ সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই সহানুভূতির অভাব হইলে সমাজ—মানব-সমাজ পিশাচ-সমাজরূপে প্রতীয়মান হয়। তাই সহানুভূতি বৃত্তি উপযুক্তরূপে বিকাশ করিয়া, সামাজিক জীবন গঠন করা প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দিন সামাজিক নরনারীগণের সহানুভূতি বৃত্তি সম্যক্ বিকাশ লাভ করিবে, সে দিন সামাজিক সকল অনৈক্য দূর হইয়া পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা ভগিনী হইবেন। সে দিন "জব্দ" করিবার আশয়ে কেহ কাহাকে বিদ্রূপ করিবে না; কেহ কাহাকে গালি দিবে না; কাহারও মন সামান্যরূপ ব্যথিত হয়, এ রকম কাজ কেহই করিতে পারিবে না। সে দিন হিংসা ভুলিয়া, দ্বেষ ভুলিয়া, অহঙ্কার ভুলিয়া সকলেই সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী হইবে; সকলেই সকলকে স্নেহ মমতা করিবে; সকলেই সকলের বিশ্বস্ত সুহৃৎ হইবে! যে দিন আমাদের সহানুভূতি সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইবে, সেই দিনই ভগবান্ আমাদের এই মরজগৎকে এইরূপ অমরাবতী করিবেন! সেই শুভ দিনের উদ্দেশে তপস্যা করিতে পারিলেই—আমাদের সহানুভূতি বৃত্তিকে ক্রমশঃ বিকসিত করিতে পারিলেই আমাদের মানবজন্ম সার্থক হইবে।

এই খানে আর একটী কথা না বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিতে পারি না। আমাদের যত রকম মনোবৃত্তি ও হৃদয়ের শক্তি আছে, ন্যায়পরতা তাহাদের সকলের উপরে। এই ন্যায়পরতার অপর নাম বিবেকশক্তি। তাই বলিতেছি, সহানুভূতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তিও ন্যায়পরতার অধীনে পরিচালিত হইলেই তাহার ফল যথার্থ শুভকর হয়। দস্যু, ব্যভিচারী, হত্যাকারী প্রভৃতি সমাজবিপ্লবকারক মহাপাপীদিগের প্রতি আমরা যতই সহানুভূতি

করিতে চাহি না কেন, ন্যায়পরতার দিকে চাহিলে বুঝিতে পারি যে,তাহারা সুশাসিত না হইলে সমাজ টিকে না। তাই ন্যায়-পরতার অনুরোধে, (সমাজের কল্যাণার্থে) সেই সকল দুর্বৃত্তদিগের যথোচিত শাস্তি বিধান করা সামাজিক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় কাহাকেও শাসন করা সহানুভূতিবিরুদ্ধ কার্য্য। অতএব সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক পাপীকে পাপের পথ হইতে নিরস্ত করাই মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই শাস্তিই পাপীর প্রকৃত শাস্তি, সে জন্য পাপীর চিত্তশুদ্ধি ও আত্মসংযমের জন্য যে কোন দণ্ড উপযুক্ত বোধ হয়, তাহাই করা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য। অথচ এরূপ কার্য্যে আমাদের সহানুভূতি বৃত্তিও কোনও রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারিবে না।

সহানুভূতি বৃত্তির যথোচিত বিকাশ মানবের ব্যক্তিগত উন্নতির মূল; গার্হস্থ্য উন্নতির মূল; বন্ধুতালাভের মূল; দাম্পত্য প্রেমের মূল; জাতীয় জীবন ও সামাজিক একতা লাভেরও মূল। ভগবানের কৃপায় আমরা এই দেবোচিত বৃত্তি পাইয়াছি, এজন্য তাঁহার চরণে সহস্র নমস্কার। প্রিয় পাঠিকা ভগিনি! তুমি যদি এই অমূল্য রত্নের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার নারী-জন্ম সার্থক হইবে।

শ্রীমা।

# কুদৃষ্টি সম্বন্ধে কুসংস্কার।

কোন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের দৃষ্টির এমনি একটী শক্তি আছে যে, সে তদ্দ্বারা যে কোন লোকের, তাহার অভীপ্সিত নানারূপ অমঙ্গল সাধন করিতে পারে। এইরূপ একটী বিশ্বাস অতি প্রাচীন কাল হইতে মানবজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রাচীন ক্যাল্‌ডিয়া ও আসিরিয়া রাজ্যে এই বিশ্বাস সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে আসিরিয়া দেশের লোকেরা কুদৃষ্টির ফল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিত। প্রাচীন মিসরবাসী-দিগের মধ্যেও ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল। পারস্যবাসীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে কুদৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের বিশ্বাস যে, কুদৃষ্টিশালী ব্যক্তি দৃষ্টির বলে বৃক্ষ লতাদির বৃদ্ধি সঙ্কুচিত করিতে পারে, নদীর স্রোত রোধ করিতে পারে এবং সুপক্ব ফলকে শুষ্ক করিয়া দিতে পারে। বাইবেল গ্রন্থে কুদৃষ্টির উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় গ্রন্থকারদিগের রচিত নানা পুস্তকে ইহার বর্ণনা আছে। প্লিনি বলেন, প্রাচীন সিথিয়া ও ইলিরিয়া দেশে অনেক কুদৃষ্টিশালিনী রমণী দেখা

যাইত। খ্রীষ্ট একবার উপদেশ দিবার সময় কুদৃষ্টির উল্লেখ শাকের প্রাথমিক কালে ধর্ম্মযাজকেরা কুদৃষ্টি সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিয়া যান নাই।

# পশুগণের চিকিৎসা-শক্তি।

অনেক পশু স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার অনুসারে আপনারাই আপনাদিগের চিকিৎসক। বানর আহত হইলে ক্ষতস্থান হইতে রক্তনির্গম বন্ধ করিবার জন্য সেই স্থানটী অপর হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে এবং তৎপরে কতকগুলি তৃণ ও বৃক্ষপত্র নিষ্পিষ্ট করিয়া তাহা প্রলেপের আকারে ক্ষত-স্থানের উপর সংলগ্ন করিয়া দেয়। দেখা যায়, যখন দৈবক্রমে কোন পশুর হাত বা পদ আহত হইয়া প্রায় অর্দ্ধছিন্না-বস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেইসংলগ্নাংশটুকু সে দন্ত দ্বারা ছিন্ন করিয়া অস্ত্র-চিকিৎ-সকের কার্য্য করিয়া থাকে। একদা একটা কুক্কুরকে একটা বিষধর সর্প দংশন করিয়াছিল। কুক্কুর দষ্ট হইবার পরেই পুষ্করিণীর জলে দষ্ট স্থান ক্রমাগত ডুবাইতে লাগিল। সে তিন দিবস কাল এই প্রক্রিয়া করিয়া সর্পাঘাতের ফল হইতে মুক্ত হইল। একদা একটা টেরিয়ার-জাতীয় কুক্কুর দক্ষিণ চক্ষে আঘাত প্রাপ্ত হয়। চক্ষুরোগ হইলে চক্ষে যাহাতে আলোক না লাগিতে পারে, মানব-চিকিৎসক এরূপ ব্যবস্থা করেন। দেখা গিয়াছিল, যত দিন এই কুক্কুরটীর চক্ষুর অসুখ ছিল, ততদিন সে স্বীয় স্বভাবজাত সংস্কার অনুসারে প্রায়ই একটী অন্ধকারময় স্থানে বাস করিত। চক্ষুরোগ হইলে কুক্কুরেরা থাবায় নিষ্ঠীবন (থুথু) মাখাইয়া তাহা চক্ষে লাগাইয়া দেয়, ইহাতে তাহাদের অনেক চক্ষুরোগ আরোগ্য হইয়া যায়। গাত্রে কীট জন্মিলে পশুগণ কর্দ্দম কিম্বা ধূলায় শরীর লুটাইতে থাকে, ইহাতে তাহারা কীটমুক্ত হয়। জ্বর হইলে কোন কোন পশু জল পান বা জলে শরীর নিমজ্জিত করিয়া সুস্থ হয়। কোন কোন পশুর, বিশেষতঃ কুক্কুর বা বিড়ালের অজীর্ণ রোগ হইলে তাহারা কোন বিশেষজাতীয় তৃণ ভক্ষণ করিয়া আরোগ্য লাভ করে। গো ছাগাদি পশু অসুস্থ বোধ করিলে কোন বিশেষজাতীয় তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া রোগমুক্ত হয়। বাত রোগ হইলে পশুগণ যতক্ষণ সম্ভব রৌদ্রে অবস্থিতি করিয়া থাকে।

# পশুদিগের পশ্চাদ্দৃষ্টি-শক্তি।

কতকগুলি পশুর উভয় সম্মুখ-দৃষ্টি ও ও পশ্চাদ্দৃষ্টির শক্তি আছে। পশ্চাদ্দিকে মুখ না ফিরাইয়া শশক পশ্চাদ্বর্ত্তী বস্তু সকল স্পষ্ট দেখিতে পায়। ইহাদিগের চক্ষু যেরূপ দীর্ঘ ও মুখের যে স্থানে অবস্থিত, তাহাতে ইহাদিগের এই ক্ষমতা থাকা আশ্চর্য্যের কথা নহে। শশকের পশ্চাদ্দৃষ্টির ক্ষমতা আছে বলিয়া শশক শিকার করা বড়ই কঠিন। ঘোটকেরও পশ্চাদ্দৃষ্টির ক্ষমতা আছে। ঘোড়ার যে পশ্চাদ্দৃষ্টি শক্তি আছে, তাঁহা একটী দৃষ্টান্তে বেশ প্রমাণিত হইবে। অনেকেই দেখিয়াছেন, কোচমান্ ঘোড়াকে চাবুক মারিবার জন্য যেমন চাবুক উত্তোলন করে, অমনি প্রহারিত হইবার পূর্ব্বেই ঘোড়া দ্রুততর পদবিক্ষেপে দৌড়িতে আরম্ভ করে। অনুমান বা অন্য কোন উপায়ে ঘোড়া কোচমানের হস্তস্থিত উত্তোলিত চাবুকের বিষয় জানিতে পারে না; তাহার পশ্চাদ্দৃষ্টিবলেই জানিতে পারে। জিরাফ্ নামক পশুরও এই শক্তি আছে। অনেকানেক কীট পতঙ্গেরও এই ক্ষমতা দেখা যায়।

# ওজোন্।

অক্সিজন্ (অম্লজন) বাষ্প জীবগণের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও শরীরের হিতকারী। ওজোন্‌নামক বাষ্প অক্সিজেনের পরিশোধিত ও সূক্ষ্মতর আকার। ইহাকে বিশুদ্ধ অক্সিজন্ বলিলেও বলা যায়। যে দেশের বায়ুতে ওজোনের পরিমাণ অধিক মাত্রায় থাকে, তথাকার বায়ু অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ। ফুলের গাছ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ওজোন্ নিঃসৃত হইয়া থাকে। যখন ফুল ফোটে, তখন ফুলের গাছ হইতে অধিকতর পরিমাণে ওজোন্ নিঃসৃত হয়। ইয়োরোপের নানা প্রদেশে কোন কোন ঋতুতে যখন প্রান্তর ও উপত্যকা পুষ্পে আবৃত হইয়া যায়, দেখা যায় তত্তৎকালে সেই সেই স্থানে রোগের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইয়া থাকে। কোন কোন বিশেষজাতীয় বৃক্ষ অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে ওজোন্ উৎপাদক। ওক্ বৃক্ষ ওজোন্-উৎপাদক, কিন্তু পাইন্ বৃক্ষ ওজোন্-উৎপাদক নহে। আমাদের দেশে নিম অশ্বথাদি বৃক্ষ ওজোন্ উৎপাদনে সক্ষম; কিন্তু তিন্তিড়ি বৃক্ষের ওজোন্-উৎপাদিকা শক্তি খুব কম। বজ্রাঘাত হইবার পর আকাশমণ্ডলে ওজোনের আধিক্য হইয়া থাকে। কিন্তু কোন ফুলের গাছে যখন অধিক পরিমাণে ফুল ফুটিতে থাকে, তখন সেই ফুলের গুচ্ছটীর ওজোন্-উৎপাদিকা শক্তি যেমন অধিক, তেমন আর কিছুরই নহে।

# ছোট।

ছোট নারী ছোট নর, ভালবাসি নিরন্তর,
ছোট হ'তে সাধ সদা মনে,
ছোট বালকের হাসি, সদা বড় ভালবাসি,
মিশিতে চাই না বড় সনে।

ছোট তারা ছোট চাঁদ, দেখিতে সদাই সাধ,
ছোট ঘর ছোট বাড়ী চাই।
ছোট গাছ ছোট ফল, ছোট তড়াগের জল,
ছোট ফুলে পরাণ জুড়াই।

ছোট মেঘ ছোট বায়ু, চাই অতি ছোট আয়ু,
মরতে না হইব অমর।
ছোট ঘড়ি ছোট তরি, সদাই আদর করি,
ছোট কথা জুড়ায় অন্তর।

ছোট ভূষা ছোট বেশ, ভালবাসি ছোট দেশ,
ছোট জন-সমাজ আপন ;
ছোট ধ্বনি ছোট মণি, ভালবাসি ছোট ধনী,
ছোটই ছোটর সুখ-ধন।

বড় চাঁদ রাহু গ্রাসে, ফণী ক্ষুদ্ধ বড় আশে, (১)
বড় বায়ু আয়ু নাশ করে,
বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ে, বড় ঘরে উই চরে,
বড় ধনী ধন না বিতরে।
ছোট ছোট গম ধান, খেয়ে সদা বাঁচে প্রাণ,
বড় ফল কে বা কত খায় ?
ছোট পাখী পোষ মানে, যা বল তাহাই শুনে,
বড় পাখী পোষা বড় দায়।
বড় সাগরের জল, শুধু কুমীরের বল,
অসমর্থ পিপাসাবারণে,
সিমুলের বড় ফুলে, ভ্রমর কি কভু বুলে,
ছোট যুঁই জাগে সদা মনে।
বড়র সে দয়া মায়া, আকাশের মেঘছায়া,
মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত ঘুরে ফিরে।
ছোট বড় মধুময়, যা থাকে তা সদা রয়,
ছোট থেকে মরিব অচিরে।

(১) মধু আশায় কুশ চাটিয়া সর্পের দুই জিহ্বা হইয়াছিল।

# বেথুন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-কালে বেথুন সাহেবের বক্তৃতা।

১৮৪৯ সালের ৭ই মে "হিন্দু ফিমেল স্কুল" নামে বেথুন স্কুল প্রথম খোলা হয়। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় মহাত্মা জে ই ডি বেথুন রাজা (তৎকালে বাবু) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উদ্যান-ভবনে হৃদয়স্ফূর্ত্ত ভাষায় যে সুন্দর বক্তৃতা করেন, তাহা চিরস্মরণীয়। আমরা বাঙ্গালায় তাহার সারভাগ প্রকাশ করিতেছি, যাঁহাদের সুবিধা হয় তাঁহারা, ইংরাজী মূল বক্তৃতা পাঠ করিয়া পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিবেন।

"বন্ধুগণ ! আজ আমরা যে শুভ অনুষ্ঠান

উপলক্ষে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমি কিছু বলিব বলিয়া সকলেই আশা করিতেছেন। আমাদের সকলেরই পক্ষে আজিকার দিন সামান্য আনন্দ ও উল্লাসের দিন নয়। আপনারা পিতা, আপনাদের প্রিয়তমা কন্যাদিগের ভাবী উন্নতির আশা এই নব বিদ্যালয় উদ্দীপন করিতেছে, ইহাতে আপনাদের হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস হওয়া স্বাভাবিক। আমার পক্ষেও আজিকার দিন বড় আনন্দের দিন, কেননা এই মহৎ কার্য্য সাধনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া আমি বড় উচ্চ অধিকার লাভ করিয়াছি। স্ত্রীমান ও সন্তানবান্ হইলে মানুষের যে সৌভাগ্য হয়, আমি তাহাতে বঞ্চিত; তথাপি আমার চতুর্দ্দিকস্থ বন্ধুগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ কিছু করিতে পারিতেছি, ইহাতেই পিতৃহৃদয়ের আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং অচিরে আরও অনেক লোক আপনাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া এখানে বালিকাদিগকে প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদেরও আনন্দের হেতু হইব ভাবিয়া আপনাকে ধন্য মানিতেছি।

যে কার্য্যপ্রণালীর বিকাশ এখানে আপনারা দেখিতেছেন, তাহা লঘুভাবে কল্পিত বা ব্যস্ততা সহকারে গৃহীত হয় নাই। আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, এ দেশের শিক্ষা-বিবরণ, বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্রদিগের সুশিক্ষা-বিবরণ আমার হস্তগত হয়। সৌভাগ্যক্রমে গবর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহের প্রধান কর্তৃত্ব-ভার এখন আমার হস্তে। এই সকল শিক্ষা-বিবরণ পাঠে আমার মনে এই চিন্তার উদয় হয় যে, যে দেশের যুবকেরা ত্রিশ বর্ষের অধিক কাল শিক্ষার সুফল প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে, সে দেশের অপরার্দ্ধ অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের সুশিক্ষার জন্য চেষ্টা করিবার সময় আসিয়াছে। সুশিক্ষার হিতকর প্রভাব যখন আপনারা অনুভব করিয়াছেন, তখন আপনাদের জীবনসঙ্গিনীদিগকে অন্ততঃ কতক পরিমাণে সুরুচি ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন করিতে আপনাদের আকাঙ্ক্ষা হইবে, ইহা আমার স্থির বিশ্বাস। সুশিক্ষিত রমণীগণের শোভন-গুণাবলী, সুকুমার-বিদ্যাবত্তা এবং গৃহকার্য্যনৈপুণ্য দ্বারা পারিবারিক জীবনের সুখ যে কত অনন্ত গুণে বর্দ্ধিত হয়, তাহা আপনারা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। আপনারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস অনুশীলন করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে, যে জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রতি যত সম্মাননা, স্ত্রীলোকের জ্ঞান শিক্ষা যত অধিক, সমাজের রীতি চরিত্র রুচির উপরে স্ত্রীলোকের প্রভাববিস্তারের যত অধিক সুবিধা, সভ্যতাংশে সেই জাতি তত উন্নত। এই সত্য অমোঘ সত্য। আমি আরও বিবেচনা করিলাম যে, আপনারা স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে একটু চিন্তা করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, সন্তানের শিক্ষা বিষয়ে মাতার কর্ত্তব্য কত বহুল ও গুরুতর! মাতার হস্তে ক্ষুদ্র শিশু স্বভাবতঃ ন্যস্ত, মাতার সাহায্যেই তাহার সমুদয় শারীরিক

অভাব মোচন হয়। সেই শিশুর বুদ্ধি-বৃত্তির যখন প্রথম উন্মেষ হয়, যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন দৃশ্য, নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহার সুকুমার মনের নিকট উপস্থিত হয়, তখন সেই মাতার সাহায্য তাহার পক্ষে কত প্রয়োজনীয়! শিক্ষিত মাতা সন্তানের বুদ্ধি, রুচি ও কল্পনা সু-নিয়মিত করিয়া তাহাকে মহৎ ও সাধু মনুষ্যাকারে গঠন করিতে কেমন সমর্থ! অতএব নারী-চরিত্রের উপর যে জাতীয় চরিত্র নির্ভর করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কেবল শৈশবে নয়—জীবনের সকল অবস্থাতেই নারী-প্রভাব অপরিহার্য্য। এই প্রভাব যাহাতে ন্যায়, ধর্ম্ম এবং মনুষ্যত্বের সহায় হয়, তৎপক্ষে চিরদিন প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারতভূমিতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে এই সকল চিন্তা আমার মনকে অধিকার করিয়াছিল এবং এখানে আসিয়া অবধি আমি যতদূর শিক্ষা ও আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে এ সকল চিন্তা অমূলক নয় বুঝিয়াছি। বঙ্গদেশে এই-রূপ মত স্বতঃ উৎপন্ন হইতেছে। আমি শুনিয়াছি, ইতিমধ্যে বঙ্গীয় পুরুষগণ স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যাগণকে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ সকল ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত বটে এবং কোন কোন স্থলে গোপনে চুরি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইতেছে, তাহাও যথার্থ। যে কোন দেশে হউক সমগ্র জাতির বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করা সহজ নহে। বিশেষতঃ শুনিতে পাই, এ দেশে প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি আপনাদিগের আত্যন্তিক অনুরাগ। তথাপি এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যে নূতন চিন্তা-স্রোতের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহা উৎসাহ ও আনন্দসূচক, সন্দেহ নাই। আর একটী আশার কথা এই, আপনাদের স্ত্রীলোকদিগের অবরোধ-প্রথা ও অজ্ঞান অবস্থা আপনাদিগের অতি প্রাচীন জাতীয় ব্যবস্থার অনুমোদিত নহে। আমার বিশ্বাস, জেতা মুসলমানদিগের অনুকরণে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি আপনাদিগের প্রাচীন পুরাণ কাব্য প্রভৃতির ইংরাজী অনুবাদ যতদূর পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, আপনাদের ঋষিকন্যাগণের ও রাজমহিষী-দিগের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল এবং তাঁহারা শাস্ত্রবিদ্যা ও নানাবিধ কলা-বিদ্যায় বিভূষিতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তিনী মহিলাগণ সে সকল গুণে এক-কালে বঞ্চিত। লীলাবতীর গল্প কতদূর বিশ্বাস-যোগ্য আমি জানি না। এরূপ ব্যক্তি আদৌ ছিলেন কি না, অথবা যে সকল উচ্চ গণিতশাস্ত্রের সহিত তাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট, সে গুলি বস্তুতঃ তাঁহার রচিত কিম্বা তাঁহার ব্যবহারার্থ সঙ্কলিত কি না, তাহাও আমি জানি না। কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে, এ গল্পের কোন মূল না থাকিলে এবং উচ্চ গণিতশিক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে অসঙ্গত বা অসম্ভব হইলে পুস্তক-সঙ্কলক এরূপ গল্প উদ্ভাবনে কখনই সাহসী হইতেন না। অতএব আমি আশা করিতে পারি

যে, স্ত্রীলোকদিগকে বর্ত্তমান দুর্গতি হইতে প্রাচীন উন্নত অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্য আমি যে প্রস্তাব করিতেছি, আপনারা আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিবেন।

আমার অভিপ্রায় যে সিদ্ধ হইবে, তৎপক্ষে আশা করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও এরূপ গুরুতর বিষয়ে লঘুভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে, ইহা আমি প্রথম হইতে অনুভব করিয়াছিলাম। আমার বড় ভয় যে, প্রকাশ্যভাবে কার্য্যারম্ভ করিয়া যদি তাহার ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণে কার্য্যসিদ্ধির আশা করিতেছি সেই পরিমাণে নিরাশাগ্রস্ত হইতে হইবে। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধন আর সমগ্র লোকমণ্ডলীর উন্নতিসাধন একই কথা। এরূপ কার্য্য করিতে গিয়া একটী ভ্রম হইলে অথবা অবিবেচনা ও ব্যস্ততা পূর্ব্বক একটী কার্য্য করিলে তদ্দ্বারা অভিপ্রায়সিদ্ধির অনেক ব্যাঘাত ও প্রতিবন্ধক ঘটিবে। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যারম্ভ করিবার পূর্ব্বে সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিবার জন্য অন্ততঃ এক বৎসর অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করি। ১৮৪৯ সালের এপ্রিল মাসে, এখন যে সকল বন্ধু আমাকে ঘেরিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নিকট আমার অভিপ্রায় খুলিয়া বলি। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে মহিলা বালিকাদিগের শিক্ষাভার গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, ইতিপূর্ব্বেই আমি তাঁহার সাহায্যের অঙ্গীকার পাইয়াছি।

এই বিদ্যালয়টি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে গবর্ণমেণ্টের সহিত সংসৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হয় নাই, ইহাও অনেকে ভাবিয়া চিন্তিয়া। ইহাতে কিছু ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু তদপেক্ষা লাভের আশা অধিক আছে। আমার বিবেচনায় কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে সত্বরতা নিতান্ত আবশ্যক। বিলম্ব বা বাধার কোনও কারণ হইলে যাঁহারা আমার সহিত একপ্রাণ হইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহভঙ্গের সম্ভাবনা। এই বিদ্যালয়কে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অনেক লেখালেখি ও তর্ক বিতর্কের হাত এড়াইতে পারা যাইত না—হয়ত ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের মত গ্রহণ করিতে হইত। ইহাতে আমার স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ইচ্ছা কতকটা খর্ব্ব করিতে হইত, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ যে কালবিলম্ব, তাহা ঘটিত। স্ত্রীশিক্ষালয় একটী নূতন ব্যাপার, গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত করিতে হইলে ইহার সফলতার পক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ দেখাইতে হইত। গবর্ণমেণ্টের সহিত সংস্রবে যে পরিমাণে লাভ হইবে, তদপেক্ষা অসুবিধা ও ক্ষতি অধিক, এই ভয় করিয়াই আমি তাহার চেষ্টা করি নাই। পক্ষান্তরে আমি একজন পদস্থ লোক এবং গবর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহের কর্ত্তা, ইহাতে আমার সংস্থাপিত বিদ্যালয়

যে সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য ও স্থায়ী হইবে,আমার স্বপক্ষগণ অবশ্যই তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন।

আর একটী বিষয় আমাকে উত্তমরূপে ও অতি সতর্কভাবে বিবেচনা করিতে হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ও স্থায়ী উন্নতির জন্য আমার সকল ছাত্রী সম্ভ্রান্ত-পরিবারস্থ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমার মনে এই প্রশ্ন উঠিল,যাঁহারা হিন্দু সমাজের নেতা বলিয়া গণনীয়, আমি প্রথমোদ্যমেই তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ করিব কি না? রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ, আশুতোষ দেব এবং হিন্দুকলেজে আমার সহযোগী প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রসময় দত্ত, ইহাঁদের অনেকেই স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী হইবেন না; তথাপি অনেক বিবেচনার পর স্থির করিলাম যে, যাঁহাদের সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আমার সর্ব্বদা কথোপকথন হয়, তাঁহাদিগেরই আত্মীয় পরিবার হইতে আমার প্রথম ছাত্রীদল সংগ্রহ করা যুক্তিসঙ্গত।

হিন্দুসমাজের নেতারা আশা করিতে পারেন, তাঁহারা যে বিদ্যালয়ের প্রতি-পোষক হইবেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রীতিমত অনুমোদন থাকা আবশ্যক। যে কালবিলম্ব এড়াইতে আমার এত প্রয়াস, ইহাতে তাহাই ঘটিবার সম্ভাবনা। আরও ভাবিলাম, যাঁহারা নিজ গৃহ-পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার ভারবহনে সমর্থ, তাঁহারা গৃহশিক্ষারই পক্ষপাতী হইবেন। দেশের প্রাচীন অপেক্ষা বর্ত্তমান কালের অবস্থা অনেক ভিন্ন, ইহাতে তাঁহাদের প্রতিকূল যুক্তির অনেক গুলিতে হয়ত আমাকে সায় দিতে হইত। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে বঙ্গদেশে গৃহশিক্ষা বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হওয়া অনেক দূরের কথা, এই জন্য অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থ লোকদিগের উপকারার্থ দেশহিতৈষী ধনীদিগের কিছু ত্যাগস্বীকার করা আবশ্যক। আমার আর একটী আশঙ্কা হইয়াছিল যে, এই সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনাদের পদের দায়িত্ব অনুভব করিয়া আপনাদিগের বন্ধু-দিগের ও সমাজস্থ লোকদিগের সহিত আমার প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করিবেন। সে স্থলে আমার যাইবার বা যাইয়া কোন কথা বলিবার সুবিধা হইবে না। যাহা হউক আমার স্থির সঙ্কল্প যে, আমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী আপনাদের অনুমোদিত হইলে এবং নিয়ম শৃঙ্খলা কতক পরিমাণে বিধিবদ্ধ হইলেই তখন আমরা কি করিতেছি তাহা দেখাইবার জন্য এই সকল সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে আহ্বান করিব এবং আমাদের কার্য্যে অধিকতর উৎসাহদানে তাঁহাদের অনুমোদন ও সহায়তা প্রার্থনা করিব। আমি বিশ্বাস করি, এরূপ ব্যক্তি-দিগের সহিত প্রস্তাবিত বিষয়ে আপনাদের কথোপকথন হইয়াছে। আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন যে, তাঁহাদের প্রতি সম্মাননার অভাব তাঁহাদিগকে অহ্বান না করিবার কারণ নহে। আমার অনেক ইউরোপীয় বন্ধু আমার অনুষ্ঠেয় বিষয়ের কথা শুনিয়াছেন। ইহার প্রতি তাঁহাদের গভীর সহানুভূতি। অদ্য প্রাতে

তাঁহারা এখানে আসিতে পারেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি একটু ইঙ্গিত করিলে কলিকাতার ইউরোপীয় নেত্রীস্থানীয়া রমণীগণ দ্বারা আজি এই গৃহ পূর্ণ হইত। কিন্তু যে কারণে দেশীয় বড়লোকদিগকে ডাকি নাই, সেই কারণে ইউরোপীয়দিগকেও ডাকি নাই। অপ্রকাশ্য-ভাবে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছি, তাহাতে কোন আড়ম্বর প্রদর্শন আমার আদৌ অভিপ্রেত নহে। এমন সময় আসিতে পারে এবং তাহা বহুদূরবর্ত্তী বোধ হয় না, যখন এরূপ কোনও সঙ্কোচ আবশ্যক হইবে না এবং এই কলিকাতা ফিমেল স্কুল অন্য যে কোন গৌরবসূচক নামে অভিহিত হউক, এদেশের সম্মাননীয় ও উপকারী অনুষ্ঠান সকলের মধ্যে ইহা উচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

এখানে যেরূপ শিক্ষাদান হইবে, তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট স্কুলে যেমন ছাত্রদিগের ধর্ম্মে কোন হস্তক্ষেপ করা হয় না, এখানেও সেইরূপ হইবে না। আমি জানি এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা 'শিক্ষিত স্ত্রীলোক' নাম শুনিলেই বিদ্রূপ করেন। তাঁহাদের মতে আমরা যেরূপ শিক্ষা দিতে যাইতেছি, তাহা শুনিলে আমিও পরিহাস না করিয়া থাকিতে পারি না। বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহারা আমাকে বলিতে শুনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন আমি মাতৃভাষা শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী—ইংরাজীতে অনেক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক আছে বলিয়া তাহা শিখাইতে হয়; কিন্তু আমাদের আশা আমাদের ছাত্রেরা আজি হউক কালি হউক মাতৃভাষায় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানশিক্ষার উপায় করিতে পারিবেন। স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে মাতৃভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা দশ গুণ অধিক জোরে বলা যাইতে পারে। সাহিত্যশিক্ষায় বাঙ্গালাকেই আমরা ভিত্তিভূমি করিব, এবং আনুষঙ্গিক জ্ঞানলাভার্থ "ইংরাজীর আশ্রয় লইব, ইহা বোধ হয় ছাত্রীদিগের পিতা মাতার অনভিমত হইবে না।

এতদ্ভিন্ন হাজার হাজার প্রকার স্ত্রী-শোভন সূচিকার্য্য, শিল্পনৈপুণ্য, চিত্র ও অন্যান্য গুণপনা আছে, আমি তাহার অর্দ্ধেকও বর্ণনা করিতে পারি না। বিবি রিড্‌স্‌ডেল সে সকলের শিক্ষা দিবেন। আপনাদের সন্তানগণ এই সকল জ্ঞানলাভ করিয়া গৃহকে সুসজ্জিত এবং নির্দ্দোষ আমোদে আপনাদিগকে ব্যাপৃত করিতে পারিবেন। "আলস্য পাপের প্রসূতি" ইহা পুরাতন কথা। কিন্তু লোকে নির্দ্দোষ ও উপকারী বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতে পারে না বলিয়া মন্দ কার্য্য করে। ভাল কাজে ব্যাপৃত থাকিলে আর আলস্যের পথ থাকে না।

(ক্রমশঃ)।

# বটেশ্বরে গৌরবিজয়।

যে স্থানে কোন প্রাচীন দেবদেবীর অবস্থান হয়, কালক্রমে স্থানটী সেই দেবদেবীর নামেই পরিচিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ; যেমন তারকেশ্বর, কালীঘাট, শিবনিবাস ইত্যাদি। তদ্রূপ ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে ত্রিমন্দের অদূরবর্ত্তী কোন স্থানে বটেশ্বর নামে এক মহাদেব ছিলেন। কালক্রমে সেই স্থানটীর নামও বটেশ্বর হইয়াছিল। গৌরচন্দ্র দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ কালে ত্রিমন্দের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত ধর্ম্মবিচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভক্তিপথ মানিতেন না ; কিন্তু বিবিধ দর্শন ও তর্কশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে বিচারে পরাভূত করা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই সকলের বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদিগের সহিত যখন শ্রীগৌরাঙ্গের বিচার উপস্থিত হইল, তখন ত্রিমন্দের রাজা সেই বিচারদর্শনার্থ মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। বহুক্ষণ বিচারের পর বৌদ্ধগণ পরাজিত হইলেন। রাজাকে মধ্যস্থতায় সমর্থ করিবার জন্য তৎসঙ্গে যে সকল দর্শক পণ্ডিত ছিলেন, বৌদ্ধগণকে পরাজিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা হাস্য করিতে লাগিলেন এবং সকলে একবাক্যে কহিলেন,—

"—এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয়।
যে বিচার কৈল তাহা কহনে না যায়॥"
—গোবিন্দের করচা।

রামগিরি রায় নামক কোন অদ্বিতীয় পণ্ডিত পরাজিত বৌদ্ধগণের দলপতি ছিলেন। তিনি গৌরাঙ্গচরণে দণ্ডবৎ করিয়া কহিলেন,—"আমাকে শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করা মনুষ্যের সাধ্য নহে বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু আপনি আমাকে পরাভূত করিলেন, অতএব আপনি কখনই মনুষ্য নহেন। আমি ভয়ানক পাষণ্ড, তাই ভক্তিপথ মানিতাম না। এক্ষণে কৃপা করিয়া আমাকে ভক্তিপথ দেখাইয়া দিন, আমি কখনই আপনার সঙ্গ ছাড়িব না।" রামগিরির এই দৈন্যোক্তিশ্রবণে,

"হাসিয়া চৈতন্য প্রভু কৃপা করি কয়।
মাথার ঠাকুর তুমি রামগিরি রায়॥
হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন।
মাথার ঠাকুর সেই এইত সাধন॥"

রামগিরি রায় প্রভুর এই কথা শুনিয়া আছাড় খাইয়া ভূপতিত হইলেন, এবং চৈতন্যের চরণ ধরিয়া অনেক মিনতি করিলেন। তার্কিকের অগ্রগণ্য রামগিরির শুষ্ক হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উৎস স্ফুরিত হইল দেখিয়া চৈতন্যচন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না। ক্রমশঃ তৎপ্রদেশীয় সমস্ত পণ্ডিত-শিরোমণি বৌদ্ধ রামগিরির পন্থা অবলম্বন করিলেন। এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তুঙ্গভদ্রা-নিবাসী ঢুণ্ঢিরাম তীর্থ নামক একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত চৈতন্যদেবের সহিত বিচারার্থী হইয়া আগমন করিলেন। তিনি আসিলেন বটে,

কিন্তু সেই নবীন সন্ন্যাসীর অঙ্গে অলৌকিক তেজ দেখিয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ভগবদ্ভক্তির সহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের যোগ হইলে যে তেজের উৎপত্তি হয়, তাহা দ্বাদশাদিত্যের তেজ অপেক্ষাও খরতর। তাহা কর্ম্মী, শুষ্কজ্ঞানী তার্কিকের চক্ষুতে সহ্য হয় না। এই জন্য, বিচারার্থী হইয়াও শ্রীচৈতন্যের সম্মুখীন হইতে ঢুণ্ডিরামের ভয় হইয়াছিল। যাহা হউক, পরিশেষে তিনি চৈতন্যদেবের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে অধিকক্ষণ বিচার করিতে হয় নাই। যেমন অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে জলপ্রপাতের মুখে কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-মার্জ্জিত জ্ঞানের প্রবল প্রবাহে সকলই ভাসিয়া যাইত। ঢুণ্ডিরামের শুষ্ক তর্কজালও শুষ্ক তৃণবৎ ভাসিয়া গেল। তখন তিনি অশ্রু-প্লাবিত-নেত্রে গৌরাঙ্গের নিকট দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঢুণ্ডিরাম তুঙ্গভদ্রায় যে পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তৎপদাভিষিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তিগণও ঢুণ্ডিরাম তীর্থ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসর্ব্বাপেক্ষা এই ঢুণ্ডি মহাদাম্ভিক ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমানের সীমা ছিল না। চৈতন্যের নিকট সমস্ত অভিমান—সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। উন্নত শির অবনত হইল। তদ্দর্শনে দয়াল গৌরাঙ্গের বড়ই দুঃখ হইল। পুনরায় যেন ঢুণ্ডিরামকে পূর্ব্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা হইল। কহিলেন,—

"—শুন শুন ঢুণ্ডিরাম স্বামী।
তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি॥
জয়পত্র লিখে আমি দেই সংগোপনে।
হারিল চৈতন্য এবে তোমার সদনে॥
বাণীর কৃপায় তুমি পণ্ডিত গোঁসাই।
কার সাধ্য তর্কশাস্ত্রে জিনে তব ঠাঁই॥
ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত দর্শন।
সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো সুজন॥
মূরখ সন্ন্যাসী মুই কিছু নাহি জানি।
বার বার তোমার নিকটে হারি মানি॥
আগেকার ঢুণ্ডি হতে তুমি সুপণ্ডিত।
তোমার পাণ্ডিত্য হয় ভুবনে বিদিত॥"

চৈতন্যদেব এই সকল উক্তি করিয়া ঢুণ্ডিরামকে বিদায় করিলেন; কিন্তু তিনি বিদায় না লইয়া অতি পবিত্রমনে, সরল-প্রাণে ও কাতরভাবে প্রভুর চরণে নিপতিত হইলেন। তখন গৌরাঙ্গদেব অগত্যা ঢুণ্ডিরামকে হরিনাম প্রদান করিয়া পম্প-গুহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঢুণ্ডিরাম তীর্থ অতঃপর হরিদাস নামে খ্যাত হইলেন। অন্যান্য পাষণ্ড পণ্ডিতগণ, ঢুণ্ডিরামকে একটী বালক সন্ন্যাসীর হস্তে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া পরস্পর কানাকানি করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব তদ্দর্শনে হাস্য করিতে করিতে বটেশ্বরে প্রবেশ করিলেন।

---

# রত্ন।

(৩৬৮ সংখ্যা ১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"শঙ্খোগজশ্চ ক্রোড়শ্চ ফনী মৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ।
"বেণুরেতে সমাখ্যাতা তজ্জ্ঞৈর্মৌক্তিকযোনয়ঃ।"

১। শঙ্খ—শাঁখ। ২। গজ—হস্তী। ৩। ক্রোড় ঝিনুক। ৪। ফণী—সর্প। ৫। মৎস্য—মাছ। ৬। দর্দ্দুর—ভেক। ৭। বেণু—বাঁশ।

মল্লিনাথ অন্য একটী বচনের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

"দ্বিপেন্দ্রজীমূতবরাহশঙ্খমৎস্যাহিশুক্ত্যুদ্ভববেণুজানি।
মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষাঞ্চ শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি।"

১। দ্বিপেন্দ্র—জাত্যহস্তী। ২। জীমূত—মেঘ। ৩। বরাহ—শূকর। ৪। শঙ্খ—শাঁখ। ৫। মৎস্য—মাছ। ৬। অহি—সর্প। ৭। শুক্তি—ঝিনুক। ৮। বেণু বাঁশ।

এই সকল স্থান হইতে মুক্তা জন্মে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। পরন্তু শুক্তিজ মুক্তা বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

সার্ রাজা রাধাকান্ত দেব অন্য আর একটী বচনের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

"গজাহিকোলমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ।
ত্বক্সারশুক্তিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তাফলোদ্ভবঃ॥"

মুক্তামণি হস্তী, সর্প, শূকর ও মৎস্যের মস্তকে জন্মে, এবং বাঁশ, ঝিনুক ও শাঁখের উদরে জন্মে। এই সকল বচনের মধ্যে মল্লিনাথের ধৃত বচনটীতেই আমাদের শ্রদ্ধা হয়। কেননা ঐ বচনের একাংশে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, "শুক্তিজাত মুক্তাই আমরা অধিক পাই, অন্যান্য আকরের মুক্তা কেবল লোকপ্রবাদে প্রসিদ্ধ।"

## গজমুক্তা।

"মৌক্তিকং ন গজে গজে" (চাণক্য)

সকল গজে মুক্তামণি পাওয়া যায় না অর্থাৎ সকল হস্তীর মস্তকাভ্যন্তরে পাথরী জন্মে না। কিরূপ হস্তীর মস্তকে জন্মে, তাহা বলিতেছি।

"মাতঙ্গজা যে তু বিশুদ্ধবংশ্যাঃ
তে মৌক্তিকানাং প্রভবাঃ প্রদিষ্টাঃ।
উৎপদ্যতে মৌক্তিকমেষু বৃত্তং
আপীতবর্ণং প্রভয়া বিহীনম্॥"

যে সকল মাতঙ্গ বিশুদ্ধবংশোৎপন্না, তাহাদেরই মস্তকে মুক্তা প্রস্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল জাত্যহস্তীর মধ্যে কোন কোন হস্তীতে যে মুক্তা জন্মে, তাহা সুগোল, ঈষৎ পীতবর্ণ এবং ছায়া-বিহীন। মুক্তার ছায়া কি, তাহা পরে বলা যাইবে।

"বক্ষ্যে গজপরীক্ষায়াং গজজাতিশ্চতুর্বিধা।
মৌক্তিকং তেষু জাতং হি চতুর্বিধমুদীর্য্যতে॥"

হস্তী জাতির মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর হস্তী আছে। তন্মধ্যে জাত্য হস্তী চারি প্রকার। চারি শ্রেণীর জাত্য গজেই মুক্তা জন্মিয়া থাকে; সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তাও চারি জাতি বা চারি শ্রেণী। সেই চারি শ্রেণীর

মুক্তার চারি প্রকার আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। যথা,—

"ব্রাহ্মণং পীতশুক্লন্তু ক্ষত্রিয়ং পীতরক্তকম্।
পীতশ্যামন্তু বৈশ্যং স্যাৎ শূদ্রং স্যাৎ পীতনীলকম্॥"

ব্রাহ্মণজাতীয় মুক্তা পীত-শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় মুক্তার বর্ণ পীত-রক্ত, বৈশ্যজাতীয় মুক্তার বর্ণ পীত-শ্যাম, এবং শূদ্রজাতীয় গজমুক্তার বর্ণ পীত-নীল। কাম্বোজদেশীয় মাতঙ্গ মুক্তায় কিছু বিশেষত্ব আছে। যথা—

"কাম্বোজকুম্ভসম্ভূতং ধাত্রীফলনিভং গুরু।
অতিপিঙ্গরমচ্ছায়ং মৌক্তিকং মন্দদীধিতি॥"

কাম্বোজদেশীয় হস্তিকুম্ভে যে মুক্তা জন্মে, তাহার আকার ঠিক্ গোল নহে। তাহার গঠন ঠিক্ আমলকী ফলসদৃশ, ওজনে ভারী, পিঙ্গরবর্ণ, ছায়া বা কান্তিহীন নহে, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে ছায়া আছে এবং অল্প কিরণও আছে।

( ক্রমশঃ )।

# মেয়ের মধ্যস্থতা।

কোন সময়ে দুই জন দিগ্‌গজ পণ্ডিতে বিচার বাধিয়াছিল। বিচারের বিষয়,—পিতা মাতার মধ্যে কে বড়? একজন বলিতেছেন, পিতা বড়;—অন্যে বলিতেছেন, মাতা বড়। উভয়েরই বিদ্যা, বুদ্ধি, বহুদর্শন, তর্কশক্তি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। সুতরাং বাদ বিতণ্ডার ধূম পড়িয়া গেল। বিদ্যা বুদ্ধ্যাদির সংঘর্ষণে মধ্যে মধ্যে ক্রোধাগ্নির স্ফুলিঙ্গও উদ্গত হইতে লাগিল। শাস্ত্রীয় বচন, পৌরাণিক ইতিবৃত্তাদিরও ছড়াছড়ি হইতে লাগিল। মাতৃপক্ষপাতী পণ্ডিত ব্যক্তি,—"গর্ভধারণপোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী" এই শাস্ত্রীয় বচন আবৃত্তি করিয়া মহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। পিতৃপক্ষপাতী পণ্ডিত কোন শাস্ত্রীয় বচন সম্মুখে না পাইয়া পুরাণ আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, স্বয়ং ভগবদবতার রামচন্দ্র গর্ভধারিণী মাতা কৌশল্যা দেবীর নিবারণ সত্ত্বেও পিতৃ-আজ্ঞায় বনগমন করেন, এবং ভগবানের অন্যাবতার পরশুরাম ঠাকুর পিতৃ-আদেশে জননীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। এই সকল পৌরাণিক ঘটনা পিতৃপ্রাধান্যের জ্বলন্ত সাক্ষী। তখন মাতৃপক্ষপাতী ব্যক্তি আপন প্রতিপক্ষকে কহিলেন, তোমার চরিত্রে পৌরুষপ্রকৃতির আধিক্য, এজন্য পুরুষোচিত গুণগ্রামের পক্ষপাতী হইয়া পিতৃভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিতেছ। তচ্ছ্রবণে পিতৃপক্ষ ব্যক্তি কহিলেন,—আমি পৌরুষপ্রকৃতিক হইলেও মাতৃ-হৃদয়ের অপক্ষপাতী নহি। তবে আমি "উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের বিদ্বেষ্টা বটে।"

"মাতৃভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিলে, কিরূপে উচ্ছৃঙ্খলতার পোষকতা করা হয়, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না",

মাতৃ-পক্ষপাতী এইরূপ কহিলে, পিতৃভক্ত নিম্নলিখিত উক্তি দ্বারা তাঁহাকে স্বীয় মত বুঝাইয়া দিলেন।

"দেখুন, এখনকার অনেক লোকে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে চায়। সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করাতেই যেন একটা ভারী বাহাদুরী আছে, এরূপ মনে করে। যাহারা এরূপ করে, তাহারাই পিতৃভক্তি অপেক্ষা মাতৃভক্তির অধিক গৌরবও করে, এবং যে প্রকার কৌশলে পারে, আপনারা যে খুব মাতৃভক্ত, তাহাই লোককে জানায়। মাতৃভক্তির খোস্ নাম বাহির করা সহজ ব্যাপার। কাহার; মাতৃভক্তি বাস্তবিক কিরূপ, তাহা অন্যের পরীক্ষা করা প্রায় অসাধ্য। তদ্ব্যতিরেকে মাতৃভক্তি প্রকাশ করিতে আপনাকেও বড় একটা কষ্টভোগ করিতে হয় না, কোন প্রকার ত্যাগ-স্বীকারও করিতে হয় না। পিতা পুত্রকে আপন আদেশের বাধ্য করিতে চান; মাতা উপযুক্ত পুত্রের কথামত কাজ করা কর্ত্তব্য বোধ করেন। সুতরাং স্বেচ্ছাচারী পুত্রের পক্ষে পিতৃভক্তি রক্ষা করা যেমন কঠিন,—মাতৃভক্তি রক্ষা করা তেমনি সহজ। "তুমি বোঝ না" মাকে এরূপ কথা বলা চলে; কিন্তু বাপকে তাহা বলিবার যো নাই। সুতরাং পিতৃভক্তি অপেক্ষা মাতৃভক্তির প্রাধান্য উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের পোষক।"

মাতৃভক্ত পণ্ডিত এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না বটে; কিন্তু জিগীষা ত্যাগ করিতেও পারিলেন না। কহিলেন,—"আমাদের আর বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই; চলুন, আপনার পিতাঠাকুরকে মধ্যস্থ মানি;—তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিবেন, আমরা উভয়েই তাহা শিরোধার্য্য করিব।" পিতৃভক্ত পণ্ডিতের ইহাতে কোনও আপত্তি রহিল না, কারণ তাঁহার পিতাকে আপনাপেক্ষা বিশেষ বিচক্ষণ বলিয়া ধারণা ছিল। পিতার কাছে মোকদ্দমা দায়ের হইল,—পিতাও ফয়সলা দিলেন,—কিন্তু পিতৃভক্ত পুত্রের বিরুদ্ধে। পিতৃভক্ত পরাজিত হইলেন বটে; কিন্তু মন খুঁতমুত করিতে লাগিল। আপন গৃহিণীর নিকট ছানি অর্থাৎ পুনর্বিচারের প্রার্থী হইলেন। গৃহিণী কহিলেন,—"পুত্রগণের তোমার প্রতি যে ভক্তি, তাহাই ঠিক্, আমাকে ভক্তি কিছুই নহে। তোমাকে সুখে রাখিলেই আমি সুখে থাকিব। তোমাকে কোনও ভাল সামগ্রী দিলে আমি তাহাতে বঞ্চিত হইব না। গাছের গোড়ায় জল ঢালিলে তাহাতে আগাও ভিজিবে। তাহারা আমাকে যাহা বুঝাইবে, আমি তাহাই বুঝিব, তোমাকে যাহা তাহা বুঝাইতে পারিবে না,—তোমাকে যাহা বুঝাইবে, তাহাই সত্য। তাহারা তোমাকে ছাড়িয়া আমাকে ভক্তি করিতে পারে না। তোমাকে ভক্তি করিলেই আমাকে ভক্তি করা হয়। শুনিয়াছি, শিবদুর্গার পূজা করিতে হইলে আগে শিবের পূজা করিতে হয়। ভগবতীর পূজা পৃথক্ করিতে হইলেও শিবশরীরে সে পূজা হইয়া থাকে;—কিন্তু ভগবতীর

শরীরে শিবপূজার বিধি নাই। আরও তোমার আমার স্বভাবই সত্যের পরিচয় দিতেছে। ছেলেরা যদি তোমাকে ছাড়িয়া আমাকে ভক্তি করে, তাহাতে তুমি রাগ করিতে পার,—আমাকে ছাড়িয়া তোমাকে ভক্তি করিলে আমি রাগ করিতে পারি না।”

পিতৃবিচারে পরাজিত পুত্র পত্নীবিচারে জয়ী হইলেন। পাঠক পাঠিকা কি বিচার করেন ?

# কৃষিবিষয়ক নানা কথা।

( ৩৬৯ সংখ্যা ১৬৯ পৃষ্ঠার পর )।

নেওচ করার প্রণালীও প্রায় বুনানি পাতের ন্যায়, ইহার ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে কাদা করা আবশ্যক, এবং ঐ কাদাজলেই বীজ বপন করিতে হয়। বপনের পর জল স্থির হইলে ক্ষেত্রের ঢালু দিকের আইল কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিতে হয়। সপ্তাহকাল ক্ষেত্র জলশূন্য থাকিলে চারা বাহির হয়। তখন উহার উপর কিছু সার ছড়াইয়া দিতে হয়। বুনানি বা নেওচ্ উভয়বিধ বীজ-ক্ষেত্রেই সর্ব্বদা জল বাঁধা থাকা আবশ্যক। বীজ-ক্ষেত্র শুষ্ক হইলে সে বীজে কোনও ফল হয় না।

রোপিত বোরোর চাষ আবাদ এবং বীজ প্রস্তুতকরণ অতিশয় জটিল ; এজন্য প্রায়ই কৃষকগণ বোরোর আবাদ করে না। আমরাও সেই কারণে ঐ দুইটী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম না, সময়ান্তরে প্রসঙ্গক্রমে উহা লিখিবার বাসনা রহিল।

আশু ও আমন ধান্যের চাষ আবাদ, বীজ তৈয়ারি প্রভৃতি এ দেশে যেরূপ প্রচলিত আছে, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষেপে বলা গেল। এক্ষণে কৃষি-পরাশরে ঐ বিষয়ে কিরূপ উপদেশ আছে, সংক্ষেপে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ধান্য-প্রবন্ধ আপাততঃ শেষ করিব।

আশু ও আমন ধান্যের চাষ আবাদসম্বন্ধে কৃষি-পরাশরে যেরূপ উপদেশ আছে, আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে আমনের ব্যবস্থা এই,—

“রোপণার্থন্তু বীজানাং শুচৌ বপনমুত্তমং।
শ্রাবণে চাধমং প্রোক্তং ভাদ্রে চৈবাধমাধমং॥”

আষাঢ়ের রোপণই প্রশস্ত, শ্রাবণের রোপণ মধ্যম এবং ভাদ্রের রোপণ এককালে নিষ্ফল। কৃষি-পরাশরের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত উপদেশ এই। ধান্যক্ষেত্রে মদিকা না দিলে সমভাবে শস্য জন্মে না। কৃষিপরাশরের বিন্ধক-মদিকা এখনকার বিদে বাঁশী। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ধান্য কট্টন করিবে, অর্থাৎ ভূমিতে বিদে দিবে। অবৃষ্টি হইলে ভাদ্র মাসেও বিদা দেওয়া যাইতে পারে। বিদা টানিয়া

ক্ষেত্রের মাটী শল না করিলে আশুধান্য আদৌ ফলে না। উত্তমরূপে কর্ষিত ও পরিস্কৃত ভূমিতে ধান্য বপন বা রোপণ করিলেও যথাকালে তাহাকে বিতৃণ করিতে হয়, নতুবা শস্য ভাল হয় না। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের মধ্যে একবার, এবং আশ্বিন মাসের মধ্যে দুইবার ক্ষেত্র নিড়াইতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্র কামধেনুর ন্যায় ফল প্রসব করিয়া থাকে।

বাহুল্যভয়ে ধান্যপ্রবন্ধ এই স্থলেই শেষ করা গেল।

# বারিবৃক্ষ।

পান্থপাদপ বা পথিক-বৃক্ষ মরুপ্রদেশের তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জল যোগাইয়া থাকে, ইহা পাঠিকাদিগের বিদিত; কিন্তু সম্প্রতি আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশে (Musenga) মুসেঙ্গাজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার গুঁড়ি চিরিয়া বৃক্ষের নিম্নে পাত্র রাখিলে ১২।১৩ ঘণ্টার মধ্যে অতি বিশুদ্ধ জল দশ কোয়ার্ট পরিমাণ সংগৃহীত হয়। পণ্ডিতবর ডুবার্ট ফরাসী বিজ্ঞান-সভায় এই বৃক্ষের বিবরণ জ্ঞাপন করিয়াছেন। দেশীয় গরীলাগণ এই গুপ্ত প্রস্রবণের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন আকারের শাখা সকল ভাঙ্গিয়া আবশ্যক মত জল সংগ্রহ করে। বহুদিন গত হইল ডাক্তার ওয়ালিচ আফ্রিকার মার্টাবান্ প্রদেশে এই জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পান। ইহার কোমল ও সচ্ছিদ্র কাষ্ঠে আঘাত করিলে বহুল পরিমাণে পরিস্কার নিঃস্বাদ জল পাওয়া যায়। তাহা পুষ্টিকর এবং দেশবাসীরা পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ডাক্তার ওয়ালিচ্ জলদ্রাক্ষা নামে ইহাকে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা ফাইটোক্রিন্ বা উদ্ভিদ্-নির্ঝর-জাতীয়। দক্ষিণ আমেরিকার গোপাদপ বৃক্ষ এই জাতীয়। তদ্দেশবাসীরা ইহার রসে গো-দুগ্ধের অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে। জলদ্রাক্ষার বিশেষ গুণ এই, ইহার রসে দুগ্ধের গন্ধমাত্র নাই। ইহা স্ফটিক জলের ন্যায় তৃষ্ণানিবারণের উপযোগী।

# সৃষ্টিতত্ত্ব।

"প্রকৃতির্ব্বিষ্ণুরূপা স্যাৎ পুংরূপশ্চ মহেশ্বরঃ।
এবং প্রকৃতিভেদেন ভেদাস্তু প্রকৃতের্দ্দশ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি কালিকা স্যাৎ রামমূর্ত্তিস্তু তারিণী।
ছিন্নমস্তা নৃসিংহঃ স্যাৎ বামনো ভুবনেশ্বরী॥

জামদগ্ন্যঃ সুন্দরী স্যাৎ মীনোধূমাবতী ভবেৎ
বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিঃ স্যাৎ বলভদ্রস্তু ভৈরবী॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেদ্বুদ্ধো দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং॥
—তন্ত্র।

তন্ত্রানুসারে যিনি বিশ্ব, বিরাট বা জাগ্রদবস্থাভিমানী পুরুষ; যিনি তৈজস হিরণ্যগর্ভ বা স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ; যিনি অব্যাকৃত, প্রাজ্ঞ বা সুষুপ্তাভিমানী পুরুষ; তাদৃশ অবস্থাপন্ন পুরুষত্রিতয়ের অতীত ব্রহ্মকে তুরীয় ব্রহ্ম বলা যায়। তুরীয় ব্রহ্মের সহিত মূল প্রকৃতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। গুণত্রয়ের (স্বত্ব রজঃ ও তমঃ) সাম্যাবস্থা, গুণত্রয়ের নিদ্রাস্থান অথবা নির্গুণ অবস্থাই মূল প্রকৃতি। পরে গুণ-ক্ষোভ হইলে প্রকৃতির তামসিক অংশ হইতে মহেশ্বর ও মহাকালী, রাজসিক অংশ হইতে ব্রহ্মা ও মহাসরস্বতী এবং সাত্ত্বিক অংশ হইতে মহাবিষ্ণু ও মহালক্ষ্মী উৎপন্ন হয়েন। ইহাঁদের সহিত পর-ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে, প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা পরম্পরা-সম্বন্ধ মাত্র। প্রাকৃতিক প্রলয়সময়ে গুণ সমুদায় মূল প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তৎকালে মূল প্রকৃতি ভিন্ন অন্য বস্তু না থাকাতে কেবল মূল প্রকৃতির সহিতই ব্রহ্মের নিত্য সম্বন্ধ থাকে। প্রকৃতির গুণক্ষোভসময়ে যেরূপ গুণ সমুদায় পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশমান হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও দুই অংশে বিভক্ত হয়েন। বিশুদ্ধ অংশের নাম পরা প্রকৃতি, বিদ্যা বা মায়া। মলিন অংশের নাম অপরা প্রকৃতি, অবিদ্যা বা অজ্ঞান। পরা প্রকৃতিতে উপস্থিত চৈতন্যের নাম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ও শিব এবং অপরা প্রকৃতিতে উপস্থিত চৈতন্য অজ্ঞান-জীব-শব্দবাচ্য।

সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং প্রকৃতির্দ্বিবিধা মতা।
মায়াবিম্বা বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥

প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত। সাংখ্যমতে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। পরমাণু হইতে যে সকল যৌগিকী সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্দ্বারা তত্ত্বান্তর উৎপন্ন হয় নাই যেমন সুবর্ণ ও অলঙ্কার, মৃত্তিকা ও ঘট, একই পদার্থ।

মূল প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত শক্তি। শক্তি হইতে সমুৎপন্ন ত্রিবিধ নাদ, অর্থাৎ ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব। ত্রিবিধ নাদ হইতে সমুৎ-পন্ন ত্রিবিধ বিন্দু, অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন অপঞ্চীকৃত শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞান। রাজসিক অহংকার হইতে উৎপন্ন অপঞ্চীকৃত শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি। তামস অহংকার হইতে উৎপন্ন অপঞ্চীকৃত আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি।

প্রলয়সময়ে তমোগুণ বিস্তৃত হইয়া সমুদায় জগৎ সংহার করে। তৎকালে সত্ত্বগুণ রজোগুণে, এবং রজোগুণ তমোগুণে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন একমাত্র

তমোগুণ ভিন্ন, অপর কিছুই থাকে না। পরে ঐ তমোগুণও মূলপ্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে প্রথমতঃ তমোগুণের আবির্ভাব হয়। এই তমোগুণ হইতে রজোগুণ, এবং রজোগুণ হইতে সত্বগুণ আবির্ভূত হইয়া থাকে। সারদাতিলকে এই তমঃ শক্তিশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবোজ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ॥

—সারদাতিলক।

পরব্রহ্মের ক্রিয়া নাই, কর্তৃত্বও নাই; পরন্তু চুম্বকসান্নিধ্যে প্রচলিত লৌহের ন্যায় প্রকৃতি, পরব্রহ্মের সত্তা মাত্রেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতেছেন। বৃক্ষ সমুদায়ের পুষ্প পল্লবাদি বিকাশ বিষয়ে যেরূপ বসন্তকালের সান্নিধ্য নিমিত্ত মাত্র, সেইরূপ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিষয়ে পরব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত মাত্র। গুণত্রয়ই উপাদান কারণ। ফলতঃ তন্ত্র অনুসারে সৃষ্টিপ্রকরণ অতীব অদ্ভুত। এমন কি তাহা পরিজ্ঞাত হইলে দিব্য জ্ঞান জন্মে। তাহা সংক্ষেপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া দুর্ঘট। ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি কোন দর্শনকারই তাদৃশ সূক্ষ্ম পথ দেখিতে পান নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, দর্শনকারদিগের পরস্পরবিরোধভাব দৃষ্ট হয়, কি তান্ত্রিক সৃষ্টিপ্রকরণের সহিত কাহারও বিরোধ নাই।

( ক্রমশঃ )

# পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

## মুখরোগ ও গাত্রের দুর্গন্ধনিবারণ।

১। হরীতকী, লোধ, নিম্বপত্র, ছাতিমের ছাল ও দাড়িম্বের বল্কল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

২। হরীতকী, চন্দন, মুথা, নাগকেশর, বেণার মূল, লোধ, কুড় ও হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ শীঘ্র নিবারিত হয়।

৩। ঘলঘসে পুষ্পের রস, মধু ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কর্ণ পূরণ করিয়া রাখিলে শিশুদিগের দন্তকৃমি নষ্ট হয় ও যাতনা নিবৃত্ত হয়।

৪। দারুচিনি, এলাইচ ও জাতিফল, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ক্ষুদ্র বটিকা করিয়া দিবা ও রাত্রিতে তাম্বুলের সহিত ভক্ষণ করিলে মুখে সুগন্ধ হয়।

৫। মরিচ ও গোরচনা একত্র পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে যৌবন-

কালের মুখজাত সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিনষ্ট হয়।

৬। ধনিয়া, বচ, শৈলজ ও লোধ, এই সকল বস্তু সমভাগে পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখজাত ব্রণ বিনাশ পায়।

৭। আঁবের পাতা কটুতৈলে বাটিয়া মুখে মাখাইলে ওষ্ঠবেদনা ভাল হয়।

### কেশ।

১। ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ, ইক্ষুরস, ভৃঙ্গরাজের রস ও কৃষ্ণ মৃত্তিকা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, কোন পাত্র মধ্যে স্থাপন করতঃ এক মাস রাখিবে, পরে এই ঔষধ কেশে লেপন করিলে, চারি মাস পর্য্যন্ত কেশ কৃষ্ণবর্ণ থাকিবে।

২। বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও গোমূত্র এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা কেশে অভ্যঙ্গ করিলে যূক ও লিখ্যাদি বিনষ্ট হয়।

৩। গুঞ্জফল মধুর সহিত পেষণ করিয়া মস্তকের যে স্থানে টাকদোষে কেশ উঠিয়া যায়, সেই স্থানে লেপন করিবে, ইহাতে কৃষ্ণবর্ণ, বক্র ও অতি সুশ্রী কেশ উৎপন্ন হয়।

৪। পাটবীজ কাঁজিতে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, কিম্বা শয়নের পূর্ব্বে পদতলে পানের রস উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে ৪।৫ দিনে মাথার উকুণ মরিয়া যায়।

( ক্রমশঃ )

## বীরাঙ্গনা।

আফ্রিকাতে ফরাসী সৈন্যেরা ডাহমী জয় করিতে গিয়া একদল স্ত্রী-যোদ্ধার হাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। এই রমণীরা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দানবীর ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিল। কাপ্তেন ডড্ ইহাদিগের বীরত্ব দেখিয়া বলিয়াছেন, প্রাচীন আমেজনদিগের বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, কিন্তু বর্ত্তমান আমেজনেরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, তাহারা প্রাচীন মরিচা-ধরা বন্দুক লইয়া ধীরভাবে বারুদ ঠাসিতে, গুলি করিতে এবং পোড়া বারুদ ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়া আবার চক্ষুর নিমেষে এমন গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল যে, ফরাসীরা দেখিয়া অবাক্। যেমন ইহাদিগের শিক্ষা, তেমনি ইহাদিগের শৃঙ্খলা। লণ্ডনের "Life-guards" লাইফ গার্ড কিম্বা ইংলণ্ডেশ্বরীর গৃহরক্ষিবর্গের মধ্যে "Red gloves" রেড গ্লবস্ নামে যাহারা আখ্যাত, তাহাদিগের সহিত ইহাদের তুলনা করা যায়। আফ্রিকার পুরুষ যোদ্ধারা ফরাসিদিগের সাংঘাতিক অগ্নিবাণের দ্বিতীয় বর্ষণে পলায়নপর হইল, কিন্তু রমণীরা দলে দলে ছিন্নভিন্নদেহ ও হত হইতে লাগিল, তথাপি তাহাদিগের স্থান হইতে এক পদও বিচলিত হইল না।

শত্রুসংহারেও ইহারা বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছে। ইহাদিগের গুলিতেই ফরাসীরা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ডায়ডো-রাস্ সিকিউলাস্ বলেন, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডর টমিরিস্নাম্নী যে আমেজন-রাজ্ঞীর সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি মহাবীর জাতির জননী হইবার বাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহার বাসনা সিদ্ধ হইয়াছে

# বিবাহের অঙ্গুরীয়।

বর্ত্তমান সময়ে খ্রীষ্টান বর কন্যারা পরস্পরে অঙ্গুরী বিনিময় করিয়া থাকেন। অনেকে মনে করেন, এ প্রথা য়িহুদিদিগের নিকট হইতে গৃহীত, বস্তুত তাহা নহে—রোমানেরা ইহার শিক্ষাগুরু। সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা প্লিনী বলেন, কোনও যুবতীর সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ হইলে রোমীয় যুবক তাহাকে একটী লৌহাঙ্গুরী প্রদান করিতেন, তাহাতে কোন প্রকার প্রস্তর বসান থাকিত না। কেবল বিবাহ-সম্বন্ধ নহে, সকল প্রকার চুক্তিস্থলে রোমানেরা এইরূপ লৌহাঙ্গুরী প্রদান করিত। বিবাহকালে রোমীয়কন্যাকে এক ছড়া চাবির ছবি-অঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদান করা হইত। ইহার অর্থ তদবধি তিনি স্বামি-গৃহের চাবিরক্ষয়িত্রী অর্থাৎ ভাণ্ডারাধ্যক্ষা হইলেন। এরূপ যৌতুক-প্রথা বড় সুন্দর; বর্ত্তমানকালে এ প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন হইলে ভাল হয়। প্রাচীন কালে বিবাহ-সম্বন্ধ-সময়ে নানাবিধ অঙ্গুরীয় প্রদানের প্রথা ছিল এবং অনেক অঙ্গুরীয়ে প্রণয়ি-যুগলের নাম বা ছবি অথবা প্রণয়-সূচক কথা অঙ্কিত থাকিত।

# মক্কাতীর্থ।

কিছু দিন হইল মৌলবী আবদুল জব্বর সপরিবারে মক্কাতীর্থদর্শনে গমন করিয়া লিখিয়াছেন, মক্কার চারি দিকে পাহাড় এবং ইহার অধিকাংশ গৃহই চারিতালা। এখন এখানে প্রায় পাঁচ লক্ষ তীর্থ-যাত্রী জমিয়াছে। মিসর ও সিরিয়াবাসী আসিলে যাত্রি-সংখ্যা আরও অনেক বাড়িবে। ঈশ্বরের গৃহের নাম বৈটুল্ল। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর নানাদিগ্দেশস্থ হাজার হাজার মুসলমান প্রার্থনা করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। মন্দিরের অনতিদূরে জেমজেম্-নামক এক কূপ আছে। কাবা মন্দিরের ভিতরে ও বহিঃ-প্রাঙ্গণে প্রতি রজনীতে আলোকদানে

১৪০০ টাকা খরচ হয়। বাতি এবং স্যুইট অয়েল ছাড়া আর কিছু জ্বালান হয় না। কাবা মন্দিরে ৬০০ চাকর আছে এবং ইহার বড় বড কর্ম্মচারীরা সকলেই নপুংসক। এই স্থান যাহারা পর্য্যবেক্ষণ করে, তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছদে সজ্জিত। রন্ধনসামগ্রী সকল প্রতিদিন গরীবদিগকে দান করা হয়। তাহার ব্যয় তুরুস্কের সুলতান এবং মিসরের খেদিব দিয়া থাকেন। কেহই এখানে উপবাস করিয়া থাকে না। মন্দিরের চূড়া হইতে ঠিক্ এক সময়ে ৫টী লোক দিন ৫ বার উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগকে ভজনার জন্য আহ্বান করে। সে আহ্বানধ্বনি শুনিতে বড় মধুর, তাহা শুনিয়া লোকে সংসার-চিন্তা ভুলিয়া ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়।

# ইউরোপ ও আমেরিকার রমণীগণ কি করিতেছেন ?

বোষ্টন নগরে স্ত্রীলোকেরা লোকসংখ্যা-গণনা-কার্য্যের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

অষ্ট্রিয়া-সম্রাজ্ঞী বয়সে প্রবীণা হইলেও পাঠে অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করেন। এখন গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেছেন।

ফ্রান্সে স্ত্রীলোকেরা সমুদায় শিক্ষা-বোর্ডে স্ত্রী-শিক্ষক মনোনীত করেন। স্যুইডেনে রমণীরা প্রতিনিধি সভা ছাড়া আর সকল কর্ম্মচারী মনোনয়ন করেন। আয়র্লণ্ডে নারীগণ বন্দর ও দরিদ্র আইনের অভিভাবক মনোনয়ন করেন ; বেল্‌ফাষ্ট নগরে মিউনিসিপ্যাল মনোনয়নে তাঁহাদের অধিকার আছে। রুসীয়াতে গৃহস্বামিনীরা কর্ম্মচারিনিয়োগে এবং স্থানীয় বিষয় সকলে মত দিবার অধিকারিণী।

অষ্ট্র-হঙ্গেরী, ব্রোসিয়া ও ডালমিসিয়াতে স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং স্থানীয় মনোনয়নক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মত প্রদান করেন। ইটালীতে পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনয়নে স্ত্রীলোকদিগের অধিকার আছে। কেপ কলোনী ও নিউজিলণ্ডে মিউনিসিপ্যাল মনোনয়নে স্ত্রীলোক অধিকারিণী। আইস্‌লণ্ড, মান দ্বীপ ও পিটবোর্ণ দ্বীপে স্ত্রীলোকদিগের মত দিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

চিকাগো স্ত্রী-সভায় কাফ্রি স্ত্রীলোক-দিগকে সভ্যরূপে গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

চিকাগোর বিবী এলিজেবেথ ষ্টিক্‌নী সেণ্ট জেম্‌স চার্চের জন্য একখানি বাড়ী দিয়াছেন, আবার ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে এক ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন।

লেডী টেনিসন স্বামি-প্রণীত "Sweet and Low" মধুর ও মৃদু নামে যে কবিতা তাঁহাকে গাইয়া শুনাইয়া প্রীত করিতেন, তাহা স্বরলিপি-বদ্ধ করিয়াছেন।

বিবী মেরী রবিন্‌সন্ রাইট মেক্সিকো

বিষয়ে এক সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়া মেক্সিকো গবর্ণমেণ্ট হইতে ২০ হাজার স্বর্ণডলার পাইয়াছেন। একটী প্রবন্ধের মূল্য এত কোথাও শুনা যায় না।

নিউইয়র্ক সহরে পুলিসবিভাগের সেক্রেটারী ও ষ্টিনোগ্রাফার দুই জন পুরুষ ছিলেন। সেনী গারট্রুড কেলী একাকিনী ১৭০০ ডলার বেতনে দুই পুরুষের কাজ করিতেছেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টেরও ১২০০ টাকা বাঁচিয়াছে।

# নূতন সংবাদ।

১। প্রিন্স নসীরুল্লা ইংলণ্ড হইতে নির্ব্বিঘ্নে ভারতবর্ষে পৌঁছিয়া স্বদেশযাত্রা করিয়াছেন।

২। কলিকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু যামিনী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার ওয়াসিংটন মহানগরে পৌঁছিয়াছেন। গালাওেট কলেজের প্রেসিডেণ্ট তাঁহাকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সমুদয় ব্যয়ভার তত্রত্য লোকে বহন করিবেন।

৩। সুরাপান-নিবারণী সভার লেডী হেনরী সমারসেট ও কুমারী ফ্রান্সিস্ উইলার্ড, এল্, এল, ডি, আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারতদর্শনে আসিবেন।

৪। গত ২৬ শে অক্টোবর পিঞ্জরাপোলে গাভীপূজার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বহুসংখ্যক লোক তদুপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন।

৫। বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। এবার দ্রবীভূত ধাতুনিঃস্রব এক নূতন দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

৬। জাপানীরা ফর্ম্মোসা দ্বীপে টেকায়ো নগর জয় করিয়া টোকানকু আক্রমণ করিয়াছে।

৭। গয়া সহরে ফল্গুনদী হইতে উৎকৃষ্ট জল যোগাইবার কৌশল অবলম্বিত হইতেছে। এ কার্য্যে ৬০০০০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

৮। সিকিমের রাজা ৩ বৎসরের জন্য সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ব্রীটিসরাজের নিয়মাধীন হওয়াতে এই মাসেই সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।

৯। অধ্যাপক ন্যাস সাহেবের স্ত্রী কুইন্ সারলট্ সাউণ্ডের নিকট জলমগ্ন স্বামীর মৃতদেহ উদ্ধারার্থ কয়েক জন লোক লইয়া অনুসন্ধান করিতেছেন।

১০। সংস্কারবিরোধী দল কোরিয়ার রাজ্ঞীকে হত্যা করিয়াছেন। জাপানীরা ইহাতে সংসৃষ্ট আছে সন্দেহ করিয়া জাপান গবর্ণমেণ্ট জাপানীদিগকে কোরিয়াগমনে নিষেধ করিয়াছেন।

১১। যোধপুরের মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একজন প্রাচীনতন্ত্রের প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন।

১। ফরাসীরা হোবা রাজধানী আণ্টানানারিবো অধিকার করিয়াছে। সেনাপতি ডচিনের বীরত্বে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট খুব সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। মাদাগাস্কারের রাজ্ঞীকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

---

# পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। অহল্যা বাই—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ সঙ্কলিত, মূল্য ।√০ আনা। পুণ্যশ্লোক অহল্যা বাই একজন আদর্শ ভারতরমণী। তাঁহার চরিত্রে ভগবদ্‌ভক্তি, দয়াদাক্ষিণ্য এবং স্ত্রীশোভন সমুদায় গুণ যেমন জাজ্বল্যমান, রাজনীতিজ্ঞতা, সাহস, শৌর্য্য, বীর্য্যও সেইরূপ। চরিতাখ্যায়ক যোগীন্দ্র বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক। তিনি সহৃদয়তার সহিত অতি সুললিত ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। ইহা প্রত্যেক রমণীর পাঠ ও বিশেষ অনুশীলনের যোগ্য।

২। বিরাটনন্দিনী নাটক—দুঃখমালা-রচয়িত্রী প্রণীত, মূল্য ॥√০ আনা। বিরাটকন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ ও তৎপরে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সপ্তরথি কর্ত্তৃক অভিমন্যুর বধ ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কন্যা ও একজন সুশিক্ষিতা রমণী। তিনি তাঁহার সরস বর্ণনা দ্বারা হাস্য ও শোক উভয় ভাব উদ্দীপনে সমর্থ হইয়াছেন।

৩। উপনিষদঃ ২য় খণ্ড—বাবু সীতানাথ দত্ত সঙ্কলিত। ইহাতে তৈত্তিরীয় প্রভৃতি আর কয়েকখানি উপনিষদ্ সভাষ্য বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকগুলি যেরূপ উপাদেয় হইতেছে, তাহাতে ধর্ম্মোৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেরই গ্রাহক হইয়া গ্রন্থসঙ্কলককে উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য।

৪। অবলা-চরিত—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে ১২টী বিদেশীয়া গুণবতী রমণীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্যমধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য। বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র সাহিত্যক্ষেত্রে খাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বসাধারণেরই আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই।

৫। হরিনাম সার কথা—শ্রীআনন্দ চন্দ্র সরকার প্রণীত, মূল্য √০ আনা। গ্রন্থকার একজন ভদ্রবংশীয় নিরুপায় অন্ধ। ভিক্ষাজীবী না হইয়া তিনি এইরূপ পুস্তক প্রচার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অতি প্রশংসার বিষয়। তিনি উপনিষদ ও

বৈষ্ণবশাস্ত্রের মত সম্মিলিত করিয়া হরিনাম সাধনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে অনেক উন্নত ভাব ও সার ধর্ম্মোপদেশ আছে।

---

# বামারচনা।

## বিদায়-সঙ্গীত।

১

যা'কিছু আমারে দেহ
চাও যদি ফিরে নিও,
হাসিমুখে বসুধে ! মা,
দাসেরে যাইতে দিও।

২

জ্ঞানী, গুণী মানী যারা
তাদেরি, ও-কোলে রাখ,
অকৃতী অধম আমি,
আমারে মা, কেন ডা'ক ?

৩

ক্ষুদ্র আগুনের কণা
তা' ছুঁলেও হয় ছাই,
বিষাক্ত জীবাণু আমি,
আমারে ছুঁইতে নাই !

৩

সরসে সরোজ হাসে
বাগানে চামেলি বেলি ;
আমি চিতানল, মাগো !
ভীষণ শ্মশানে খেলি !

৫

শুকায় যমুনা গঙ্গা
আমারি বাতাসে হায়,
আমারে বিদায় দে' মা,
যাই আমি নিরালায় !

৬

যাহা কিছু দিয়াছিলে,
চাও যদি লহ ফিরে,
অভাগারে যেতে দেহ,
একা বৈতরণীতীরে।—

৭

ফিরে লহ রবি মম
ফিরে লহ চন্দ্র তারা,
বসন্ত বাতাস লহ
বরষার বারিধারা ;

৮

সুললিত গীত লহ
শ্যামা পাপিয়ার মুখে,
সাধের কুসুম লহ
ফোটে যা' তরুর বুকে !

৯

ফিরে লহ আশা তৃষা,
ফিরে লহ স্নেহ প্রীতি,
অভাগারে দিও শুধু
সেই ক'দিনের স্মৃতি !—

১০

আর মা, নিও না কেড়ে
নয়নের অশ্রুকণা,
তা'হলে অধম আমি
কিছু আর চাহিব না!—

১১

যতক্ষণ রবে প্রাণ
যতক্ষণ রবে জ্ঞান,

সেই মন্ত্র—ইষ্ট মন্ত্র
মরমে করিব ধ্যান!

১৩

দিব না শুনিতে পরে
সে পবিত্র দেব-ভাষা;
চাব না এ ভাঙ্গা বুকে
সংসারের ভালবাসা—

১৩

শত কালানল-জ্বালা,
পরাণে জ্বলিছে যার,
সে কি চাহে ক্ষুদ্র ছায়া
ক্ষুদ্র বন লতিকার!

১৪

যাহারা যেমন আছে,
তাহারা তেমনি থাক্,
আমারি জীবন একা
নীরবে ফুরায়ে যাক্।

১৫

যাহা কিছু দিয়েছ মা,
ফিরাইয়ে লহ তাই,
নিওনা এ আঁখিজল
এই নিয়ে মরে যাই!

শ্রীমা।

---

## সখী মনে কি পড়ে সেই দিন?

সখী মনে কি পড়ে সেই দিন?
শরতের পর হেমন্তপ্রভাতে,
করে কর ধরি তোমাতে আমাতে,
গিয়াছিনু যবে নিকুঞ্জ মাঝেতে
কমলের দলে শিশির হেরিতে।
সেথা ধীরি ধীরি সমীর বহিছে,
লতা সনে পাতা মিশিয়া খেলিছে,
ফুলে ফুলে কত ভ্রমরা উড়িছে,
তথায় দোয়েল পাপিয়া ডাকিছে।
সখী সেই একদিন—
বকুলের তলে সরসীর তীরে,
বসিয়ে দুজনে মৃদু মধু স্বরে,
কত প্রাণকথা বলিলে শুনিলে,
হৃদয়ে হৃদয়ে তখনি বাঁধিলে।
বকুল কুসুম আছিল আঁচলে,
সুচিকণ হার গাঁথিয়া লইলে,
দুবোনে অঞ্জলি ফুলে ফুলে পূরি
গিয়াছিনু তবে পূজিতে শ্রীহরি।
মন্দির দুয়ারে দাঁড়ায়ে দুজনে,
গাহিলাম প্রীত গভীর স্বননে,
"ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি প্রণমি চরণে
প্রেমভক্তিভরে মাগি শরণে।"
প্রবেশি ভিতরে পূজিনু দেবেরে
নিরমল কত ভকতি আদরে,
বিদায়ের কালে করিনু কামনা,
চিরদিন যেন থাকে এ সাধনা,
এপারে ওপারে যথা তথা থাকি
এই অনুরাগ প্রাণে পূরে রাখি।
কত নিশি দিবা হয়েছে অতীত
গ্রহচক্রে ধরা ভ্রমিছে নিয়ত,
চলিয়াছি কতদূরে ঘুরে ফিরি,
সেই শুভ লগ্নে হৃদয়েতে পূরি,
মাঝে মাঝে জাগি অতীতের স্মৃতি
প্রাণে আনি দেয় নব নব প্রীতি।
সখী! সেই সুলগন আর না ফিরিবে!
স্মৃতির মাঝারে রেখাটি টানিয়ে
সুখের নিমেষ গিয়াছে চলিয়ে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

No. 371. December 1895.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

| ৩৭১ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ১৩০২—ডিসেম্বর ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ। |
|---|---|---|

## সূচী।



## কলিকাতা।

৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট বাই লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৵ আনা।

## স্বাস্থ্যহীনের পরমবন্ধু—

### ছাত্রদিগের বিশেষ পরীক্ষার্থীর পরম সুহৃৎ

### ডাক্তার সেনের

## সঞ্জীবনী ঘৃত।

ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার দৌর্ব্বল্য বিদূরিত হইয়া শরীরের বল, বর্ণ ও কান্তি বর্দ্ধন করে। মাথাঘুর্ণী, মস্তিষ্কশূন্যতা বোধ, মেধাশূন্যতা, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা, অবসন্নতা প্রযুক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনিচ্ছা, বিমর্ষতা ও জীবনে নৈরাশ্য প্রভৃতি দূর করিয়া মাথা শীতল, শরীর সবল এবং মেধা বৃদ্ধি করত প্রফুল্লতা আনয়ন করে। ইহা বলকারক, রক্তপরিষ্কারক, ও তেজোবর্দ্ধক। মূল্য ১ মাস সেবনোপযোগী প্রতি শিশি ২ টাকা।

### প্রশংসাপত্র।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—

আমি তোমাদের সঞ্জীবনী ঘৃত সেবন করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। ইহা স্নায়ু ও মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, শারীরিক ক্ষীণতা ও মানসিক অবসন্নতার মহৌষধ। যাঁহারা বল ও পুষ্টি জন্য নানাবিধ বৈদেশিক ( Tonic ) বলকারক ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই সঞ্জীবনী ঘৃত একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, আমার বিশ্বাস, ইহা দ্বারা অধিকতর উপকার লাভ করিবেন। * *ইতি

স্বস্তি শ্রীতারাকুমার শর্ম্মণঃ।

কলিকাতা, ২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, ৮ চৈত্র ১৩০১।

আমার আত্মীয় বাবু ষোড়শী কুমার সেন আপনাদের সঞ্জীবনী ঘৃত ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন। ইহাতে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও তদানুষঙ্গিক উপসর্গ নিদ্রাশূন্যতা, মস্তিষ্কশূন্যতা বোধ ও অবসন্নতা দূর করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে।

বালিগঞ্জ, কলিকাতা, ২রা এপ্রিল — কে, পি, সেন, এম, এ, ইন্‌সপেক্টর অব স্কুল্‌স।

## সঞ্জীবনী অরিষ্ট।

### যাবতীয় অজীর্ণ ও উদরাময়ের অমোঘ মহৌষধ।

ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখ অতি অল্প দিন মধ্যে সারিয়া যায়। অপাকজনিতপেট ফাঁপা, পেট ঢোশ মারিয়া থাকা, আমাশয়, অম্ল উদ্গার, অম্লশূল, ক্ষুধাহীনতা, বুকজ্বালা এবং বহুদিন সঞ্চিত গ্রহিণী আরাম করিয়া রোগীকে সুস্থ রাখে। ইহা মাত্রাভেদে ব্যবহারে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করিয়া পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করে। অপিচ ইহা সালসার ন্যায় কার্য্য করিয়া শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করতঃ শরীর বীর্য্যবান্ করিয়া তুলে। মূল্য ৮ আউন্স শিশি ৸৹ আনা।

### বর্দ্ধমান রাজবাটীর প্রশংসাপত্র।

১ম। বর্দ্ধমানের মহারাজকুমারের শিক্ষক ও বর্দ্ধমান রাজ-কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্‌সিপ্যাল শ্রীযুক্ত বাবু রাম নারায়ণ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—আমার জামাতা শ্রীমান দেবেন্দ্র লাল বসু বহুকাল আমাশয় রোগে ভুগিতেছিল। রোগ এত কঠিন হইয়াছিল যে, প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণের চিকিৎসায়ও কোন ফল দর্শে নাই। অতি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "সঞ্জীবনী অরিষ্ট" ব্যবহার করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

আর, এন্ দত্ত,

বর্দ্ধমান মহারাজকুমারের শিক্ষক ও বর্দ্ধমান রাজকলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্‌সিপ্যাল।

২য়। কাঁথির প্রথম মুন্‌সেফ বাবু দেবেন্দ্রমোহন সেন, এম, এ, বি, এল, মহাশয় লিখেন—

আমি নিজে আপনাদের সঞ্জীবনী অরিষ্ট ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। ইহা উদরাময় ও যাবতীয় অজীর্ণ রোগের মহৌষধ।

পত্রাদি ও টাকাকড়ি ডাক্তার শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, ৫নং চড়কডাঙ্গা ভবানীপুর কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। ভি পি তেও ঔষধ পাঠান হয়। উপরিউক্ত ঔষধের মূল্য ব্যতীত প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

No. 371. December, 1895.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭১ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ ১৩০২—ডিসেম্বর ১৮৯৫। ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতা অনাথাশ্রম—হায়ার ট্রেণিং সভাগৃহে গত ৭ই নবেম্বর অনাথাশ্রমের এক সাধারণ সভা হয়। গৃহটী লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। অনরেবল আনন্দ মোহন বসু মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন এবং অনরেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, বাবু কালীচরণ বন্দ্যো প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। আশ্রমের সম্পাদক সর্জন লেফ্‌টনেণ্ট কর্ণেল আর এল দত্ত এবং সহকারী সম্পাদক ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কার্য্যবিবরণ জ্ঞাপন করেন। প্রাণকৃষ্ণ বাবু ও তাঁহার পত্নী নিরাশ্রয় বালকবালিকাদিগের পিতা মাতা স্বরূপে প্রায় ৪ বৎসর কাল ভগবৎ-প্রণোদিত হইয়া এই আশ্রমের সেবায় নিযুক্ত আছেন। ইহাতে এক সময় ভল্লুক-পালিতা বালিকা ছিল। এখন ইহাতে ১২টী অনাথ বালক ও ৬টী বালিকা আছে। বাঙ্গালীদিগের জন্য ইহা একটী নূতন অতি প্রয়োজনীয় ও হিতকর অনুষ্ঠান। অর্থবস্ত্রাদির দ্বারা ইহার সহায়তা করা সহৃদয় ব্যক্তি-মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

যুবরাজের নববর্ষ—ভারতের ভাবী সম্রাট্ যুবরাজ আলবার্ট গত ৯ই নবেম্বর ৫৪ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৫৫ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন্।

ভূপালের বেগমের সৌজন্য—রাজপ্রতিনিধি লর্ড এল্‌গিন লেডী এল-গিনের সহিত ইহাঁর আতিথ্য স্বীকার করেন। ভোজের প[র] বেগম পরদার ভিতর হইতে দেশীয় ভাষায় সুন্দর সুস্পষ্ট বক্তৃতা দ্বারা ইহাঁদের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কন্‌গ্রেশ সভাপতি—আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বোম্বাইবাসীরা অনরেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

পুনা কনগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন।

দীর্ঘতম সেতু—এ দেশের শোণ-সেতু ও যমুনা-সেতু দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই, কিন্তু চিনের পীতসাগরের উপর সাঙ্গাইয়ের সেতু দীর্ঘে ৫ মাইলের অধিক, ৩০০ বৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভের উপর ইহা সুশোভিত। পৃথিবীতে এত বড় সেতু আর নাই।

উত্তর পশ্চিমের ছোট লাট—সার আণ্টনী মাক্‌ডোনাল্‌ড—যিনি ছোট লাট ইলিয়টের ছুটীর সময় প্রতিনিধিত্ব করিয়া সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হন, তিনি উত্তর পশ্চিম ও আউডের ছোট লাট হইয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় প্রধান সেনাপতি—লর্ড উল্‌সলী এই পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের উচ্চ গৌরব রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ়।

মহারাণীর সহৃদয়তা—১৮১৯ সালে কেন্সিংটন দুর্গের অন্তবর্ত্তী যে গৃহে মহারাণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গৃহ পুনরায় সেই অবস্থায় রাখিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন।

জল বিনা জীবনধারণ—আরব দেশের অন্তর্গত নিফাড্ মরুভূমির বিডোয়িন জাতি তাহাদিগের মেষ ও ছাগদিগকে জল বিনা জীবন ধারণ করিতে শিখাইয়াছে। ব্যারণ নল্ডি সাক্ষাৎকারে দেখিয়াছেন, ইহারা এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছে যে, ইহাদিগকে জল দিলেও ইহারা স্পর্শ করে না।

প্রধান রাজাদিগের দৈনিক আয়—রুশীয় সম্রাটের ৬০০০, তুরস্ক সুলতানের ৪০০০, জর্ম্মণ সম্রাটের ২০০০, ইতালীর রাজার ১৬০০, সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ১৬০০, বেলজিয়মের রাজার ৪০০, ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্টের ১২০ ও যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের ৩৫ পাউণ্ড। এক পাউণ্ডে এখন প্রায় ১৯৷২০ টাকা।

---

# উদাসীনের চিন্তা।

চঞ্চলা সন্ন্যাসী ঠাকুরের সমীপে অন্য দিন উপস্থিত হইয়া তাপশান্তির উপায় অবগত হইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু মানুষের সংকল্প বালির বাঁধ। কত সংকল্প কালপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে! ভবিষ্যদর্শনাক্ষম মানুষ আশার ছলনে মুগ্ধ হইয়া কত কল্পনার গৃহই নির্ম্মাণ করিতেছে, কিন্তু যে মানুষ পর মুহূর্ত্তে যাহা ঘটিবে তাহা জানে না, সে মানুষের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কথা বলিবার কি অধিকার আছে? চঞ্চলার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। সে সংকটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হইল। তাহার সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশ্রমে যাওয়া ঘটিল না। সন্ন্যাসী ঠাকুর যখন চঞ্চলার রোগের সংবাদ

শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য সশিষ্য তাঁহার বাড়ীতে উপনীত হইলেন। চঞ্চলার তখন অনেক পরিমাণে রোগোপশম হইয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর উপনীত হইলে চঞ্চলা শয্যাশায়িনী থাকিয়াই তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিলেন এবং রোগশান্তির জন্য আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া উর্দ্ধনেত্রে কিয়ৎকাল ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলেন। তৎপরে চঞ্চলার প্রতি স্থির-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সে ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া চঞ্চলার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। অনন্তর সন্ন্যাসী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা আর কত কাল ভোগ আছে? যন্ত্রণার একশেষ হইয়াছে, জানি না কোন্ অপরাধ করিয়াছি —যার জন্য এই শাস্তি?

স। মা! রোগ জরা মৃত্যু পাপের শাস্তি নয়, উহা দেহীদিগের ধর্ম্ম; দেহ ধারণ কল্লেই রোগ জরা মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। পশুপ্রভৃতি ইতর প্রাণী-দের স্বাধীনতা নাই, তাহাদিগকে প্রকৃতির ক্রীড়নক বল্লেও বলা যায়। যাদের স্বাধীনতা নাই, তারা পাপ কর্ত্তে পারে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। আমি এ তত্ত্ব তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে পশু-পক্ষীদের রোগ জরা মৃত্যু ঘটে কেন? এ কথার উত্তর আর কিছুই নাই, কেবল তাহারা দেহী বলেই দেহ ধর্ম্মবশতঃ রোগ জরা মৃত্যু এই আপদ্ সকল্লের অধীন হয়েছে।

চ। রোগ যদি পাপের শাস্তি না হয়, তা হলে লোকে সচরাচর এ কথা বলে কেন? অনেকে বলে থাকেন যে, স্বাস্থ্য-বিধি ভঙ্গ কল্লে তারই শাস্তিস্বরূপ রোগ জন্মে থাকে। এ কথা কি ঠিক্ নয়?

স। হাঁ এ কথা ঠিক্। কিন্তু অপূর্ণ মানুষের পক্ষে সমস্ত স্বাস্থ্য-বিধি জানা সম্ভবপর নহে, জানা সম্ভবপর হলেও সমস্ত বিধি পালন করা অসাধ্য। সুতরাং রোগের হস্ত হতে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব। যে যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী, তাহা পাপের শাস্তি, এ কথা বলা যেতে পারে না। যেমন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, মানুষ শত সাবধান হইলেও মৃত্যুর হাত এড়াতে পারে না; সুতরাং উহা পাপের শাস্তি বলা যেতে পারে না। রোগ সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

চ। আপনার কথা এখন বেশ বুঝ্লাম—রোগ যে পাপের শাস্তি, তাহা লোকের একটা ভ্রমাত্মক সংস্কার মাত্র। তবে উহা যে স্বাস্থ্যবিধি-ভঙ্গের ফল, সে কথাও ঠিক্। কিন্তু সে বিধিভঙ্গের মূলে মানবের স্বাধীনতা নাই। অজ্ঞানতা এবং শক্তির অভাবই উহার কারণ। বাবা একথাত হল। এখন ও-দিনকার কথাটা আমায় বলুন—বাসনার নাশ কিসে হয়।

স। বাসনার নিবৃত্তি সম্বন্ধে দুইটী প্রচলিত মত আছে। একটী—তৃপ্তি দ্বারা

নিবৃত্তি; অপরটী প্রতিজ্ঞার বলে, বাসনার তৃপ্তি না করিয়া নিবৃত্তি। ইহাদের প্রচলিত নাম প্রবৃত্তিমার্গ, এবং নিবৃত্তি-মার্গ। কিন্তু আমি এই দুইয়ের একটিকেও প্রকৃষ্ট উপায় মনে করি না। প্রবৃত্তিমার্গ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন ;—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভুয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

কামনার বশীভুত ব্যক্তির উপভোগ দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহাভারতের যজাতি-উপাখ্যান তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। মহারাজ যজাতি সহস্র বৎসর যৌবন-ভোগের পর পুত্র পুরুকে যৌবন ফিরাইয়া দিবার সময় ঠিক্ এরূপ কথা বলিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতাও এ কথা বলিবে যে, কামনার চরিতার্থতায় কখনও কামনার শেষ হয় না। যাঁহারা প্রতিজ্ঞার বলে বাসনা দমন কর্ত্তে চান, তাঁহারা সংগ্রাম কর্ত্তে কর্ত্তে পরিশ্রান্ত হয়ে, শেষে নিরাশ হয়ে পড়েন। তাতে প্রবৃত্তির জয় হয় কৈ।

চ। তবে কি জীবের বাসনার হাত থেকে মুক্ত হবার উপায় নাই!

স। আছে বই কি? ব্রহ্মসঙ্গ লাভ করাই একমাত্র উপায়। অমানিশার অন্ধকার কেহ বলপূর্ব্বক তাড়াইতে পারে না। আলোর আবির্ভাবে যেমন অন্ধকার আপনিই তাড়িত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম-জ্যোতির আবির্ভাবে বাসনার অন্ধকার আপনিই সরিয়া যায়। আর তৃপ্তি কিংবা সংগ্রামের প্রয়োজন থাকে না।

চ। বেশ বুঝলেম যে, ঐশ্বরিক আলো প্রাণে আস্‌লে বাসনা আপনা আপনি নিভে যাবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, ঐশ্বরিক আলো লাভের উপায় কি? কেহ কেহ বলে থাকেন যে, চিত্ত নির্ম্মল না হলে ঐশ্বরিক আলো আত্মায় প্রতিফলিত হতে পারে না। মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে না, মলিন হৃদয়েও তেমনি ঐশ্বরিক আলোর প্রতিবিম্ব পড়্‌তে পারে না। বাসনাই হৃদয়ের মলা, সুতরাং হৃদয়ে বাসনা থাক্‌তে ঐশ্বরিক জ্যোতি তথায় প্রতিফলিত হতে পার্ব্বে না; অথচ আপনি উল্টা কথা বল্‌ছেন, আগে ঐশ্বরিক আলো আস্‌তে দাও, তৎপরে বাসনা যাবে। সাধারণের কথা এই, আগে বাসনা যাক্, তৎপরে ঐশ্বরিক আলো আস্‌বে।

স। আমি সাধারণের কথা মানি না, পুরুষকার দ্বারা বাসনার নিবৃত্তি হলে ঈশ্বরদর্শন হবে—এ কথা অর্ব্বাচীনের উক্তি। ব্রহ্মকৃপাবলে তাঁহার সঙ্গলাভের পথ প্রাপ্ত হলে সে পথ অবলম্বনে প্রথমে ব্রহ্মদর্শন, ও তৎপরে সেই জ্যোতি দ্বারা বাসনার নিবৃত্তি।

চ। আপনি যাহা বল্‌ছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, মূলতঃ ব্রহ্মকৃপা। ব্রহ্ম-কৃপা না হলে সাধনপথ পাওয়া যাবে না। পথ না পেলে ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব। ব্রহ্ম-

দর্শন না হলে বাসনার নিবৃত্তি হওয়া অসাধ্য।

স। হাঁ তুমি ঠিক্ বুঝেছ।

চ। তবে কোনও পাপী পাপে লিপ্ত থাকিবার কালে ব্রহ্মকৃপা লাভ কর্ত্তে পারে কি?

স। পারে বই কি? তাই ত সম্ভব। ব্রহ্মকৃপা নিরপেক্ষ ভাবে আসিয়া থাকে, মানুষ জোর করে তাহা আনয়ন কর্ত্তে পারে না।

চ। ব্রহ্ম ত খেয়ালে চলেন না, কাকে কখন কৃপা কর্ব্বেন তার ত একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে?

স। হাঁ তা আছে বই কি? ঠিক্ সময়ের দুই দিন আগে কিংবা পরে কৃপার অবতরণ হবে না।

চ। তবে আমার জীবনে কখন তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি পড়্বে?

স। তজ্জন্য চিন্তিত হইও না। উদ্বেগ অবিশ্বাসের লক্ষণ। তিনি তোমার মুক্তির পক্ষে উদাসীন নহেন, তাঁহার উপর নির্ভর করে থাক, তিনি ঠিক্ সময়ে তোমায় আকর্ষণ কর্ব্বেন। ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করা বিশ্বাসীর লক্ষণ।

চ। বাবা! তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, আমি আপনার কথায় আজ বেশ শান্তি পেলেম। আর বাসনার নিবৃত্তির জন্য উদ্বিগ্ন হব না। যখন তাঁহার ইচ্ছা হবে, তখন সাধনপথ দিবেন।

স। মা! এই গ্রহণ কর, তিনি তোমাকে সাধনপথ জানাইয়া দিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন। তুমি মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম নাম" প্রত্যহ অন্ততঃ সহস্র বার জপ করিবে এবং জপের সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্ব্বারাধ্য অনন্ত মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। এতদ্ভিন্ন জীবহিংসা হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত থাকিবে। বাসনার পরিতৃপ্তি কিংবা ক্ষণভঙ্গুর শরীরপোষণের জন্য কোন জীবহিংসা করিবে না। কোন রূপ মাদক দ্রব্য সেবন ধর্ম্ম-জীবন-বিকাশের সম্পূর্ণ অন্তরায়। অবসর মত সাধুসঙ্গ ও সদ্গ্রন্থপাঠ করিলে ধর্ম্ম-জীবনে বিলক্ষণ সহায়তা প্রাপ্ত হইবে। আমি এখন বিদায় হই। আর দুই বৎসর আমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমি হিমালয়ে গমন কর্‌বো এবং তথায় এই সময় অতিবাহিত করিবার মানস করেছি।

চ। বাবা, দুবৎসর কাল আমি কি করে তোমাকে না দেখে থাকৃব? সাধু-সঙ্গ ভিন্ন যে এ পাপিনীর জীবন ম্লান হয়ে পড়্বে।

স। তোমার ভয় নাই। যে উপদেশ দেওয়া হ'ল, তদনুরূপ চলিতে থাক, সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এই বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। চঞ্চলা আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর যথাসময়ে আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমালয় অভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীচঃ

# কর্ত্তা ব্যোমযানে,—গৃহিণী মাটিতে।

পুরুষ প্রকৃতি লইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। গার্হস্থ্যের মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম ও মহৎ ভাব নিহিত আছে, তাহা পুরুষ প্রকৃতির মিলন ও একাত্মতা হইতে উদ্ভূত হয়। গৃহে দুই একটী পুরুষ ও দুই একটী স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলেই সে কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

সকল গৃহেই কর্ত্তা আছেন, এবং সকল গৃহেই গৃহিণী আছেন; কিন্তু প্রকৃত কর্ত্তা গৃহিণী কয়টী গৃহে আছেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। গৃহিণীর দুইটী ভাব। এক ভাবে তিনি কর্ত্তার অধীনা, অন্য ভাবে স্বাধীনা; এ স্বাধীনার অর্থ স্বতন্ত্রা নহে। কেহ বা কর্ত্তার অনুমতি অনুসারে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, কেহ কর্ত্তার মন বুঝিয়া গৃহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; এমন বুঝিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন যে, কোন কার্য্যই কর্ত্তার অভিপ্রায়ের অননুরূপ হয় না। এইরূপ গৃহিণীর নাম স্বাধীনা এবং এইরূপ গৃহিণীপনাই সর্ব্বজন-প্রশংসিত। এইরূপ গৃহিণীপনার সৃষ্টি কেবল গৃহিণীর গুণে হয় না, তাহাতে কর্ত্তারও কৃতিত্ব আছে। আমরা ক্রমশঃ তাহা দেখাইব।

কোন গৃহের কর্ত্তা মাসে মাসে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেন; কিন্তু কখন এক কপর্দ্দকও আপন হস্তে রাখিতেন না, সমস্তই গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করিয়া বলিয়া দিতেন,—"আমাদিগকে উত্তমরূপে খাওয়াইবে,—ভাল পরাইবে,—অতিথি-কুটম্বকে অন্ন দিবে,—বাড়ীর কাহারও পীড়া হইলে ভাল ডাক্তার বৈদ্য ডাকিবে। এই সকল করিয়া যাহা থাকিবে, তদ্দ্বারা তোমার গহনা গড়াইবে। পারত কিছু সঞ্চয়ও করিবে।" তিনি এই সকল কথা বলিয়া মাসিক আয়ের টাকাগুলি গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতেন। কেহ কখন তাঁহার কটিতে বা পকেটে একটী চাবি দেখে নাই। সংসারকার্য্যে তাঁহার অসম্ভব নিশ্চিন্ততা ও ঔদাসীন্য দর্শনে আত্মীয়গণ তাঁহার নিন্দা করিতেন। কিন্তু তিনি সেই নিন্দা শ্রবণে আপনাকে গৃহের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে অধিকতর কৃতকার্য্য মনে করিতেন।

গৃহিণী কানে কানে কর্ত্তাকে বলিতেন,—"তুমি গৃহকার্য্যের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে সকলই আমাকে জিজ্ঞাসা কর, এবং আমি যে বিষয়ে যাহা করিতে বলি তাহাই কর। ইহাতে আমার মনে হয় যে, আমার সুখ হইবে বলিয়া আমার মনের মত কাজ করিয়া হয়ত তুমি ক্ষতি-গ্রস্ত হও। এমন স্থলে আমি না থাকিলেই ভাল হয়।" কর্ত্তা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া একখানি সাদা কাগজের খাতা বাঁধিলেন এবং সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যে আপনার অভিমতি

লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে সেই সকল বিষয়ে গৃহিণীর মত লইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেন যে, তাঁহার ও গৃহিণীর মত ঠিক্ মিলিয়া গিয়াছে যে কর্ত্তা গৃহকার্য্যের প্রত্যেক বিষয় গৃহিণীর সহিত পরামর্শপূর্ব্বক স্থির করিয়া থাকেন, সে গৃহের গৃহিণার ক্রমশঃ এই-রূপ একটী শক্তি জন্মিয়া যায়, যদ্দ্বারা তিনি স্বামীর মন বুঝিয়া পরামর্শ দিতে ও কাজ করিতে পারেন। কর্ত্তা মাসে মাসে যে কথাগুলি বলিয়া গৃহিণীর হস্তে উপার্জ্জনের টাকাগুলি অর্পণ করিতেন, সে সংসারে সেই কথা-গুলি ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইয়া-ছিল।

কর্ত্তা প্রত্যেক বিষয়ে গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিতেন বলিয়া যে সাংসারিক খুঁটিনাটি লইয়াই দিন যাপন করিতেন, তাহা নহে। তিনি গৃহিণীকে কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিতেন, প্রত্যেক বিষয়ের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া দিতেন, এই মাত্র। "ঔদার্য্য রক্ষা করিতে গিয়া গৃহকার্য্যের সতর্কতা ত্যাগ করিতেন না এবং সতর্ক হইতে গিয়া নীচ হইয়া পড়িতেন না।"

কর্ত্তা মনে করিতেন, গৃহকার্য্য গৃহিণী দ্বারা যেরূপ সুচারু প্রণালীতে সম্পন্ন হইতে পারে, কর্ত্তা দ্বারা সেরূপ হয় না। এজন্য গৃহিণীর হস্তে যতদূর কার্য্যভার অর্পণ করা যাইতে পারে, তিনি তাহাই করিতেন। তদ্দ্বারা গৃহিণীর কর্ম্মবিষয়িণী বুদ্ধি যতদূর খুলিতে হয়, খুলিয়াছিল এবং আত্ম ও পরচিত্তজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপেই জন্মিয়াছিল।

আমরা যে গৃহের গার্হস্থ্য-প্রণালীর কথা কহিতেছি, সেই গৃহের কর্ত্তা গৃহিণীর হস্তে সমস্ত গৃহকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে গৃহিণীর কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেন বলিয়াই সেই গৃহটী একটী অপূর্ব্ব যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। সেই যন্ত্রে নিরন্তর পরম সুখাবহ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সঙ্গীত বাজিত,—সেই যন্ত্র হইতে সুখ ও শান্তির উৎস উৎ-সারিত হইত। কিন্তু কর্ত্তা যদি জগতের হিতচিন্তাসক্ত হইয়া সমাজসংস্কার বা রাজ-নৈতিক সংস্কার রূপ প্রকাণ্ড ব্যোমযানে আরোহণপূর্ব্বক নিরন্তর গগনমণ্ডলে বিচরণ করিতেন, ভ্রমেও একবার মাটীতে পা না দিতেন, সংসারের কথা আদৌ না শুনিতেন;—আর গৃহিণী কেবল সংসারের কাজ লইয়া মাটীর উপর আসন পাতিত করিতেন, তাহা হইলে কস্মিন্ কালে উভয়ের সাক্ষাৎ হইত না,—কর্ত্তাগৃহিণীর শুভ সম্মিলনে মানুষের সংসারে স্বর্গ আসিত না। এই জন্য উপরি উক্ত গৃহের কর্ত্তা বলিতেন,—"মানুষের চক্ষু মানুষের মতই হওয়া উচিত;—তাহা দূরবীক্ষণ হইলেও চলিবে না,—অণুবীক্ষণ হইলেও চলিবে না।" বড় বড় কাজ লইয়া সংসার ভুলিয়া থাকা দোষ এবং সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে আসক্ত হইয়া উন্নত চিন্তা ও উচ্চ কার্য্য সকল পরিত্যাগ করাও দোষ। কর্ত্তা আরও বলিতেন,—"যে

নিয়মের বশে চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী গোলাকার হইয়াছে, সেই নিয়মের বশেই শিশির-বিন্দু-মুখোৎকীর্ণ জলবিন্দু গোলাকার হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র গার্হস্থ্যের মধ্যেই বড় বড় ভাব, বড় বড় তত্ত্ব নিহিত আছে। অতএব গৃহিণীকে মাটীতে রাখিয়া আপনি ব্যোম-যানে উড্ডীন হওয়া উচিত নহে। গৃহীর পক্ষে গৃহিণীর সহায়তা করা সর্ব্বতঃ কর্ত্তব্য।

# দুঃখিনী কামিনী।*

রাজার ঘরের মেয়ে, রাজঘরে হলো বিয়ে,
ত্রিদিবের 'আব্‌ছায়া কিশোরী বালিকা;
সন্ধ্যানক্ষত্রের প্রায়, মধুরিমা মাখা গায়,
জ্যোৎস্নায় গাঁথা যেন মন্দার-মালিকা।

বাসন্তী ভ্রমরা প্রায় প্রত্যূষে প্রভাতী গায়,
মলয়ায় মুর্চ্ছা যায় রাজবধূ-বালা।
অঙ্গে পরিমল নব, অধরোষ্ঠে পুষ্পাসব,
আঁচলে ঢাকিয়া রাখে কুসুমের ডালা।

আদরে ফুটিয়া ওঠে, হাসির তরঙ্গ ছোটে,
সাজায় আবাসভূমি সোণার নলান,
কভু বা ভূতলে লোটে, কভু বা পুলিনে ছোটে,
ঘুরিয়া ফিরিয়া খেলে সোণার হরিণ।

লতামণ্ডপের ছায়, শুভ্র জ্যোৎস্না-খণ্ড প্রায়,
স্বেদোদ্গমে সিক্ত যেন গোধূলি বালিকা,
কভু আলুথালু বেশে, নিমেষে ছুটিয়া আসে,
যেখানে বেলির পাশে নবোঢ়া যূথিকা।

সন্ধ্যাগমে ফুলবনে ফুল-বধূটির সনে,
সন্ধ্যার সুবর্ণ চুমা যেন শ্বেতোৎপলে,
ঊষায় অশান্ত ভাবে, একান্ত পুলিনে যাবে,
ফুল্ল বিদ্যুল্লতা সম, এলোথেলো চুলে।

এলানো অঞ্চলখানি আধেক ঘোমটা টানি,
বাদাম গাছের তলে গাঁথে ফুলমালা,
তুচ্ছ রম্যহর্ম্ম্যবাস, দ্বিতল ত্রিতল আশ,
পূর্ণতোয়া তরঙ্গিণীকূলে কূলে খেলা।

দিন দিন মাস মাস, কিশোরে যৌবনাভাস,
আপনা বিস্মৃতা সুখে ষোড়শী বালিকা।
কোটী তারা নিভাননা, গৃহোদ্যানে অতুলনা,
মলয় মারুত ফুল্ল বাসন্তী মল্লিকা।

অধরে হাস্য উন্মেষে, স্বরগের শোভা ভাসে,
শুভ্র জ্যোৎস্নায় যেন বিদ্যুৎপ্রপাত!
যৌবন প্রারম্ভে হায়, সেই শুভ্র কলিকায়,
প্রবেশিল কালকীট—হলো বজ্রপাত।

প্রথম বসন্তোন্মেষে মুকুল মঞ্জুল খসে,
শীত কুজ্ঝটিকা ঢাকা সুবর্ণ ব্রততী,
নিদাঘে বিদগ্ধ প্রাণ, ঝটিকায় ম্রিয়মাণ,
স্বর্গভ্রষ্টা সুরদেবী শেফালি মালতী।

ঊষার প্রফুল্ল কায়া, সন্ধ্যার বিষাদছায়া,
ঊষার আলোকে আসি হলো নিপতিত,
হৃদয়ের বৃত্তিগুলি শিথিল পড়িল খুলি,
যে কেশ নীরদমালা আদরে রক্ষিত;

* কোন একটি বিধবা রমণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

উষার প্রফুল্ল কায়, সন্ধ্যার বিষাদ-ছায়,
নিশার আঁধারে আসি হলো নিপতিত।
হৃদয়ের বৃত্তিগুলি, শিথিল পড়িল খুলি ;
যে কেশ নীরদমালা আদরে রক্ষিত,
মলয়মারুত সনে, খেলিত কুসুমবনে,
যে কেশ বিদ্যুৎ-দাম ইচ্ছিত সতত,
হায় কর্ম্মনাশা-তীরে, সে কেশ পড়িল ঝরে,
এই কি সে রাজবধূ —[illegible]—[illegible] যোগিনী।
কাল ডাকে আয় আয়, ভ্রমর পলায়ে [illegible],
ঢাকিল আঁচলে মুখ দুঃখিনী কামিনী ॥

শ্রীমঞ্জুলাসুন্দরী দাস।

# বটেশ্বরে গৌরবিজয়

চৈতন্যদেব বটেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বহুক্ষণ নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন এবং অনাহারে ও অনিদ্রায় সমস্ত নিশা যাপন করিলেন। অনন্তর প্রভাতে স্নান করিয়া সঙ্গী ভৃত্য গোবিন্দ কর্ত্তৃক আহৃত ভিক্ষার তণ্ডুল পাক করিয়া নিজ ইষ্টদেবকে ভোগ দিলেন। যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা পরমরূপবতী দুইটী যুবতী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং বিবিধ হাব ভাব ও অঙ্গবিলাস প্রদর্শনপূর্ব্বক চৈতন্য দেবকে মুগ্ধ করিবার জন্য বহু যত্ন করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অধিকতর ব্যাপিকা সত্যবালাকে মাতৃসম্বোধন করিলেন। মহাপ্রভুর ভাবদর্শনে সত্যবালার প্রাণে শঙ্কা উপস্থিত হইল,—সে বাতাহত কদলীর ন্যায় কম্পিতা হইতে লাগিল। সত্যের দশাদর্শনে লক্ষ্মীও স্বীয় দুশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর শরণাপন্ন হইল। রমণী দুইটী বেশ্যাবৃত্তি-পরায়ণা, নাম লক্ষ্মীবালা ও সত্য বালা। তাহাদিগের উপাধি নাই। এজন্য তাহারা সচরাচর লক্ষ্মীবাই ও সত্যবাই বলিয়াই কথিত হইত। সত্য যখন প্রভুকে নির্ব্বিকার দেখিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইল, তখন প্রভু,

"কেন অপরাধী কর আমারে জননি।"

এইমাত্র বলিয়াই ভূপতিত হইলেন, কবরীবদ্ধ জটাভার স্খলিত ও পুরটসুন্দর অঙ্গ ধূলি-ধূসরিত হইল। সাত্ত্বিক ভাবাবেশে শরীর ঘন-কম্পিত হইতে লাগিল, অঙ্গের বসন স্খলিত ও ঝোলা মালা বিস্রস্ত হইয়া গেল। কলেবর পুলকিত, নয়নে দরদরিত অশ্রুধারা। উলঙ্গপ্রায় হইয়া ঘন ঘন হরিধ্বনি করতঃ উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মীবাই ও সত্যবাই কোথায় রহিল, তাহার জ্ঞানমাত্র রহিল না। কখন বা মৃগী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন,

মুখে লালা ভাঙ্গিতে লাগিল; কখন বা উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক "হরি বল -হরি বল" এই মাত্র ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই ভাব দেখিয়া সকলেই এককালে বিস্মিত হইয়া গেল। এই সময়ে তাঁহার দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইতেছিল। তদ্দর্শনে দূর হইতে একটী পুরুষ আসিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইল এবং আপনাকে তাঁহার নিকট ঘোর অপরাধী স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু চৈতন্যের তখন চৈতন্যমাত্র নাই, তিনি চরণে পতিত ব্যক্তিকে বিদলিত করিয়া কেবলই নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এই ব্যক্তির নাম তীর্থরাম, সে অতিশয় ধনবান্। ধনের একটা বিষম মাদকতা শক্তি আছে। এই জন্য প্রাচীন কবিগণ বলিয়াছেন,—

"অহো! কনকমাহাত্ম্যং বর্ণিতুং কেন শক্যতে।
নামমাত্রেপি সাদৃশ্যাৎ ধুস্তুরোঽপি মদপ্রদঃ॥"

কনকের (ধনের) মাহাত্ম্য বর্ণন করা কাহারও সাধ্য নহে; কারণ নামমাত্রে সাদৃশ্য প্রযুক্ত ধুতূরাও মদপ্রদ হইয়াছে। ধুতুরার আর একটী নাম কনক। যে বস্তুর নামের সহিত সাদৃশ্য থাকায় ধুতূরা লোককে পাগল করিয়া দেয়, তীর্থরামের সেই বস্তু প্রচুর পরিমাণে থাকাতে সেও উন্মত্তবৎ হইয়াছিল। আপনার দেশে একটী বালক সন্ন্যাসী আসিয়াছে এবং তৎকর্ত্তৃক দেশের বড় বড় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকের পরাভব হইতেছে, ইহা তীর্থরামের প্রাণে সহিল না। তেজোহ্রাস করিয়া সন্ন্যাসীর দর্প চূর্ণ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল। এই জন্য সে লক্ষ্মীবাই ও সত্যবাইকে বিশেষরূপ উপদেশ দিয়া চৈতন্যের নিকট পাঠাইয়াছিল। তাহারাও চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসীর নব ধর্ম্ম হিমাচলের ন্যায় অটল,—কোন রূপেই টলিল না দেখিয়া তীর্থরাম আপনার বিগর্হিত চেষ্টার জন্য অনুতপ্ত হইল এবং প্রভুর চরণে শরণ লইল।

যে তীর্থরাম বেশ্যা পাঠাইয়া প্রভুকে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি তাহাকে কহিলেন,—"তুমি পরম সাধু ও প্রধান ভক্ত, এজন্য তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি পবিত্র হইলাম।" বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিলে এই বাক্যটী বিদ্রূপ বোধ হয়, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে একটু সূক্ষ্মতা দেখা যায়। সেই সূক্ষ্মতাই মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য,—কেননা তিনি বিদ্রূপ করিবার লোক ছিলেন না। মঙ্গল ও অমঙ্গল, এই উভয়ের সীমা এক স্থলে মিলিত হইয়াছে, যেখানে অমঙ্গলের শেষ হইয়াছে, সেই স্থান হইতেই মঙ্গলের আরম্ভ হইয়াছে। আবার যেখানে মঙ্গলের শেষ, সেইখানে অমঙ্গলের আরম্ভ। তীর্থরামের অসৎ চেষ্টার ফলেই তাহার মঙ্গল হইল। এই জন্যই তাদৃশ দুশ্চেষ্ট তীর্থরামকে মহাপ্রভু "পরম সাধু" ইত্যাদি বলিলেন,—ইহা স্বরূপ উক্তি,—বিদ্রূপ নহে।

তীর্থরাম, প্রভুর ঐ উক্তি শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার চরণে ধরিলেন এবং অজস্র অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তি-উদ্রেকের পূর্ব্বে চক্ষু হইতে যত জল পড়ে, তাহাকে "কামজল" কহে। এই কামজল নিরন্তর পড়িতে পড়িতে হৃদয় কোমল ও শুদ্ধ হয়। তীর্থরামের সেই অবস্থা হইবামাত্র মহাপ্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বিষয়-রোগের মহৌষধি স্বরূপ হরিনাম সুধা কর্ণে ঢালিয়া দিলেন। এই অপ্রাকৃত সুধা কর্ণদ্বারাই পান করিতে হয়। শ্রীচৈতন্য দেব যখন দেখিলেন, তীর্থরামের হৃদয়ক্ষেত্র উর্ব্বর হইয়াছে, তাহাতে সদুপদেশরূপ বীজ বপন করিলে তাহার ফল হইতে পারে, তখন

"প্রভু কহে তৃণ সম গণহ বিভবে।
ভক্তিধন অমূল্য রতন পাবে তবে॥
দূরেতে নিক্ষেপ কর বসন ভূষণ।
ছাড়িয়া অনিত্য ধনে ভজ নিত্য ধন॥
এই যে সাধের দেহ ঢাকা চর্ম্ম দিয়া।
কিছু দিন পরে ইহা যাইবে পচিয়া॥
দেহ হতে প্রাণ পাখী উড়ে যাবে যবে।
হয় কীট, নয় ভস্ম, নয় বিষ্ঠা হবে॥
গৌরবের ধন কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
কেবল গৌরব আছে ঈশ্বরভজনে॥
বিলাস বৈভব সব অনিত্য জানিয়া।
একে একে ফেলে দাও দূরেতে টানিয়া॥
ঈশ্বরে বিশ্বাস ঈশ্বর আনিয়া মিলায়।
আর কিছু প্রমাণত কহনে না যায়॥
অর্থের গৌরব যে বা করে বারে বার।
দিন দিন তার দুঃখ হয় অনিবার॥

*　*　*　*　*　*　*

এ আমার আমি তার সবে এই কয়।
মুদিলে নয়ন দুটি কেহ কার নয়॥
মিছামিছি আত্মীয়তা করে সব লোক।
ভাঙ্গা পুতুলের প্রায় মৃত দেহে শোক॥"

ইহার পর পিতামাতার সহিত পুত্রাদির সম্বন্ধের অনিত্যতা, ঈশ্বরের নিকটত্ব, ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তীর্থরাম প্রভুমুখে তাদৃশ তত্ত্ব সকল শ্রবণ করিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিল এবং সম্পূর্ণ নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবদ্ভজন করিতে লাগিল। এই ব্যাপার শুনিয়া কমলকুমারী-নাম্নী তাহার পরম সুন্দরী রমণী আসিয়া অনেক ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। শ্রীমান্ মহাপ্রভুর স্পর্শে ও উপদেশে তীর্থরামের ভবঘোর ভাঙ্গিয়াছে, সে আর কমলকুমারীর কথায় কর্ণপাতও করিল না।

"কমলে বলিল তীর্থ কর ধরি করে।
বিষয় সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে॥
নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি।
বিষয় বিভব সব ভোগ কর তুমি॥"

তীর্থরাম কেবল যে স্ত্রীকে বিষয় দিলেন, তাহা নহে, হরিনাম লইতেও উপদেশ দিলেন। কমলকুমারী অনায়াসে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এই সকল ব্যাপার সম্পাদন করিয়া চৈতন্যদেব সিদ্ধ বটেশ্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

# মোজেস্ রথচাইল্ড।

একদা ফরাসী সৈন্য প্রুসিয়া আক্রমণ করিলে হেসি-ক্যাসেলের পরাভূত রাজা স্বরাজ্য হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরের মধ্য দিয়া প্রস্থানকালে মোজেস্ রথ-চাইল্ড নামক জনৈক য়িহুদি বণিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আমার সঙ্গে বহু অর্থ এবং মহামূল্য রত্নাদি আছে। আপনার নিকট এই সকল ধন গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছি"।

রাজ্যে শত্রুসেনা আগমন করিয়াছে, এ সময়ে অর্থাদি রক্ষা করা বড়ই গুরু-তর বিষয়; সুতরাং রথচাইল্ড্ প্রথমে অর্থ সংরক্ষণে অনিচ্ছা প্রকাশ করি-লেন; কিন্তু উপায়হীন রাজা যখন অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন "আমি আপনার সম্পত্তি রাখিতেছি; কিন্তু এই সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আপনাকে পুনঃ প্রত্যর্পণ করিব এই মর্ম্মে অঙ্গী-কারপত্র লিখিয়া দিতে পারি না।" রাজা অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি গোপনে রথচাইল্ডের নিকটে রাখিয়া গেলেন।

বিজেতা ফরাসী সৈন্য ফ্রাঙ্ক-ফোর্ট নগরে প্রবেশ করিলে রথচাইল্ড রাজার সমুদায় ধন এক উদ্যানের মধ্যে পুতিয়া রাখিলেন। জয়োন্মত্ত শত্রুগণ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়া রথচাইল্ডের গৃহে উপস্থিত হইল। রথচাইল্ড সেনাগণের নিকটবর্ত্তী হইয়া অপনার সমুদয় ধন তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। য়িহুদি বণিক্ পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত বহু দিনের সঞ্চিত প্রায় ষষ্ঠি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

সৈন্যগণ নগর পরিত্যাগ করিলে রথচাইল্ড উদ্যানে প্রোথিত অর্থ হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ বাহির করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এইরূপ ব্যবসায়ের দ্বারা অত্যল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ হইল। তিনি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন।

কয়েক বৎসর পরে উভয় রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। জর্ম্মণরাজ স্বরাজ্যে শুভাগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গচ্ছিত অর্থের বিষয় রথচাইল্ডের নিকট উত্থাপন করিতে রাজার ইচ্ছা হইল না। তিনি ভাবিলেন যে, সেই অর্থাদি ফরাসী সেনার হস্তগত না হইয়া থাকিলেও রথচাইল্ড বলিতে পারেন যে, তাহা লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তিনি অর্থপ্রাপ্তির আশা একে-বারে পরিত্যাগ করিলেন।

কিছু কাল পরে রথচাইল্ড রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

"ঈশ্বরকৃপায় আপনার সমুদয় ধনই রক্ষা করিয়াছি। তাহা আমার নিকট গচ্ছিত আছে। এখন সেই অর্থের শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ গ্রহণ করুন্। আমার ষাট হাজার টাকা ছিল, তাহা শত্রুগণ লইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনার অর্থ হইতে কিছু লইয়া আমি ব্যবসায় করিয়াছিলাম। আপনার অর্থে ব্যবসা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অর্থ-সচ্ছলতা লাভ করিয়াছি। এই জন্যই সমুদায় টাকার সুদ প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছি।

রথ্চাইল্ডের ধর্ম্মপরায়ণতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দর্শনে রাজা বিমুগ্ধ হইলেন। রাজা স্বীয় সম্পত্তি গ্রহণ না করিয়া অতি অল্প সুদে তাঁহারই নিকটে গচ্ছিত রাখিলেন। প্রভূত অর্থ গচ্ছিত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া রথচাইল্ড বিস্তৃত ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। ইনি এইরূপে স্বীয় সাধুতাগুণে বহু সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া পরলোকে গমন করেন। ইহাঁরই এক পুত্র ইংলণ্ডের বর্ত্তমান ধন-কুবের রথচাইল্ড পরিবারের আদিপুরুষ।

# একা এক সহস্র।

যখন ভুবনবিজয়ী নেপোলিয়নের বজ্র-নির্ঘোষে ইয়োরোপভূমি কম্পিত হইতে-ছিল, যখন বিজয়প্রমত্ত ফরাসীসেনা পৃথিবীজয়ের আশায় সুবিশাল অভিযানের আয়োজন করিতেছিল, যখন লোহিত নর-রুধিরে প্রান্তবর্ত্তী স্থানসমূহ অনু-রঞ্জিত হইতেছিল, তখন অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় অষ্ট্রীয়া রাজ্যের সহিতও নেপোলিয়নের মহাসমর হয়।

এই অষ্ট্রীয় সমরের প্রাক্কালে একজন ফরাসী পদাতি সৈন্য ফরাসী রাজ্যের কোনও পার্ব্বত্য প্রদেশে বন্ধু-গৃহে গমন করিতেছিলেন, তাঁহার নাম লাটুর ডো ভারণ; বয়স ৪০ বৎসর। তিনি সমতল ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতপার্শ্বস্থ সঙ্কীর্ণ পথে গমন করিতে লাগিলেন। ভুজঙ্গ-গমনের ন্যায় ঘন বক্র পথ অতিবাহিত করিতে করিতে যখন তিনি পর্ব্বতের উচ্চ স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন নিম্নদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বহু দূরে সূত্র-রেখাবৎ গমনশীল সৈন্যশ্রেণী দেখিতে পাইলেন।

তিনি বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যে স্থানে গমন করিতেছিলেন, তাঁহার ঊর্দ্ধদেশে দুরতিক্রম্য স্থানে ফরাসীদিগের একটী ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। পার্ব্বত্য সঙ্কীর্ণ পথ আয়ত্তাধীন রাখিবার জন্য ঐ দুরারোহ দুর্গে ত্রিশ জন সুশিক্ষিত সৈন্য থাকিত। দুর্গ পার হইয়া গেলে একটী সঙ্কীর্ণ পথ পাওয়া যায়, ইহাকে গিরি-সংকট কহে।* ঐ পথ দিয়া

* ভারতবর্ষ হইতে কাবুল রাজ্যে প্রবেশ করিতে এইরূপ যে সঙ্কীর্ণ পথ আছে, তাহা "খাইবার পাশ" "বোলান পাশ" নামে অভিহিত।

ফরাসী সৈন্য অষ্ট্রীয়া আক্রমণ করিতে যাইবে। অষ্ট্রীয়ার প্রধান সেনাপতি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সেই পথ অবরুদ্ধ করিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা ঐ সঙ্কীর্ণ গিরি-বর্ত্মে কামান স্থাপন করিতে পারিলে ফরাসী সৈন্যের অষ্ট্রীয়া-গমন-পথ রুদ্ধ হইবে। অষ্ট্রীয়ার সৈন্যগণ এই উদ্দেশ্যে পাহাড়ের উপরে আসিতেছিল। বিচক্ষণ-বুদ্ধি লাটুর ডো ভারণ সম্মুখগামী সৈন্য-দিগকে বিপক্ষসেনা বলিয়া সহজেই অনুভব করিলেন এবং বন্ধুর গৃহে গমন না করিয়া নিকটবর্ত্তী ফরাসীদুর্গে উপস্থিত হইলেন। তিনি দুর্গদ্বার খোলা দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দুর্গ জনশূন্য। তিনি বুঝিলেন, শত্রুর আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া ভীরু সৈনিক দল প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছে। সৈনিকদিগের এইরূপ অপদার্থতা দেখিয়া তিনি এতদূর বিরক্ত হইলেন যে, তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

বিপক্ষসৈন্য সন্নিকট। সমুচিতরূপে বাধা প্রদান করিতে না পারিলে শত্রুগণ গিরিবর্ত্ম অধিকার করিয়া বসিবে। লাটুর ডো ভারণ এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া নিরাশহৃদয়ে বিষণ্ণবদনে দুর্গের কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, যে, প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সঞ্চিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার বিষণ্ণতা দূরীভূত হইল।

তিনি অবিলম্বে দুর্গদ্বার দৃঢ়রূপে বন্ধ করিলেন এবং বিপক্ষগণ সহজে ভগ্ন করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে বহু প্রস্তর খণ্ড দ্বারে চাপাইয়া রাখিলেন। তৎপরে দুর্গস্থিত ত্রিশটী বন্দুকে গুলি বারুদ পূরিয়া যে দিক্ দিয়া শত্রু আগ-মনের সম্ভাবনা, সেই দিকের দুর্গপ্রাচীরের মুখে স্থাপন করিয়া রাখিলেন।

দুর্গপ্রবেশের পথ অতি সঙ্কীর্ণ। সেই ক্ষুদ্র পথের দুই দিকে গহ্বর; এক সারিতে দুই জনের অধিক লোক দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে না এবং দুর্গ হইতে অল্প গোলা গুলি ছুড়িলেও বহু সংখ্যক বিপক্ষকে পরাস্ত করিতে পারা যায়। এই জন্যই উক্ত দুর্গে অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য থাকিত।

যখন লাটুর ডো ভারণ দুর্গে প্রবেশ করেন, তখন রাত্রিকাল। তিনি যুদ্ধের সমুদায় আয়োজন করিয়া শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রজনীর অর্দ্ধভাগ অতিবাহিত হইল। কৃষ্ণবর্ণ ভীষণকায় পর্ব্বতশ্রেণী তামসী রজনীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে! অন্ধকার ভিন্ন চতুর্দ্দিকে কোনও পদার্থেরই অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে না। অষ্ট্রীয়ার প্রবল সৈন্যদলকে বাধা প্রদান করিবার জন্য বীরবর লাটুর ডো ভারণ গহ্বরস্থিত অজগরের ন্যায় অন্ধ-

কারময় দুর্গাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিলেন। অকস্মাৎ সৈন্য পদ-শব্দ তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইল। তিনি উদ্বিগ্ননেত্রে দুর্গ-প্রাচীরে দণ্ডায়মান হইয়া অনুভব করিলেন যে, বিপক্ষসৈন্য দুর্গপ্রবেশের সঙ্কীর্ণ পথে সারি বাঁধিয়া আগমন করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ছিদ্রস্থিত দুইটী বন্দুকে আগুন দিলেন। বন্দুকের গুলি সবেগে বিপক্ষসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। শত্রুগণ হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। পরদিন প্রভাত কাল পর্য্যন্ত বিপক্ষগণ দুর্গ আক্রমণের কোনই আয়োজন করিল না। অষ্ট্রীয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ ভাবিলেন যে, দুর্গবাসিগণ যখন তাঁহাদের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়াছে, তখন রাত্রিকালে আক্রমণ না করিয়া দিবাভাগে আক্রমণই শ্রেয়ঃ। পরদিন প্রত্যূষে সেনাপতি প্রথমতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া শান্তি-পতাকাধারী জনৈক দূতকে দুর্গদ্বারে প্রেরণ করিলেন। লাটুর ডো ভারণ দূতের আগমন জানিতে পারিয়া দুর্গের উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। অষ্ট্রীয়ার দূত বলিলেন, "আমাদের সেনাপতি আপনাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিতেছেন, আমাদের বহু সৈন্যের সম্মুখে আপনারা কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন? অতএব আত্মবিনাশ না করিয়া আত্মসমর্পণ করাই আপনাদের পক্ষে মঙ্গলকর"।

লাটুর ডো ভারণের দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ-মণ্ডল আরক্তিম হইল। তিনি গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"তোমাদের সেনাপতিকে বলিবে, যে পথ অধিকার করিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন, ফরাসীসেনা ধ্বংস না হইলে তিনি সে স্থান অধিকার করিতে পারিবেন না। ফরাসীসৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত।"

দূত স্বদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অর্দ্ধ দণ্ড পরে সেনাপতি পুনরায় দুর্গ আক্রমণের অনুমতি করিলেন। এক দল পদাতি সেনা দুর্গ-দ্বারপথে উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ দুর্গাভ্যন্তর হইতে দ্রুত-নিক্ষিপ্ত বহুসংখ্যক গুলি আসিয়া সৈন্যগণের উপরে পতিত হইতে লাগিল। পাঁচ ছয় জন হত ও কয়েক জন আহত হওয়ায় সেনাপতি সৈন্যদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে অনুমতি করিলেন।

ক্ষুদ্র যুদ্ধের প্রারম্ভেই পাঁচ ছয় জন সৈন্য বিনষ্ট হইল, সেনাপতি ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত ও লজ্জিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি অধিকক্ষণ বিলম্ব না করিয়া পুনরায় দুর্গ আক্রমণের অনুমতি করিলেন। যখন অষ্ট্রীয় সেনা দুর্গপ্রবেশের পথে পুনরায় সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন দুর্গ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসিয়া তাহাদিগকে অতি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পনর জন লোক ভূপতিত হইল।

এইরূপে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়ার সেনা পাঁচবার দুর্গ আক্রমণ করে, প্রতি বারেই বিফল-মনোরথ হয়। তাহাদের দশ জন সৈন্য হত এবং পঞ্চত্রিংশ জন আহত

হইল। বার বার পরাস্ত হইয়া সেনাপতি পুনরায় দূত পাঠাইলেন। এবার দূত অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিলেন,—"দুর্গাধিপতি! দুর্গবাসী সৈন্যদিগকে অস্ত্র-শস্ত্র সহ বহির্গমনের অধিকার দেওয়া হইবে, এই বন্দোবস্তে আপনি দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত আছেন কি না?"

লাটুর ডো ভারণ ভাবিলেন, অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদিগকে তিনি যতক্ষণ যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন, ততক্ষণ ফরাসী সৈন্য সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিয়াছে। অতএব এইক্ষণে অষ্ট্রিয়ার সৈন্য দুর্গ জয় করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। অতএব তিনি কহিলেন,—"আমি আপনাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আগামী কল্য অস্ত্র শস্ত্র সহ দুর্গ ত্যাগ করিব!"

রজনী প্রভাত হইলে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যগণ দুর্গ-দ্বারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তখন দুর্গ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া লাটুর ডো ভারণ ত্রিশটি বন্দুকসহ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে একাকী বন্দুকের বোঝা সহ বহির্গত হইতে দেখিয়া অষ্ট্রিয়ার সেনাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দুর্গের সৈন্যগণ কোথায়? লাটুর ডো ভারণ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন,—"সৈন্যদল? আমিই সৈন্যদল।"

সেনাপতি। "তুমিই সৈন্যদল!! তুমি কি একাকী যুদ্ধ করিয়াছ?"

লাটুর। "হাঁ মহাশয়!"

সেনাপতি। "তুমি একাকী কিরূপে এই ভয়ানক যুদ্ধ করিলে?"

লাটুর। "আমার স্বদেশীয় জাতীয় গৌরব আমাকে এই যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল।"

সেনাপতি ঘোটক হইতে অবতরণ করিয়া অনিমেষ-নয়নে লাটুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং স্বীয় শিরোভূষণ উন্মোচন করিয়া কহিলেন,—"বীরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নমস্কার করি; তুমিই জগতে সাহসী বীরদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, বল দেখি, তুমি কিরূপে একাকী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গুলি ছুড়িয়াছ?"

তিনি কহিলেন,—বারুদ গুলি পূরিয়া ত্রিশটী বন্দুক প্রাচীর-ছিদ্রে রাখিয়া দিতাম। যেই আপনাদিগকে আসিতে দেখিতাম, অমনি তড়িদ্‌গতিতে সকল গুলি বন্দুকে আগুন দিতাম, আপনারা পশ্চাৎপদ হইলে পুনরায় বন্দুক পূরিয়া রাখিতাম। বোধ হয় আমার নিক্ষিপ্ত একটী গুলিও ব্যর্থ হয় নাই। গুলি ব্যর্থ হইলে নিশ্চয় আপনারা দুর্গাধিকার করিতে সমর্থ হইতেন।"

অষ্ট্রিয়ার সেনাপতি লাটুর ডো ভারণের অলৌকিক বীরত্বে এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি নিজের লোক দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র-সহ তাঁহাকে ফরাসী-শিবিরে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার অতুলনীয় বীরত্ব-কাহিনী ফরাসী সেনাপতিকে লিখিয়া জানাইলেন। যে দেশের একজন সামান্য পদাতি সৈন্য এরূপ স্বদেশ-হিতৈষণা,

বীরত্ব এবং সেনাপতি-জন-বিরল বুদ্ধি-ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ, সে দেশের বীরদিগের পদভরে যে একদিন সসাগরা ধরা কম্পিত হইয়াছিল, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কাশীচন্দ্র ঘোষাল।

# নান্দীমুখোপলক্ষে কন্যার প্রতি উপদেশ।

বৎসে শা—! গৃহস্থাশ্রমে যাহা অতি কঠোরসাধ্য, সর্ব্বদর্শী মঙ্গলময় পরমেশ্বর, ধর্ম্মবন্ধু, এবং পরলোকগত পূজনীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণকে সাক্ষী করিয়া, অদ্য তুমি সেই গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনে প্রথম পদবিক্ষেপ করিবে। সেই গম্ভীর দায়িত্বপূর্ণ শুভানুষ্ঠান স্মরণ করিয়া, আমি দুই একটী কথা বলিতেছি, অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ ও অনুধ্যান কর।

নীরস শিক্ষা বহুক্ষণ মনে স্থান পায় না। তাই পূর্ব্ব আচার্য্যগণ এক একটী চিত্র তাহার সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিতেন। আমি যখন প্রথম বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম, তখন কঠোর ক-খ-শিক্ষা সহজ করিবার জন্য গুরুমহাশয় বলিয়াছিলেন,"কয়ে কাক, খয়ে খরগোস"। এই কাক-খরগোস-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে, বার বার অভ্যাস হেতু, ক-খ-শিক্ষা অল্পায়াসে সম্পন্ন হইয়াছিল। এখন বয়োবৃদ্ধিনিবন্ধন, সে সুখের বাল্য-কাহিনীর কতই বিস্মৃত হইয়াছি। কিন্তু ক-খ-সংযুক্ত কাক ও খরগোস মনোমধ্যে চির-অঙ্কিত রহিয়াছে। তাই সেই গুরুদত্ত সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া, গৃহ-ধর্ম্মপালনের এই সরল চিত্র তোমার সমক্ষে ধরিতেছি।

মানচিত্রে দেখিয়াছ, ভাগীরথী-ধারা গোমুখী হইতে বহির্গত হইয়া, সূক্ষ্ম সূত্রবৎ একাকিনী বহুদূর ভ্রমণ করিয়াছে। আবার অনতিদূর হইতে অপর এক স্রোত যতই অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যগত ব্যবধান ততই হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে। অবশেষে,মঙ্গলময়ের বিচিত্রবিধানে, যমুনার নীল জলরাশি গঙ্গার শ্বেত কায়ে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে। উভয়ের যখন সম্মিলন হইল, তখন আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কাহারও রহিল না; অথবা কেহই কাহাকে পশ্চাতে টানিল না—যেন অলৌকিক কোন মন্ত্রবলে, পরস্পরের প্রাণ পরস্পরের প্রাণমধ্যে অচিহ্ন হইয়া, অনন্ত কালের মত একীভূত হইয়া গেল! তখন সেই ক্ষীণ সূত্রদ্বয়ের সংযোগ, মহাপরাক্রম সহকারে, অবিরামগতিতে, অনন্ত উদ্দেশে ছুটিতে লাগিল। দেখ, পথে তাহাদের কতই বাধা,কতই লাঞ্ছনা! কখন শিলাসম কঠোর মৃত্তিকা, কখনও বা দুর্গন্ধ কর্দ্দম-রাশি, কখনও বা ভীষণ-হিংস্র-জন্তুপূর্ণ বিজন অরণ্যানী ভেদ করিয়া কষ্টে চলিতে হইল। এমন কি, সুশীতল বারিদানে চিরদিন যাহাকে বাঁচাইয়া রাখিল, সেই

মানুষই আবার কত সময়ে তাহার মস্তকে অস্পৃশ্য, পূতিগন্ধপূর্ণ দ্রব্যরাশি বর্ষণ করিল। কিছুতেই কিন্তু সে অপ্রতিহত সম্মুখগতি রোধ, সে অকাম হিতব্রতপালন ভঙ্গ হইল না। সে নাচিতে নাচিতে অন্তে জীবনদাতৃ পবিত্র জলধি-ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিল। তাহাদের সে প্রথম সম্মিলন, ও শেষ-বিশ্রাম-বিন্দু ভারতে পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল।

দেখ! এই বিশাল—ললিতচ্ছন্দ—অভ্রান্ত প্রকৃতিবেদ সেই আদি কবিরই স্বহস্তের রচনা! এ গঙ্গা-যমুনা-সম্মিলন-শ্লোকের কি আর ব্যাখ্যান্তর সম্ভবে? তাই তোমার গার্হস্থ্য-জীবনের সুপ্রভাতে, সেই প্রজা-পতি-অঙ্কিত এই পবিত্র চিত্র তোমার নয়ন-সম্মুখে খুলিয়া ধরিলাম। সংসারের অপরি-হার্য্য দুঃখসুখমধ্যে, যদি বিশ্বাসচক্ষে এই বিচিত্র পটের—এই গঙ্গা-যমুনা-সম্মিলনের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে পার, জীবন-যজ্ঞের সমুদয় নিগূঢ় মন্ত্র আপনা হইতেই হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিবে!

(ক্রমশঃ)

# দুর্গোৎসব।

এস মা! আমার বাড়ী জগতজননি!
ধরা সাজে রাণী-সাজে,
উল্লাস-বাজনা বাজে,
ললিত "সানাই" গা'য় শুভ আগমনী!
সারা বর্ষ পথ চেয়ে,
আজি মা'রে ঘরে পেয়ে,
জাগিবে এ মৃত বুকে অমর জীবনী!
এস মা! দাসের বাসে,
শুভাদৃষ্ট যথা আসে,
বৎসের আহ্বানে যথা গাভী পয়স্বিনী;
এস মা! তেমনি ছুটি জগতজননি!

২

এস মা! আঁধার দেশ আনন্দে উজলি,
স্নেহের অঞ্চলে তোর,
মুছিব নয়ন-লোর,
জুড়াব সকল জ্বালা "ওমা দুর্গে"* বলি;
ও কোলে রাখিলে মাথা
ঘুচিবে অসহ্য ব্যথা,
মনসাধে শ্রীচরণে দিব পুষ্পাঞ্জলি;
ভুলিব মা! শোক রোগ—
যত অধর্ম্মের ভোগ,
আনন্দ-প্রবাহে হিয়া উঠিবে উথলি!
তোমারে হেরিলে তারা!
হিংসা দ্বেষ হয়ে হারা,
কোটি কোটি ভাই বোন মিশিব সকলি!
এস মা! আঁধার দেশ আনন্দে উজলি।

৩

এস মা আনন্দময়ি! অধমের ঘরে,
দেখিব ও অপরূপ,
বিশ্বারাধ্য বিশ্বরূপ—

* "দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা"।

সেই মূর্ত্তি, স্বর্গ মর্ত্ত্য সদা পূজা করে!—
সে তো নহে হাতে গড়া,
মাটি প'রে রঙ্ করা,
সে কভু ডোবে না জলে তিন দিন পরে!
সে যে ছটা অপরূপ!
সর্ব্বার্থ-সাধিকা-রূপ!
পূজিলে পরম গতি প্রাপ্ত হয় নরে!
এস মা করুণাময়ি! অধমের ঘরে।

এস মা সর্ব্বমঙ্গলে! এস ত্রিনয়নে!
বিশ্বময় সুপ্রশস্ত
দশ দিক্ —দশ হস্ত,
বিনাশিছ পাপাসুরে দশ প্রহরণে!
জীবের শিবের লাগি
ত্রিকাল রয়েছে জাগি—
ভূত, বর্ত্তমান, ভাবী, ও তিন লোচনে!
পশুরাজ-শিরোপরি,
শ্রীপদ রাখিয়া মরি!
দুর্জ্জয় পাশব-শক্তি দলিছ চরণে!
মানবের পূজ্য-কাম্য—
বিদ্যা, ধন, শক্তি, সাম্য,
তাই বাণী, লক্ষ্মী, স্কন্দ, গণপতি সনে।
বিচিত্র পবিত্র লীলা,
যত দেব করেছিলা,
জাগ্রত সে স্মৃতি আজি মানবের মনে!
মহাযোগী মহেশ্বর
আত্মজয়ী স্মরহর,
সে দেব পূজিত আজি ভকত-ভবনে!
আমরি! এ মহাপূজা,
কে না চাহে দশভুজা?
পূজে না ও মহাশক্তি কে বা মনে মনে?
এস মা! দাসের বাসে কৃপা বিতরণে।

৫

কহ মা! কেমনে দাস পূজিবে চরণ?
দেহে দাও পূর্ণ শক্তি,
প্রাণে দাও পূত ভক্তি,
দাও ষোড়শোপচার—যাহা প্রয়োজন!
যাহাকিছু তব যোগ্য—
দেবতার উপভোগ্য,
দিয়ে যদি থাক মোরে, কর্ তা' গ্রহণ;
ভকতি-জাহ্নবী-জলে,
ধোয়ায়ে ও পদতলে—
দিব প্রেম-শতদল মাখিয়া চন্দন!
মা! তোমার আশীর্ব্বাদে
দিব আজি মনসাধে
বলিদান, রাঙা পায়ে, রিপু ছয় জন!
জ্বালায়ে উজল প্রীতি,
আরতি করিব নিতি,
হুতি দিব হোমানলে—আত্মসমর্পণ!
দাও মা! সে উপচার—যাহা প্রয়োজন।

৬

দেখ মা! অনাথ দেশ ত্রিতাপ-হারিণি!
চেয়ে দেখ! এই সব—
কোটি কোটি শিশু তব
মুমূর্ষু, কাতর কণ্ঠে হাহাকার-ধ্বনি!
ঘরে নাহি বস্ত্র অন্ন,
মনোদুখে মতিচ্ছন্ন,
রোগে শোকে পাপে দগ্ধ দিবস রজনী!
মা! তোর অমৃত বায়
লাগিয়া এ মৃত গায়,
বহুক অমর রক্ত এ ছিন্ন ধমনী!

তোমারি করুণা-বলে
মুছি নয়নের জলে,
হাসুক আনন্দ-হাসি, ভাই ও ভগিনী,
তোমা পেয়ে অন্নপূর্ণা!
অন্ন বস্ত্রে হো'ক পূর্ণা,
দীনা কাঙালিনী, এই ভারত-দুখিনী!
আয় মা! অনাথ দেশে ত্রিতাপ-নাশিনি

৭

"মা" এসেছে ধরাতলে কে দেখিবি আয়!
কে আছিস্ মাতৃহীন?
কে আছিস্ দুখী দীন?
মা'র কাছে আয় তোরা ভুলি সমুদায়!
আজি নাহি গর্ব্ব, দুঃখ,
"ধনী, জ্ঞানী, দীন, মূর্খ"
সবাই "মায়ের বাছা" মা'র কোলে আয়!
ভাই ভাই বোনে বোনে,
গলাগলি প্রীতমনে,
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে যেন বিশ্ব ভেসে যায়!
দেবীর সন্তান যারা,
দু'দিনের দুখে তারা,
কেন হবে আত্ম-হারা অনাথের প্রায়?
আয়! তবে ত্বরা করি,
নূতন বসন পরি,
দেখিবি—ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা একই সূতায়!
আয় ভাই! আয় বোন! মা'র কোলে আয়!

৮

নমো মা! আনন্দময়ি জগতজননি!
নমো নমো মহাশক্তি!
সাধকে শিখাও ভক্তি,
দাও মা! অভয় পদ সংসার-তরণি।
নমো নমো জগদ্ধাত্রি!
জগত-পালন-কর্ত্রি!
বিশ্বমাতঃ! বিশ্ব, তুমি, সূত্রে গাঁথা মণি
ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড যাঁর,
সে অনন্ত শক্তিভার,
কেমনে অবোধ নর বুঝিবে আপনি?
তাই ভেবে দিবানিশি,
মহাজ্ঞানী আর্য্য-ঋষি,
প্রচারিলা দুর্গা-মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-পালনী—
শিশু তাহা নাহি বুঝে,
হাতে গড়ি মা'রে পূজে,
হেরিয়া প্রবীণ হাসে, "ছেলেখেলা" গণি।
সাকারা বা নিরাকারা,
নরে যা' বলুক, তারা!
আমি চিনি মা আমারি, আমারি পাবনী!
রাজ-রাজেশ্বরী-রূপে,
দাঁড়া' মা এ অন্ধকূপে,
ঢেলে দে' শ্মশানমাঝে সুধা সঞ্জীবনী;
পেয়ে অই পদধূলি,
আমরা নীচতা ভুলি,
প্রীতি করুণার স্রোতে ভাসা'ব ধরণী!-
তোমারি সন্তান হ'য়ে,
বৃথা রক্ত মাংস বয়ে,
যেন নাই যাই ফিরে—দোহাই জননি!
শুভ দুর্গোৎসবে তব মাতাও অবনী।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে!
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি! নমোঽস্তু তে॥

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

# বেথুন বিদ্যালয় স্থাপনকালে বেথুন সাহেবের বক্তৃতা।

( গত প্রকাশিতের শেষ )

“একটী ঘটনা আমার হৃদয়ে অধিকতর উৎসাহ আনিয়া দিয়াছে, তাহা আপনাদিগের মধ্যে দুই একজন জানিতে পারেন, কিন্তু সকলে জানেন না। তাহার উল্লেখ না করিলে একটা বড় ভুল হইবে। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট সমর্পণ জন্য শিক্ষা-কৌন্‌সীলে একখানি দরখাস্ত আসিয়াছে। বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার দেশীয় স্ত্রীলোকদের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চান, তাহার মূলধন স্বরূপ টাকা তিনি দিবেন, গবর্ণমেণ্টও দেন এই প্রার্থনা। এ প্রার্থনার ফল কি হইবে, এখন বলিতে পারি না। আমার নিজের প্রস্তাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এ সম্বন্ধেও সেই সকল বিষয় বিবেচ্য। অতিরিক্ত কথা এই, গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ প্রস্তাবের অনুকূল হন, কলিকাতা ভিন্ন কোনও নিকটবর্ত্তী পল্লীতে তাহার পরীক্ষা করিতে কখনই ইচ্ছা করিবেন না। যাহা হউক ইহা জয়কৃষ্ণ বাবুর গৌরবসূচক এবং এ দেশে যে নূতন ভাব জাগ্রৎ হইয়াছে, তাহারও অন্যতর প্রমাণ। মান্দ্রাজ হইতে সম্প্রতি যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে অবগত হইলাম যে, তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দুইটী দেশীয় ছাত্র তথায় একটী স্ত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মান্দ্রাজের আডভোকেট জেনারল ইহাঁর উল্লেখ করেন। এ বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ পাইবার জন্য মান্দ্রাজে পত্র লিখিয়াছি এবং এই দুই যুবকের নাম জানিতে চাহিয়াছি। আমি তাহাদিগের ঠিকানা পাইলে তাহাদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি জানাইতে এবং আমার সাধ্যমত কোনও সাহায্য তাহাদিগকে প্রদান করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিব না।

আর একটী মাত্র বিষয় উল্লেখ করিলেই হয়। সে দিন রাত্রিতে আমার গৃহে স্থির হয় যে, দুইটী কমিটী স্থাপন করা আবশ্যক। একটী স্কুলগৃহের জন্য স্থান অনুসন্ধান করিবেন; অপরটী স্কুলে ভরতিপ্রার্থীদিগের প্রার্থনাপত্র বিবেচনা করিবেন। প্রথম কমিটীই নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অসামান্য বদান্যতা সহকারে এই বাটী আমাদের হস্তে অর্পণ করাতে তাঁহাদিগের আর কিছু করিবার নাই। অন্য কমিটীর অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনাদিগের অনুমোদিত হইলে আমার প্রস্তাব এই, আগামী ছয় মাসের জন্য গৃহ-কমিটীর উপর ছাত্রীনির্ব্বাচনের ভারার্পণ করা হয়। নূতন প্রার্থনাপত্র ক্রমাগত পাওয়া

যাইতেছে। ঐ সকল কাহার বিবেচনাধীন হইবে, জানা নিতান্ত আবশ্যক। বিষয়টী এখন আর সন্দেহাত্মক নয়। আমরা কি কৃতকার্য্য হইব? এ কথা এখন জিজ্ঞাস্য নয়। আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি। আজি স্ত্রীশিক্ষার যে জয়পতাকা আমরা নিখাত করিতেছি, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাহা পশ্চাদ্মুখ হইবে না, এ দেশের সর্ব্বত্র ইহার প্রাধান্য অনুভূত ও কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকৃত হইবে।

উপসংহারকালে আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমার বাটীতে আপনাদিগকে মধ্যে মধ্যে একত্র হইতে অনুরোধ করিব। আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ কথোপকথনে জানিতে পারিব, বিদ্যালয়ের কার্য্য আপনাদিগের সন্তোষ-জনক হইতেছে কি না? কোনও বিষয় আপনারা পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন কি না? সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমি সর্ব্বদা জানিতে চাই, এই বিদ্যালয়ের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে আপনাদের সন্তোষকর এবং আপনাদের সন্তানগণের পক্ষে কল্যাণকর হইতেছে কি না?"

# কোচবিহারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

কোচবিহারের রাজবংশের উৎপত্তি-সম্বন্ধে দুইটী জনশ্রুতি আছে। একটী জনশ্রুতি অনুসারে কোনও আসামী বংশের "হাজো" নামক এক ব্যক্তি ইহার সংস্থাপক। অন্য জনশ্রুতিতে "হরিয়া" নামক এক "মেচ্" ইহার আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণিত। এই বংশের এক মহাপুরুষের দুই স্ত্রী ছিল, তাঁহাদিগের নাম হীরা ও জীরা। হীরার অনুপম রূপলাবণ্যে মহাদেব আকৃষ্ট হন। শিবের ঔরসে হীরার গর্ভে বিশ্বসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কোচ-বিহারের প্রথম রাজা ও নরদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পর হইতে রাজ-বংশের পুরুষমাত্রেরই নামের সহিত নারায়ণ শব্দ সংযুক্ত হইয়া থাকে। বিশ্ব-সিংহের পুত্র নরনারায়ণ মহাতেজস্বী ছিলেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভুটানের দেবরাজকে করদানে বাধ্য করেন, এবং বর্ত্তমান পূর্ণিয়া ও রঙ্গপুর জেলার অধিকাংশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। নারায়ণী মুদ্রা তাঁহার রাজত্বকালে প্রচলিত হয়। নরনারায়ণ আসামস্থ রাজ্য-ভাগ তাঁহার সহোদরদিগের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন। তাঁহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি বড় বড় জমিদার বলিয়া বিখ্যাত। নর-নারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত ও বন্দিরূপে দিল্লী নগরে নীত হন। মোগলরাজ কোচবিহারের দক্ষিণভাগ কাড়িয়া লন, কিন্তু বঙ্গদেশের সহিত ইহা ভুক্ত করিয়া লন নাই।

ইতিমধ্যে ভুটিয়ারা উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া কোচবিহার রাজ্য বার বার লুণ্ঠন করে, এবং তাহাদের ইচ্ছানুসারে রাজা মনোনীত করিবার চেষ্টা পায়। এই সময়ে রাজবংশের তিনটী পরিবার সিংহাসন-লাভের জন্য উদ্যোগী হয়। রাজ্যে মহা-গোলযোগ হইলে তাহার শান্তির জন্য ইষ্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

কোচবিহারের প্রকৃত রাজা নাবালক ছিলেন। ভুটিয়ারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া স্বদেশে লইয়া যায়। রাজা মন্ত্রীদ্বারা ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা ভুটীয়াদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলে রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজস্ব কোম্পানীকে দিবেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজা ধুরীন্দ্র নারায়ণের নামে এক সন্ধিপত্র লিখিত হয়, তাহাতে কোম্পানী স্বীকার করেন, রাজার সাহায্যার্থ ৪ দল সিপাহী ও একটী কামান পাঠাইবেন; রাজা অঙ্গীকার করেন, সৈন্যদিগের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তৎক্ষণাৎ ৫০ হাজার টাকা দিবেন এবং তদ্ভিন্ন কোম্পানীর যে কিছু আর্থিক ক্ষতি হইবে তাহার পূরণ করিবেন। সন্ধিপত্রে তৃতীয় নিয়ম থাকে যে, রাজ্য শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইলে উহা ইংরাজ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন বলিয়া স্বীকৃত হইবে, এবং বাঙ্গালা প্রদেশের সহিত সংভুক্ত হইবে। ৪র্থ নিয়মানুসারে রাজা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হন। ৫ম নিয়ম হয় যে, রাজা ও তাঁহার বংশধরেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনতায় অটলভাবে বদ্ধ থাকিলে অপরার্দ্ধ রাজস্ব ভোগ করিবেন। ৮ম নিয়ম হয় যে, রাজার প্রয়োজন হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজ্য-রক্ষার্থ সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন, কিন্তু তাহার ব্যয়ভার রাজাকে বহন করিতে হইবে।

উপরি-উক্ত সন্ধি পত্র দ্বারা কোচ-বিহারের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের চির-সম্বন্ধ বদ্ধ হয়। সন্ধি-বন্ধনের পর অল্প-সংখ্যক সিপাহি সৈন্য ভুটিয়াদিগকে পরাভূত করিয়া রাজা ধুরীন্দ্র নারায়ণকে উদ্ধার করেন এবং তিনি সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৮০ সালে অর্দ্ধেক রাজস্ব ৬৭০০০ টাকা বলিয়া স্থির হয় এবং তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত বর্ষে বর্ষে তাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। এই বৎসর ধুরীন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হইলে ধুর্জীন্দ্র নারায়ণ রাজা হন। ১৭৮৩ সালে এই রাজার মৃত্যু হইলে রাজ্যে ঘোর অরাজকতা হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সংবাদ পাইয়া রাজ্যের অবস্থা অনুসন্ধানার্থ ২ জন সিবিলিয়ানকে বিশেষ কমিসনর নিযুক্ত করেন। তাঁহারা কোচবিহারের জন্য একজন রেসিডেণ্ট বা কমিসনর নিয়োগের পরামর্শ দেন। তদনুসারে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, পরে গবর্ণর জেনারলের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তের

এজেণ্ট বলিয়া তাঁহাকে আখ্যাত করা হয়। কিন্তু তাঁহার কার্য্যসংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িল যে, তিনি কোচ-বিহারের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে অক্ষম হইলেন।

ধুজীন্দ্র নারায়ণের পুত্র হরীন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে কোচ বিহারে একজন ব্রিটিষ রেসিডেণ্ট স্থাপিত হন, রাজ্যের শাসনপ্রণালীর সংস্কারার্থ সময় সময় বিশেষ কমিসনরও নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৮২৪ সাল হইতে এখানে নির্দ্দিষ্ট ব্রিটিষ রাজ-প্রতিনিধি কেহ নাই। ১৮৬৩ সালে বর্ত্তমান রাজা লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল সার নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর, জি সি এস আই, সিংহাসনাধিকারী হন, তাঁহার বয়স তখন ১০ মাস মাত্র। তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়সকালে রাজ্যশাসনের জন্য একজন ব্রিটিষ কমিসনর নিযুক্ত হন। কমিসনর পুলিস, শিক্ষা, পূর্ত্তকার্য্য, রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রভৃতি সকল বিভাগের উন্নতি সাধন করেন। রাজার শিক্ষা, বিবাহ, বিলাতগমন ও ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত সখ্যতা অনেকেই জানেন। রাজা এখন স্বয়ং কোচবিহারের রাজত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজকার্য্য সম্পাদনার্থ একটী কৌন্সিল বা রাজসভা আছে, মহারাজ তাহার সভাপতি। তাঁহার দেওয়ান রাজস্ববিভাগের তত্ত্বাবধান করেন। বিচার, শিক্ষা, পুলিস, সামরিক বিভাগ, জেল প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের ভার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। রাজসভা চরম আপীল শ্রবণ করেন, কাহারও প্রাণদণ্ড করিতে হইলে সকৌন্সিল মহারাজকে তাহার অনুমোদন করিতে হয়। (সিবিল ও মিলিটারী গেজেট হইতে সঙ্কলিত)।

# জাতীয় উন্নতি।

আজ কাল অনেকেই স্ব স্ব জাতির বা সমাজের উন্নতির জন্য ব্যস্ত। এই জন্য কত স্থানে কত সভা সমিতি বসিতেছে, কত রসনা-বিজৃম্ভিত অচির-অস্তগত বক্তৃতাস্রোতও প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও ভারতীয় রমণীগণের বিদ্যাশিক্ষার আন্দোলন—কোথাও স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন—কোথাও আধমরা হিন্দু-ধর্ম্মকে নিরাময় ও বলবান্ করিবার আন্দোলন—কোথাও দেশীয় মৃত শিল্পের জন্য হাহাকার ও তাহার পুনরভ্যুদয়ের আন্দোলন—কোথাও দেশীয় কৃষকগণের কৃষির উন্নতির আলোচনা—কোথাও যৌথ কারবার খুলিবার আন্দোলন—কোথাও ধর্ম্মতত্ত্বের আন্দোলন ইত্যাদি অনেক দিন ধরিয়া চলিতেছে, কিন্তু

তাহাতে আজও ত আশানুরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ উক্ত আবশ্যক বিষয়সমূহ না হয় দেশের কতকগুলি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল লোকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দুই একটী সার-গর্ভ বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু তাহাতে দেশের অভাব-পূরণ হওয়া অসম্ভব; কারণ এই জাতীয় উন্নতি দুই চারি জন শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি দ্বারা হইতে পারে কি? কখনই নহে। সাধারণের সাহায্য ব্যতীত জাতীয় উন্নতি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; বিশেষতঃ যে জাতির আত্মাবলম্বন নাই, সে জাতি কস্মিন্ কালেও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। বড় হইবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। প্রথমতঃ যে পরিবারে বাস করা যায়, তাহাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বড় হইবার ইচ্ছা জন্মে; উহা পূর্ণ হইলে প্রতিবেশিগণের অপেক্ষা, পরে গ্রামস্থ লোক অপেক্ষা, ও শেষে দেশস্থ লোকদিগের অপেক্ষা বড় হইবার ইচ্ছা বলবতী হইতে থাকে। এইরূপে আত্মীয়তা সম্বন্ধে নৈকট্য লইয়া ক্রমে অপর যাবতীয় উন্নতি সমাধানে ইচ্ছা হয়। প্রথমতঃ নিজ পরিবারগণকে অন্য পরিবার অপেক্ষা, নিজ গ্রামকে অন্য গ্রাম অপেক্ষা, নিজ দেশকে অন্য দেশ অপেক্ষা, নিজ জাতিকে অন্য জাতি অপেক্ষা উন্নত করিবার কামনা হয়। এইরূপে ক্রমশঃ আশা বৃদ্ধি হওয়া মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ। ঈশ্বর মনুষ্যের এইরূপ প্রবৃত্তি দিয়া যে আত্মাবলম্বনে উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, এটি মনুষ্যমাত্রেরই চিন্তা করা আবশ্যক ও উচিত। যদিও সংসারে শোক, দুঃখ, নৈরাশ্য, অলসতা ও রোগাদি মনুষ্যকে উৎসাহ-হীন করিবার চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু মহৎ মনুষ্যগণ ঐ সকল বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্য-পথে আপনাকে চালিত করিতে বিরত হয়েন না।

দুই চারি জন লইয়া একটী জাতি বা সমাজ হইতে পারে না; অনেকগুলি লোক লইয়া একটী জাতি বা সমাজ গঠিত হয়। এই লোকগুলির চরিত্রই জাতীয় জীবন স্বরূপ। ইঁহাদের চরিত্র যেমন হইবে, ভাল হউক বা মন্দ হউক সমাজ তদনুসারে ভাল কিম্বা মন্দ হইবে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, আত্মাবলম্বন উন্নতি-লাভের অদ্বিতীয় উপায়। সুতরাং জাতীয় উন্নতির আশা করিতে হইলে ব্যক্তি-গত স্বাধীনতা আবশ্যক। অবশ্যই আমরা রাজার উপর বা অন্য লোকের উপর স্বাধীনতা ব্যবহার করিবার কথা এ স্থলে বলিতেছি না; যে ব্যক্তিগত স্বাধী-নতা সম্ভবতঃ লোকের থাকিবার কথা, তাহাই বলিতেছি। মনে করুন, একটী চাকরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটুকু আছে। সে তাহার জীবিকার জন্য এক ব্যক্তির চাকরী করিতেছে, সুতরাং সে ত নিজেই উহা তাহার সুবিধা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। যখন বন্য পশু পক্ষিগণের স্বাধীন ভাবে চলিবার ফিরিবার ক্ষমতা আছে, তখন ঈশ্বর একটী প্রধান প্রাণী

মনুষ্যকে স্বাধীনতা-সুখে বঞ্চিত রাখিবেন, ইহা অসম্ভব। কোনও বাড়ীর চাকিরাণী তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সমাধা করিয়া পরে সে অন্য যত সময় পায়, তাহার ইচ্ছামত সৎকার্য্যাদি করিলে তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার নাই। তবে ঈশ্বর যে মনুষ্যকে সমাজবদ্ধ করিবার জন্য পরস্পর-সাপেক্ষ করিয়াছেন, সে সাপেক্ষতাকে প্রকৃত পরাধীনতা বলা যায় না। কোন ব্যক্তি স্বকীয় শ্রমদ্বারা সমাজের উপকার সাধন করিয়া তাহার নিকট যে প্রত্যুপকৃত হয়, তাহাতে বিশুদ্ধ স্বাধীনতার হানি হয় না। আত্মার যথেচ্ছ বিনিয়োজন, বুদ্ধির যথেচ্ছ পরিচালন ও যথেচ্ছ বিষয় পরিচিন্তনে মনুষ্যমাত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীন, সুতরাং স্বাধীনভাবে আত্মনির্ভর করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। আত্মাবলম্বন উন্নতিলাভের প্রধানতম উপায়। উহার ফল যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পুষ্কল হয়, অন্যকৃত সাহায্যের ফল কখনই সেরূপ হয় না। আত্মনির্ভর মনুষ্যকে যেমন সাহসী ও উৎসাহী করিয়া তুলে, অন্যাবলম্বন সেই প্রকার নিরুৎসাহী ও ভীরু করিয়া ফেলে। অন্যের নিকট যিনি যে পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার আত্মপৌরুষ সেই পরিমাণে হীয়মান হইয়া যায়। ব্যক্তিগত উন্নতি ব্যতীত কখনই সমাজের মঙ্গলোন্নতি হইতে পারে না। সৌরাজ্য কি করিবে? সমাজের লোকসমূহ যদি অলস, বিলাসী, অমিতাচারী, নিরুৎসাহ ও পানাসক্ত হয়, তাহা হইলে সৌরাজ্য কি প্রকারে সেই সকল লোককে শ্রমশীল, উৎসাহী, মিতাচারী ও প্রকৃতিস্থ করিবে? পরিবার বল, গ্রাম বল, দেশ বল, আর জাতিই বল, সমষ্টিগত উন্নতি সাধন করিতে হইলে ব্যষ্টিগত উন্নতি বিধানের চেষ্টা না করিলে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। একটী পুষ্পোদ্যানের পারিপাট্য করিতে হইলে, প্রত্যেক বৃক্ষ লতিকার পাটী না করিলে উদ্যানটী কিরূপে সুন্দর হইতে পারে? সুতরাং ব্যষ্টিগত উৎকর্ষ অপকর্ষের উপর সমষ্টিগত উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে। কোন একটী জাতিকে স্বাধীন ও সমুন্নত করিতে হইলে সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনতা-প্রিয়, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, উৎসাহশীল ও সত্য-প্রতিজ্ঞ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মনে করুন, যদি হিন্দু সমাজের কোন দোষ থাকে, তবে সে দোষ হিন্দুগণেরই। অতএব হিন্দুগণ যদি প্রত্যেকে স্ব স্ব দোষ সংশোধন করেন, তাহা হইলে সেই ক্ষণেই সমাজ হইতে সকল দোষ বিদূরিত হইয়া যায়। এই যে সে দিন সম্মতি-আইন পাস হইয়া কত হিন্দু-সন্তানকে তাপিত করিল! হিন্দুগণ কেন নিজেরাই কচি মেয়ের বিবাহ উঠাইয়া দিলেন না? তাহা হইলে ত আজ ইংরেজরাজকে সত্যে পতিত ও হিন্দুগণকে মনস্তাপিত হইতে হইত না। সে ত যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখনও যে এই সমাজে বিবাহ-

বিভ্রাট চলিতেছে। হিন্দু সমাজ যদি এই দোষ নিজে সংশোধন না করেন, তাহা হইলে কন্যাভারগ্রস্ত পিতা যে এক দিন দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? আর এই দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেও যে সমাজ নিরাপদ ও ভ্রমশূন্য হইবে, তাহাও আশা করা যায় না। যদি ব্যষ্টিগত উন্নতি লাভ না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল দোষ মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়া নবীনভাবে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার দেশের ও সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করিবে। যদি একৈক ব্যক্তিকে আত্মনির্ভর-সহ পরিশ্রমী ও সচ্চরিত্র করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত স্বদেশানুরাগিতার কার্য্য করা হয়।

( ক্রমশঃ )

# নূতন সংবাদ।

১। গত ১৪ই নবেম্বর রেওয়ার যুবক রাজা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন।

২। ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী মহীসুর মহারাণীর কলেজে অধ্যাপিকা ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ৪৫০৲ টাকা বেতনে বরদার মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়াছেন।

৩। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কলিকাতা অনাথাশ্রমের গৃহনির্ম্মাণার্থ কুমার মন্মথনাথ মিত্র ১০ হাজার এবং ডাক্তার আর এল দত্ত ২ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

৪। এ বৎসর সিবিল সার্ব্বিসের শেষ পরীক্ষায় জ্যোৎস্না নাথ ঘোষাল ৫ম ও এলবিয়ন রাজকুমার ষষ্ঠ স্থানীয় হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এক জন মুসলমান যুবক প্রথম হইয়াছেন।

৫। তুরুস্কে আর্ম্মেণীয় খৃষ্টানদিগের হত্যা লইয়া গোলযোগ চলিতেছিল। আবার ইমেন নামক স্থানে ৪৫ হাজার আরব বিদ্রোহী হইয়া সুলতানের সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়াছে। এ দিকে লেবাণ্ট সাগরে রুসীয় ও মার্কিণ রণতরী উপস্থিত। সুলতানের ঘোর বিভ্রাট।

৬। আগ্রাতে এক পঞ্জাবী আসিয়াছে, সে দৈর্ঘ্যে ৮ ফিট। এখনও যুবক।

৭। ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রাইবেট সেক্রেটারী সার হেন্‌রী পন্‌সনবী পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি অনেক দিন বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিয়া মহারাণীর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

৮। আগামী ১৭ই ডিসেম্বর বর্ত্তমান ছোট লাট ইলিয়ট সাহেব পদত্যাগ করিবেন এবং সার আলেকজাণ্ডার মাকেঞ্জী বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তৃপদ গ্রহণ করিবেন।

৯। মুক্তিফৌজের প্রবর্ত্তক জেনারল

বুধ আগামী ৩০এ ডিসেম্বর সস্ত্রীক কলিকাতা আসিবেন। সিংহল, মান্দ্রাজ প্রভৃতি অগ্রে পরিদর্শন করিবেন।

১০। কবিচূড়ামণি টেনিসনের পদে আলফ্রেড আষ্টিন মনোনীত হইয়াছেন। সার এডউইন আর্ণল্ডের নিয়োগ-সংবাদ মিথ্যা।

১১। গোয়াতে ঘোরতর বিদ্রোহ হওয়াতে পোর্ত্তুগাল হইতে সৈন্য সহ জাহাজ আসিয়াছে।

১২। ব্রিষ্টলে ইলেকট্রিক ট্রামওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। ৫ মাইল পথ নির্ম্মাণ করিতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মান্দ্রাজেও ঐরূপ ট্রামওয়ে হইতেছে।

১৩। কাম্বেল হাঁসপাতালের ছাত্রী-দিগের জন্য উহারই সন্নিকটে একটী নূতন হোটেল তৈয়ারী হইতেছে। এই বাড়ীটি দ্বিতল হইবে এবং যাহাতে ১০০ ছাত্রী ইহাতে অবস্থান করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। ব্যয় জমির মূল্য সমেত প্রায় ৯৫০০০ হাজার টাকা হইবে। এই হোটেলের নাম লেডি ইলিয়ট হোটেল হইবে।

১৪। বেলফাষ্টে একখানি নূতন জাহাজ তৈয়ার হইতেছে। ইহাতে ২০০০০ টন পর্য্যন্ত মাল বোঝাই হইতে পারিবে। এরূপ বড় জাহাজ পৃথিবীতে আর নাই।

---

# পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। পুণ্যকাহিনী—শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। ইহাতে সত্যানুরাগ, ধর্ম্মনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুত্ব, সতীত্ব, স্বাবলম্বন প্রভৃতি বিবিধ গুণের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রায় ৪০টী আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ। বালক বালিকাদিগের নীতিশিক্ষার পক্ষে এই পুস্তকখানি বিশেষ সহায় হইবে, বলা বাহুল্য। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

২। ভূলোক-রহস্য—শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীত, মূল্য ।০ আনা। গ্রন্থকার অনেক যত্ন ও পরিশ্রমপূর্ব্বক পৃথিবীর লোকসংখ্যা, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ-প্রণালী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, জাতীয় রীতিনীতি প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। পুস্তকখানি অনেকের অনেক প্রয়োজনে লাগিবে।

৩। পুণ্যদা প্রসাদ—শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে একটী সাধুব্রাহ্মের জীবন সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দারিদ্র্য, রোগ, নির্যাতন ও নানাবিধ বিপদের মধ্যে এই ব্রহ্মোপাসক যেরূপে ধর্ম্ম-বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছেন এবং স্বদেশীয় লোক-

দিগের রোগ দারিদ্র্য প্রশমন এবং জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, ও সুখের উন্নতি সাধন জন্য যেরূপে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন, তাহা আদর্শস্থানীয়।

৪। উচ্ছ্বাস—গীতিকবিতা। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন প্রশংসার সহিত যে কাব্যের ভূমিকা লিখিয়াছেন এবং বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে, বলা বাহুল্য। উচ্ছ্বাসে কবিত্ব আছে। লেখক তাহার বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হউন, কৃতকার্য্য হইবেন।

৪-৬। শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী বিরচিত অদ্ভুত রামায়ণ, সীতার জীবন-চরিত ও মাতঙ্গিনী উপহার পাইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম লেখিকা হাবড়া শিব-পুর-নিবাসিনী একটী বিধবা এবং কয়েকটী বালিকার পালনের ভার-গ্রস্তা। দাসীবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া গ্রন্থরচনা দ্বারা জীবিকোপায় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাঁর সাধু সংকল্প সিদ্ধির প্রার্থনা করি। কিন্তু এ দুর্ভাগ্য দেশে গুণের মর্য্যাদার কি আর দিন আছে? গুণগ্রাহিগণ গ্রন্থকর্ত্রীকে বিশেষ উৎসাহদান না করিলে পুস্তক ছাপাইয়া তিনি দায়ের উপর আরও দায়গ্রস্ত হইবেন।

অদ্ভুত রামায়ণ, মূল্য ১৲ টকা—নানা ছন্দে সরল পদ্যে রচিত। ইহাতে রামায়ণের অনেক অদ্ভুত রহস্য আছে।

সীতার জীবনচরিত, মূল্য ।৵০ আনা—ইহাতেও অদ্ভুত কথা ও সতীধর্ম্ম বর্ণিত আছে।

মাতঙ্গিনী, মূল্য ।০ আনা। এরূপ বীভৎস ও লোমহর্ষণ ঘটনা অশ্রাব্য। লেখিকা পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়া স্বয়ং অনুতপ্তা হইয়াছেন, ইহা বস্তুতঃ নারী-লেখনীর অযোগ্য।

# বামারচনা।

## হিন্দুরমণী।

( ৩৬৯ সংখ্যা—১৮৮ পৃষ্ঠার পর )

ভারতের ইতিহাস পাঠক পাঠিকার নিকট দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের নাম অপরিচিত নহে। তিনি কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সেই অপরূপ বিবাহ-কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনেক উপন্যাসাদি রচিত হইয়াছে, অনেক গাথা গীত হইয়া থাকে। ঐ বিবাহের কিছুকাল পরেই যবনেরা ভারত আক্রমণ করে। এক দিন রজনীতে পৃথ্বীরাজ প্রিয়তমা পত্নী সংযুক্তাদেবীর সহিত এক

শয্যায় নিদ্রিত আছেন, রাত্রিশেষে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইলেন। প্রিয়তমা সংযুক্তাদেবীকে জাগাইয়া কহিলেন "প্রিয়ে, আমি নিদ্রিতাবস্থায় দেখিলাম যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী রম্ভার ন্যায় অলোকসামান্য রূপবতী এক কামিনী সজোরে আমার এক বাহু আকর্ষণ করিল। পরে সেই মায়াবিনী তোমাকে আক্রমণ করিল। যখন তুমি অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িলে, প্রেতবৎ এক ভয়ানক হস্তী আসিয়া তোমাকে চাপিয়া ধরিল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি, রম্ভা কি দানব কেহই নাই। আমার হৃদয় ভয়ানক কম্পিত হইতেছে, বিধাতাই জানেন, ভাগ্যে কি আছে !!"

প্রেমময়ী সংযুক্তা উত্তর করিলেন, "প্রাণেশ্বর! পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি তোমার ন্যায় যশঃ ঐশ্বর্য্য বা সুখ সম্ভোগ করিয়াছে? মৃত্যু কেবল মানবেরই অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট নহে, দেবতারাও মৃত্যুর অধীন। সকলেই পুরাতন বাসত্যাগে অভিলাষী, কিন্তু মরিতে জানিলে মৃত্যুতেই মানবকে অমর করে। প্রাণনাথ! আত্মচিন্তা, পাপ স্বার্থ-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অমরত্বলাভের চিন্তা কর। শাণিত কৃপাণ হস্তে শত্রুদলে প্রবেশ-পূর্ব্বক অরাতি-মস্তক দ্বিখণ্ডিত কর। আমি তোমার চিরসঙ্গিনী থাকিব।" সংযুক্তা দেবীর উক্তি শ্রবণ করিলে মনে পড়ে :—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

এবং

"সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥"

কোনও বর্ত্তমান সভ্য দেশের রমণী এতাদৃশ ধর্ম্মানুগত সারগর্ভ তেজস্বী বাক্য উচ্চারণ করিতে কি সমর্থা হইয়াছেন? যাহা হউক, নিশাবসানে রাজা নিজ স্বপ্নবৃত্তান্ত গুরু পুরোহিতের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা অশুভনাশ-মানসে নানাবিধ শান্তি-স্বস্ত্যয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গুরুদেব রক্ষা-কবচ লিখিয়া মহারাজকে অর্পণ করিলেন, তিনি তাহা নিজ উষ্ণিষে ধারণ করিলেন। বলি, হোম, পূজা প্রভৃতি নানাবিধ দৈব-ক্রিয়া হইতে লাগিল। কিন্তু শান্তি-স্বস্ত্যয়নে কি দৈবের গতি প্রতিরোধ করা যায়? যদি মনুষ্য কোন প্রকার অদৃষ্টের ভোগ খণ্ডাইতে পারিত, তাহা হইলে এত ভোগ ভুগিতে হইবে কেন? যৎকালে দিল্লীর রাজপূত বীরবর্গ একত্রে এক সামরিক সভা আহ্বান করিয়া গজনীর সুলতানের গতি প্রতিরোধ করিবার উপায় অবধারণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে পৃথ্বী-রাজ ঐ সভা হইতে গোপনে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রিয়তমা সংযুক্তাদেবীর সহিত পরামর্শ গ্রহণ করিতে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। রাজা পরামর্শ চাহিলে সংযুক্তা দেবী উত্তর দিতেছেন ;—"উপদেশ দিবার জন্য কে কোথায় নারীকে আহ্বান করে? জগতে তাহারা অবলা বলিয়া কথিতা, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে।

তাহারা সত্য বলিলেও কে তাহাতে কর্ণপাত করে? তথাপি জগতে রমণী না থাকিলে কি হইত? দেখ শিবের সহিত শক্তি সর্ব্বদা সম্মিলিতা। আমরা যুগপৎ অশক্তি ও শক্তি বিপরীত গুণের আধার। জ্যোতিষী পণ্ডিত শাস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির গতি অবধারণ করিতে পারেন, কিন্তু নারীতত্বে তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এ কথা আজ নূতন বলিতেছি না, বহু প্রাচীন কথাই কহিতেছি। নারীতত্বে তাঁহাদের অধিকার নাই, সুতরাং নিজ নিজ অনভিজ্ঞতা লুকাইতে গিয়া তাঁহারা কহেন যে, 'রমণী অবলা।' তথাপি রমণী তোমাদের সুখে সুখিনী, দুঃখে দুঃখিনী। এমন কি তোমরা যখন নশ্বর ধরাধাম ত্যাগ কর, তখনও আমরা তোমাদের সঙ্গিনী। * *" যখন রণবাদ্য গভীর বাজিয়া উঠিল, রাজপুতগণ জ্বলন্ত বীরদর্পে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধযাত্রা হেতু সজ্জিত, প্রেমময়া সংযুক্তা নিজ হস্তে প্রিয় পতিকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিতেছেন। তিনি বহু চেষ্টাতেও বর্ম্ম অঙ্গে সুবিন্যস্ত করিতে পারিতেছেন না, তাহার বন্ধনী খুঁজিয়া মিলিতেছে না! পারিবেন কি? তাঁহার চক্ষু কোথায়? তাঁহার চক্ষুদ্বয় পতির বদনমণ্ডলের প্রতি অনিমিষে চাহিয়া আছে। সুদরিদ্র ব্যক্তি পথিমধ্যে এক খণ্ড কাঞ্চন দেখিলে যেমন সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকে, সংযুক্তাদেবী সেইরূপ সতৃষ্ণনয়নে পৃথ্বীরাজের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন—যেন জনমের মত দেখিয়া লইতেছেন। অকস্মাৎ তূর্য্যনিনাদ হইল, সংযুক্তার মস্তকে যেন বজ্র নিপতিত হইল। পতিকে যুদ্ধে বিদায় দিয়া কহিলেন "এবার স্বর্গে গিয়া পুনরায় ঐ মুখ দেখিব। পৃথিবীতে ও মুখ দেখা আর ভাগ্যে নাই।" তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। শঠ যবনচক্রে পৃথ্বীরাজ বন্দী ও নিহত হইলেন। আর ঐশী-শক্তিশালিনী সতী-শিরোমণি দেবী সংযুক্তা হাসিতে হাসিতে চিতারোহণ করিলেন।

আর এক তেজস্বিনী রমণীর চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া অদ্য বিদায় লইব। গানোর রাজ্যের অধীশ্বরী যবনদিগের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে পাঁচটা দুর্গ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নর্ম্মদানদী-তীরস্থ তাঁহার এক দুর্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তথায় আসিয়া পৌছিতে না পৌছিতেই যবনসৈন্য তাঁহার অনুসরণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইল। এ দিকে পৌনঃপুনিক যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যদল অল্পসংখ্যক ও হীনোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। রাণীর সাহস থাকিলে কি হইবে? দুর্গ অত্যল্প কালের মধ্যেই শত্রু-কর-তল-গত হইল। ঐ পশ্চাদ্ধাবনশীল যবন বীর বর্ত্তমান ভূপাল রাজবংশীয়দিগের আদিপুরুষ। বীরবর গানোর রাজ্ঞীর অসামান্য রূপলাবণ্যে এতাদৃশ মোহিত হইয়াছিলেন যে, দুর্গজয়ের পরক্ষণেই তিনি রাণীর নিকট প্রস্তাব করিলেন, যদি রাণী তাঁহাকে বিবাহ

করেন, তাহা হইলে রাণীর নিজ রাজ্যত থাকিবেই, অধিকন্তু তাঁহারও সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবেন। খাঁ সাহেব এই প্রস্তাব করিয়া প্রাসাদের নিম্নতলে রাণীর উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাণী দেখিলেন, এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলে কোনও ফল নাই, বরঞ্চ বলপ্রকাশের সম্ভাবনা। সুতরাং তিনি সম্মতি জানাইয়া উত্তর দিলেন যে, "খাঁ সাহেবের অদ্ভুত বীরত্বে তিনিও মোহিতা ও পরম প্রীতা হইয়াছেন; এবং তাঁহার প্রস্তাবে তিনি বিশেষ আপ্যায়িতা হইয়াছেন। শুভ বিবাহ এই প্রাসাদেই সম্পন্ন হইয়া যাউক! তবে এই প্রার্থনা যে, উভয় পক্ষই যেরূপ সম্ভ্রান্ত, তাহাতে সম্মানানুযায়ী পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিবার জন্য এক প্রহর সময় ভিক্ষা দিতে হইবে।" বলা বাহুল্য, খাঁ সাহেব এই প্রস্তাব অতি প্রীতমনে অনুমোদন করিলেন। মহাসমারোহে বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। কর্কশ রণবাদ্যের পরিবর্ত্তে মধুর বৈবাহিক বাদ্য বাজিতে লাগিল। রাণী খাঁ সাহেবের নিকট বিবাহোপযোগী মহার্হ পরিচ্ছদ ও রত্নালঙ্কার উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়াবসানে খাঁ সাহেব অন্তঃপুরে আহূত হইলেন। তিনি সানন্দে রাজ্ঞী-প্রেরিত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া বরবেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, লোকমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, রাজ্ঞী তাহা অপেক্ষাও শতগুণে অধিক সুন্দরী। রাণী অতি সমাদরে তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে বসাইলেন। নানাবিধ প্রেমালাপে সময় মুহূর্ত্তবৎ অতিবাহিত হইতে লাগিল। খাঁ সাহেব রাণীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া নির্নিমেষনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, হঠাৎ তাঁহার গা কেমন করিতে লাগিল; অত্যন্ত গরম বোধ হইতে লাগিল। পাখা চলিল, শীতল সলিল সেক করা হইল, কোনও ফলোদয় হইল না। খাঁ সাহেব অধীর হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। রাণী এই সময় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "শুন খাঁ, তোমার শেষের সে দিন উপস্থিত, আমাদের বিবাহ ও মৃত্যু একত্রে সম্পাদিত হইবে। তুমি যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছ, সে সমস্তই বিষাক্ত! কি করি বল, সতীত্ব রক্ষা করিবার, অপবিত্রতার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার অন্য উপায় রাখ নাই।" রাণীর এই উক্তি শ্রবণে সকলে চমকিত হইয়া উঠিলেন, রাণীও তৎক্ষণাৎ গবাক্ষ দিয়া নিম্নে নর্ম্মদা-সলিলে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। এ দিকে বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া খাঁ সাহেবের মৃত্যু হইল।

সতীত্বের মহিমা হিন্দুরমণীর ন্যায় অন্য কোন দেশের রমণী বুঝিয়াছে কি?

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী।

No 372. · January, 1896.

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।


| ৩৭২ সংখ্যা। | পৌষ ১৩০২—জানুয়ারী, ১৮৯৬। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ |
|---|---|---|


## সূচী।



## কলিকাতা।

৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট বাই লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৵০ আনা।

No. 372. January, 1890.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭২ সংখ্যা। পৌষ ১৩০২—জানুয়ারী, ১৮৯৬। ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া— প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বাবু জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁহার নবাবিষ্কৃত আলোকের আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ইংলণ্ডের "রয়াল সোসাইটী" নামক সভায় পাঠান, তাহা তথায় আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে, এবং তাঁহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাহায্যার্থ উক্ত সভার ফণ্ড হইতে সাহায্য প্রদত্ত হইবে। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নয়।

বিবি বেজাণ্টের বক্তৃতা—ডিসেম্বরের ২৭এ হইতে ৩০এ পর্য্যন্ত চারি দিন বিবি বেজাণ্ট থিওজফিক্যাল সভার আদিয়ার শাখায় কর্ম্ম, ধ্যান, সিদ্ধি এবং মানব-জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে ৪টী বক্তৃতা করিবেন।

যুবরাজের সৌজন্য—কোনও ভদ্র-লোক যুবরাজের সহিত কথা কহিতে কহিতে প্রত্যেক বার "Your Royal Highness"—"আপনার রাজকীয় মহিমা" বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন; তাহাতে যুবরাজ বলিলেন "অত কথা না বলিয়া "Sir" (মহাশয়) বলুন, অনেক কম সময় নষ্ট হইবে এবং আমি এইরূপ সম্বোধন ভালবাসি।

বস্ত্র রোগের কারণ—এক রুষ বৈজ্ঞানিক অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন, বস্ত্র পরিধান হেতু মানবের এত রোগ হয়, বিবস্ত্র থাকিতে পারিলে নীরোগ হওয়া যায়। অন্যান্য জন্তুর সহিত মানবের পার্থক্য কেবল বস্ত্র পরিধানে নয়— রন্ধন, বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মযাজনে; এ গুলিও কি রোগের কারণ? তবে বস্ত্র-রোগও আছে।

ছারপোকার গাঁতি—আমেরিকার কানসাস প্রদেশের উইচিটা নগরে গত ২৭এ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে পঙ্গপালের ন্যায় ছারপোকা-পাল সমুদায় নগর ছাইয়া ফেলে, রাস্তা ছারপোকায় আধ ইঞ্চি পুরু হয়। ইহাদের আবরণে তাড়িতালোক ম্লান হইয়াছিল, মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হয়, সকল স্থানই ছারপোকাময় !!

ছাত্রীনিবাস-প্রতিষ্ঠা—পুরাতন ছোট লাট গত ১২ই ডিসেম্বর কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের ছাত্রীদিগের জন্য নির্ম্মিত ছাত্রীনিবাসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার নাম ইলিয়ট ছাত্রীনিবাস হইল।

পারিসের চোর—বর্ত্তমান বর্ষের জুন মাস পর্য্যন্ত ৪০০০ চোর ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী রাজকন্যা এবং আর কয়েকটী বড় বড় জমীদার-ঘরের মেয়ে। 'যার যে রীত, না ছাড়ে কদাচিৎ।'

অন্ধদিগের জন্য ঘড়ী—এক সুইডেনবাসী এক প্রকার ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার দাগের মাঝে ছোট ছোট খোঁটা বসান। অন্ধ ব্যক্তি হাত বুলাইয়া সময় বুঝিয়া লয়।

সারদা-সদনে খ্রীষ্ট বিভীষিকা—মারহাট্টা পত্র লিখিয়াছেন, পণ্ডিতা রমা বাইয়ের সারদা-সদনে এককালে ১২টী হিন্দু রমণী খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন। ইহাতে হিন্দুরা ভীত হইতে পারেন।

মহারাণীর পতিভক্তি—উইণ্ডসর কাসেল রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষ পুনঃ সজ্জিত হইয়াছে। ইহার দ্বারের উপর মহারাণীর নিজের সুন্দর পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিত আছে "এই কক্ষের প্রত্যেক দ্রব্য আমার স্বর্গীয় স্বামী কর্তৃক আমার রাজত্বের চতুর্বিংশ বৎসরে আমার জন্য মনোনীত।"

---

# স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আমোদ।

অনেক জ্ঞানী পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির আমোদ-উপভোগেচ্ছা অতিশয় প্রবলা। এ কথার সত্যতা বিষয়ে আমাদিগেরও কোন সন্দেহ নাই। আমরা লোকবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের জীবন ও কার্য্য আলোচনা করিয়া যে এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে। এ জগতের সভ্য, অসভ্য, অতীত, বর্ত্তমান, সকল জাতির ও সকল সময়ের স্ত্রীলোকের প্রকৃতি আলোচনা করিলে অনুভূত হয় যে, আমোদ-উপভোগেচ্ছা স্ত্রীচরিত্রে স্বতঃ প্রবলা।

কিন্তু এই স্বাভাবিক বৃত্তি অনুশীলন ও চরিতার্থ করা বিধাতার ইচ্ছা কি না, ন্যায় ও পবিত্রতার অনুমোদিত কি না, তাহা না বুঝিলে ইহা নারী-সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এ জগতে আমোদ

যেরূপ উপকারী, সেইরূপ অনুপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তবে শ্রেণীবিশেষের লোক শুষ্কহৃদয় বলিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, আমোদের বড়ই বিদ্বেষী। আমরা, আমোদের সেই স্বতঃ-বিরোধী ব্যক্তিগণের অবস্থা "দয়া-উত্তেজক" বলিলে, বোধ হয় অন্যায় কথা হয় না। কারণ (বিদ্বেষ ভাব প্রযুক্ত) তাঁহারা আমোদের এত বিরোধী যে, "আমোদ" নাম শুনিলেই তাঁহাদের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া যায়। তাঁহাদের বিবেচনায় আমোদ বালকোচিত অসার ও মনুষ্যত্ব-নাশক কার্য্য। তাঁহারা নিজে তো গম্ভীর, বিষণ্ণভাবে থাকিবেনই, তাহার উপরে পরের হাসি, পরের প্রফুল্লতা, তাহাও সহিতে পারেন না। মানুষ কড়াকড় নিয়মে থাকিবে, পরিমিত সুখ চাহিবে, যতক্ষণ কাজ করিবার ততক্ষণ কাজ করিবে, বিশ্রামকালে একটা দারুণ নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে কড়ি কাঠের দিকে চাহিয়া হাই ছাড়িতে থাকিবে—ফলতঃ সকল সময়েই "বিষণ্ণতা" নামক এক দেবীর পরিচালনায় 'চোথ-ঢাকা বলদের' মত নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবে, এই হইল তাঁহাদের বিবেচনায় "মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা।" যদি মানুষের প্রাণে আনন্দ-লালসা না থাকিত, যদি আনন্দে একটা অশাসিত উচ্ছ্বাস না থাকিত, যদি "হাসি" বলিয়া বিশ্বসংসারে যে একটা জিনিস আছে, সেই জিনিসটা না থাকিত, আর মনুষ্যজীবন যদি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্রের মত অথবা ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার মত এক একটা নীরস বাঁধা বাঁধির মধ্যে থাকিত, তাহা হইলেই বোধ হয় এই শ্রেণীর লোকগুলি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বয়ং বিধাতার ইচ্ছা সেরূপ নহে, সুতরাং বেচারাদিগের বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি নিবারণের কোনও উপায় দেখা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে "আমোদ" অনিষ্টকর ভাবিয়া যে ইঁহারা এত অসন্তুষ্ট তাহা নহে—"আমোদ" শব্দের উপরেই ইঁহাদিগের অপ্রবৃত্তি। এ রকম "ব্যক্তিগত বিদ্বেষ" অবশ্য ধর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু শুষ্কচরিত্র মানবের কথায় না হউক, একদিকে আমোদ হইতেই মানবের মহা অধর্ম্ম, মহা সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। মানুষ যদি ন্যায়ের পথ ভুলিয়া আমোদে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম, হিতাহিত কিছুই মনে থাকে না। বলিতে কি, এ জগতে যত কুকার্য্য হয়, আমোদেচ্ছাই তাহার অনেকগুলির মূল স্বরূপ। আমোদের লোভে কত মানুষ হৃদয়হীন রাক্ষসের মত কাজ করে, কত মানুষ মোহান্ধ হইয়া ইহকাল, পরকাল ডুবায়, তাহার ঠিকানা নাই। মানুষ মদ খায়, গুলি খায়, আমোদের লোভে; মানুষ (অনেক সময়ে) চুরি করে, ডাকাতি করে, আমোদের লোভে; এ সব কাজের অপেক্ষা আরও ঘৃণিত, আরও ভয়ানক কাজ করে আমোদের লোভে। এমন জিনিস স্ত্রীজাতির হাতে দিতে কি মানুষের প্রবৃত্তি হয়? আর এমন জিনিস গ্রহণ

করিতেই বা কোন্ রমণীর প্রবৃত্তি হয় ?— এ বিষয়ে কথা আছে।

কেবল আমোদ বলিয় নহে ; মানবের উপভোগ্য বহুতর জিনিসেরই এই রকম দশা হয়। ইহার কারণ এই যে, জগদীশ্বর —করুণাময় জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল ক্ষুদ্রতর ও মহত্তর মনোবৃত্তি দিয়াছেন, সেই সকলগুলি চরিতার্থ করিবার জন্য জগতে বহুবিধ উপাদানও রাখিয়াছেন। মানব ন্যায় পথে থাকিয়া সেই সকল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। 'এইরূপে প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতে পারিলেই মানবজীবনের উন্নতি সাধিত হয়। ইহার অন্যথাই মানবের সকল অবনতির মূল অর্থাৎ অন্যায়ের পথে গিয়া মানব যদি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, তাহা হইলেই তাহার জীবন পশুবৎ জঘন্য হইয়া থাকে।*

মানবের সকল মনোবৃত্তির মধ্যে আমোদেচ্ছাও এক বৃত্তি। এই প্রবৃত্তিকে ইংরাজিতে "এস্থেটিক" ( Aesthetic ) বলে। বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবু "চিত্তরঞ্জিনী" বৃত্তি বলিয়াছেন। আমরা সেই বঙ্গ-সাহিত্য-গুরুর পথানুসরণে ইহাকে সেই নামে অভিহিত করিতেছি। এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির কার্য্য আনন্দোৎপাদন ও আনন্দ-গ্রহণ। এই বৃত্তির চরিতার্থতা রূপ আনন্দকেই আমরা বলিয়া থাকি, "আমোদ"। অতএব জগদীশ্বর যখন এই মনোবৃত্তি দিয়াছেন, এবং ন্যায় পথে থাকিয়া ইহা চরিতার্থ করিবার বহুতর উপায় বিধান করিয়াছেন, তখন ন্যায় পথে থাকিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করা আমাদের এক পরম কর্ত্তব্য। আর এই ন্যায় পথ ভুলিয়া আমরা যদি দূষিত আমোদ উপভোগ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলেই আমাদিগের সর্ব্বনাশ হয়, আমাদের জীবন মহাকলঙ্কে কলঙ্কিত হয়, আমরা মানবজন্মে প্রকৃত পশুত্ব প্রাপ্ত হই। এই জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত আমোদ উপভোগ করা আমাদিগের উচিত।

এ সংসারে মানব যে দূষিত আমোদ গ্রহণ করে, তাহার প্রধান কারণ তিনটী। প্রথমতঃ মানব শিক্ষা ও সাহচর্য্যের দোষে বিকৃত রুচি প্রাপ্ত হইলে, তাহার সকল ইচ্ছা ও কার্য্যেরই বিকৃতি ঘটে। কৃমি কীট যেমন ফুলের সৌরভ সহিতে পারে না, নরককুণ্ডেই আনন্দ লাভ করে, বিকৃত-রুচি মানব সেইরূপ সাধু পবিত্র ভাব-পূর্ণ আমোদে আনন্দ প্রাপ্ত হয় না, ঘৃণিত পাশবাচরণে "পরম আমোদ"

*এইজন্য কোন্ প্রবৃত্তি কিরূপে পরিচালিত করিলে তাহা ধর্ম্ম ও ন্যায়ের অনুমোদিত হয়, সে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা মানব-জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য। সে শিক্ষা না পাইলে মানব ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতিতে যতই উন্নতি লাভ করুন না কেন, তাঁহার আপনার প্রতি কোনও অধিকার থাকে না। তাঁহার দ্বারা জগতের অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন হইলেও তিনি আপনাকে আপনি পরিচালিত করিতে পারেন না।

অনুভব করে! যদি ভগবান্ কৃপা করিয়া সাধুসঙ্গ বা সাধু ইচ্ছার উত্তেজনায় ইহাদিগের রুচি পবিত্র করিয়া দেন, তাহা হইলেই ইহাদের জীবনের উন্নতি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যে মানব ক্রমাগত আমোদ উপভোগ করে, তাহার এত আসক্তি জন্মে যে, ক্রমশঃ অধিকতর আমোদ উপভোগ করিতেই ইচ্ছা হয়। এইরূপ লালসা বশতঃ মানব পবিত্রই হউক, আর অপবিত্রই হউক, আমোদমাত্রই উপভোগ করিয়া আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করে। তৃতীয়তঃ, ক্ষুধার্ত্ত মানব উপযুক্ত আহার্য্য না পাইলে কুপথ্য খাইয়া যেমন ক্ষুধাবৃত্তি চরিতার্থ করে, আমোদপ্রিয় মানব-চিত্ত নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিতে না পাইলে দূষিত আমোদ উপভোগে আত্মা কলুষিত করে।* এই দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

আমাদের সহজ বুদ্ধিতে অনুভূত হয় যে, শেষোক্ত দুইটী কারণে এরূপ দুর্ঘটনা —অর্থাৎ অতিরিক্ত লালসা বশতঃ অথবা নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগের অভাব প্রযুক্ত যে দূষিত আমোদ-উপভোগেচ্ছা, দয়াময় জগদীশ্বর তাহা নিবারণের উপায় এত সহজ করিয়াছেন যে একটু চেষ্টা করিলে সকলেই তাহা নিবারণ করিতে পারেন। ইহা নিবারণের উপায় সংযতচিত্তে নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলন। এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় যে, যে ব্যক্তি অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছে, সুরাপানে তাহার যেমন প্রবৃত্তি জন্মে না, যে সংযত-চেতা ব্যক্তি নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিতে পায়, ঘৃণিত আমোদ উপভোগ করিতে তাহারও সেইরূপ প্রবৃত্তি হয় না। নির্দ্দোষ আমোদে মানবের পবিত্রতা-পিপাসা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

অতএব নির্দ্দোষ আমোদ যে স্ত্রীজাতির উপযোগী, এ কথা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহাতে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিকী বৃত্তি চরিতার্থ হয়, হৃদয়ের উন্নতি হয়, সামাজিক সুখ ও মঙ্গল বর্দ্ধিত হয়। রমণী বিশ্রাম-সময়ে, সংযতচিত্তে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিলে প্রভূত কল্যাণ লাভ করিতে পারেন।

প্রাচীন কালে ভারত মহিলাদিগকে নৃত্য, গীত ও চিত্রশিক্ষা দেওয়া হইত, সংস্কৃত অনেক গ্রন্থে তদ্বিষয় লিখিত আছে। সীতা, সাবিত্রী বা শকুন্তলা ও অন্যান্য রাজমহিষীরাও অনেক সময়ে তপোবনে গিয়া প্রকৃতির সরল, শ্যামল সৌন্দর্য্যছটায় মুগ্ধ হইতেন। মুসলমান মহিলাগণের মধ্যেও চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা প্রচলিত ছিল। এ সকল নির্দ্দোষ আমোদ-অনুশীলনের উপকরণ। বর্ত্তমান সমাজে ইয়োরোপ প্রভৃতি স্থানে রমণী-

* এ দেশে নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলন রীতি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত না থাকায়, বঙ্গীয় সমাজে অনেক দূষিত আমোদ প্রচলিত। বাইনাচ, খেমটা নাচ, অশ্লীল গান ও গ্রাম্য কবির লড়াই এবং আরও কত রকম এ দেশে চলিতেছে। বড়ই লজ্জার কথা!

গণকে বিবিধ আচারানুষ্ঠানের সহিত নির্দ্দোষ আমোদ শিক্ষা. দেওয়া হয়। তাহারই অনুকরণে এ দেশে বেথুন কলেজ প্রভৃতি দুই একটী উচ্চতর স্ত্রীবিদ্যালয়ে শিল্প ও সঙ্গীতের চর্চ্চা হইতেছে বটে, কিন্তু ক্রমশঃ বঙ্গবাসিনীদিগের উপযোগী অধিকতর আমোদের পন্থা উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। কলেজের দুটি পাঁচটী মেয়ে নির্দ্দোষ আমোদের শিক্ষা পাইলেই যথেষ্ট হইল না, সমগ্র বঙ্গবাসিনীগণ যাহাতে এই সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

( ক্রমশঃ )

# উদাসীনের চিন্তা।

## ঈশ্বর-তত্ত্ব।

মোক্ষদা একজন ধ্যানপরায়ণা যোগিনী। তিনি বহুদিনের কঠোর সাধনার পর সিদ্ধকামা হইয়াছেন। এখন অনেক মহিলা তাঁহার অমৃতোপম ধর্ম্মকথা শুনিতে আসেন। তিনিও মহিলাদিগের সহিত প্রায় সমস্ত দিন ধর্ম্মপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিতে ভালবাসেন। তিনি প্রাচীনা বলিয়া নবীনারা সকলেই তাঁহাকে 'দিদি মা' বলিয়া সম্বোধন করেন। একদিন সরোজিনীনাম্নী বিংশতিবর্ষীয়া এক যুবতী ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়ের সাদর সম্ভাষণের পর সরোজিনী পার্শ্বস্থ এক আসনে উপবেশন করিলেন। বহুদিন হইতেই তাঁহার মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। স্বয়ং কোন মীমাংসায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া মোক্ষদার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি মা! সকলের নিকট শুনিতে পাই, এই জগৎ-কার্য্যের একজন কর্ত্তা আছেন, তিনিই ইহা রক্ষা কচ্ছেন, আবার তিনিই কালে বিনাশ করেন। কই আমিত কাহাকেও দেখ্তে পাই নাই, তবে এ কথা বিশ্বাস কর্‌বো কেন? যাহা প্রত্যক্ষ কর্ত্তে পাচ্ছি না, সে কথাত বিশ্বাস কর্ত্তে মন চায় না।

মো। তুমি যে তোমার জননীর গর্ভে জন্মেছ এ কথা বিশ্বাস কর কি?

স। হাঁ, তা বিশ্বাস করি বই কি?

মো। সে কথা কি দেখে বিশ্বাস কর, না শুনে বিশ্বাস কর?

স। হাঁ, শুনেই বিশ্বাস করি, কিন্তু যদি আর কাহারও সন্তান হতে না দেখ্তেম, তাহলে হয়ত এ বিশ্বাস ম্লান হয়ে পড়্‌ত। আরও দশটী সন্তান

জননীগর্ভে জন্মিতেছে দেখিয়া আমিও যে মায়ের উদরে জন্মেছি, এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হচ্ছে।

মো। বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে এখানে কথা হচ্ছে না, অপ্রত্যক্ষ কোন বিষয় লোকের মুখে শুনিয়া লোক বিশ্বাস করে কি না, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। তুমি যখন এক বিষয়ে তাহা স্বীকার কর্লে, তখন অন্য বিষয়ে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব, এ কথা বলতে পার না।

স। আপনার কথা মানিয়া লইলাম, কিন্তু যাঁহারা আমার জন্মঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, আমি তাঁহাদের কথাতেই বিশ্বাস করি, । যদি কেহ ঈশ্বরকে এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কথার উপর প্রত্যয় করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারি। কোথাও এরূপ লোকত দেখি না।

মো। এরূপ লোক দেখ না তাহার অর্থ কি? যাঁহারা ঈশ্বর আছেন বলেন, তাঁহারা কি মিথ্যা কথা বলেন?

স। আমিও ত এক সময়ে ঈশ্বর আছেন বল্‌তেম, এখন আমার সন্দেহ জন্মেছে। আমি এখন দেখ্‌ছি আমার ওরূপ বলা মিথ্যা না হলেও সত্য নহে, উহা সংস্কারমূলক মাত্র, জগতের সকল লোকেই এরূপ সংস্কারের অধীন হ'তে পারে।

মো। মানিয়া লইলাম যে, জগতের অধিকাংশ লোকের ঈশ্বরে প্রত্যয় সংস্কারমূলক, কিন্তু সকল লোকের পক্ষে যদি উহা মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সংস্কারের উৎপত্তি কোথা হ'তে হল?

স। ভ্রম হইতে কি সংস্কারের উৎপত্তি হয় না? সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ ক'রে থাকে, এ সংস্কার আজিও মানবের মনে বিদ্যমান আছে, এক সময়ে সকল লোকেই ইহা বিশ্বাস কর্ত্তো। সুতরাং সকল সংস্কারই জ্ঞানমূলক, এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংস্কারও এইরূপ ভ্রমাত্মক মনে করি না কেন? কালে লোকের মনের এ ভ্রম ঘুচিতে পারে; এবং এখন যেমন অনেক লোক সূর্য্যের এবং পৃথিবীর স্থিরতা ও গতি বিশ্বাস করিয়া থাকে, সেইরূপ অনেক লোক মন থেকে ঈশ্বর-বিশ্বাস দূরীভূত করিয়া জড়বাদীদের মত জগৎকে জড়ীয় শক্তির কার্য্য ব'লে মনে কর্ত্তে পারে।

মো। কথা কাটলে চল্‌বে না; আচ্ছা, তুমিই এই সংস্কারের মূল কোথায় একবার নির্দ্ধারণ কর। সূর্য্য সম্বন্ধে দৃষ্টিশক্তির অপূর্ণতাই ভ্রমের মূল। নয়ন যাহা ভুল করে, অন্যান্য ইন্দ্রিয় তাহা শোধন করিয়া দেয়। কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্বন্ধে ভ্রমের আদি কারণ ঠিক্ কর্ত্তে হবে।

স। আমি যাহা বুঝেছি তাহা বলি। কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, আমরা ইহা প্রত্যক্ষ কর্ত্তে পারি। তাই জগৎকে কার্য্য মনে ক'রে তারও এক কারণ আছে, ইহা অনুমান করে লই। কিন্তু জগৎকে কার্য্য মনে না কল্লে কারণের

অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ কার্য্য মনে কল্লেও জড়বাদীদের মত জড়ীয় শক্তিকে কারণ বলিয়া মান্‌লেই চলে।

মো। তুমি অনেকটা এগিয়ে এসেছ, তোমাকে কার্য্য ও কারণ শব্দের লক্ষণা দিতে হবে। তার পর কার্য্যমাত্রেরই যে কারণ আছে, তাহা প্রত্যক্ষীভূত সত্য কিরূপে বুল্লে?

স। আপনার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া ঠিক্ হয় নাই। যা হোক বিচার না কল্লে সন্দেহ যায় না। বিচার কর্ত্তে হবে। আকৃতি কিংবা প্রকৃতির পরিবর্ত্তনই কার্য্য শব্দের বাচ্য, শক্তি না হইলে কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। এই পরিবর্ত্তনোৎপাদন-সমর্থ শক্তিশালী বস্তু বা সত্তাই কারণ শব্দের বাচ্য। আমরা বাহ্য জগতে এইরূপ পরিবর্ত্তন অহর্নিশ প্রত্যক্ষ ক'রে থাকি এবং তাহার মূলে শক্তিশালী কারণও দেখ্‌তে পাই।

মো। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝালে ভাল হয়।

স। আগুনে হাত দিলেম, হাত পুড়ে গেল। হাতের যে বর্ণ যেরূপ ছিল, অগ্নিদগ্ধ হওয়াতে তাহার পরিবর্ত্তন হ'ল। মনে যে ভাব বিদ্যমান ছিল, অগ্নিদাহের পর তাহা তিরোহিত হইয়া যন্ত্রণা উপস্থিত হ'ল। বাহিরে শরীরে—অন্তরে মনে পরিবর্ত্তন ঘটিল। সুতরাং অগ্নির দাহিকা শক্তিই ইহার কারণ।

মো। শক্তি ভিন্ন পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে পারে না, এ কথা কে বল্লে? তার পর অগ্নির যে দাহিকা শক্তি আছে, তাহা কিরূপে প্রত্যক্ষের বিষয় হ'ল? শক্তি কি কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা? যদি তাহা হয়, তা হ'লে কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা শক্তি প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে?

স। কেন সকলেইত বলে যে, শক্তি ভিন্ন পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে পারে না?

মো। তুমি আমার ভ্রম দূর কর্ত্তে যেয়ে আপনিই ভ্রমে পড়্‌ছ। সকলে বল্লে বলেই একটি কথা সত্য ব'লে কি মেনে নিতে হবে?

স। তবে আমি জানি না, আপনি যদি এ বিশ্বাসের মূল কোথায় জানেন, আমায় বলুন।

মো। শক্তির অস্তিত্ব এবং শক্তি ভিন্ন যে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না, ইহা আমরা অন্তর্দ্দর্শন দ্বারা লাভ করি। তুমি যে অগ্নির দাহিকা শক্তির বিষয় বিশ্বাস কর, উহা প্রত্যক্ষীভূত সত্য নহে, উহা ধ'রে লওয়া বিশ্বাস মাত্র। পশ্চিম দেশে এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের নেতা অগস্ত কোমতে। তাঁহাদিগকে পজিটিভিষ্ট বলে। তাঁহারা যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ না করেন, তাহার অস্তিত্ব মানেন না; এ জন্য তাঁহারা অগ্নির দাহিকা শক্তি অস্বীকার করেন। তাঁহারা কোন শক্তির অস্তিত্বই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং তাঁহারা কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, এ কথা বিশ্বাস করেন না। যাহাহউক তাঁহাদের কথা ছেড়ে দি।

আমরা আমাদের অন্তরে ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। আমরা ইচ্ছা মাত্র মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হই। ইচ্ছা এখানে কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা নহে। ইচ্ছা নিজ-বলে মনের অবস্থান্তর জন্মাইতেছে, ইহাই প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞান। সুতরাং অন্তরেই প্রথমতঃ কারণের সহিত সাক্ষাৎ দর্শন হয়। উহাই আমরা বাহিরে প্রতিফলিত করিয়া থাকি। অন্তরে এ জ্ঞান না জন্মিলে বাহিরে কেহ শক্তির অনুভব করিয়া লইতে পারিত না। আর এক কথা এখানে বলিয়া রাখি। কোন বিষয়ের আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিতে হইলে যদ্বিষয়ে অনুমান করিতে হইবে, তাহার সহিত পূর্ব্ব বিষয়ের মিল থাকা প্রয়োজনীয়। ইচ্ছাশক্তির কারণত্ব ভিতরে প্রত্যক্ষ করি, সুতরাং বাহিরের কারণও তদ্রূপই হওয়া সম্ভবপর। তাহাকে অচেতন জড়ীয় শক্তি বলা যাইতে পারে না, কারণ উহা অভিজ্ঞতা-বিরোধী কথা। শক্তির আধার জড় হইতে পারে, কিন্তু যে শক্তি বহির্জগতে পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে, তাহা জড়ীয় শক্তি হইতে পারে না; কারণ জড়ীয় শক্তি কিরূপ তদ্বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞানই নাই। আজ তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ, আর অনেক জটিল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, সুতরাং এ বিষয়ে তোমার গভীর চিন্তা করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে আর এক দিন এ প্রসঙ্গ করা যাইবে। শ্রীচঃ।

# কেন আছি ?

জগদীশ !

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
নয় তো আমার "ঠাঁই,"
জগতে কোথাও নাই,
সারা ধরা রৌদ্র-ভরা মাথা যায় জ্ব'লে,
আমি আছি দীনবন্ধো! তুমি মোর ব'লে!

২

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
বাসন্ত মলয়-বা'য়,
লাগে না আমারি গা'য়,
আমার বরষা নাহি আনন্দ উছলে!
অবনী আমার শুধু
শূন্য মরু—করে ধূধূ,
হাসে না চাঁদিমা তারা নীলাকাশ-তলে;
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

৩

আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে,
আমারি পাপিয়া পাখী
ডাকে না অমিয়া মাখি,
ফোটে না আমার ফুল কিশলয়দলে!
দেখিয়া শিখেছি তাই,

সংসারে যাহাই পাই—
সে হৃদি দুষ্প্রাপ্য, যাহা দীন দেখে গ'লে!
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

৪

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
যতই "আত্মীয়" বেশে,
সংসারে দাঁড়াই এসে,
গর্ব্বিত সংসার তত, পা'য় যায় দ'লে!
সে ব্যথায় কি যাতনা,
সে তো তাহা বুঝিল না,
সে যে গো ফিরায় মুখ মুখোমুখি হ'লে!
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
কে বোঝে পরের ব্যথা,
মর্ম্মভেদী নির্ম্মমতা
শিথিল ভগন বুকে কি আগুন জ্বলে?
বিদ্রূপের বজ্র ঘা'য়,
কেন প্রাণ ভেঙে যায়?
বিরক্তি-ব্রহ্মাস্ত্র কেন বিঁধে মর্ম্মস্থলে?
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ বলে!

৬

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
তা'না হ'লে এত দিন,
মুছি এ দেহের চিন্,
কবে সে শ্মশান-ভস্ম ধুয়ে যেত জলে;
কত উগারিত গিলে,
শৃগাল শকুনি মিলে,
হইত আনন্দ-ভোজ মাংসাহারিদলে!
হয়নি তা আজো—মোর তুমি আছ ব'লে!

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
নয় তো কোথাও নাই
আমার শান্তির ঠাঁই,
কেউ নাই কাছে ডাকে "আপনার" ব'লে!
তুমিই অনাথনাথ!
পসারি স্নেহের হাত,
মা' বাপ সকলি হয়ে, টানিতেছ কোলে!
আমি তাই আছি, মোর তুমি আছ ব'লে!

৮

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
দয়াময়! প্রাণারাম!
অনন্ত স্নেহের ধাম!
স্মরণে স্বরগ-গঙ্গা মরমে উথলে!
দূরে যায় শোক দুখ,
প্রেমানন্দে পূর্ণ বুক,
নবীন জীবন জাগে ভাঙা হিয়া-তলে!
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

৯

আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!
তুমি এ ব্রহ্মাণ্ডপতি,
আমি অণু এক রতি,
তোমারি সকলি—যাহা দেখি ধরাতলে;
কিন্তু মম তোমা বই,
"আমার" বলিতে কই?
আমারি সর্ব্বস্ব তুমি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে!
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

১০

আমি আছি, সে কেবলি তুমি আছ ব'লে
জগত দিল না ঠাঁই,
সে দুখ এখন নাই,

খেলা ভেঙে যায় শিশু জননীর কোলে!—
না হয়, আমার খেলা
ভেঙেছে সকাল বেলা,
আছে তো মায়ের কোল,আমি শো'ব ব'লে?
গিয়াছে সুখের আশ,
মুক্ত বাসনার পাশ,
আর কেন কারাবাস, এস যাই চলে!
এ দেশের "অনুরাগে"
আর নাহি মন লাগে,
তোমার আনন্দ-ধাম কোথা, দাও ব'লে,
মিশে যা'ক্ এই বিন্দু, মহাসিন্ধুজলে।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

# সার্ তেরুভারব মথুর স্বামী।

মহদ্বংশসম্ভূত মহাত্মা ভেন কাটা নারায়ণ শাস্ত্রীর স্বনাম-প্রসিদ্ধ পুত্র মহাত্মা মথুর স্বামী খৃঃ ১৮৩২ অব্দে তানজোরের অন্তর্গত ভাচুভাদী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মথুর স্বামীর বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ এবং তাঁহার পরলোকগত অগ্রজের বয়স দ্বাদশবর্ষ, এমন সময়ে দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁহাদিগের পিতৃদেবের দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত হওয়াতে সংসারের সমুদয় ভার তাঁহাদিগের দুইজনের উপর নিপতিত হয়। তাঁহাদিগের জননী তানজোরের অন্তর্গত একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীর সন্ততি ছিলেন। স্বীয় পতির দুরবস্থা নিবন্ধন সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না দেখিয়া, তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার মানসে তিনি তিরুভারাবে স্বীয় পিতৃভবনে গমন করেন।

মাতা বুদ্ধিমতী ও উন্নতপ্রকৃতি হইলে সন্তান সন্ততি যে বুদ্ধিমান্ ও উন্নতপ্রকৃতি হইয়া থাকে, তাহার বহুল নিদর্শন পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশের গৌরব বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। আর এক দৃষ্টান্ত মহাত্মা মথুর স্বামী। ইনি যে সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়া ভারতমাতার সুসন্তানগণের অন্যতম হইয়াছেন, সেই সকলের বীজ তদীয় মাতৃদেবী কর্তৃক শৈশবেই তাঁহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল। মহাত্মা মথুর স্বামী মাতার তত্ত্বাবধানে ও যত্নে অল্প দিনের মধ্যে তামিল ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া, তিরুভারাবে একজন তহশীলদারের নিকট তহশীলদারী কার্য্য শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হন।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমসময়ে মহাত্মা মথুর স্বামী মাতৃহীন হন। মাতৃদেবীর তিরোভাব ও পিতৃদেবের দৃষ্টিহীনতা, এই দুই কারণে তিনি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অগ্রজ ইতিপূর্ব্বে গতাসু হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ভিন্ন পিতৃসেবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। এই সময়ে অর্থের নিতান্ত অসদ্ভাব বশতঃই তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য সহকারী

তহশীলদারের কার্য্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৪ অব্দে সার হেনরী মণ্টকোমারির বন্ধু মতু স্বামী নেক তেরু-ভারাবে তহশীলদার নিযুক্ত হন। তিনি মথুর স্বামীর বুদ্ধিমত্তার ও বিদ্যাশিক্ষার অদম্য উৎসাহের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নাগপট্টান মিশ-নারি স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিবার পরা-মর্শ প্রদান করেন। এই মহাত্মার উৎসাহে ও সাহায্যে মথুর স্বামী সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই স্কুলে এক বৎসর কাল পাঠ করিয়া মান্দ্রাজ উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং তথায় ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ শেষ করেন।

মহাত্মা মণ্টকোমারি তাঁহার শিক্ষার জন্য বিশেষ সাহায্য ও অনুগ্রহ করিয়া-ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন-কালে তানজোরের কালেক্টর মহাত্মা বিশপ, সদয়হৃদয় রাজা সার টি মাধব রাও এবং মহাত্মা হরিরাও তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ অব্দে মান্দ্রাজ উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয় মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মহাত্মা মথুর স্বামী এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্ব্বপ্রধান প্রশংসা-পত্র ও লর্ড এলফিনিষ্টন-প্রদত্ত ইংরাজী রচনার পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। শিক্ষা-সভার পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করাতে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পারি-তোষিক লাভ করেন এবং গবর্ণমেণ্টের "যে কোন কার্য্যের উপযুক্ত" এই মন্তব্যে সেণ্ট জর্জ্জ গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি তাঁহার পরীক্ষক মহাত্মা হলওয়েল এবং উচ্চ বিদ্যালয় সভার সম্পাদক আলেক-জাণ্ডার এবারনটের করুণাকটাক্ষে পতিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পাউয়েল সাহেব তাঁহাকে বিলাত গিয়া সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা দিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিরুদ্ধ বোধে তিনি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে যত্নবান্ হইলেন না।

সার মণ্টকোমারির আনুকূল্যে তিনি তানজোরের কলেক্টারের অধীনে হিসাব-রক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পর ১৫০৲ টাকা বেতনে স্কুলসমূহের ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়া এরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন যে, স্কুলসমূহের ইনস্‌পেক্টর রিচার্ড সাহেব শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের নিকট তাঁহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই তিনি বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মান প্রাপ্ত হন। ইহার পর ডিস্ট্রিক্ট মুনসেফ নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত কার্য্য করেন। তদানীন্তন সিভিল সেশন জজ বিউচাম সাহেব তাঁহার বিচারাদি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া-ছিলেন, এ প্রদেশে আমার পরিচিত দেশীয় বিচারকদিগের মধ্যে যদি কেহ

আমার সহিত একাসনে বসিয়া বিচার করিবার উপযুক্ত হন, তবে সে মথুর স্বামী।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ইনাম কমিশন স্থাপিত হইলে মহাত্মা মথুর স্বামী জর্জ্জ টেলারের একজন সহকারী নিযুক্ত হন এই কার্য্যে দুই বৎসর কাল নিযুক্ত থাকিয়া পরে ডেপুটী কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন এবং দুইটী তালুকের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হয়। যৎকালে তিনি তানজোরের ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার কার্য্যদক্ষতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। তিনি পরে মাঙ্গালোরের প্রধান সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইয়া তিন বৎসর কাল এরূপ সুন্দররূপে কার্য্য করেন যে, অচিরেই মান্দ্রাজের প্রধান পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ হইতে প্রেসিডেন্সি টাউনের ছোট আদালতের বিচারপতি হন। এই সময়ে তিনি ডিস্‌ট্রিক্ট জজের পদ পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হন। দিল্লী দরবারের সময় মান্দ্রাজ হইতে যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। দরবার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইনি মান্দ্রাজ ছোট আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে এক বর্ষ কাল নিযুক্ত থাকিবার পর তিনি মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯২ অব্দে কে সি আই উপাধিদ্বারা ইনি সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা মথুর স্বামী ভারতমাতার একটী সুসন্তান ছিলেন। তাঁহার অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি, ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বিচারশক্তি এবং প্রশংসার্হ স্বভাব চরিত্র তাঁহাকে সভ্য সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছে। তিনি হিন্দুর পূজ্য আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই পূজার্হ এমত নহে; তিনি হিন্দুর গৌরব ছিলেন। তিনি যে মাতৃভূমিকে ভাল বাসিতেন, হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব করিতেন এবং হিন্দু সভ্যতার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা অনেক ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে। ইলবার্ট বিল এবং সম্মতি-আইন সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য তাঁহার দূরদর্শিতা ও হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতিতার পরিচায়ক।

বিগত ২৫ শে জানুয়ারি মহাত্মা মথুর স্বামী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত ভাণ্ডারের একটী উজ্জ্বল রত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া দুঃখিতহৃদয়ে বলিয়াছিলেন, "যথেষ্ট পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, ব্যবহারশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্বজ্ঞান, অবিচলিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং স্থির বুদ্ধি যদি বিচারকের আবশ্যক গুণ হয়, তাহা হইলে মহাত্মা মথুর স্বামী একজন বিচারক ছিলেন"। শ্রীমঃ।

# পুরাণ।

যে শাস্ত্রে বহুলরূপে প্রাচীন বৃত্তান্ত বর্ণিত থাকে, তাহাকে পুরাণ বলে। সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ ( প্রলয় ), বংশ ( সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ প্রভৃতি ), মন্বন্তর ( মনুদিগের অধিকার ), বংশানুচরিত ( নানাবংশীয় ব্যক্তিদিগের চরিত বর্ণন ), এই পাঁচটী লক্ষণ পুরাণে থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

চারি সহস্র বৎসর অপেক্ষাও অধিক হইল, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি পরাশর হইতে ভগবান্ বেদব্যাসের জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণ। দ্বীপে তাঁহার জন্ম হওয়াতে তিনি দ্বৈপায়ন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি চতুর্ব্বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস ও ব্যাস নাম প্রাপ্ত হন।

মহামতি বেদব্যাস, বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, কলিযুগের ব্রাহ্মণদিগের যেমন ধারণা-শক্তি, সেইরূপ প্রতিভাও ন্যূন হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা বেদ রূপ কঠিন কোশিণ ভেদ করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থ রূপ মহারত্ন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব সুললিত ভাষায় উপাখ্যানাদির সহিত বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া আখ্যান(১), উপাখ্যান(২), গাথা(৩), ও কল্প শুদ্ধির (৪) সহিত একখানি পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। সূতজাতীয় (৫)লোমহর্ষণ, বেদব্যাসের নিকট পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করেন। লোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইহাঁরা লোমহর্ষণের নিকট প্রাপ্ত মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত পুরাণ-সংহিতা অবলম্বনপূর্ব্বক প্রত্যেকে এক এক খানি পুরাণ সংহিতা প্রণয়ন করেন। ঐ তিনখানি পুরাণ-সংহিতার নাম অকৃতব্রণ সংহিতা, সাবর্ণ সংহিতা ও শাংশপায়ন সংহিতা। এই চারিখানি মূল পুরাণ এইক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে যে সমুদায় পুরাণ ও উপপুরাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহা ঐ পুরাণ-

(১) আখ্যান অর্থাৎ প্রধান বর্ণনীয় রাজাদির বৃত্তান্ত।

(২) উপাখ্যান, অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত ব্যক্তি-বিশেষের বিবরণ।

(৩) গাথা অর্থাৎ যমগীতা, পিতৃগীতা, পৃথ্বীগীতা প্রভৃতি।

(৪) কল্পশুদ্ধি, অর্থাৎ বারাহকল্প প্রভৃতি কল্প বিনির্ণয়

(৫) সূতজাতীয়—বেণপুত্র পৃথুরাজার যজ্ঞে ইন্দ্রের আহবনীয় ঘৃতের সহিত বৃহস্পতির ঘৃত মিলিত হইয়া বর্ণসঙ্কর সূতজাতির উৎপত্তি হয়। বায়ুপুরাণ। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে সূত জাতির উৎপত্তি। যাজ্ঞবল্ক্য।

চতুষ্টয়ের সংগ্রহ। বেদব্যাসের শিষ্য প্রশিষ্যগণ সময়ে সময়ে ঐ সংহিতাচতুষ্টয় অবলম্বন করিয়া নানাবিধ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। পরন্তু ঋষিগণের ঈদৃশ গুরুভক্তি যে,তাঁহারা নিজ নাম প্রকাশ না করিয়া, আদিগুরু বেদব্যাসের নামেই সমুদায় পুরাণ প্রচার করেন। এইক্ষণকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণেই বেদব্যাস-প্রণীত মহাপুরাণ সংহিতার পঞ্চ লক্ষণ প্রায় বিদ্যমান আছে।

পরন্তু পুরাণ সমুদায়ের পরস্পর বিশেষ এই যে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত আছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান পরিত্যক্ত বা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে,কোন কোন অংশে সমুদায় পুরাণেই আদি পুরাণ-সংহিতার শ্লোক অবিকল আছে। কোন্ পুরাণ কোন্ সময়ে সংকলিত হইয়াছে, তাহা যদিও অসন্দিগ্ধরূপে নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, তথাপি কোন্ পুরাণের পর কোন্ পুরাণ হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে।

প্রথম ব্রহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম ভাগবত পুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয় পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অষ্টম অগ্নিপুরাণ, নবম ভবিষ্য পুরাণ, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, একাদশ লিঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ বরাহপুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দপুরাণ, চতুর্দ্দশ বামনপুরাণ, পঞ্চদশ কূর্ম্মপুরাণ, ষোড়শ মৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ গরুড়পুরাণ, অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

নারদীয় পুরাণে কথিত আছে যে, পূর্ব্ব-কালে শতকোটী-শ্লোকাত্মক একমাত্র পুরাণ ছিল। তাহা হইতে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইত। পরে এই পুরাণ হইতেই সমুদায় শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। অনন্তর বিষ্ণু যখন দেখিলেন যে, কালানুসারে নানা শাস্ত্রের উৎপত্তি হওয়াতে কেহ আর পুরাণ অধ্যয়ন করেন না, তখন তিনি বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্লক্ষ-শ্লোকে পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। এই বেদব্যাস-প্রণীত মহাপুরাণ-সংহিতা অষ্টাদশ অংশে বিভক্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত আছে, পরন্তু দেবলোকে অদ্যাপি শতকোটী-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ পঠিত হইয়া থাকে। ভূলোকে প্রচারিত চতুর্লক্ষ-শ্লোকাত্মক পুরাণ, দেবলোকে প্রচারিত মহাপুরাণেরই সারাংশমাত্র। ভূলোকে প্রচারিত অষ্টাদশ পুরাণের নাম ও শ্লোক-সংখ্যা যথা—

| পুরাণের নাম। | | শ্লোকসংখ্যা। |
|---|---|---|
| ১ম ব্রহ্মপুরাণ | ... | ১০০০০ |
| ২য় পদ্মপুরাণ | ... | ৫৫০০০ |
| ৩য় বিষ্ণুপুরাণ | ... | ২৩০০০ |
| ৪র্থ বায়ুপুরাণ ( শিবপুরাণ স্থলে ) | ... | ২৪০০০ |
| ৫ম ভাগবত পুরাণ | ... | ১৮০০০ |
| ৬ষ্ঠ নারদীয় পুরাণ | ... | ২৫০০০ |
| ৭ম মার্কণ্ডেয় পুরাণ | ... | ৯০০০ |
| ৮ম অগ্নিপুরাণ | ... | ১৫০০০ |
| ৯ম ভবিষ্য পুরাণ | ... | ১৪০০০ |
| ১০ম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ | ... | ১৮০০০ |

| | | |
|---|---|---|
| ১১শ লিঙ্গপুরাণ | ... | ১১০০০ |
| ১২য় বরাহপুরাণ | ... | ২৪০০০ |
| ১৩শ স্কন্দপুরাণ | ... | ৮১০০০ |
| ১৪শ বামনপুরাণ | ... | ১০০০০ |
| ১৫শ কূর্ম্মপুরাণ | ... | ১৭০০০ |
| ১৬শ মৎস্যপুরাণ | ... | ১৪০০০ |
| ১৭শ গরুড়পুরাণ | ... | ১৯০০০ |
| ১৮শ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ | ... | ১২০০০ |
| | মোং | ৩, ৯৯, ০০০ |
| সমুদায় পুরাণ অতিরিক্ত | — | ১, ০০০ |
| | মোট... | ৪,০০০০০১ |

(ক্রমশঃ

---

# মুষ্টিযোগ।

## চর্ম্মপীড়া।

১। কাঁচা হরিদ্রার সহিত কালমেঘের পাতা বা নিমপাতা একত্রে বাটিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হয়।

২। দধি ও মূলার বীজ বা পুরাতন তেঁতুলের জল কিম্বা যবক্ষার ও গন্ধক সমভাগে সর্ষপ-তৈলসহ অথবা ঘসা চন্দনে সোহাগার খই মিশাইয়া মাখিলে ছুলি আরোগ্য হয়।

৩। কচি বাসক পাতা ও হরিদ্রা গোমূত্রে বাটিয়া লেপ দিলে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

৪। নারিকেল তৈল অল্প পরিমাণে গাঁজা ও চালমুগরার ফলের খোসা দিয়া আগুনে খুব ফুটাইতে হইবে। অনন্তর গরম থাকিতে থাকিতে মাখিলে চুলকানি ও খোস ভাল হয়।

৫। পোড়া ঘায়ে নারিকেল তৈল দিলে আরোগ্য হয়, কিন্তু ক্ষতস্থান প্রায় ধবলের ন্যায় সাদা হইয়া যায়।

৬। কুঁচ ও চিতামূল একত্র পেষণ করিয়া ঘর্ষণপূর্ব্বক কিছুদিন প্রলেপ প্রদান করিলে ধবল নিবৃত্ত হয়।

৭। কালকাসেন্দার শিকড় হুঁকার জলে বাটিয়া দাদে দিলে, দাদ আরোগ্য হয়।

৮। সোমরাজ বীজ ॥০ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত দিবসে দুই বার সেবন করিয়া কেবল দুগ্ধ পান দ্বারা দিন অতিবাহিত করিলে কুষ্ঠ-রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শে।

৯। চালমুগরার তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে গলিত কুষ্ঠরোগী আরোগ্য হয়।

১০। আকন্দের আঠা, মনসা শিজের আঠা, চিতার মূল, হরিদ্রা, মরিচ, ঝুল, কচি দুর্ব্বার সহিত বাটিয়া ক্ষতস্থানে দিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।

১১। গাত্রে গোমূত্র মাখিলে চুলকানি ভাল হয়।

১২। শ্বেত চন্দন বাটিয়া তাহাতে তেঁতুল

শুলিবে, এই তেঁতুল গোলা চুলকানি-নাশের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

১৩। সাদা কুঁচ মধুর সহিত পিষিয়া মস্তকে লেপন করিলে টাক-দোষ নিবারিত হয়।

১৪। বটের আটা লাগাইলে পা-ফাটা আরোগ্য হয়।

১৫। শ্বেত চন্দন জলে ঘষিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ আফিং মিশাইয়া, নাটা-বীজের শাঁস ভেরাণ্ডা তৈলের সহিত বাটিয়া, কিম্বা কৃষ্ণ জিরা বাটিয়া কোষে প্রলেপ দিলে জলদোষের পীড়ার শান্তি হয়।

১৬। পানের বোঁটায় কলিচুণ লাগাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিলে ঘর্ষণ করিলে উহা শীঘ্র লয় প্রাপ্ত হয়।

১৭। শোধিত গন্ধক এক তোলা, গেঁটে কড়ির ভস্মের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, অর্দ্ধ ছটাক গর্জ্জন তৈলের সহিত মাড়িয়া, সপ্তাহ কাল দুই বেলা উত্তমরূপে মালিষ করিলে যে কোন প্রকারের দাদ হউক না কেন আরাম হয়। *

১৮। কাগজে ঘৃত ও শোধিত গন্ধক মাখাইয়া তাহা প্রদীপের শিখায় ধরিলে টস্ টস্ করিয়া যে রস পড়ে, শরীরের ক্ষত স্থান সকল উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া এই গরম ঘৃত প্রত্যহ একবার করিয়া তিন দিবস লাগাইবে। প্রথম দিনে বেদনা সারে, পরে পাঁচড়া শুষ্ক হয়। (ক্রমশঃ)।

* পাঃ ও মুঃ সংগ্রহকারের পিতাঠাকুর ৺ দীননাথ দত্ত মহাশয় এই ঔষধ দ্বারা বিস্তর লোকের দাদ আরাম করিয়াছেন। এই ঔষধটী তাঁহারই আবিষ্কৃত।

# ভীষণ ক্রীড়া

বর্ত্তমান সভ্য জগতে সারকাস্, থিয়েটার, মল্লযুদ্ধ এবং ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি বিবিধ প্রকার আমোদ প্রমোদের উপকরণ আছে। প্রাচীন কালে রোমীয় নরনারীগণ এক ভীষণ আমোদ উপভোগ করিতেন। সেই ভয়ঙ্কর আমোদের বিবরণ পাঠ করিলেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।

রোমনগরে এক সুবিস্তৃত রঙ্গ-ক্ষেত্র ছিল। তাহার চতুর্দ্দিক্ উন্নত প্রাচীরে বেষ্টিত, তন্মধ্যে চারি দিকে ক্রমনিম্ন পদ্ধতি অনুসারে বসিবার আসন স্থাপিত। তৎপরে লৌহ রেলিং। সেই রেলিং ঘেরা স্থানের মধ্যস্থল ক্রীড়াক্ষেত্র।

এই রঙ্গক্ষেত্রে নানা প্রকার খেলা হইত; কিন্তু সকল খেলাতেই পশু ও নরশোণিতে রঙ্গভূমি প্লাবিত হইত, কখন কখন তরবারী ও বড়শা লইয়া মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইত, তাহাতে কখন উভয় যোদ্ধা হত, কখন বা এক জন হত, অপরে আহত হইত। দ্বিতীয় প্রকার খেলা পশুতে পশুতে—সিংহে

ব্যাঘ্রে অথবা সিংহে সিংহে। ইহার ফলও ঐরূপই হইত। তৃতীয় প্রকার খেলা আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এই খেলা পশুতে ও মানুষে হইত। অস্ত্রধারী বীর-পুরুষ সিংহ কিম্বা ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইত। দুই একবার আক্রমণের পরেই আক্রমণকারী পশু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইত। এই সকল যোদ্ধা গ্লাডিয়েটার বলিয়া অভিহিত হইত।

এইরূপে জীবন দান দ্বারা রোমীয়-গণের হর্ষ উৎপাদনের জন্য তিন শ্রেণীর হতভাগ্য লোক আদিষ্ট হইত। যাহারা রোমে ক্রীতদাস ছিল, যাহাদের জীবনের মূল্য কয়েকটী রজত মুদ্রা মাত্র, যাহাদের সংসারে বন্ধু বান্ধব কেহ নাই—পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন নাই, যাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একখানি হস্তও উত্তোলিত হইত না, প্রভুর কিঞ্চিন্মাত্র বিরাগ উৎপাদন করিলে যাহারা প্রাণে বিনষ্ট হইত, সেই চির-হতভাগ্য ক্রীতদাসগণ রঙ্গক্ষেত্রে সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে, কখন বা পরস্পরের তরবারীর মুখে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া দর্শকদিগের আনন্দ উৎপাদন করিত।

অপর শ্রেণীর লোক এইরূপে সংগৃহীত হইত;—বলদৃপ্ত রোমীয়গণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলে বিজিতদিগকে বন্দিভাবে রাজধানীতে আনয়ন করিত। এই বন্দীদিগকে কখন কখন রঙ্গক্ষেত্রে পশুর সহিত, কখন বা অপর গ্লাডিয়েটারের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত।

তৃতীয়, যাঁহারা স্বদেশীয় প্রাচীন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, তাঁহাদিগকে কখন কখন রঙ্গস্থলে আনিয়া ক্ষুধিত সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, মুহূর্ত্তমধ্যেই সেই নিরীহ ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ হিংস্র পশু কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন ও বিনষ্ট হইতেন।

রোমের সুবিশাল ক্রীড়াভূমি যে কত নির্দ্দোষ নরশোণিতে কলঙ্কিত হইয়াছে, তাহা কে গণনা করিবেন?

রোম-সম্রাট থিওদোসিয়সের পরলোক-গমনের পর তদীয় পুত্র আর্কাদিয়স ও হনোরিয়স ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্য গ্রহণ করেন। রোমসাম্রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্বদেশের রাজা হইলেন আর্কা-দিয়স এবং পশ্চিম বিভাগের রাজা হইলেন হনোরিয়স। শেষোক্ত সম্রাটের সহিত অসভ্য গথজাতীয় যুদ্ধ-বীর আলারিকের ভয়ানক সমর হয়। এই যুদ্ধ উত্তর ইটালীতে হইয়াছিল। এই মহাসমরে রোমক বীরগণই জয় লাভ করিল। এই সংবাদ যখন রাজধানীতে পঁহুছিল, তখন নাগরিক-গণের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। রাজপ্রাসাদ হইতে নিরন্ন শ্রমজীবীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যখন বিজয়-আনন্দে সকলেই উন্মত্ত, সকলেই আত্মহারা, তখন তাহাদের প্রিয় রঙ্গভূমির প্রতি মন আকৃষ্ট হইল। এই আনন্দের দিনে কি রোমীয় পুরুষ রমণীগণ রঙ্গভূমির আনন্দ

উপভোগ না করিয়া থাকিতে পারেন? "রঙ্গভূমি, রঙ্গভূমি" বলিয়া সকলে অস্থির হইয়া উঠিল।

সম্রাট-পরিবারও প্রজাগণের সেই আকাঙ্ক্ষায় যোগদান করিলেন। সম্রাট অবিলম্বে বিশেষভাবে রঙ্গক্রীড়ার আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। দলে দলে প্রকাণ্ডকায় ভীষণদর্শন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ব্যাঘ্র ও সিংহ আনীত হইল। শত শত দাস এবং খ্রীষ্টানদিগকে আনিয়া আবদ্ধ করা হইল। নিরূপিত দিবসে রঙ্গস্থল দর্শকে পূর্ণ হইয়া গেল।

পাঠক, ঐ দেখ সুসজ্জিত ডিম্বাকৃতি রঙ্গমঞ্চের চতুর্দ্দিকে বিবিধ বেশভূষায় সুশোভিত বিলাসপরায়ণ রোমীয় নরনারীগণ খেলা দর্শনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। সকলের মুখে হাসির হিল্লোল উঠিয়াছে। কতক্ষণে খেলা আরম্ভ হইবে, তজ্জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত। কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্বও তাহাদের অসহ্য। অদ্য এই অসংখ্য দর্শকদিগের মধ্যে একজন নূতন দর্শক আসিয়াছেন। কেবল তাঁহারই মুখ বিষণ্ণ ও গম্ভীর। ইঁহার নাম টেলিমেকাস, ইনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী।

টেলিমেকাস জ্বলন্ত ধর্ম্মমূর্ত্তি। তাঁহার শরীর অতি জীর্ণ শীর্ণ। পরিধানে সামান্য বস্ত্র। কিন্তু তাঁহার শরীর ও মুখ দিয়া যেন ধর্ম্মের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহাকে দর্শন করিলে ইহ সংসারের লোক বলিয়া মনে হয় না। সেই বিলাসপরিশূন্য দিব্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসীকে লক্ষ লক্ষ রোমবাসীদিগের মধ্যে চিনিয়া লওয়া যায়। তিনি আসিয়া মহাদেশের কোনও স্থানে সাধন ভজন ও প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। অনেক দিন হইতে তিনি শুনিতে পাইয়াছেন যে, "আমোদ প্রমোদের জন্য রোমীয়গণ রঙ্গভূমিতে রক্তপিপাসু হিংস্র জন্তুর মুখে ক্রীতদাস, বিজিত এবং খ্রীষ্টানদিগকে ছাড়িয়া দেয় এবং মল্লগণ পরস্পর কাটাকাটি করিয়া জীবন নাশ করে। দর্শকগণ এই দৃশ্য দেখিয়া হাস্য করে, আনন্দধ্বনি করে।" টেলিমেকাস রোমকজাতির এবম্বিধ ভয়ঙ্কর আমোদের কথা শ্রবণ করিয়া মর্ম্মপীড়িত হইলেন এবং এই দুষ্কার্য্য হইতে রোমকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

টেলিমেকাস রাজা নহেন—পার্থিবশক্তিসম্পন্ন লোক নহেন—দণ্ডায়মান হইবার একটু স্থানেরও তিনি অধিকারী নহেন। তিনি কি উপায়ে প্রবল পরাক্রমশালী রোমানদিগের এই ভয়ানক কুপ্রথা নিবারণ করিবেন? সত্য বটে, তিনি এ সকল পার্থিব সম্পদের অধিকারী নহেন; কিন্তু তাঁহার এক মহাশক্তিশালী সহায় আছে, তিনি সেই সহায়বলে পাপ পৃথিবীকে জয় করিতে পারেন। প্রার্থনাই তাঁহার পরম সহায়, ঈশ্বর-বিশ্বাসই তাঁহার সম্পদ এবং প্রেমই

তাঁহার অস্ত্র। টেলিমেকাস এবম্বিধ আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান্।

তিনি রোমবাসীদিগের কল্যাণের জন্য অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ ব্যাকুল হইলেন যে, আসিয়া অঞ্চলে থাকিতে পারিলেন না; অবিলম্বে একাকী পদব্রজে রোম নগরে যাত্রা করিলেন। কোনও প্রতিবন্ধকই তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না।

পাঠক ঐ দেখ—রোমের রঙ্গভূমিতে ভীষণ ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দেখ একজন হতভাগ্য ক্রীতদাসকে তরবারীহস্তে ক্রুদ্ধ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ক্রীড়াস্থলে প্রেরণ করা হইল। দেখিতে দেখিতে গভীর গর্জ্জন করিয়া সিংহ আসিয়া তাহার উপরে পতিত হইল। নখরপ্রহারে ও দন্তাঘাতে তাহার দেহ শত খণ্ড করিয়া ফেলিল। ঐ শোন চারিদিক হইতে নরনারী আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। ঐ দেখ, একদল মল্ল পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া শোণিতে দূর্ব্বাক্ষেত্রকে সিক্ত করিল; কয়েক জন আহত, কয়েক জন হত হইল; ঐ শোন আবার করতালিধ্বনি। ঐ দেখ, কয়েকজন খ্রীষ্টভক্তকে মুক্ত সিংহের নিকট উপস্থিত করা হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদের দেহ সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল—দর্শকগণ আনন্দে অধীর! কি আমোদ! কি খেলা! কি ভীষণ ব্যাপার! যাহার হৃদয় আছে, প্রাণ আছে, মনুষ্যত্ব আছে, তিনি কি এই দৃশ্য দেখিতে পারেন?

টেলিমেকাস স্থির থাকিতে পারিলেন না, এক লম্ফে রঙ্গস্থলের মধ্যস্থলে উপনীত হইয়া সকলকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। "তোমাদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, এই ভয়ঙ্কর আমোদ পরিত্যাগ কর। মনুষ্য জীবনের মূল্য আছে, উদ্দেশ্য আছে, তোমাদের খেলিবার জন্য এ জীবন হয় নাই, তোমরা বিরত হও, বিরত হও।" তিনি খেলিবার জন্য আদিষ্ট লোকদিগকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে রঙ্গস্থল হইতে বাহিরে আনিবার চেষ্টাতে সেই ক্ষীণ দুর্ব্বল সন্ন্যাসী সবলে সকলকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দর্শকগণের সহস্র সহস্র চক্ষু তাঁহার উপর পতিত হইল। সকলে দেখিতে পাইল, একজন অতি কৃশাঙ্গ লোক রঙ্গস্থলে আসিয়া খেলার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। অমনি সহস্র কণ্ঠ কুপিত ফণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। "উহাকে মারিয়া ফেল। ও কে—খেলিতে বাধা দিতেছে? শীঘ্র উহাকে মারিয়া ফেল।" চীৎকারধ্বনির সহিত শিলাবৃষ্টির ন্যায় প্রস্তর ও মৃত্তিকা খণ্ড টেলিমেকাসের গাত্রে পতিত হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"হে রোমীয়গণ, তোমরা আমার প্রাণ নষ্ট কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু এমন

খেলা খেলিও না, তোমাদের পায়ে ধরি।" চতুর্দ্দিকস্থ চীৎকারধ্বনির মধ্যে তাঁহার কথা বিলীন হইয়া গেল।

দর্শকগণ এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, হাতের কাছে যে যাহা পাইল, তাহাই ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। সহস্র আঘাতে সাধুর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইল। তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। প্রাণীদিগের উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্য টেলিমেকাস অদ্য তাঁহারই অনুসরণ করিলেন। শত্রুর কল্যাণের জন্য শত্রুর হস্তে আত্ম-বলিদান করিলেন।

টেলিমেকাসের জীবন শেষ হইলে উন্মত্ত দর্শকদিগের চিত্ত হঠাৎ শান্ত ও স্তম্ভিত হইল। তাহারা যখন টেলিমেকাসের সাধু সংকল্পের বিষয় অবগত হইল, তখন রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেকে সেই স্থানে আসিয়া অনিমেষনয়নে সাধুর মৃতদেহ দর্শন করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা স্তম্ভিত এবং অপ্রতিভ হইলেন সম্রাট হনোরিয়স। তিনি স্বীয় কুকর্ম্মের ফল বিশেষরূপে অনুভব করিলেন। তাঁহার মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হইল। তিনি সেই রঙ্গস্থলেই, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই ভীষণ খেলা একেবারে রহিত করিয়া দিবেন। উপস্থিত দর্শকদিগের মনেও এই ভাব জাগ্রত হইল। অচিরে টেলিমেকাসের আত্মত্যাগের ফল ফলিল--রোমরাজ্য হইতে গ্লাডিয়েটার খেলা একেবারে উঠিয়া গেল।

যে রঙ্গস্থল নর ও পশুশোণিতে প্লাবিত হইয়া যাইত, অতঃপর সুশ্যাম নব দূর্ব্বাদল সে স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ধন্য টেলিমেকাস! তিনি স্বীয় জীবন দান করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষা করিলেন। একজন লোকের আত্ম-ত্যাগের ফলে একটী জাতি ঘোর পাপ কলঙ্ক হইতে মুক্তি লাভ করিল। আত্ম-ত্যাগ ভিন্ন কোনও বিষয়েই সংস্কার হয় না। আপনাকে যিনি ছাড়িতে পারেন, তিনিই পৃথিবী জয় করিতে পারেন। কত রাজা মহারাজ এই পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের নাম কেহই স্মরণ করে না; কিন্তু এক গরীব সন্ন্যাসী কঙ্কালাবশিষ্ট দেহখানি যে মানব-প্রেমে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সে কথা জ্বলন্তভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে।

# বিষামৃত।

বৈয়াকরণেরা যেমন "রামেশ্বর" পদে ত্রিবিধ সমাস কল্পনা করিয়াছেন, সেইরূপ "বিষামৃত" পদেরও বহুবিধ সমাস করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে এই প্রবন্ধে আমরা

উহার কর্ম্মধারয় সমাসজনিত অর্থই গ্রহণ করিব।

কোন কোন ঔষধের শিশির গাত্রে 'poison' এই ইংরাজী শব্দটী লিখিত থাকে। ঐ শব্দের অর্থ বিষ। বিষে প্রাণ নাশ করে,—ঔষধে রোগ নাশ করিয়া নরদেহে স্বাস্থ্য-সুখের উৎপাদন করে। তথাপি সেই ঔষধ বিষ। শিশির গাত্রে লেখা থাকে এই-জন্য যে, লোকে অযথা কালে বা অযথা স্থানে ব্যবহার করিয়া বিষের অনিষ্টকর ফলভোগের অধীন হইয়া না পড়ে এবং 'poison' শব্দে দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত ঐ ঔষধ ব্যবহার করিয়া শুভ ফল লাভ করে।

যে বজ্রাগ্নি, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেই ব্রজ্রাগ্নি মেঘ হইতে নির্গত হইয়া না গেলে জলধর জল বর্ষণ করিতে পারে না এবং সেই জলামৃতের অভাবে সৃষ্টি রক্ষা হয় না। মেঘ হইতে উদ্ভূত কুলিশানল বিশ্বদাহ করিলেও আমরা সতৃষ্ণ নয়নে সর্ব্বদাই মেঘের আগমনপথ চাহিয়া থাকি। এইরূপ "বিষামৃত" বা মেঘানলের ন্যায় একটী দোমুখো বাস্তু সাপ আমাদের ঘরে ঘরে বাস করিতেছে এবং সেই সাপ লইয়া অমরা প্রায়ই খেলা করিয়া থাকি। আজ এই প্রবন্ধে সেই সাপ ও সাপখেলানর ২।৪টী কথা বলিব।

দম্পতী-কলহ যে গৃহস্থের গৃহে না হইয়া থাকে, সে গৃহই নহে। অনেকে ঐ কলহকে আমোদের বস্তু মনে করিয়া থাকে এবং পাকে চক্রে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া আমোদ দেখে। কিন্তু সাধারণে ঐ কলহকে যত সাধারণ বস্তু মনে করে, আমরা তত সামান্য মনে করি না;—আমরা উহাকেই "বিষামৃত; মেঘানল" বা "দোমুখো সাপ' বলিতেছি।

অনেকেই অবগত আছেন, কাল সর্পের বিষদংশনে জীবের প্রাণনাশ হয়, আবার সেই বিষজাত ঔষধসেবনে প্রাণনাশক রোগ নিবারিত হয়। অহিফেণ নামক উদ্ভিজ্জ বস্তু পরিমিত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া কত রোগনাশ করিতেছে; আবার সেই অহিফেনসেবনে কত ভীষণ হত্যা বা আত্মহত্যার সংবাদ দিন দিন পাওয়া যাইতেছে। পরিপক্ক নিমফল খাইতে অতি মিষ্ট, অনেক পশুপক্ষী তাহা আনন্দে ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে। আবার সেই ফল হইতে এমন এক প্রকার তীব্রতম বিষের সৃষ্টি হইয়া থাকে যে, তাহার কুশাগ্রস্থ বিন্দু দ্বারা হস্তী গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎকায় জন্তুগণেরও শোণিত বিষদুষ্ট হইয়া তাহাদের প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রেজিল প্রদেশের অরণ্যে এমন এক প্রকার সুখাদ্য ও পুষ্টিকর মূল জন্মিয়া থাকে, যাহা আহার করিয়া তৎপ্রদেশীয় ব্যক্তিগণ পরম উপকার লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু সেই মূলের একাংশ ভয়ানক বিষ, তাহা খাইবামাত্র প্রাণনাশ হয়। তৎপ্রদেশীয় ব্যক্তিগণ তদংশ ত্যাগ করিয়া অনায়াসে ঐ মূল ভক্ষণ করে। এইরূপ

বস্তু কত আছে, আমরা তাহার কতই উল্লেখ করিব?

প্রকৃতির এই অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাপার দর্শনে ইহাই বোধ হয় যে, যেখানে অমৃত, সেইখানেই বিষ। অথবা যেই অমৃত,—সেই বিষ। হিন্দুপৌরাণিক সমুদ্রমন্থনে এই ভাব নিহিত রহিয়াছে। স্বর্গরাজ্যের শ্রীসম্পাদন, ও দেবগণের বলাধান জন্য যে ক্ষীরসমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠিল, অসুর-রাজ্যনাশ, ও অসুরগণকে ধ্বংস করিবার জন্য সেই সমুদ্র হইতেই বিষ উত্থিত হইল। আবার সেই বিষের জ্বালায় সৃষ্টি রসাতলে যায় দেখিয়া বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বনাথ তাহা পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। সমুদ্রমন্থন হইতে যেমন অনেক গুরুতর কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, দম্পতীর প্রণয়-ক্ষীর-সমুদ্র-মন্থনোদ্ভুত কলহ হইতেও তেমন সাংসারিক অনেক মঙ্গল সম্পাদিত হয়। আমরা তাই বলিতে-ছিলাম—দম্পতী-কলহ সামান্য বস্তু নহে।

আকাশ ব্যাপিয়া কাল মেঘের উদয় হইল,—দিঙ্মণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তড়িন্মালা খেলিতে লাগিল, মুহুর্মুহু ভীম গর্জ্জনে ত্রিভুবন মুখরিত হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে বজ্রা-ঘাত হইয়া কত প্রাণী, কত তরুলতা, কত গৃহ অট্টালিকা ধ্বংস ও চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিল,—তৎসঙ্গে মধ্যে মধ্যে পবন দেবও হুহুঙ্কার ছাড়িতে লাগি-লেন,—প্রকৃতির ভাব দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর প্রলয়কাল উপস্থিত। কিন্তু দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সকল উৎপাত মিটিয়া গেল, জগতীতল সুশীতল হইল। এ কি ব্যাপার? ব্যাপার এই শুন। পরস্পর নিকটবর্ত্তী দুইখানি মেঘের অন্তর্গত বিদ্যুতের পরি-মাণ যতক্ষণ সমান না হইবে, ততক্ষণ ঐ ব্যাপার চলিবে, যেই তাড়িত-সাম্য সংঘটিত হইবে, সেই বৃষ্টিপাত, সেই পৃথিবী শীতল। এই কথা কয়টী লিখিতে যতটুকু সময় লাগিল, বা ইহা পড়িতে যতটুকু সময় লাগিবে, ঐ সকল ঘটনা ঘটিতে সচরাচর ততটুকু সময় লাগে না;—তাহাই রক্ষা। সেইরূপ দম্পতীর "একাত্মতা" সম্পাদন জন্য দম্পতী-কলহ উপস্থিত হয়। যতক্ষণ বা যতদিন এই একাত্মতা সম্পাদিত না হয়, ততক্ষণ বা ততদিন কলহ চলে;—ঐ কার্য্য হইয়া গেলে আর কলহ থাকে না। তখন সংসার-সমুদ্রের উপর নিরন্তর সুগন্ধি সুশীতল মলয়ানিল বহিতে থাকে। তখন গার্হস্থ্য-গগনে সুধাবর্ষী বাক্য শশীর উদয় হয়; তখন দম্পতীর জীবনতরঙ্গিণীতে আনন্দলহরী খেলিতে থাকে। তাই বলিতেছিলাম, দম্পতী-কলহ বড় সামান্য বস্তু নহে।

দম্পতী-প্রণয় যে স্থলে যত অধিক; কলহও সে স্থলে ততই অধিক হইয়া থাকে। কেন না পরস্পর প্রণয়শীল দম্পতীই উভয়ে একাত্মক হইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন। যত-ক্ষণ একাত্মতার অভাব থাকিবে, অসম-

তাড়িত মেঘের ন্যায়, দম্পতীর মধ্যে ততক্ষণ ঘোর ঘটায় কলহ চলিবে। অনাহার, অনিদ্রা, গৃহকার্য্যে ও শিশু-পালনাদি ব্যাপারে ঔদাসীন্য, উভয়ে কথা কাটাকাটি, ইত্যাদি কতই হইবে। ইহা অপরের পক্ষে আমোদ ও কৌতুককর বটে, কিন্তু দম্পতীর পক্ষে সাংঘাতিক। প্রণয়শীল দম্পতীর পরস্পর কলহের ন্যায় কষ্টকর ঘটনা, বোধ হয় তাঁহাদের পক্ষে আর কিছুই নহে। যতক্ষণ কলহ চলে, ততক্ষণ স্ব স্ব জীবন পর্য্যন্ত ভারবহ ও অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। তবে রক্ষা এই যে, দম্পতীকলহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, অজাযুদ্ধ বা ঋষিশ্রাদ্ধের ন্যায় মহাড়ম্বরের সংক্ষিপ্ত উপসংহার শীঘ্রই হইয়া যায়। কিন্তু ঐ অল্পক্ষণেই সৃষ্টি-সংসার রসাতলে যাইবার উপক্রম হয়।

প্রত্যেক বস্তুর আকার, প্রকার, স্বভাবাদি বিভিন্ন হওয়াই, এ জগতের অনুপম বৈচিত্র এবং সৃষ্টির অন্যতম মূলতত্ত্ব। "বহুশ্চামঃ" এই শ্রুতিবাক্য তাহার প্রমাণ। এজন্য দম্পতীর মধ্যে সম্যক্‌রূপে একাত্মতা সম্পাদন প্রায় ঘটে না,—ঘটিতেও অনেক সময় লাগে। যত দিন ঐ সম্পাদনী ক্রিয়ার শেষ না হয়, তত দিন উভয়ের মনে এক একটী উদ্বেগ ও অভিমানের উদয় হইয়া কলহ উৎপাদন করে। "এ বিষয়ে আমার এই মত,—কিন্তু তাঁহার অন্যরূপ। যদি এ বিষয়ে মতভেদ হইল, তবে সে বিষয়ে ত মতভেদ হইবেই। তাহা যদি হয়, তবে অমুক বিষয়েই বা মতভেদ না হইবে কেন? তবেই দেখিতেছি, আমার মনের গতি এক দিকে, তাঁহার অন্য দিকে। যদি দুই জনে এক পথে যাইতে না পারিলাম, তবে ভালবাসা কোথায়? যদি উভয়ের প্রতি উভয়ের ভালবাসাই না থাকিল, তবে জীবনই বিফল।" দম্পতীর মধ্যে এই প্রকার একটী বিচারবাদ, অন্তঃসলিলা নদীর প্রবাহবৎ অবস্থান করে। দম্পতী-কলহ অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গেলে এবং শীঘ্র না মিটিলে, অন্যতরের গৃহত্যাগ, আত্মনাশ, প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপার সকলও সংঘটিত হইয়া থাকে। এইজন্যই দম্পতী-কলহকে "দোমুখো" সাপ বলিয়াছি, যাহার এক মুখে অমৃত,—এক মুখে বিষ!

ঐ অমৃত পান করিতে হইবে, কিন্তু বিষ খাইয়া মরা হইবে না। এই জন্য দম্পতী-কলহ হওয়া ভাল, কিন্তু থাকা ভাল নহে। অতএব কিরূপে দম্পতী-কলহ করিতে হইবে, এক্ষণে সেই শিক্ষাটী দিতে পারিলেই, এই প্রবন্ধের উপসংহার হয়। এতাদৃশ গুরুতর বিষয়ের দায়িত্ব বামাবোধিনী সম্পাদক নিজের স্কন্ধে রাখিতে ইচ্ছা করেন না। তজ্জন্য সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত "পারিবারিক প্রবন্ধ" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

বিবাদটী মিটিয়া গেলে, অভিন্ন-

হৃদয়তা সাধিত হইলে, কাল বৈশাখীর মেঘ, ঝড়, জল, ছাড়িলে, তাড়িতের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া গেলে, কেমন সুবিমল শোভা,—কেমন অনির্ব্বচনীয় প্রসন্নতা জন্মে! দম্পতী-কলহের এই চরম ফলটী বড়ই মধুর! এই ফল পাইবার জন্য "সুবোধ, দান্তস্বভাব পুরুষের" প্রতি বক্তব্য,—

(১) আপনাদিগের মতভেদ, অপর কাহাকেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জানাইও না।

(২) আপনাদিগের বিবাদভঞ্জনের নিমিত্ত অপর কাহাকেও মধ্যস্থ মানিও না।

(৩) যদি কোন অর্ব্বাচীন মধ্যস্থতা করিতে আইসে, তাহাকে কদাপি আসন দিও না।

(৪) (কলহকারিণী পত্নীর নিকট হারি মানিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিও না। দম্পতী-কলহে যে হারি মানে, সেই জিতে।

(৫) যতক্ষণ বিবাদ না মিটে, অনন্য-কর্ম্মা হইয়া থাকিও। সংসার উৎসন্ন হউক, সৃষ্টি বহিয়া যাউক, যতক্ষণ বিবাদ-ভঞ্জন না হইবে, ততক্ষণ কোনও কাজ করা হইতে পারে না; অপর কাহারও সহিত কথা কহা হইতে পারে না, খাওয়া দাওয়া হইতে পারে না, ঘুমান হইতে পারে না, বিশেষতঃ ঘুমানটী কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

উল্লিখিত পাঁচটি নিয়মই অতি গুরু-তর; বিশেষতঃ পঞ্চম নিয়মটী] এবং তাহার শেষভাগের কথাটি সকল নিয়মের সার নিয়ম। এইগুলি পালন করিয়া চলিতে পারিলে দম্পতীর মধ্যে কলহ অল্প হয়; যখন হয়, তখন স্বল্পকাল মাত্র থাকে এবং নিবৃত্তিতে অন্তঃকরণ সরস ও সুখে আপ্লুত হয়। দম্পতী-কলহের পরি-সমাপ্তিতে যে অশ্রুবারি বিগলিত হয়, তাহা সরসতার লক্ষণ—দুই চারি বার বিদ্যুৎপ্রকাশের পরে বৃষ্টি—জগতীতল শীতল!"

---

# রত্ন।

(৩৭০ সংখ্যা-- ২১২পৃষ্ঠার পর)

## সর্পমণি বা ফণিমুক্তা।

সকল সর্পের মস্তকে মণি উৎপন্ন হয় না।

"ভুজঙ্গমাস্তে বিষবেগদৃপ্তাঃ
শ্রীবাসুকের্ব্বংশভবাঃ পৃথিব্যাম্।
কচিৎ কদাচিৎ খলু পুণ্যদেশে
তিষ্ঠন্তি তে পশ্যতি তান্ মনুষ্যঃ।"

যে সকল সর্পের মস্তকে প্রস্তর হয়, তাহারা আপনার বিষবেগে উগ্রস্বভাব হয়। ইহারা বাসুকি নাগের বংশে উৎপন্ন। পৃথিবীর কোন কোন পুণ্য স্থানে

কখন কখন এইরূপ সর্প মনুষ্যেরা দেখিতে পায়।

লক্ষণ।

"ফণিজং বর্ত্তুলং রম্যং নীলচ্ছায়ং মহাদ্যুতি।
পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি বাসুকেঃ কুলসম্ভবম্॥"

ফণিজাত মুক্তা দেখিতে অতি সুন্দর, বর্ত্তুলাকার অর্থাৎ গোল,নীলাভ এবং অত্যন্ত দীপ্তিমান্। অপুণ্যবান্ ব্যক্তিরা বাসুকি-বংশীয় সর্পের মুক্তা দেখিতে পায় না,সুতরাং ফণিজাত মুক্তা তাহাদের নিকট দুর্লভ।

দ্বিতীয় লক্ষণ, যথা—

শৃগালকোলামলকেলগুঞ্জাফলপ্রমাণাস্ত
চতুর্বিধাস্তে।
স্যুর্ব্রহ্মবাহূদ্ভববৈশ্যশূদ্রসর্পেষু জাতাঃ
প্রবরাস্তু সর্ব্বে॥

শৃগালকোল—শ্যাকুল। প্রমাণে শ্যাকুল যত বড়, তত বড় হয়। আমলকী-প্রমাণও হয়। গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচ-পরিমিতও হয়। কুলফলের মতও হয়। এই চারি প্রকার মুক্তা চারি জাতি সর্পে জন্মে। ইহারা সকলই প্রশস্ত।

ফলশ্রুতি।

"প্রাপ্যাপি রত্নানি ধনং শ্রিয়ং বা।
রাজশ্রিয়ং বা মহতীং দুরাপাম্॥
তেজোঽন্বিতাঃ পুণ্যকৃতো ভবন্তি।
মুক্তাফলস্যাস্ত বিধারণেন॥"

ধন, রত্ন, রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়া এই ফণি-মুক্তাফল ধারণ করিলে ধারণকর্ত্তার পুণ্য-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় এবং তেজ বৃদ্ধি হয়।

মীনজ মুক্তা।

মৎস্যবিশেষের মুখপ্রদেশে এক প্রকার পাথর জন্মে, তাহাকেই মীনমুক্তা কহে।

পাঠীনপৃষ্ঠস্য সমানবর্ণম্।
মীনাৎ সুবৃত্তং লঘু নাতিসূক্ষ্মম্॥
উৎপদ্যতে বারিচরাননেষু
মীনাশ্চ যে মধ্যচরাঃ পয়োধেঃ॥

পাঠীন মৎস্য—রোহিত মৎস্য, বাটা-মৎস্য। মীন হইতে যে মুক্তা পাওয়া যায়, তাহা পাঠীন মৎস্যের পৃষ্ঠের বর্ণের সদৃশ, সুগোল, লঘু অর্থাৎ ওজনে হালকা ও নিতান্ত সূক্ষ্ম নহে। মীনমুক্তা সকল বারিচর অর্থাৎ মৎস্যদিগের মুখে জন্মিয়া থাকে, এবং এই সকল মৎস্য সমুদ্রের মধ্য প্রদেশে বাস করে।

লক্ষণ।

গুঞ্জাফলসমস্থৌলং মৌক্তিকং তিমিজং লঘু।
পাটলা পুষ্পসঙ্কাশং অল্পকান্তিসুবর্ত্তুলম্॥

তিমিমৎস্যজাত মুক্তা সকল স্থূলতায় গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচের ন্যায়; লঘু অর্থাৎ হালকা; পাটলা পুষ্পের ন্যায় ইহার কান্তি, কিন্তু দ্যুতিচ্ছায়া অল্প। ইহার বর্ত্তুলতা অতি সুন্দর।

মীনমুক্তার সামান্য লক্ষণ এই বটে,কিন্তু মৎস্যদিগের প্রকৃতিভেদ থাকাতে তদুৎ-পন্ন মুক্তারও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে।

"বাতপিত্তকফদ্বন্দ্বসন্নিপাতপ্রভেদতঃ।
সপ্তপ্রকৃতয়ো মীনাঃ সপ্তধা তেন মৌক্তিকম্॥"

বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনের দুই দুই ও তিন তিন ক্রমে মৎস্য সকল সাত প্রকার প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তাফলও সাত প্রকারের হয়।

লঘিষ্টমরুণং বাতাৎ আপীতং মৃদু পিত্ততঃ।
গুরুং গুরু কফোদ্রেকাৎ বাতপিত্তান্ মৃদুর্লঘু ॥
বাতশ্লেষ্মভবং স্থূলং পিত্তশ্লেষ্মজমর্দ্দকম্।
সর্ব্বলিঙ্গ প্রয়োগেণ সান্নিপাতিকমুচ্যতে।
একজাঃ শুভদাঃ প্রোক্তা স্তথা বৈ সান্নিপাতিকাঃ ॥

বাতাধিক্য বশতঃ লঘু ও অরুণাভ। পিত্ত-প্রাধান্যে মৃদু ও ঈষৎ পীতাভ। কফের বাহুল্যে গুরু ও শ্বেতাভ। বাতপিত্ত উভয়ের প্রাবল্যে মৃদু অর্থাৎ কোমল-ভাবাক্রান্ত এবং লঘু। বাতশ্লেষ্ম উভয়ের প্রাবল্যে স্থূলত্ব-গুণযুক্ত। পিত্তশ্লেষ্মজাত হইলে স্বচ্ছতার আধিক্য। এক একটী ও দুই দুইটী প্রকৃতিতে যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল, যদি সকল চিহ্ন কিছু কিছু প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে সান্নিপাতিকজ বলা যায়। এই সকলের মধ্যে সান্নিপাতিকজ ও একজ মুক্তাই প্রশস্ত ও শুভদায়ক। (ক্রমশঃ)।

---

# ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

(৩৬৬ সংখ্যা—৭৯ পৃষ্ঠার পর)

যদি একটী গোলাকে দক্ষিণাভিমুখে চালিত করা যায়, তাহা হইলে উহা খানিক দূর গিয়া স্থির হইবে। যেরূপ বলে উহাকে দক্ষিণাভিমুখে চালিত করা হইয়াছিল, যদি সেই বলের সহিত উহাকে আবার উত্তরাভিমুখে চালিত করা যায়, এবং পথে উহা কোন বাধা না পায়, তবে উহা নিঃসন্দেহই পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইবে। যদি সমকালে দুটী সমান বিপরীত বল কোন বস্তুতে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উহা কোন দিকেই চালিত হইবে না। কিন্তু ঐ দুইটী বিপরীত বলের মধ্যে যদি একটী অন্যটী অপেক্ষা ন্যূন হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তু ন্যূন বলের দিকে ধাবিত হইবে। মনে কর, কোন বস্তু এরূপ উত্তরাভিমুখ বলে চালিত হইল যে, বাধা না পাইলে উহা উত্তর দিকে ৫০ হাত যাইবে, কিন্তু ঐ সময়েই যদি উহাতে ১০ হাত পরিমিত (অর্থাৎ বেগে চালিত হইলে ১০ হাত যাইতে পারে,এরূপ) একটী দক্ষিণাভিমুখ বল প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ বস্তু ৪০ হাত মাত্র যাইয়াই স্থির হইবে। যদি ২০ হাত বল প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ৩০ হাত মাত্র যাইয়াই স্থির হইবে। সুতরাং অনায়াসে বুঝা যাইতেছে যে, কোন বস্তুতে একটী বল প্রয়োগ করিয়া যে পরিমাণে উহাতে বিপরীত বল প্রয়োগ করা যায়, সেই পরিমাণে প্রথম বলের হ্রাস হয়। এখন জলের তরঙ্গ কেন ক্রমশঃ হ্রাস হয় দেখা যাউক। লোষ্ট্রবেগে জলের তরঙ্গ উত্থিত হয়। ঐ বেগ চতুর্দ্দিকে বস্ত

অগ্রসর হয়, জলের স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকাতে ততই প্রতিঘাত অর্থাৎ বিপরীত বল প্রাপ্ত হইতে থাকে, সুতরাং ক্রমেই ঐ বেগের হ্রাস হইয়া তরঙ্গ মৃদু হইয়া পড়ে। ধ্বনিপ্রবাহেরও ঠিক্ এই অবস্থা। উহা যত প্রসারিত হয়, ততই উহার বেগের হ্রাস হয়। সুতরাং ধ্বনিরও স্থূলতার হ্রাস হয়। কত পরিমাণে স্থূলতার হ্রাস হয়, তাহাও নির্ণীত হইতে পারে। এক হাত ব্যাসের বৃত্তে যত বায়ু থাকে, দুই হাত ব্যাসের বৃত্তে তাহার চতুর্গুণ বায়ু থাকে, তিন হাত ব্যাসের বৃত্তে তাহার নয়গুণ থাকে। এইরূপ ৪ হাত ব্যাসের বৃত্তে ১৬ গুণ এবং ৫ হাত ব্যাসের বৃত্তে ২৫ গুণ ইত্যাদি। বৃত্ত ক্ষেত্রের কালির নিয়ম দেখিলেই ইহা অনায়াসে বুঝা যাইবে। সুতরাং একহাত দূরগামী ধ্বনি যে পরিমিত বায়ুতে প্রসৃত হয়, ২ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার চতুর্গুণ বায়ুতে প্রসৃত হয়। ৩ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার ৯ গুণ বায়ুতে প্রসৃত হয়। এইরূপ ৪ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার ১৬ গুণ এবং ৫ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার ২৫ গুণ ইত্যাদি। এক হাত দূরগামী ধ্বনি অপেক্ষা ২ হাত দূরগামী ধ্বনি ৪ গুণ লঘু হইবে, ৩ হাত দূরগামী ৯ গুণ লঘু, ৪ হাত দূরগামী ১৬ গুণ লঘু, এবং ৫ হাত দূরগামী ২৫ গুণ লঘু ইত্যাদি। ইহা হইতে এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে, দূরত্বের বর্গের সমানুপাতে ধ্বনির হ্রাস হয়। যদি এক হাত প্রসারিত কোন ধ্বনিকে ৪ বলিয়া ধরা যায়, তাহাহইলে তাহা দুই হাত প্রসারিত হইলে ১ হইয়া পড়িবে। যদি কোন এক হাত প্রসারিত ধ্বনিকে ৯ বলিয়া ধরা যায়, উহা ৩ হাত প্রসারিত হইলে ১ হইয়া পড়িবে।

(ক্রমশঃ)

---

# জাতীয় উন্নতি।

( গতপ্রকাশিতের শেষ )

এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব, রাজ্যতন্ত্র সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতিপুঞ্জেরই অনুসারী হইয়া থাকে। প্রজাগণ নিকৃষ্ট হইলে উৎকৃষ্ট রাজ্যতন্ত্রও ক্রমে নিকৃষ্টভাবাপন্ন হয়; প্রজাগণ উৎকৃষ্ট হইলে নিকৃষ্ট রাজ্যতন্ত্রও কালক্রমে উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে। রাজা যতই কেন যথেচ্ছাচারী হউন না, প্রকৃতিবর্গ সাধু ও সদাশয় হইলে এক দিন না এক দিন রাজাকে সাধু ও সদাশয় হইতে হইবে—এক দিন না এক দিন অবশ্যই তাঁহাকে প্রজার স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে;

কিন্তু যাহাদের অন্তরে স্বাধীন ভাবের স্রোত প্রবাহিত নহে, যাহারা আত্মাবলম্বনে উদাসীন ও সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী, রাজ্যতন্ত্রে তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকা না থাকা একই কথা। স্বেচ্ছাচারী রাজার দাসত্ব কষ্টকর ও অনর্থের হেতু হইলেও অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তি-সমূহের দাসত্ব করা অপেক্ষা উহা সমধিক ভয়ঙ্কর নহে। যাঁহাদের স্বাধীনতা কেবলমাত্র রসনা-প্রণয়িনী হইয়া অন্তগত হয়, যাঁহাদের স্বাবলম্বনের লেশমাত্র নাই, ঘৃণিত পারতন্ত্র্য-বুদ্ধি যাঁহাদের অন্তরাত্মাকে নীচ ও তেজঃশূন্য করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদিগের জাতি কিরূপে স্বাধীন ও সমুন্নত হইয়া উঠিবে? হয় ত তাঁহারা জ্ঞানালোকে নিজের কর্ত্তব্যগুলি বুঝিলেন, কিম্বা বিত্তাবলে সেই বিষয়ে বিলক্ষণ বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে পরমুখ চাওয়াটী নহিলে কোনক্রমে অগ্রসর হইতে পারেন না। স্বার্থপরতাদি-নীচ-প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রতা যেন তাঁহাদের মস্তকে পদাঘাত করিতে থাকে।

বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির জাতীয় উন্নতি কেবল কয়েকজন বীরপুরুষের দ্বারা হয় নাই, অবশ্যই উহাতে সাধারণের সহায়তা আছে। সৈন্যগণ নিরুৎসাহ ও ভীরুস্বভাব হইলে কি সেনানী দ্বারা এতদূর সম্ভবে? স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ জাতি সাধারণ্যে উৎকট থাকাতেই জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা বিষয়ে সাধারণেরই প্রাণপণ রহিয়াছে। আমরা ইংরাজগণকে আজ যে সভ্যতার উচ্চ শ্রেণীতে দেখিতে পাইতেছি, তাহা সাধারণের প্রধান প্রধান গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেক নীচবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ স্বাবলম্বনে অধস্তন স্থান হইতে মহোচ্চ পদবীতে অধিরোহণ করিয়া স্বজাতির উন্নতি সাধন করিয়াছেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বিদ্যার প্রত্যেক শাখাতেই তাঁহাদের নাম কীর্ত্তিত রহিয়াছে। কেহ কৃষিক্ষেত্র হইতে, কেহ পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে, কেহ পণ্যালয় হইতে, কেহ ভূগর্ভ হইতে, কেহ কর্ম্মকারের ভস্মাস্থান হইতে, কেহ চর্ম্মকারের কুটীর হইতে কেবল আত্মাবলম্বন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়াদি গুণে বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে নিম্নে কতকগুলির নাম প্রদত্ত হইল।

খ্যাতনামা সেক্সপিয়রের জন্ম কেহ ঠিক বলিতে পারেন না, কিন্তু ইনি যে দরিদ্রসন্তান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সূতা-কলের সৃষ্টিকর্ত্তা সার রিচার্ড আর্করাইট ও লর্ড টেন্টরডেন্ ক্ষৌরকার-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন; দৈনন্দিন শ্রমোপজীবীর গৃহে, ইঞ্জিনিয়ার ব্রিণ্ডিলি, প্রধান পোত-নাবিক কুক্ ও কবি বরন্সের জন্ম হয়। বেন জন্সন্ রাজমিস্ত্রির সন্তান ছিলেন, ইনি অঙ্গরক্ষাতে একখানি পুস্তক ও হস্তে কর্ণিক লইয়া লিন্কনের পান্থ-গৃহ নির্ম্মাণ

করিতেন। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার এডওয়ার্ড টেল্‌ফোর্ড, ভূতত্ত্ববেত্তা হফ্ মিলর ও বিখ্যাত ভাস্কর আলান্ ক্যানিংহাম ও ঐ বংশোদ্ভব গণিতবিদ্যাবিশারদ সাম্‌সন্, ভাস্কর বেকন্, আডাম্ ওয়াকর, জন ফষ্টর, পক্ষি-বিদ্যাবিশারদ উইলসন্, দেশভ্রমণকারী বিখ্যাত মিশনরি ডাক্তার লিভিংষ্টোন ও সুকবি টানাহিল প্রভৃতি মহাযশাগণ তন্তুবায়গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সামুদ্রিক সৈন্যাধ্যক্ষ প্রধান ক্লাউড্‌স্‌লি সভল, বৈদ্যুৎ-বিদ্যাবিশারদ ষ্টরজিয়ন, প্রধান রচনাকর্ত্তা স্যামুএল ব্রিউ, ত্রৈমাসিক সমাচারপত্র-লেখক গিফোর্ড, কবি ব্লুমফিল্ড, মিসনরি উইলিয়ম কেরি ও মরিসন্ প্রভৃতি খ্যাতনামা মহাত্মাগণ চর্ম্মকারগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। টমাস্ এডওয়ার্ড নামক এক ব্যক্তি জুতার দোকানে থাকিয়া পদার্থবিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিখ্যাত চিত্রকর জ্যাক্‌সন এক সূচিজীবীর দোকানে কর্ম্ম করিতেন। মহাসাহসী সামুদ্রিক নাবিক আড্‌মিরাল হবসন্‌ও ঐ শ্রেণীভুক্ত। কার্ডিন্যাল উল্‌সি, গ্রন্থকার ডি ফো এবং কবি আফিন্সাইড ও কর্ক হোয়াইট মাংস-বিক্রেতার সন্তান। গ্রন্থকার বেনিয়ান কাঁসারির সন্তান ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ শিক্ষক জোজেফ ল্যাঙ্কাষ্টর ঝুড়ি বোনা ব্যবসায় করিতেন। বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কার-ব্যাপারে যাঁহাদের নাম কীর্ত্তিত আছে, তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা নিউকোমন কর্ম্মকার ছিলেন। ওয়াট গণিত-সংক্রান্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন এবং ষ্টিফেন্‌সন্ কলের অগ্নি প্রজ্বালনে নিযুক্ত থাকিতেন। ধর্ম্মোপদেষ্টা হন্টিংডন প্রথম অবস্থায় কয়লার কাঁড়ি দিতেন। কাচের ছাঁচের জন্মদাতা রিউইক্ কয়লার খনিতে কার্য্য করিতেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা ডডসলি পদাতিক এবং হলক্রফট্ ঘোড়ার সইস ছিলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্র-অধ্যাপক মাইকেল ফ্যারাডে সামান্য কর্ম্মকারের সন্তান ছিলেন। স্কটলণ্ডের উত্তর প্রান্তে থরসো নামক স্থানে রবার্ট ডিক্ নামে এক ব্যক্তি পূপকারের দোকানে থাকিয়া অসামান্য ভূতত্ত্ববেত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ডের প্রাকৃত সভার সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেই নীচবংশীয় দরিদ্রের সন্তান। এই সভার সভ্য মৃত ব্রদরটন প্রথম অবস্থায় তুলা-কলের কর্ম্মচারী ছিলেন এবং একজন তন্তুবায়-সন্তান ঐ সভার সভ্য ছিলেন। প্রসিদ্ধ পোতাধিকারী মাষ্টার ডবলিউ এস লিণ্ডস্ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে অনাথ ও নিরাশ্রয় হইয়া সংসারপথের পথিক হয়েন। পরে স্বাবলম্বন, পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়গুণে এ সভার সভ্য হইয়া সম্মান লাভ করেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্যক্তিগত উন্নতি না হইলে স্বজাতির উন্নতি লাভের উপায় নাই ; আর এই ব্যক্তিগত উন্নতির জীবন সচ্চরিত্রতা, স্বাবলম্বন, পরিশ্রম, উৎসাহ, অধ্যবসায়,

স্বাধীন চিন্তা। এই উপকরণগুলি নহিলে ব্যক্তিগত উন্নতির জন্ম হয় না এবং ব্যক্তিগত উন্নতি নহিলে সমষ্টিগত উন্নতির আশা কোথায়? সুতরাং ব্যক্তিগত উন্নতির উপরেই জাতীয় উন্নতির আশা ভরসা নির্ভর করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব স্বদেশানুরাগীমাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য, যাহাতে ব্যক্তিগত উন্নতিলাভ হয়, তাহার চেষ্টা ও উপায় উদ্ভাবন করা। শ্রীকু, রা।

—

## নূতন সংবাদ।

১। কুমারটুলির হত্যাকাণ্ডের নায়ক অন্নদাপ্রসাদ ঘোষের মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে। ৫ জন ইংরাজ ও ৪ জন দেশীয় বিশেষ জুরি লইয়া বিচার হয়। জুরিরা একবাক্যে আসামীকে হত্যাদি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করাতে তাহার ফাঁসী হইয়াছে।

২। কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন সম্প্রতি নিউমোনিয়া রোগে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া দেব ও অতিথি সেবাদির জন্য বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

৫। চীনদেশে নাকি কন্যাবিক্রয়ের প্রথা অত্যন্ত বলবতী। অতি সামান্য মূল্যে বালিকাগুলি বিক্রীত হইয়া থাকে। এক একটী বালিকার মূল্য ৩।৪ শিলিং মাত্র।

৪। সম্প্রতি ডেনমার্করাজের দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স চার্লসের সহিত আমাদের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের কন্যা প্রিন্‌সেস মডের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।

৫। পঞ্জাবের একটী প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়-গৃহে একটী বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

৬। বোম্বের প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবার ৮২ জন ছাত্রী উপস্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৮ জন খৃষ্টান, ৩০ পারসী, ৩ হিন্দু এবং একজন ইহুদী।

—

## পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। নারীরত্নমালা (সচিত্র)—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আনা। এই পুস্তকে ছবির সহিত বিদেশীয় ১১টী এবং দেশীয় ৩টী আদর্শ মহিলার জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ভগিনী ডোরা, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ও ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়ার চরিত পাঠে কে না আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন? অন্যান্য বিদেশীয়া রমণীরাও বিশেষ বিশেষ গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। দেশীয় মহিলাদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর-জননী হিন্দু গৃহের লক্ষ্মী, তরুদত্ত প্রতিভার জীবন্ত মূর্ত্তি এবং রমাবাই নারীহিতব্রতে

আত্মোৎসর্গকারিণী। পুস্তকখানি অতি-সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা একখানি সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার উৎসাহলাভের যোগ্য।

২। আমাদের লুর্দের কর্ত্রী—পিতা এচ,এম,বোতেরো প্রণীত,মূল্য ॥৵০ আনা। এই পুস্তকে কুমারী বার্ণাদেত্তা-নাম্নী এক ফরাসী বালিকার অলৌকিক দর্শনের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিতে করিতে শ্রীমন্তের "কমলে কামিনী" দর্শনের কথা মনে হয়। হিন্দুদিগের ন্যায় রোমান ক্যাথলিক্‌ খ্রীষ্টানেরা দেবলীলায় বিশ্বাস করেন। পুস্তকখানির ভাষা পূরা খৃষ্টানী নহে এবং তজ্জন্য ইহা পাঠ করিয়া বঙ্গনারীগণ আনন্দিত হইতে পারিবেন।

৩। শকুন্তলা—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ।৵ আনা। কবিবর কালি-দাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা যতদূর সংক্ষিপ্ত সরল ভাষায় লিখিত হইতে পারে, তাহা হইয়াছে এবং পুস্তকখানি অনেকগুলি লিথোগ্রাফি ছবিদ্বারা সুশোভিত। পাঠিকা-দিগকে পুস্তকখানি এক এক বার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

৪। দেহতত্ত্ব—শ্রীকেদারনাথ কুলভি প্রণীত। ইহাতে দেহ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহার বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে,বিজ্ঞানসমন্বিত ধর্ম্ম-ভিত্তির উপরে ইহার মীমাংসা সকল প্রতি-ষ্ঠিত। বিশেষতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়-বিধ শাস্ত্রের সারতত্ত্ব ইহাতে আছে। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী এবং ইহাতে যোগমার্গ-সম্মত যে সকল নিগূঢ় তত্ত্বের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তা ও আলোচনার বিষয়।

৫। কবিতা মুকুল, প্রথম ভাগ—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম,এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে ২১টী কবিতা এবং অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে। কবিতাগুলি অতি সরল ও সুন্দর হইয়াছে। কবিতামুকুল প্রথম পাঠ্য কবিতা-পুস্তকরূপে বিদ্যালয় সকলে গৃহীত হইবার যোগ্য।

৬। বালকপাঠ—শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত,মূল্য ৵১০ আনা। ইহাতে গদ্য ও পদ্য সরল প্রবন্ধ সকল আছে। পুস্তকখানি তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষার স্থলে পাঠ্য হইতে পারে।

## বামারচনা।

### কোথা আছি ?

উপরে অনন্ত শূন্য অগণ্য তারকা,
ভূতলে অগাধ সিন্ধু অনন্ত বালুকা।
পার্শ্বে ঘন বন-রাজি, উচ্চ গিরিশ্রেণী,
ব্যাপিয়া অনন্ত দিক্‌ আঁধার-যামিনী।
সম্মুখে শ্মশান-শয্যা ভীষণ-আকৃতি,
উপরে বজ্রাগ্নি-রেখা বিকট-মূরতি।
এ প্রাণ বাসনা-স্রোতে সদা নিম্নগামী,
মনেতে আশঙ্কা সদা,কোথা আছি আমি ?

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

No 373. February 1896.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৩ সংখ্যা। মাঘ, ১৩০২—ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬। ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সূচী।



## কলিকাতা।

৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট বাই লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য।০ আনা মাত্র।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৵০ আনা।

No. 373. February 1896.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

“কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৩ সংখ্যা। মাঘ, ১৩০২—ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬। ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘোৎ[illegible] ৬ বার্ষিক মাঘোৎসব অন্যান্য বর্ষের ন্যায় সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হয়, তাহাতে ছোট লাট সস্ত্রীক সভাপতিত্ব করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছেন।

নববর্ষের রাজপ্রসাদ—ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে রঙ্গপুরের রাজা বাহাদুর গোবিন্দলাল মহারাজা, তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় রাজা বাহাদুর, বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, শরচ্চন্দ্র দাস (সি, আই, ই) ও যদুনাথ রায় রায় বাহাদুর, বাবু নবকৃষ্ণরায় রায় সাহেব, এবং ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ সি, আই, ই উপাধি পাইয়াছেন।

মোহনমেলা—কলিকাতার মাণিকতলাস্থ মল্লিকস্ লজ্ নামক উদ্যানে একটী বৃহৎ মেলা হয়, তাহাতে দেশীয় বিবিধ শিল্পের প্রদর্শন ও তৎসঙ্গে অনেক আমোদপ্রমোদেরও আয়োজন হইয়াছিল।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়—ইহার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৮২ জন ছাত্রী উপস্থিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৪৮ খৃষ্টান, ৩০ পার্শী, ৩ জন হিন্দু এবং ১ জন ইহুদী রমণী।

দান—(১) মহিষাদলের রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর শেঁওখালিতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৪০০০ টাকা দান করিয়াছেন এবং বর্ষে বর্ষে ৩০০ টাকা করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। (২) বিজয়নগরমের মহারাজা লেডী ডফারিণ ফণ্ডে এ বৎসর ২৮০০০ টাকা দান করিয়াছেন। গত বৎসর ১০০০০ টাকা দিয়াছিলেন।

মহীশূরের রাজজননী—ইনি একজন

বিদুষী রমণী ও অশেষ গুণে গুণবতী। ইনি ইংরাজী, সংস্কৃত, ক্যানারীস্, হিন্দুস্থানী ও গুজরাটী ভাষায় সুপণ্ডিতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—সার আল্‌ফ্রেড্ ক্রফ্‌ট আর এক বৎসরের জন্য বাইস্ চানসেলার হইয়াছেন। রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, বাবু লালবিহারী মিত্র এবং ডাক্তার স্বরেশ চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী নূতন ফেলো মনোনীত হইয়াছেন।

নূতন মহাদেশ আবিষ্কার—নরওয়ের নাবিক বর্ক গ্রেভিস্ পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু-দেশে এক নূতন মহাদ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি দক্ষিণ অক্ষরেখার ৭৪ অংশের মধ্যে আডেয়ার নামক এক অন্তরীপে অবতীর্ণ হন। তথায় উত্তর মেরু-দেশ অপেক্ষা শীত অনেক কম। তিনি খনি আবিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন।

বাঙ্গালীর গৌরব—ফরাসী চন্দন-নগর-নিবাসী বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়কে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সভাপতি "নাইট সিভেলিয়ার ডিলা লিজন ডি অনর" ( knight chevalier de la legion D' Honour ) নামক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

ইংরাজদের উল্কীপ্রিয়তা—বিলাতে নাকি বিবিরা উল্কীভক্ত হইয়াছেন, নানা বর্ণের উল্কী পরিতেছেন। পুরুষেরাও কম নহেন। পার্লেমেণ্টের জনৈক সভ্য তাঁহার স্ত্রী ও ৫টী পুত্র কন্যার শরীরে তাহাদের নাম ধামের উল্কী চিত্রিত করিয়া লইয়াছেন।

আশ্চর্য্য গামোছা—এক প্রকার তোয়ালে প্রস্তুত হইয়াছে, উহা অপরিষ্কার হইলে গন্‌গণে অগ্নিতে ফেলিলে কিয়ৎক্ষণ পরে ধোপার বাড়ীর ইস্ত্রী-করা কাপড় অপেক্ষাও পরিষ্কার হইয়া আসে।

দম্পতী-তরু—সুইজরলণ্ডে এক আইন আছে, তদনুসারে প্রত্যেক বিবাহিত নব-দম্পতীকে বিবাহান্তে স্বহস্তে বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়। বিবাহের দিন পাইন্ ও উইলো বৃক্ষের চারা রোপণ করিতে হয়। ইহা একটী সুন্দর প্রথা।

---

## রুষ রমণীর উন্নতি ও অধিকার।

অতিদূরদেশ রুষিয়াতে রুষ ভগিনী-গণ দিন দিন নানা প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধা অতিক্রম করিয়া, কেমন উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাহার বিবরণ লণ্ডনের কোন এক সাময়িক পত্রে একদিন পাঠ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। বামাবোধিনীর পাঠিকা ভগিনীগণও তাহা অবগত হইয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া, তাহা সঙ্কলনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে ধরিতেছি। নরনারীর অন্তরাত্মা যখন সেই পূর্ণ জ্ঞানের দিকে ধাবিত হয়,

তখন তাহা আর কোন বাধাবিঘ্ন মানে না এবং কোন বাধাবিঘ্নও তাহার গতি কিছুতেই রোধ করিতে সমর্থ হয় না; বরং তন্মধ্য হইতে এমন সকল অনুকূল অবস্থা প্রসূত হয়, যদ্দ্বারা সকল বাধা, সকল বিঘ্ন, সকল অন্তরায় ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে দেখা যায়। দুর্জ্জয় রাজশক্তি, ইচ্ছা সত্বেও, অবলাগণের জ্ঞানার্জ্জনী স্পৃহাকে খর্ব্ব করিতে পারিতেছে না, এ দৃশ্য অতীব মনোহর। রুষরমণীর জ্ঞানোপার্জ্জন প্রবৃত্তি এতাদৃশী বলবতী না হইলে রুষের বর্ত্তমান উন্নতি-স্রোত বহুশতাব্দী পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত।

অর্দ্ধশতাব্দী কাল পূর্ব্বে রুষ মহিলাগণের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। অনেক মহাত্মা, সময়ে সময়ে, স্বদেশীয় মহিলাবৃন্দের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কিন্তু রুষ গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধাচরণ করাতে তাঁহারা সফল-মনোরথ হইতে পারেন নাই। তবে ইহাঁদিগের উদ্যোগে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল মাত্র; তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ফরাসী ভাষা, সঙ্গীত ও সেলাইএর কার্য্য শিক্ষাতেই রুষ ভদ্রমহিলার উচ্চশিক্ষার পরিসমাপ্তি হইত। মহিলাবৃন্দের উচ্চশিক্ষাবিধানার্থ এতাবৎকাল কোনও কলেজ ছিল না। স্কুলের সংখ্যা এত কম ছিল যে, তাহা আদৌ উল্লেখযোগ্য নহে। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে, সর্ব্বপ্রথমে, সেণ্ট-পিটার্সবর্গ নগরের মেডিক্যাল কলেজে রুষ রমণীগণ প্রবেশাধিকার লাভ করেন। এই জন্য রুষ অবলা-বান্ধবগণকে যথেষ্ট সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এই সমুন্নত হিন্দুনীতি ও অনুশাসন রুষ গবর্ণমেণ্টের হৃদয়ঙ্গম করাইতে ইহাঁদিগকে বিশিষ্টরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অবশেষে গবর্ণমেণ্টের মত পরিবর্ত্তিত হইল। অবলা-হিতৈষি-গণেরই জয় হইল। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম রুষ মহিলাগণের জন্য রুষিয়ার অনেক সহরে কলেজ সংস্থাপিত হয়। রুষরমণীগণের সমুন্নতি জন্য যে সকল মহাত্মা বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাইকেল মিকেলবের (Michael Mikailov) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাঁর হৃদয়োন্মাদক কবিতা সকল রুষ জাতির সুষুপ্ত হৃদয়কে স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় ইনি অকালে সাইবেরিয়ায় মানবলীলা সংবরণ করেন।

মিকেলব-প্রমুখ স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগিগণ রাজা প্রজার মনে যে উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তালপত্রের অগ্নির ন্যায় বহুক্ষণ স্থায়ী হইল না। অত্যল্প কালের মধ্যে সমগ্র রুষ সাম্রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষার যে প্রবলোচ্ছ্বাস দৃষ্ট হইয়াছিল, ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে আবার তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। মহিলাগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত সমস্ত কলেজ একবারে বন্ধ হইয়া গেল। স্ত্রীশিক্ষার স্রোত একবারে অবরুদ্ধ হইল।

এই সময়ে দুইজন রুষ মহিলা স্বদেশীয় মেডিক্যাল কলেজে উচ্চশ্রেণীতে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ইহাঁ-দিগের পাঠ সমাপ্তির আর অতি অল্পকাল বাকী ছিল মাত্র। কলেজ বন্ধ হওয়ায় অগত্যা ইহাঁরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কোন বিদেশীয় কলেজে প্রবেশলাভ করিয়া পাঠ সমাপ্ত করিলেন। যদিও অনেক সংগ্রামের পর রুষ গবর্ণমেণ্ট মহিলাদ্বয়কে, মেডিক্যাল আকাডেমীতে অধ্যয়ন করিয়া, শেষ পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি ইহাঁরা গবর্ণমেণ্টের একপ্রকার অকিঞ্চিৎ-কর অনুগ্রহের জন্য অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া বিদেশেই পাঠ সমাপ্ত করিতে সঙ্কল্প-বতী হইলেন। যুবতীদ্বয় কিছুতেই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। এই ঘটনাতে সমগ্র রুষ-সাম্রাজ্যে এক মহা আন্দোলন সমুত্থিত হইল। এই অন্দোলনের ফলে মহিলাগণের জন্য রুষ দেশে কয়েকটি প্রাইভেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এই সকল কলেজ হইতে সমুত্তীর্ণ ছাত্রী-গণ কোন প্রকার ডিপ্লোমা বা উপাধি লাভ অথবা রাজসরকারে কোন প্রকার উচ্চপদ লাভ করেন নাই, তথাপি চতুর্দ্দিক্ হইতে দলে দলে ছাত্রীগণ আগ্রহের সহিত আসিয়া এই সকল কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক রুষ রমণী আপনাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য দলে দলে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় কলেজে প্রবেশলাভ করিলেন। অত্যল্প কালের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৭০ খৃঃ অব্দে প্রায় একশত রুষ রমণী জুরিচ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবিষ্ট হইলেন।

এদিকে রুষ গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন, প্রতিবৎসর উচ্চশিক্ষার্থিনী রুষ মহিলারা দলে দলে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতেছেন, বিশেষতঃ বিদ্রোহিদলের কেন্দ্রস্থল জুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিতেছেন, ইহা রুষ সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। কি জানি কবে বা এই সকল মহাশক্তি কোন বিপদ ঘটাইয়া বসে, এই আশঙ্কা করিয়া রুষ গবর্ণমেণ্ট রুষ মহিলা-গণকে স্বদেশে রাখিয়া উচ্চশিক্ষাদানার্থ আবার কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেণ্টপিটার্স-বর্গ মেডিক্যাল আকাডেমী এবার অবৈতনিক মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হইল। আবার রুষ মহিলাগণ এই কলেজে অবাধে অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপ্ত করিতে লাগিলেন। দেশমধ্যে স্ত্রী-ডাক্তারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রুষ-তুর্কী যুদ্ধের সময় বহুসংখ্যক রুষ মহিলা-ডাক্তার আপনাদিগের উপ-যোগিতার পরিচয় দিয়াছেন। এই জন্য ইহাঁরা রুষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে পুরস্কৃতা ও সম্মানিতা হইয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভকালে রুষ-সম্রাট সাম্রাজ্যমধ্যে স্ত্রী ও শিশু চিকিৎসার জন্য মহিলা ডাক্তার নিয়োজিত করিবার বিধি প্রচার করেন। ঠিক্ এই সময় জনৈক রুষ মহিলা সেণ্টপিটার্সবর্গ

মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপিকার পদে নিযুক্ত হন।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে সেণ্টপিটার্সবর্গ ও কিব ( St. Petersburg and Kiev ) নগরে আরও কয়েকটী মহিলা-কলেজ সংস্থাপিত হয়। এখানে ভাষা, গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদির শিক্ষা প্রদত্ত হইতে লাগিল। এই সকল কলেজে প্রতিবৎসর চিকিৎসাবিভাগে প্রায় ৫০০ পাঁচ শত ও অন্যান্য বিভাগে প্রায় ৮০০ আট শত ছাত্রী অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। মেডিক্যাল বিভাগের ছাত্রীসংখ্যার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক বিবাহিতা। বলা বাহুল্য, সেণ্টপিটার্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সহিত ইহাদিগের পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়াতে মণিকাঞ্চন যোগ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় বিবাহ হইলে ছাত্রজীবনের উন্নতির বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এই বলিয়া রুষ সম্রাট "ছাত্রাবস্থাতে কেহই বিবাহ করিতে পারিবে না" এই রাজবিধি স্বীয় রাজ্যমধ্যে প্রচার করেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ১৫ বৎসরের মধ্যে ৬০০ মহিলা-ডাক্তার রুষদেশে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে একতৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২০০ দুইশত মহিলা পল্লীগ্রামস্থ কৃষকদিগের মধ্যে, কতকগুলি জেলাতে জেলাতে, কতকগুলি স্কুল কলেজে ও গবর্ণমেণ্টের আফিসে কার্য্য করিতেছেন এবং কতকগুলি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। নানা প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অন্তরায় সত্ত্বেও রুষমহিলাগণ ক্রমশঃ উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতেছেন। এক্ষণে প্রায় ৩০০ তিন শত রুষ মহিলা প্যারী, জুরিচ্, বারণ, ও জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ও উইল্না নগরে দন্ত-চিকিৎসা শিক্ষাদানার্থ দুইটী কলেজ আছে, এখানে বহুসংখ্যক মহিলা শিক্ষা লাভ করিতেছেন। অনেক রুষ মহিলা এক্ষণে স্কুল কলেজে শিক্ষয়িত্রার কার্য্য ব্যতীত টেলিগ্রাফ-বিভাগেও কার্য্য করিতেছেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে জনৈক রুষ মহিলা সাইবিরিয়ার টোমস্ক নগরের এক আদালতে ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রুষ দেশে মহিলাগণের যদ্যপি কোন প্রকার রাজনৈতিক অধিকার থাকা সম্ভবপর হয়, তবে তাহাও আছে। মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনাদিতে রুষমহিলাগণ, ইচ্ছা করিলে, ভোট দিতে পারেন। নিম্নশ্রেণীর মহিলাগণের মধ্যে অনেককে ডাকপিয়নের ও চৌকিদারের কার্য্য করিতে শুনা যায়। অধিকাংশ জেলের কয়েদী নাকি স্ত্রী-কনেষ্টেবল কর্তৃক এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। অতি অল্প কাল হইল, জনৈক রুষ মহিলা সরসটোব গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কোন এক নগরের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োজিতা হইয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ হালদার।

# স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আমোদ।

( গত প্রকাশিতের শেষ )

সাধারণ বঙ্গবাসিনীদিগের অবস্থা ও উপযোগিতা আলোচনা করিয়া, আমাদের সহজ বুদ্ধিতে যে সকল বিষয় তাঁহাদের নির্দ্দোষ আমোদের উপযোগী বলিয়া বোধ হয়, আমরা পাঠিকা ভগিনীদিগের অবগতির জন্য সংক্ষেপে তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এ জগতে আমোদের জিনিষ দুই প্রকার। প্রথম নৈসর্গিক, দ্বিতীয় মানবসৃষ্ট। আমরা আগে বলিয়াছি, চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তির চরিতার্থতায় যে আনন্দ, তাহাকেই আমরা "আমোদ" বলি। প্রাকৃতিক জগতে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি চরিতার্থ-কর যে অসংখ্য জিনিস রহিয়াছে, ইহা কে না জানেন? তাই বলিতেছি, নবোদিত রবির লোহিত কান্তি, চাঁদের মধুর জ্যোৎস্না, ফুলের মনোহর ছটা, বিহঙ্গের সুললিত গীতি, মৃদু বাতাসের সুখ-মাখা হিল্লোল, নদীর উচ্ছ্বাসময় স্রোত, পর্ব্বতের অটল গম্ভীরাকৃতি, সমুদ্রের ভীমা বিস্তৃত নীলিমা, ছয় ঋতুর বিচিত্র নবীনতা—এ সবই মানবের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তিকর; সবই মানবের আমোদের জিনিষ। এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের রাজ্যে আসিয়া গাম্ভীর্য্যের অনুরোধে, শুষ্কতার অনুরোধে যে ব্যক্তি এই অনন্ত সৌন্দর্য্য উপেক্ষা করে তাহার মত দুর্ভাগ্য কে আছে, আমরা জানি না। আবার এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া যাহার মনে অনন্ত সুন্দর বিশ্বস্রষ্টার নাম স্মরণ হয় না, তাহার মত দুর্ভাগা লোকে কল্পনায় আঁকিতে পারে কি না তাহা আমরা জানি না!

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মানুষের মন আপনা হইতেই মুগ্ধ হয়। এরূপ মুগ্ধতায় বাধা না দিলে অর্থাৎ বলপূর্ব্বক মনকে বিষয়ান্তরে নিয়োজিত না করিলে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে ক্রমশঃ আমোদ উপভোগের প্রধান জিনিস বলিয়া বোধ হয়। সহৃদয় বন্ধুর সহিত অথবা স্নেহাস্পদ বালক বালিকার সহিত মিলিয়া ইহার উপভোগ যে কত সুখের, আমার পাঠিকা ভগিনী যদি ভুক্তভোগিনী হন, তাহা হইলেই বুঝিতেছেন। আমার পাঠিকা ভগিনীদের মধ্যে যাঁহাদের সুবিধা আছে, তাঁহারা সহৃদয় বন্ধু অথবা স্নেহাস্পদ বালক বালিকার সহিত বাড়ীর উঠানে ( বা সেই রকম স্থানে ) একটী ছোট খাট ফুল বাগান করিতে পারেন। সে অমোদ যেমন নির্দ্দোষ, সেইরূপ অফুরন্ত। পাঠিকা ভগিনি! যখন তোমার স্বহস্ত-প্রস্তুত ফুলের গাছে কচি কচি পাতা উঠিবে, যখন কলিকা ক্রমশঃ স্ফুটনোন্মুখী হইবে, যখন স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া হাসিবে, যখন প্রজাপতি তাহার সুন্দর

"পোষাক"-পরা দেহটী কাঁপাইয়া ফুলে ফুলে বেড়াইবে, যখন তোমার গোলাপ তরুর ডালে বসিয়া দোয়েল পাখী মধুর ঝঙ্কার করিবে, যখন জ্যোৎস্না-রাত্রে চাঁদের আলো মাখিয়া তোমার সাধের ফুলগুলি সুগন্ধ ছড়াইতে থাকিবে, যখন তোমার আত্মীয় বন্ধুদিগকে তোমার ফুল "উপহার" স্বরূপ ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহের হস্তে দান করিবে, সকলের উপরে সেই সুন্দর শোভা-ময় ফুলের বাগানখানি যখন বিশ্বেশ্বরের চরণে মনে মনে উৎসর্গ করিবে, তখন পাঠিকা ভগিনি! তুমি অনন্ত, অফুরন্ত, আমোদে আমোদিতা হইবে। এ প্রাকৃতিক আমোদ অবহেলা করিও না। তাহা হইলে (প্রাকৃতিক) নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় প্রকারের আমোদ মানব-সৃষ্ট। ইহাও বহুবিধ; আমরা সংক্ষেপে ইহার কয়টী প্রধান বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১ম কবিতা—সুরুচিপূর্ণ কবিতা যে মানবের বিশুদ্ধ আমোদের এক প্রধান উপকরণ, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। ইহা পড়িতে যেমন আনন্দ, লিখিতেও তদধিক। ইহা রমণীর উপ-যোগী। আমার বোধ হয় স্ত্রীজাতির মধ্যে অনেকেরই কবিতা-রচনায়-অনুরাগ আছে। সেকালে বঙ্গ-মহিলাগণ নিরক্ষরা ছিলেন, তখনও তাঁহারা অনেক কবিতা ও প্রবচন মুখে মুখে রচনা করিতেন। তাঁহাদের রচিত কবিতা এ দেশে "ছড়া" বলিয়া বিখ্যাত। এখনকার অনেক রমণী লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও কবিতা রচনা করিতে অনেকে অনুরক্তা। বামাবোধিনী, নব্যভারত, ভারতী, সাহিত্য, অনুসন্ধান প্রভৃতি বহুতর সাময়িক পত্রে বঙ্গমহিলাগণ কবিতা লিখিয়া থাকেন। এইরূপ কবিতাচর্চ্চায় রমণীগণের নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলিত হয়, হৃদয়ের উন্নতি সাধিত হয়। যাঁহারা নিজে লিখিতে না পারেন, তাঁহারা কোনও সুকবির রচিত বিশুদ্ধ কবিতা সখীগণের নিকটে আবৃত্তি করিলেও অনেক তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। যিনি পারেন, তিনি সুমিষ্ট বিশুদ্ধ কবিতা লিখিবেন।

২য় সঙ্গীতবিদ্যা—সঙ্গীত কবিতারই অনুরূপ। বরং ইহা সুরতান লয়ে গীত হয় বলিয়া কবিতা অপেক্ষা অধিকতর মোহিনী-শক্তি-বিশিষ্ট। বঙ্গদেশে (বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে) স্ত্রী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীতি সাধারণের কর্ণে প্রবেশ করা বড়ই লজ্জার কথা।* আজি কালি ধনিগৃহের বালিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। সঙ্গীতেও স্ত্রীজাতির বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়—আজি যে

* পল্লিগ্রাম-বাসিনীরা শিক্ষার অভাবে উপযুক্ত সঙ্গীত শিখিতে পান না। কিন্তু সঙ্গীত শিখিবার প্রবৃত্তি নারী-হৃদয়ে প্রবল কি না, তাই অনেকে কুরুচিপূর্ণ সঙ্গীতও শিক্ষা করিয়া থাকেন। অপ-রাধ কাহাকে দিব?—সেটা "লজ্জার কথা" নহে কেন?

বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছে বলিয়া সঙ্গীতে বঙ্গমহিলা অনুরক্তা, এমন কথা কেহ বলিও না; ঠাকুর মা বুড়ীর কণ্ঠ-নিঃসৃত ঘুমপাড়ানি গান, শ্যামাবিষয়ক গান যতদিন আমার মনে থাকিবে, ততদিন আমি ভুলিব না যে, সেকালেও রমণী-দিগের মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চা ছিল। যাহা হউক, বিশুদ্ধ-ভাব-পূর্ণ সঙ্গীত ও হার্মোনিয়ম, পিয়ানো বাদন বঙ্গমহিলা-দিগের মধ্যে প্রচলিত হইলে স্ত্রীজাতির নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলনের এক প্রধান উপায় হয়। হার্মোনিয়ম বা পিয়ানো যদি ব্যয়সাধ্য হয়, পাঠিকা ভগিনী অল্প টাকায় একটা 'একোডিয়ম' কিনিতে পারেন। ইহাতেও গীত, গৎ বাজাইতে পারা যায়; সুরও সুমিষ্ট। এইরূপে প্রতি-দিন বিশ্রামসময়ে ( এ আমোদ প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ), উপাসনা বা সন্ধ্যাবন্দনা সময়ে গীত বাদ্যা-নুষ্ঠানে হৃদয় বিশেষ আমোদিত হইতে পারে; ভগবদ্ভক্তিও অনুশীলিত হয়; এবং একাজে বন্ধু বান্ধবেরা বিশেষ প্রীত হইতে পারেন।

নৃত্য সঙ্গীতের অঙ্গবিশেষ। কিন্তু এ দেশে যে রকম নৃত্য প্রচলিত, তাহা আমরা রমণীকুলের উপযোগী বলিতে পারি না।

৩য় শিল্প—শিল্প রমণীর উপযোগী নির্দ্দোষ আমোদের একটী সুন্দর জিনিষ। শুনিয়াছি, কোনও ইয়োরোপীয় মহিলা এত সুন্দর উলের ফুল প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বন্ধুগণ প্রকৃত ফুল ভাবিয়া অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। বঙ্গ-মহিলাগণ পিঠালির হুদ, জলে নুন, ডুমুর-ভিজা জলে চিনির পানা, আসনের নীচে ইষ্টক খণ্ড প্রভৃতি কাজে নূতন জামাতার বুদ্ধি পরীক্ষা না করিয়া যদি ইয়োরোপীয় মহিলার মত শিল্পের সৌন্দর্য্যে জামাতা-দিগকে অপ্রতিভ করিতে পারেন, তাহা হইলে কত আমোদের বিষয় হয়! কবি-বর মাইকেল মধুসূদন দত্তের পিতা রাজ-নারায়ণ দত্ত মহাশয়কে, আহারকালে তাঁহার এক আত্মীয়া এক খণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা কৃত্রিম রুই মাছের মুড়া করিয়া দিয়াছিলেন; উহা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, দত্ত মহাশয় "সত্য" মনে করিয়া তুলিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, অবশেষে জানিতে পারিয়া রচয়িত্রীকে বিশেষ প্রশংসার সহিত ২৫৲ টাকা পুরস্কার দেন। সেকালের এমনতর অনেক গল্প শুনা যায়। নবীনাগণের মধ্যে এই রকম শিল্পনৈপুণ্য প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

৪র্থ চিত্র—চিত্রবিদ্যাও রমণীর উপ-যোগী সুন্দর ও নির্দ্দোষ আমোদের জিনিষ। সুন্দর ছবি আঁকিয়া ঘরে রাখিতে, বন্ধু-দিগকে দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিতে কতই আমোদ হয়! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দেশে স্ত্রীজাতির মধ্যে এ বিদ্যা প্রচলিত হয় নাই। চিত্রবিদ্যা ও ফটোগ্রাফ করিতে শেখা স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রচলিত হইলে বড়ই সুখের হয়।

৫ম হাস্য-রস-উদ্দীপক গল্প—বিশুদ্ধ-

ভাব-পূর্ণ হাস্য-রস-উদ্দীপক গল্প হইতে নির্দ্দোষ আমোদ যেমন অনুশীলিত হয়, বন্ধুগণও সেইরূপ প্রীত হন। যাঁহাদিগের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা গল্প রচনা করিয়া বন্ধুদিগের সন্তুষ্টি সাধন করিতে পারেন। অন্যথা হাস্য-রসোদ্দীপক গল্প শিখিয়া বন্ধুদিগের নিকট বলিতে পারেন। কিন্তু এই কাজে একটী বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক এই যে, কেহ যেন গল্প শুনিয়া মনে না করে যে, "আমার উপরে শ্লেষ করা হইতেছে", কোনও গল্পের ভাব যেন সে রকম না হয়।

৬ষ্ঠ। দেশভ্রমণ—"দেশভ্রমণ" বঙ্গমহিলাদিগের পক্ষে অসঙ্গত নহে। তীর্থদর্শন উপলক্ষে হিন্দু রমণীগণ গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র, সাগরসঙ্গম প্রভৃতি কত স্থানেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত অভিভাবকের সহিত এই সকল স্থানে ভ্রমণ করিলে নির্দ্দোষ আমোদের সহিত ভক্তি, জাতীয় ভাব, অভিজ্ঞতা, সবই লাভ হইতে পারে।

৭ম। বৈজ্ঞানিক উপায়—বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করা যায়; তাহা অধিকতর কৌতুকপ্রদ। ম্যাজিক লণ্ঠন, কৃত্রিম ফোয়ারা, অণুবীক্ষণ যোগে ক্ষুদ্রতম বস্তু দর্শন ইত্যাদি বহুবিধ আমোদের জিনিস আছে। তাহা সাধারণ মহিলাগণের পক্ষে দুঃসাধ্য বিবেচনায় বি　　লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম। প্রধানতঃ এই সকল উপায়ে নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলিত হইতে পারে।

পরিশ্রান্ত শরীরের পক্ষে নিদ্রা যেমন উপকারিণী, পরিশ্রান্ত মনের পক্ষে আমোদ সেইরূপ উপকারক। মানুষের শরীর যতই শ্রমকাতর হউক না কেন, একবার ঘুমাইয়া উঠিতে পারিলে আলস্য ঔদাস্য দূর হয়, আবার নূতন স্ফূর্ত্তি ও উদ্যম জাগে। মানুষের মনও যতই অবসন্ন, যতই বিরক্ত হউক না কেন, একবার আমোদ উপভোগ করিতে পারিলে আবার স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, আবার প্রকৃতিস্থ হয়। দয়াময় জগদীশ্বর এমন জিনিস যখন আমাদিগকে দিয়াছেন, তখন আমরা ইহা তাঁহার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া উপভোগ করিতে পারিলে আমাদেরই জীবন সার্থক হইতে পারে।

উপসংহারকালে তোমাকে বলি, পাঠিকা ভগিনি! এ সংসারে পবিত্র আমোদের মূল সরলতা ও প্রফুল্লতা। তাই সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, বঙ্গবাসিনীগণের মন সরল হউক, হৃদয় প্রফুল্ল হউক, তাঁহারা নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিয়া হৃদয়, গৃহ ও সমাজে বিশুদ্ধ আনন্দ প্রবাহিত করুন্। ভগবান্ তাঁহাদের সহায় হউন।

শ্রীমা।

# আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র।

একটা ঝাড়ের কলম রৌদ্রে ধরিলে কত রঙ্ ফলে। নির্ম্মল কাচে শুভ্র সূর্য্যকিরণ পড়িয়া যখন এত রঙ্ ফলে, তখন বুঝিতে হইবে সূর্য্যের রশ্মিতেই অত রঙ্ ছিল। অন্য দিক্ দিয়াও কথাটা বুঝা যাইতে পারে। ঝাড়ের কলম রৌদ্রে ধরিলে যে ৭টি রঙ্ ফলে, সেই ৭টি রঙ্ যদি একত্রে মিশান যায়, তবে শাদা রঙ্ হয়। সূর্য্যের রশ্মিও শুভ্র, তাই বুঝিতে পারা যায় যে, শুভ্র সূর্য্যরশ্মি ৭টা রঙ্গের সমষ্টি। আর একটা কথা এই যে, কোণাওয়ালা কাচ দিয়া, সূর্য্যরশ্মি অথবা সকল প্রকার আলোকই ভাগ করিয়া ফেলিতে পারা যায়। সকল প্রকার ভাস্বর বা প্রদীপ্ত পদার্থ হইতে নিঃসৃত আলোকের বিভাগ বা বিশ্লেষণ করিবার জন্য একটা যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নাম আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র। সে যন্ত্রে ভাস্বর পদার্থের আলোক পড়িলে একটা আলোক-বীথিকার সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আলোকটি সারি বাঁধিয়া নানা রঙ্গে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ স্থানে একটী কথা বলিয়া রাখি। কোন একটা সকোণ ফলকের মধ্য দিয়া আলোক চালাইয়া আনিলে একটা পরদার উপর যেমন আলোক-বীথিকার সৃষ্টি করা যায়, আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে তেমনটী হয় না। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া দেখিলে আলোকশ্রেণী বা বীথিকা দর্শকের চক্ষু-দর্পণে প্রতিফলিত হয় মাত্র। আবার এই বিভক্ত আলোক দেখিয়া মূল আলোকটি কোন্ পদার্থ হইতে নিঃসৃত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। লোহা উত্তপ্ত করিয়া যদি তাহার আলোক এই যন্ত্রে প্রতিফলিত করান যায়, তাহা হইলে যে প্রকার আলোক-বীথিকার সৃষ্টি হইবে, তাহার সহিত অন্য ভাস্বর-পদার্থ-নিঃসৃত আলোক-বীথিকার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে প্রতিফলিত আলোক-বীথিকা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, অমুক আলোক অমুক প্রদীপ্ত ধাতু হইতে বিনিঃসৃত। সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা প্রভৃতি হইতে যে আলোক পাওয়া যায়, তাহাও যখন পার্থিব ভাস্বর পদার্থের আলোকের গুণযুক্ত, তখন এই যন্ত্রের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায় যে সূর্য্য চন্দ্রাদি কিরূপ উপাদানে গঠিত। সুধু তাহাই নয়, এই আলোক দৃষ্টে গ্রহনক্ষত্রাদির আভ্যন্তরিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাও জ্ঞাত হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বর্ণনা করা যাউক। একটা বাতির আলো, জ্বলন্ত কয়লার আলো, কিম্বা একখানা লোহা খুব পোড়াইলে যখন সে খানা খুব শাদা আগুনের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলে, সেই আলো যদি এই যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া

দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আলোক-বীথিকায় যতগুলি রঙ্ পড়ে, সব গুলিই সুস্পষ্ট, এবং একটীর পর আর একটী ঠিক্ ঠিক্ সাজান; অর্থাৎ একটা রঙের পর ফাঁক পড়িয়া তাহার পর যে অন্য রঙ ফলিয়াছে তাহা নহে।

কিন্তু যদি ঐ যন্ত্রে সূর্য্যের আলোক, চন্দ্রের আলোক অথবা সূর্য্যের আলোকে আলোকিত অন্য কোন গ্রহের আলোক পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আলোক-বীথিকায় যত রঙ ফলিয়াছে, সেগুলি ধারাবাহিক নহে; মাঝে মাঝে অন্ধকার-রেখা পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কতকগুলি রঙ্ ফলিয়া উঠিতে পারে নাই। রাহু গ্রহনক্ষত্রাদির চির-শত্রু; একবার সন্ধান লইতে হইবে যে, কোন রাহু বাছিয়া বাছিয়া গোটা-কতক আলোক গ্রাস করিয়া ফেলে বলিয়া, আলোকের পরিবর্ত্তে, বীথিকায় কেবল মাত্র তাহার ছায়া প্রতিফলিত হয়। কোন একটা ভাস্বর পদার্থের আলোক সম্বন্ধে যদি পরীক্ষা করিয়া জানা যায় যে, তাহার বীথিকা এইরূপ হইবে; এবং যখন একটী আলোক-বীথিকা প্রায় তদ্রূপই দেখিতে পাই, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটি আলোকের স্থলে অন্ধ-কার-রেখা দেখা যায়, তখন সন্দেহ হয় যে, হয়ত কোন প্রতিবন্ধকের জন্য রঙ্ কয়েকটি ফলিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার পর আবার যদি পরীক্ষায় স্থির জানিতে পারা যায় যে, কোন একটা উত্তপ্ত পদার্থের আলোক কোন এক গ্যাসের মধ্য দিয়া আসিলে তাহার কোন একটা রেখাবিশেষ বা রঙ্ বিশেষ, প্রতিফলিত হয় না, তখন বুঝিতে বাকী থাকে না যে, ঐ গ্যাসই আলোক-রেখাটিকে উদর-সাৎ করিয়াছে। এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, অমুক অমুক গ্যাস, অমুক অমুক আলোক-রেখা পাইলেই উদরসাৎ করিয়া থাকে। গ্যাস-রাহুর এই দস্যুবৃত্তি এত পরিষ্কার করিয়া ধরিতে পারা গিয়াছে যে, আলোক-রেখার অভাব হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে কোন্ গ্যাস কোন্ আলোক আত্মসাৎ করিয়াছে। সহস্র-দীধিতির সহস্র আলোক দল বাঁধিয়া আকাশপথে চলিয়া আসে; কিন্তু পথে গ্যাস-রাহুগণ বাছিয়া বাছিয়া যে যে আলোকটি ভালবাসে, সে সেটি খাইয়া ফেলে; এবং অবশিষ্ট আলোকগণ, মৃত আলোকরেখাগণের অনুবর্ত্তিনী বিষাদিতা বিধবা ছায়াগুলিকে* সঙ্গে লইয়া ধরা-তলে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ ছায়া দৃষ্টে কোন্ গ্রহ উপগ্রহ বা নক্ষত্র কি প্রকার গ্যাসে বেষ্টিত, তাহাও জানিতে পারা যায়। এই সকল সঙ্কেত দ্বারা এবং এই প্রকার পরীক্ষায় দূরস্থ গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্রাদি কে কি উপাদানে গঠিত এবং কাহার উপরিভাগ এবং পারিপার্শ্বিক

* ছায়া, সূর্য্যপ্রিয়া বলিয়া প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লিখিত।

অবস্থা কি প্রকার, তাহা নির্ণীত হইতে পারে। একটা পরীক্ষার কথা উল্লেখ করিতেছি। ছেলে মেয়ের দুধ্ গরম করিবার আশীর্ব্বাদে সহরের অনেক মেয়ে স্পিরিট্-ল্যাম্পের সহিত পরিচিতা হইয়াছেন। একটা স্পিরিট্-ল্যাম্পের আলোকে যদি লবণ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে দুইটি উজ্জ্বল পীত রেখা দেখিতে পাওয়া যাইবে; এই দুইটি দাগ, সূর্য্যের আলোক-প্রতিফলিত বীথিকার দুইটি কৃষ্ণ-দাগের সম্পূর্ণ অনুরূপ। এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সোডিয়াম্ নামক লবণের উপাদানবিশেষই সূর্য্যের এই দাগ দুইটির কারণ। এই প্রকার উপায়ে আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে অতি দূরস্থ জ্যোতিষ্কদিগের প্রকৃতি পর্য্যালোচিত এবং নির্দ্ধারিত হইতেছে।

# অতিথি।

( কোনও সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু উপলক্ষে। )

( ১ )

তুমি আসিবে তা' করিয়া শ্রবণ,
দেখায়েছে আশা সুখের স্বপন,
হেরিব একটী অমূল্য রতন,
খেলিতে পাইব একটী সাথী;
তোমারে আনিতে আগু বাড়াইব,
আদরের ধন আদরে আনিব,
সুমঙ্গল শাঁখ সুখে বাজাইব,
ঘরে জ্বালাইব মঙ্গল-বাতি।

( ২ )

জড়ায়ে ধরিয়া জননী উষায়,
শিশু রবি রাঙা কিরণ ছড়ায়,
তাদের ডা,কিয়া এনেছি হেথায়,
দেখা'তে তোমারে সোহাগ-ভরে;
তুমিই আসিবে, তুমিই হাসিবে,
এ আনন্দ-ধামে আনন্দ বাড়িবে,
রাঙা পা দু'খানি যেথানে রাখিবে,
কুসুম ফুটিবে কুসুম প'রে!

( ৩ )

কিন্তু, হা! কল্পিত সে সুখ-কামনা
মনেই রহিল —কাজে তা হ'ল না,
ভেঙে দিল ঘুম—নিঠুর চেতনা!
দেখিলাম, তুমি যেতেছ দূরে;
সেই রবি পুনঃ পশ্চিমে হেলিল,
উষার সে আলো আঁধারে মিলিল,
বীণা বাঁশি সব বেসুরা বাজিল,
হায়! তুমি গেলে অজানা পুরে!

( ৪ )

একদিন—মরি, তাও দাঁড়ালে না,
কেন এসেছিলে বলিয়া গেলে না,
ফুটিতে আসিয়া ফুটিতে পেলে না,
গোলাপ-মুকুল পড়িলে ঝরি!
দ্বিতীয়ার সেই শিশু শশি-সম,
এক বিন্দুখানি—তবু নিরুপম!
নিদয় নিঠুর কাল নিরমম,
দেখিতে দিল না নয়ন ভরি!

( ৫ )

মা'র বুকে ভরা অমৃতের সিন্ধু,
পেলে না'ক স্বাদ তার একবিন্দু,
দেখিতে পেলে না রবি, তারা, ইন্দু,
আশীষ আদর সকলি ফেলে,

আতপ-তাপিত ফুল-কলি হেন,
ফুটিতে ফুটিতে শুকাইলে যেন,
তোমা লাগি চোখে জল আসে কেন ?
তুমি তো" অতিথি" চলিয়া গেলে !!

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

# গো-পরিচর্য্যা।

গোরু স্বনাম-বিখ্যাত চতুষ্পদ পশু-বিশেষ। গোগণ রোমন্থক জাতির অন্তর্গত। সাধারণতঃ এই জাতীয়েরা অতিশয় নিরীহ, সহজেই পোষ মানে।

গাভী মনুষ্যের ন্যায় ন্যূনাধিক দুই শত আশি দিন গর্ভ ধারণ করিয়া এককালে একটীমাত্র সন্তান প্রসব করে। কখন কখন গাভীকে যমজ-সন্তান প্রসব করিতে দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, এসিয়ার ককেসস্ পর্ব্বতের নিকটস্থ বনে যে বাইশন নামক বন্য গোরু দেখা যায়, তাহা হইতে এই বর্ত্তমান গৃহপালিত গোরু উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহাদের অপত্যস্নেহ অতিশয় প্রবল। স্তন্যপায়ী বাছুর মরিয়া গেলে গাভী তিন-চারি দিন কিছু খায় না, এবং সময়ে সময়ে শোকের কাতরতা-ব্যঞ্জক চীৎকার করিয়া থাকে। ইহারা দুগ্ধদোহনকালে স্তনের মাংসপেশী আকুঞ্চিত করিয়া বাছুরের জন্য দুগ্ধ লুকাইয়া রাখে।

এদেশে গোরু বিশ,বাইশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে গো প্রতিপালন করা উচিত। পূর্ব্বকালে রাজারা স্বয়ং গোরু পালন করিতেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, বিরাট রাজার ষষ্টিসহস্র গাভী ছিল। আইন আকবরি পাঠে জানা যায়, আকবর বাদ-সাহের বহুশত গাভী ও বলদ ছিল। গৃহস্থমাত্রেই গোরুর দ্বারা উপকৃত। গোরু প্রতিপালন করিতে গৃহস্থকে বিশেষ কোন আয়াস পাইতে হয় না, অথচ ইহারা দুগ্ধ দ্বারা গৃহস্থের মহৎ উপকার করিয়া থাকে। গোরুর মূত্র ও বিষ্ঠা প্রভৃতি সকলই গৃহস্থের প্রয়োজনীয় ও উপকারী। বাল্যকালে জননী ও গাভী এই উভয়ের দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয় বলিয়া উভয়কেই সমানভাবে ভক্তি করিতে হয়।

গোরুর শরীরের সকল দ্রব্যই আমাদের কাজে লাগে। দুগ্ধে আমাদের প্রাণ ধারণ হয়। চর্ম্মে জুতা ও মুষক প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অস্থিতে ছাতা ও ছড়ির বাঁট এবং বোতাম নির্ম্মিত হয়, এবং উহা

পোড়াইয়া চিনি পরিষ্কৃত হয়। লোম জমাট করিয়া এক প্রকার বস্ত্র তৈয়ার হয়। শৃঙ্গ ও খুর গলাইয়া শিরিষ হয়, এবং নাড়ীতে বাদ্যযন্ত্রের তাঁত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার মূত্রে রজকেরা বস্ত্র ধৌত করে ও বৈদ্যেরা ধাতু জারণ করে। ইহাদের বিষ্ঠা উত্তম সার হয়, আর শুষ্ক করিয়া লোকে কাষ্ঠের ন্যায় জ্বালাইয়া থাকে। অহিন্দুরা ইহার মাংস খায় এবং ইহার শোণিতে সুরা পরিষ্কার করে। কৃষকেরা ষাঁড়ের স্কন্ধে হল যোজনা করিয়া ভূমি কর্ষণ করে। পণ্য-ব্যবসায়ীরা ইহাদের পৃষ্ঠে ধান্য, ছোলা প্রভৃতি বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। ইহারা পৃষ্ঠে পাঁচ মণ পর্য্যন্ত ভার বহন করে, এবং কুড়ি মণ পর্য্যন্ত বোঝাই সমেত গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। ষাঁড়ের পুংচিহ্ন কাটিয়া ফেলিলে উহাকে দামড়া কহে। গোশরীরে গোরক্ষনাথ ( গোরোচনা ) নামে যে এক পদার্থ জন্মে, তাহা অনেক ঔষধে লাগে। গো-পুচ্ছে চামর হয়।

গাভীর শুভাশুভ লক্ষণ। গাভীর চক্ষু দুইটী রুক্ষ ও মূষিক সদৃশ হইলে এবং চক্ষুর কোণে সর্ব্বদাই মল দেখা যাইলে, তাহা অশুভসূচক লক্ষণ। যে সকল গাভীর নাসিকা বিস্তৃত, শৃঙ্গ প্রচলনশীল, বর্ণ খরসদৃশ এবং দেহ করটাতুল্য এবং যাহার দন্তসংখ্যা ১০, ৭, বা ৪, মুণ্ড ও মুখ লম্বমান, পৃষ্ঠ বিনত, গ্রীবা হ্রস্ব ও স্থূল, গতি মধ্যম এবং বিদারিত, সেই সকল গাভী অমঙ্গল উৎপাদন করে। যে সকল গাভীর জিহ্বার বর্ণ কৃষ্ণ ও পীত মিশ্রিত, গুল্‌ফ অতিশয় সূক্ষ্ম ও স্থূল, ককুদ ( ঝুঁটি ) অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, দেহ কৃশ, এবং কোন একটী অঙ্গহীন ( যথা উনপাজরে ) বা অধিকাঙ্গ, সেই সকল গাভী গৃহস্থের মঙ্গলকর নহে।

যে সকল গোর ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, মৃদু ও সংহত, জিহ্বা ও তালু তাম্রবর্ণ, কর্ণ ছোট, হ্রস্ব ও উচ্চ, এবং পেটটী দেখিতে সুন্দর অর্থাৎ ঝুড়িপেটা, যাহাদের খুর ঈষৎ তাম্রবর্ণ, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, গাত্রত্বক্ স্নিগ্ধ, রোম মনোহর ও বড় বড়, যাহাদের লাঙ্গুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম-বিশিষ্ট ও ভূতলস্পর্শী, চক্ষু রক্তাক্ত ও বাঁট ধারযুক্ত, সেই সকল গাভী শুভফলপ্রদ।

গাভীর যে সকল শুভাশুভ লক্ষণ বর্ণিত হইল, বৃষেও সেই সেই লক্ষণ খাটে।

যে বৃষের মুষ্ক স্থূল ও অতিশয় লম্বা, ক্রোড়দেশ শিরাজালে পরিব্যাপ্ত, গণ্ডদেশে স্থূল শিরাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, ওষ্ঠ তালু ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ এবং সর্ব্বদাই নিদারুণ শ্বাস বহে, শৃঙ্গ স্থূল, উদর শ্বেতবর্ণ, কিন্তু অপর শরীরের রং কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায়; সেই সকল বৃষ অশুভ জানিবে। যে সকল বৃষের চক্ষু বৈদূর্য্য ও আবরণ স্থূল, যাহার নাসিকার নিকট বলি আছে, গতি ঘোড়ার ন্যায়, উদর মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, শরীরের রং শাদা, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, শৃঙ্গ তাম্রবর্ণ, তাহারা শুভফলপ্রদ। যে বৃষের ককুদ লাল এবং শরীরের রং শ্বেত

ও কৃষ্ণ মিশ্রিত, যাহার একটি চরণ শ্বেতবর্ণ, অপর চরণ ও শরীর নানা রঙের, তাহা অত্যন্ত শুভফলপ্রদ। ( ক্রমশঃ )

# রত্ন।

( ৩৭২ সংখ্যা—২৮৩ পৃষ্ঠার পর )

## শুক্তিগর্ভজাত মুক্তা।

কস্তুরানামক এক প্রকার ঝিনুক সমুদ্রের মধ্যে থাকে। তাহার ভিতরে এই মহামূল্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঝিনুক সকল সচরাচর জলপানের জন্য আপনার আবরণ দুখানি বিস্তৃত করে, সেই অবসরে সমুদ্রের অধোভাগস্থ বালুকণা তাহাতে প্রবিষ্ট হয়। ভিতরে কিছু প্রবেশ করিলে ঝিনুকের মধ্যস্থ প্রাণী অত্যন্ত অসুখ বোধ করে, বারবার সেই বালুকণাকে আবরণে ঘসিতে থাকে। তাহাতে ঐ প্রাণী হইতে একপ্রকার ক্লেদ নির্গত হয়। তাহার সঙ্গে মিশিয়া যাওয়াতে বালুকণা আর বাহির হইতে পারে না। ক্রমে কস্তুরার রস পাইয়া উহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং মুক্তা যত প্রাচীন হয়, ততই উজ্জ্বলতর ও বৃহৎ হয়। কেহ কেহ বলেন স্বাতি নক্ষত্রের বারি শুক্তির মধ্যে প্রবেশ করাতে মুক্তা জন্মে।

মালাবার এবং সিংহল দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে বেলাভূমি হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অগভীর সমুদ্রে ঐ কস্তুরা থাকে। ঐ স্থান ৩০ বা ৩২ হাত গভীর। অতি প্রত্যূষে ধীবরেরা বড় বড় নৌকা লইয়া কস্তুরা ধরিতে যায়। প্রতি নৌকাতে ১০। ১২ জন র ও ১০।১২ জন অন্য লোক থাকে। প্রথমে মোটা ও শক্ত দড়িতে একখানি ভারি প্রস্তর বাঁধে ; ডুবুরিরা সেই দড়ি ধরিয়া পাথরের উপর দাঁড়ায় এবং সেই পাথরের সঙ্গে সঙ্গে জলে ডুবে। ডুবিয়া দুই হাতে যত পারে কস্তুরা সংগ্রহ করিয়া একটী ঝুড়িতে চাপায়, এবং সঙ্কেত করিবামাত্র নৌকার লোকেরা দড়ি ধরিয়া টানিলেই ঝুড়িটা নৌকাতে আইসে। ডুবুরি অগ্রে উঠে, পরে ঝুড়ি তোলা হয়। সে উঠিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করে, অপর ব্যক্তি আবার পুর্ব্বের ন্যায় জলমগ্ন হয়। কস্তুরা সকল তুলিয়া আনিয়া তীরে এক স্থানে জড় করিয়া রাখা হয়।

আবার কেহ কেহ বলেন, আমাদিগের অস্থি কি দন্ত যেরূপ উৎপন্ন হয়, মুক্তাও তদ্রূপ। তড়াগ, নদী কিম্বা

সমুদ্রের গর্ভস্থ শুক্তির উদরে ইহার জন্ম, এবং আসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থল এই বস্তুর উৎপাদন প্রযুক্ত প্রসিদ্ধ আছে।

ইহার প্রকৃত উপাদান চূর্ণ; তাহার সহিত শুক্তির অন্তর্গত শারীরিক পদার্থের সংযোগে মুক্তার উৎপত্তি হয়। এই পদার্থ জন্মকালাবধি স্বভাবতঃ ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে।

মুক্তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। চীনদেশীয় চতুর লোকেরা ইহা জ্ঞাত থাকায়, গোপনে শুক্তিমধ্যে বুদ্ধদেবের অতিসূক্ষ্ম তাম্রের মূর্ত্তি প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া, তাহা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করে ও কিয়ৎকাল পরে ঐ শুক্তি তুলিলে তন্মধ্যে তাম্রের বুদ্ধমূর্ত্তি মুক্তা পদার্থে আবৃত হইয়া মুক্তার সদৃশ হইয়াছে দেখা যায়। সুচতুর ব্যক্তিরা ঐ মূর্ত্তি সাধারণ লোককে দেখাইয়া বুদ্ধদেব স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া প্রতারণা করে।

অপরিণত মুক্তা পরিণত মুক্তাপেক্ষা দীপ্তিবিহীন। যে সকল মুক্তার অধিক জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই দীর্ঘকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্বেত, পীত, আরক্ত, কৃষ্ণ প্রভৃতি সর্ব্ব বর্ণের মুক্তা দেখা যায়। ইহার গঠনও নানা প্রকার। বৃহদাকার মুক্তা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। আসিয়া খণ্ডের মুক্তা শুভ্র, হরিদ্রা ও গৌর বর্ণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের দেখা যায় না। তাহার আকৃতিও গোল কিম্বা অণ্ডের ন্যায় হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকা খণ্ডের পানামা উপসাগরের মুক্তার বর্ণ কৃষ্ণ অথবা ধূসর হয়, ও তাহার আকার প্রায় দীর্ঘ ও চেপ্টা। যে সকল শুক্তিকে সচরাচর মুক্তা-জননী-শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাদিগের দীর্ঘতা প্রায় প্রাদেশ বা বিঘত প্রমাণ। উপরিভাগ অত্যন্ত দৃঢ় এবং কৃষ্ণ ও হরিদ্রা-বর্ণ বিমিশ্র। মধ্যভাগ রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও নানাবিধ বর্ণের জ্যোতিঃবিশিষ্ট।

সিংহল দ্বীপের সমুদ্রতীর, পারস্য উপসাগর, সুলুদ্বীপের নিকটস্থ সাগর, লোহিত সাগর, পাপুয়া দ্বীপের নিকটস্থ সাগর, কালিফর্ণিয়া ও নিউজারসী উপকূলে মুক্তা ধৃত হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর প্রায় ষষ্টি লক্ষ শুক্তি মুক্তার জন্য ধৃত হইয়া থাকে। এই ষাইট লক্ষ শুক্তির মধ্যে প্রায় দশাংশের একাংশ শুক্তিতে মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, অপরেতে কোন মুক্তা থাকে না।

ইউরোপীয়দিগের নিকট শুভ্র বর্ণের মুক্তা বিশেষ আদরণীয়। এতদ্দেশের লোকেরা পদ্মাভ ও চম্পকবর্ণ-বিশিষ্ট মুক্তাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। যে মুক্তা সাত বৎসরে পরিণত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট।

মুক্তাকে বহুমূল্য রত্নাদির মধ্যে গণনা করা গিয়া থাকে। ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহা ধারণে পুণ্য হয়। সধবা স্ত্রীলোকেরা মূল্যবান্ প্রস্তর ও সুবর্ণের সহিত মুক্তার নত প্রস্তত করিয়া নাসিকায় ধারণ করেন, তদ্দ্বারা শ্বাস-ত্যাগ-

কালে দেহের দুষ্ট বায়ু সংশোধিত হইয়া যায়, এবং পতির দুষ্ট-বায়ু-জনিত কোন অমঙ্গল হইতে পারে না। আজ কাল নত পরার প্রথা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। সকল সভ্য জাতিই মুক্তার গৌরব করিয়া থাকেন।

মুক্তা উত্তোলিত হইলে তীরে স্তূপাকারে রাখা হয় এবং ঐ শুক্তির মাংস স্তোভূত হইলে মুক্তা পৃথক্ করা হয়। অতঃপর বণিকেরা ঐ পৃথক্কৃত মুক্তা ক্রয় করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দেশ বিদেশে প্রেরণ করে।

### মুক্তা বিদ্ধ করিবার বিধি।

মুক্তাকে একপ্রকার প্রস্তর বলিলেও বলা যায়। মুক্তা অতি কঠিন পদার্থ; সুতরাং তাহার বেধকার্য্য সহজ নহে। ইচ্ছা করিলেই ইচ্ছামত ছিদ্র করা যায় না। শুক্তিগর্ভ হইতে মুক্তাফল চয়ন করিয়া তাহাকে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা সংস্কৃত করিতে পারিলে, তবে তাহা সুখ-বেধ্য হয়। মুক্তাব্যবসায়ীরা যে প্রক্রিয়া দ্বারা মুক্তা সুখবেধ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, সে প্রক্রিয়া রত্নশাস্ত্রে অতি উত্তম-রূপে উপদিষ্ট আছে। যথা—

"কৃত্বা পচেৎ সুপিহিতে শুভদায়ভাণ্ডে,
মুক্তাফলং নিহিতনূতনশুক্তিকাণ্ডম্।
স্ফোটিস্তথা প্রণিদধীত ততশ্চ ভাণ্ডাৎ,
সংস্থাপ্য ধান্যনিচয়ে চ তমেকমাসম্॥
আদায় তৎ সকলমেব ততোন্নভাণ্ডম্
জম্বীরজাতরসযোজনয়া বিপক্কম্।
মৃষ্টং ততো মৃদুতনূকৃতপিণ্ডমূলৈঃ
কুর্য্যাৎ যথেচ্ছমিহ মৌক্তিকমাশু বিদ্ধম্॥"

( ক্রমশঃ )

## মহর্ষি ঈশা ও সামেরীয় রমণী।

খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহর্ষি ঈশা যখন ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া দেশ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, তখন একদিন তিনি স্বদেশ জুডিয়া হইতে গালিলি প্রদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনেক পথ পদব্রজে গমন করিতে করিতে মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত হইল; তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া সামেরিয়া দেশের সিচারনামক নগরের এক কূপের তটে বসিয়া পড়িলেন। সামেরিয়ার লোকেরা য়ীহুদিদিগের নিকট অতি হীন জাতি বলিয়া ঘৃণিত ছিল। সেই মধ্যাহ্নকালে সামেরিয়াবাসিনী এক রমণী জল আনয়নার্থ কূপতটে উপস্থিত। ঈশা তাঁহার নিকট পানার্থ কিঞ্চিৎ জল ভিক্ষা করাতে নারী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ঈশা তাঁহাকে বলিলেন, "আমার নিকট এমন বারি আছে, যাহা জীবন্ত এবং যাহা পান করিলে আর কখনও তৃষ্ণার্ত্ত হইতে হয় না। যে ইহা পান করে, সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়।" স্ত্রীলোক আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার নিকট সেই অপূর্ব্ব বারি প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাঁহাকে

একজন সামান্য য়ীহুদিজ্ঞানে বলিতে লাগিল, "আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই সম্মুখস্থ পর্ব্বতে ঠাকুরের পূজা করিয়াছে, কিন্তু তোমরা বল জেরুজেলাম্ পবিত্র স্থান, সেখানে ঈশ্বরের পূজা করা উচিত।" ঈশা বলিলেন, "ললনে! আমার কথায় বিশ্বাস কর, এমন সময় আসিতেছে যখন তোমার পিতা পরমেশ্বরকে এই পর্ব্বতে কিম্বা জেরুজেলামে পূজা করিবে না। তোমরা কাকে পূজা কর, জান না, কিন্তু আমরা যাঁহাকে পূজা করি তাঁহাকে জানি!" তিনি আরও বলিলেন "যে, সময় আসিতেছে এবং এখনই আসিয়াছে, যখন প্রকৃত উপাসকেরা সেই পরম পিতাকে প্রাণরূপে ও সত্যভাবে পূজা করিবে; কারণ সেই পিতা এইরূপ পূজাই চান। ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, যাঁহারা তাঁহার পূজা করেন, তাঁহারা প্রাণরূপে ও সত্য-ভাবে তাঁহার পূজা করিবেন।" স্ত্রীলোকটীর প্রাণে কি ভাব উদিত হইল, সে জলপাত্র জলাশয়ের তটে ফেলিয়া রাখিয়া নগর-বাসীদিগের নিকট এই আশ্চর্য্য লোকের আশ্চর্য্য কথা প্রচার করিতে গেল।

এই আখ্যায়িকায় সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সত্যপূজা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সামেরিয়াবাসী জড়োপাসক-গণ এবং জুড়িয়াবাসী একেশ্বর-বিশ্বাসী য়ীহুদিগণ উভয়েই নিকৃষ্টভাবে ঈশ্বরের পূজা করিত; সামেরীয়গণ দেবমূর্ত্তি গঠন করিয়া একটী বিশেষ পর্ব্বতে তাঁহার স্থান বলিয়া সেখানে তাঁহার পূজা করিত, আর য়ীহুদিগণ জেরুজেলাম্ নগরের মন্দিরে দেবদূত-রক্ষিত সিংহাসনে ঈশ্বরের স্থান বলিয়া সেখানে তাঁহার অর্চ্চনা করিত। উভয়েই অপরিমিত অনন্ত দেবকে পরিমিত দেবতা বলিয়া কল্পনা করিত এবং গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি বাহ্যোপচারে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা সম্পন্ন করিত। উভয় জাতিই ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার পূজার প্রণালী বিষয়ে অনভিজ্ঞ, ইহা বলাই ঈশার অভিপ্রেত। আমাদের প্রাচীন উপনিষদে আছে :—

> যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
> তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
> যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্।
> তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে। লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে।

ঈশা অনন্ত দেবের উপাসক ছিলেন এবং জানিতেন পৃথিবীর সকল স্থান তাঁহার অধিষ্ঠানে পূর্ণ। যদিও তৎ-কালীন সাধারণ লোকে এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন না, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভবিষ্যতে সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের এই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবেন এবং তাঁহাকে
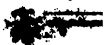
স্থানবিশেষে বদ্ধ না করিয়া সর্ব্বব্যাপি-রূপে সর্ব্বত্র তাঁহার আরাধনা করিবেন। সেই শুভ সময় আসিতেছে বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু সে সময় আসিয়াছে বলিলেন, কারণ তিনি নিজে সত্যভাবে ঈশ্বরের পূজা করিয়া শিষ্যদিগকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছিলেন। ঈশ্বরকে সত্যভাবে জানা কি? না, তিনি প্রাণময়, চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে সত্যভাবে পূজা করা কি? না, প্রাণের ভক্তি, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, অনুরাগ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাব দ্বারা প্রাণযোগে তাঁহার পূজা করা। সত্যস্বরূপ অনন্তদেব মানবের নিকট কেবল সামান্য পুষ্পচন্দন ও বাহিরের উপকরণ পাইয়া সন্তুষ্ট হন না। তিনি নিজে যেমন প্রাণ, তেমনি মানবের প্রাণ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পূজোপহার এবং তাহাই পাইতে চান। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে আছে :

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।"

পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক।

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ
ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥"

ইনি প্রাণ-স্বরূপ, যিনি এই সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞানী ব্যক্তি ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোনও কথা কহেন না। ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন; এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন। ইনিই ব্রাহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

য়ীহুদি যোগী ঈশার ও আমাদিগের প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের বাক্যের মধ্যে কেমন আশ্চর্য্য ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাক্যের মধ্যে যে মহাসত্য রহিয়াছে, তাহা সকলেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরকে নানারূপে নানালোকে পূজা করিতেছেন, তিনি কাহারও প্রতি বিরূপ নহেন। কিন্তু তাঁহাকে সত্যরূপে জানিয়া সত্যভাবে যাঁহারা তাঁহার পূজা করেন, তাঁহাদিগের পূজাই তাঁহার নিকট অধিকতর আদরণীয়। জগতে এই সত্যপূজা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবে।

# প্রাণ-সঙ্গীত।

এসেছি আজ প্রাণের দেশে,
প্রাণভরে ডাকি প্রাণেশে;
প্রাণের মন্দিরে প্রাণ-সিংহাসনে,
প্রাণের রতনে বসায়ে যতনে,
গোপনে আপনে সঁপি শ্রীচরণে,
প্রাণে প্রাণে এক হইব মিশে।
প্রাণদীপ জ্বালি প্রাণ পুষ্পডালি
প্রাণের অনুরাগে দিব ঢালি ঢালি,

প্রাণধূপ-গন্ধ বহিবে সুমন্দ ;
বিভোর হইব প্রেম-আবেশে
প্রাণের উদ্দাম করি মহাবাদ্য,
উৎসর্গ করিব প্রাণের নৈবেদ্য,
প্রাণ-বলিদানে পূজিয়ে আরাধ্য,
জয় ব্রহ্ম জয় ( প্রাণেশের জয় )
গাব হরিষে।

# একটী আদর্শ হিন্দু সতী।

নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর নিবাস কলিকাতা সহরে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। তাঁহার বৈষয়িক বুদ্ধি অসাধারণ। তাঁহার জীবনের তিনটী উদ্দেশ্য ছিল—(১) লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় ; (২) রায়বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত ; (৩) একটী পুত্ররত্নের মুখচন্দ্র দর্শন।

ভাগ্যবলে, অর্থকার্পণ্য দ্বারা এবং অসাধারণ অধ্যবসায়যোগে, চৌধুরী মহাশয় প্রথম দুইটী অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু তৃতীয় কামনাটী পূর্ণ হইতে বিলম্ব দেখিয়া, তিনি একরূপ হতাশ হইয়া পড়িলেন। অনেক দেব দেবীর আরাধনার পর, বসুমতীকে কৃত-কৃতার্থ করিবার জন্য যেন রায় বাহাদুরের পরিবারে এক বংশধর আবির্ভূত হইলেন। নগেন্দ্র বাবুর আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার একমাত্র কুল-প্রদীপ সুরেন্দ্র দিন দিন শুক্লপক্ষের শশি-কলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য নগেন্দ্র বাবু প্রথমে তাহাকে পাঠশালে, তৎপরে একটী ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন সুরেণের জ্ঞানলাভের সহায়তা করিবার জন্য বাড়ীতে একজন অতিরিক্ত শিক্ষকও নিযুক্ত করিলেন। একমাত্র পুত্র সুরেণ লক্ষেশ্বর হইয়া বিদ্যাবুদ্ধিবলে সকলের প্রশংসাভাজন হইবে, ধনীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি কত নব নব আশা পিতার মনে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু পিতার অত্যধিক আদরই সুরেন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রধান অন্তরায় হইল। ষোলবৎসর বয়সে বারাশতনিবাসী এক-জন মান্যগণ্য জমীদারের একাদশবর্ষীয়া পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত সুরেন্দ্রের বিবাহ হয়। সুরেণের শ্বশুর এরূপ ধনী এবং সম্ভ্রান্ত বংশে কন্যাদান করিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন। বিংশতি বৎসর পূর্ণ না হইতেই সুরেন্দ্র স্কুল ছাড়িল এবং নানা কুসঙ্গে মিশিতে লাগিল। তাহার পিতা সে বিষয়ে দৃক্‌পাতও করিলেন না। নগেন্দ্র বাবুর পৌত্রমুখ দেখিবার জন্য বড় বাসনা হইল। সুরেণের লেখাপড়া হইল না, সেজন্য ভাবনা কি ? তিনি পুত্রের জন্য লক্ষাধিক মুদ্রা রাখিয়া যাইতেছেন। কিন্তু পৌত্রমুখ দেখা রায় বাহাদুর

মহাশয়ের অদৃষ্টে ঘটিল না, কারণ মৃত্যু আসিয়া অনতিবিলম্বেই তাঁহার আশা বিফল করিল। তখন লক্ষ মুদ্রা, বড় সাধের "রায় বাহাদুর" উপাধি এবং পুত্র-রত্ন ইহ জগতে কীর্ত্তিস্বরূপ রাখিয়া মৃত্যুর শরণাপন্ন হইলেন।

পিতার মৃত্যুর পর, সুরেন্দ্র সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল। নগেন্দ্র বাবুর জীবদ্দশাতেই সুরেন্দ্র কু-সঙ্গে মিশিতেছিল। এইক্ষণে কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং দলে দলে তোষামোদকারীরা আসিয়া নির্ভয়ে সুরেণের সঙ্গে মিশিতে লাগিল। ক্রমে সুরেন্দ্র মদ্যপান ইত্যাদি আরম্ভ করিল এবং বাহির-মুখ হইয়া প্রায়ই বাটীতে থাকিত না। এই সময়ে তাঁহার স্ত্রী কমলা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। এই পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীর সহিত বাস করা সুরেণের অত্যন্ত বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল। সমস্ত দিবা-রাত্রির মধ্যে সে কমলার সহিত দেখা করিবার অবসরই পাইত না!

এক দিন মাঘমাসে রাত্রি আন্দাজ ১॥ প্রহরের সময়, কমলা হঠাৎ একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া জাগিলেন। তখন পৃথিবীর জীব সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত। একটী জন মানবেরও সাড়াশব্দ নাই। কমলাও সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, অতিকষ্টে একটু তন্দ্রালাভ করিয়াছেন, কিন্তু নিষ্ঠুর স্বপ্ন আসিয়া তাঁহার সামান্য আরামেও বাধা জন্মাইল। তিনি জাগিয়া দেখিলেন তাঁহার ঘরে অন্য কেহই নাই। মানবজাতি অভ্যাসের দাস। প্রতি রাত্রেই কমলার একা একঘরে থাকিতে থাকিতে একরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল—একা থাকিতে আর ভয় হইত না। তিনি সমস্ত রাত্রি নয়নজলে দুই গণ্ড ভাসাইতেন,আর স্বামি-দেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। হঠাৎ নিদ্রা হইতে জাগিয়া কমলা জানালার কাছে গিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল জগতে তাঁহা অপেক্ষা হতভাগিনী বুঝি আর নাই, কারণ অন্যান্য সাধ্বী রমণীর ন্যায় তিনি স্বামীকে একমাত্র জীবনের অবলম্বন ও গতি বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। তিনি জগতে সবই পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, জলে ঝাঁপ দিতে পারিতেন, এবং আবশ্যক হইলে অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারিতেন, কিন্তু স্বামিদেবকে—তাঁহার জীবনের উপাস্য-দেবতাকে একমুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িতে পারেন না। একমাত্র কর্ম্মফলদোষে তাঁহাকে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে বলিয়া কমলার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। না জানি পূর্ব্বকালে কত মহাপাপ করিয়াছি, সেই জন্য এ জীবনে এত মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ হইতেছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। শৈশবের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে পড়িয়া তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিল।

দিবানিশি অবিরতধারে চক্ষের জল পড়িত; তিনি শয়নঘরে গিয়া অশ্রুবারিতে প্রতিদিন শয্যা সিক্ত করিতেন। তাঁহার সময়ে সময়ে মনে হইত যেন শোকের

ভরে দম ফাটিয়াই মারা যাইবেন। জানালার নিকট বসিয়া নক্ষত্রালোকপূর্ণ রাত্রির শোভা দেখিতে লাগিলেন। মৃদু-মন্দ বায়ু বহিয়া তাঁহার উষ্ণ মস্তিষ্ক সু-শীতল করিতে লাগিল। তিনি যেন অল্প কালের জন্য কিছু আরাম বোধ করিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র বিশ্বাসবলে বোধ হইল যেন আকাশ চিরসুখী লোক-দিগের আবাসস্থান এবং নক্ষত্রমণ্ডলী তাঁহাদেরিই উজ্জ্বল চক্ষু।

পরম পিতা পরমেশ্বর এবং ঐ সকল মুক্ত পবিত্র আত্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে ঐ স্থানে লইয়া যাউন। এই ভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কোথা হইতে আকাশবাণীর ন্যায় পরিষ্কার ভাবে নিম্ন-লিখিত মধুর কথাগুলি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল :—"কমলে, মঙ্গলময় বিধাতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, আমিও তোমার অলৌকিক পাতিব্রত্য দেখিয়া একান্ত মোহিত হইয়াছি। মা কমলে, তুমি তো উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছ, কর্ম্মফল বিশ্বাস কর কি? পূর্ব্বজন্মে যে সমস্ত দুষ্কৃতি করিয়াছ, এ জীবনে তাহারই বিষময় ফলভোগ করিতেছ; সুতরাং তোমাকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু মা! তুমি আর কাঁদিও না; যেখানে চিরসুখ চির-শান্তি বিরাজমান, সেই স্বর্গপুরে শীঘ্রই আসিবে। কিছু-কাল সাবধানে থাকিও, কারণ সংসার অতীব ভয়ানক স্থান, এখানে প্রতি পদ-ক্ষেপে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন!"

অনন্ত বিষাদের মধ্যেও কমলা এই সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন, এমন সময়ে দরজায় ভয়ানক ঘা পড়িল, তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি জানালা হইতে উঠিয়া দ্রুতপদে দরজার নিকট গেলেন। এ সময়ে তাঁহার স্বামী ভিন্ন সেখানে আর কে আসিতে পারে, মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে দরজা খুলিলেন। দরজা খুলিতে যে সামান্য বিলম্বটুকু হইয়াছিল, তাহাও সেই সুরোন্মত্ত নরপিশাচের সহ্য হইল না। সুরেন্দ্র রাগে অন্ধ হইয়া সরলা বালিকার আলুলায়িত কেশপাশ হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রহার করিল। কিন্তু নিরপরাধিনী কমলার মুখে বাক্য নাই, বরং যতই পাষণ্ড তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল, ততই তিনি কাতর-স্বরে তাঁহার বিনীত প্রার্থনা শুনিবার জন্য অনুযোগ করিতে লাগিলেন। পাষণ্ড স্বামীর আসুরিক প্রহারে কমলা অচেতন হইয়া পড়িলেন। অবশেষে সুরেন্দ্র কমলাকে মৃতা জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহোল্লাসে বাটীর বাহির হইল।

নরপিশাচের অমানুষিক প্রহারে কমলার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল এবং প্রায় মাসাবধি ভুগিয়া তিনি পুনরায় সুস্থতা লাভ করিলেন। স্বামীর এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের পূর্ব্বে, তাঁহার একান্ত ঘৃণার পাত্রী হইয়াও, সরলা বালিকা অনেক সময়ে একরূপ প্রফুল্লচিত্তে কাল

কাটাইতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার আর সে ভাব ছিল না। যৌবনসুলভ যে মৃদু হাসি তাঁহার বিম্বাধরে সর্ব্বদাই বিরাজ করিত, এখন হইতে তাহার স্থানে এক ঘন-বিষাদের ছায়া দেখা দিল। দোষ স্বীকার করা দূরে থাক, হাসিমুখে একটী মিষ্ট কথা বলিলেই কমলার সব জ্বালা জুড়াইত, কিন্তু নরাধম সুরেশের হৃদয় দস্যুর হৃদয় হইতেও কঠিন। উপায়হীনা কমলা নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন "কেন আছি? আর তো সহ্য করিতে পারি না। কত লোক প্রতিদিনই মরিতেছে, শুধু কি আমিই অমর হইয়া জন্মিয়াছি?" কে যেন সর্ব্বদাই তাঁহার কানে কানে বলিত "তোমার জীবন দুঃখকষ্টপূর্ণ করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তোমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া কমলার খুব সাহস হইল এবং সেই সঙ্গে সহিষ্ণুতাও বাড়িল। তাঁহার জীবনে আভ্যন্তরিক ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে, ইতিমধ্যে তিনি এক উৎকট পীড়ায় আক্রান্তা হইলেন। মৃণাল-সদৃশ কোমল অঙ্গ এবং সোণার ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ দিন দিনই ক্ষীণ ও মলিন হইতে লাগিল। কমলার শাশুড়ি পুত্রবধূর এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া, তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। বলা বাহুল্য, কমলার গুণে পরিবারস্থ সকলেই—এমন কি পাড়াপ্রতিবেশীরাও তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন। সুতরাং কমলা সকলকেই বিষাদসাগরে নিমগ্ন করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। ক্রমে কমলার রোগ নির্ণয় হইলে জানা গেল, তাঁহার যক্ষ্মা হইয়াছে। পিতা মাতার যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা এবং নানাবিধ ঔষধ সেবন সত্ত্বেও, কমলার পীড়ার উপশম হইল না। সকলেই বুঝিল, কমলাকে কাল রোগে ধরিয়াছে। তাঁহার মাতা কত দেব দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন, কন্যার মঙ্গলার্থে কত দেবতার নিকট ভোগ মানিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কমলা রোগ সাংঘাতিক জানিয়াও মাতাকে নানা উৎসাহ এবং সাহসের কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু দিন দিন চক্ষুর ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস, শরীরের কৃশতা এবং কাশির কাঠিন্য দেখিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতেন।

আশ্বিন মাসের বেলা ক্রমেই ছোট হইতে এবং রাত্রি ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এই সময়ে এক দিন সূর্য্যদেব কমলার পৈতৃক ভবনের পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রায় অস্তাচলশায়ী হইয়াছেন, তাঁহার সন্ধ্যাকালান অবয়বে আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রচণ্ড তেজ নাই! তখন সে দিকে দৃষ্টি করিলে যেন বুঝা যায়, তিনি জগজ্জনকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেছেন "হে প্রাণিগণ, তোমরা জীবনের তুচ্ছ সুখবিলাসে মত্ত হইয়া গর্ব্ব করিও না; পরিণাম চিন্তা করিয়া মৃদুস্বভাব হও, সমস্ত দিবাভাগের পর দেখ আমাকেও

বিরূপ, মলিন এবং নিস্তেজ হইয়া ডুবিতে হইতেছে''। সমস্ত দিন ব্যাপিয়া সূর্য্যের প্রখর কিরণে জগতের প্রাণী সকল জ্বালাতন হইতেছিল, কিন্তু অস্তগমনের পূর্ব্বে সু-শীতল কিরণ পাইয়া প্রকৃতি দেবী যেন হাসিতেছেন। বৃক্ষাদির অগ্রভাগ সোণার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণে সুশোভিত হইয়াছে এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহুসংখ্যক পক্ষী আসিয়া বিবিধ স্বরে নির্জ্জীব বৃক্ষ-গুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। এ সমস্ত দেখিয়া কমলার গৃহমধ্যে বদ্ধ থাকিতে ভাল লাগিল না। সুতরাং তাঁহারি ইচ্ছানুসারে বারান্দায় একখানি পালঙ্কের উপর তাঁহাকে শোয়ান হইল। তিনি যেন সুস্থতা অনুভব করিলেন এবং বালিকা বয়সের নানা সুখের স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। মাতা কন্যাকে একটু প্রফুল্লমনা দেখিয়া ইষ্টদেবতাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

মা'র প্রাণ! কন্যার সমান্য একটু সচ্ছন্দ দেখিয়াই মনে করিয়াছেন, বুঝি এ যাত্রা কমলা রক্ষা পাইবে। তাঁহার বুকের ধন বুকেই থাকিবে।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—কমল, একদৃষ্টে তাকাইয়া কি দেখ্‌চ?

কমলা। মা, আমি অস্তগামী সূর্য্য-দেবকে দেখ্‌চি। দেখ দেখি, যদিও গাঢ় লোহিতবর্ণ হইয়াছেন, তথাপি সূর্য্যকে কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। মা, বল দেখি, অন্য সময়ের চেয়ে অস্তকালে সূর্য্যদেবকে এত সুন্দর দেখায় কেন?

মাতা। যাদুমণি আমার, এ সব খবর নিয়া তোমার কাজ কি?

এই কয়েকটি কথা বলিয়া স্নেহময়ী জননি সন্তানের স্বর্গীয় মুখচন্দ্রমার দিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কমলা যেন মা'কে কিছু বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোভাব বলিয়া উঠিতে পারিলেন না, তাঁহার দুইটী চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতে লাগিল।

মাতা। কমল, তুমি আমায় কি বল্‌ছিলে?

কমলা। মা, আমি বিশ্বজননীর কাছে যাচ্ছি, তিনি আমায় ডেকেছেন। জননি! আমি তোমার বড় হতভাগিনী মেয়ে; এ সংসারে কিছু দিন থাকিয়া তোমার অসীম দয়া এবং স্নেহের কণিকা-মাত্রও প্রতিশোধ করিতে পারিলাম না।

কমলার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল; তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না; কেবল মাতার স্নেহময় বক্ষে মুখ রাখিয়া অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মাতা। অবোধ মেয়ে! এরূপ নিদারুণ কথা ব'লে তোর অভাগিনী মায়ের বক্ষে কেন আর শেল বিদ্ধ করিস। বালাই! এই যে তোমাকে আজ অনেকটা ভাল দেখ্‌চি। আমার মাথায় যত চুল আছে, তোমার পরমায়ু তত বৎসর হউক।

কমলা। না মা! তবে আমি দীর্ঘ-জীবিনী হইব; আচ্ছা, মা! তুমি আমায় সীতাচরিত শুনাও।

কমলার মা অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়া সীতাদেবীর গল্প আরম্ভ করিলেন। সীতা-চরিত প্রত্যেক রমণীর শুনিতে বড় ভাল লাগে, সুতরাং কমলা নিবিষ্টচিত্তে মায়ের মুখে সীতাদেবীর গল্প শুনিতে লাগিলেন।

সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ অস্তে ডুবিয়াছেন; সমস্ত আকাশে অগণ্য নক্ষত্ররাজি শোভা পাইতেছে এবং শুক্লপক্ষের চন্দ্রের বিমল কিরণে জগৎ যেন হাসিতেছে। বারান্দার সম্মুখের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি সেফালিকা গাছ অসংখ্য সুগন্ধি পুষ্পভারে এক মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। কমলার একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল, তাঁহার মাতা পার্শ্বে বসিয়া হরিনামের মালা জপ করিতেছিলেন।

হঠাৎ কমলা চক্ষু মেলিলেন এবং প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বলিলেন "মা, মা, তিনি এসেছেন; ঐ দেখ, তিনি এই দিকেই আস্‌ছেন?"

মাতা। "ষাট, ষাট, মা আমার! কৈ এখানে কে আস্‌ছে?"

কমলা। "তোমার জামাই আস্‌ছেন।"

কমলার মাতা তাঁহার জামাতা সুরেন্দ্রকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কারণ এই পাষণ্ড জামাতার দোষেই তাঁহার স্নেহের কন্যারত্নের সাংঘাতিক ব্যাধি জন্মিয়াছে। তিনি অতীব বিরক্তি সহকারে বলিলেন "সে নরপিশাচের বিষয় আর ভাবিও না—সে নরাধম, পাষণ্ড, ঘোর সুরাপায়ী পশু। সে পাপাত্মা পশু অপেক্ষাও অধম। ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, যেন আর সে পাষণ্ডের মুখ না দেখিতে হয়!"

কমলা। "মা, তুমি কেন বৃথা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছ? তুমি কি জান না, সাধ্বী স্ত্রীর পতি ভিন্ন আর গতি নাই? আমি নিয়ত ঈশ্বরের নিকট প্রর্থনা করি, যেন কেহ তাঁহার শরীরের ছায়ারও অনিষ্ট না করিতে পারে। মা, আমি যে স্বামিদেবের চরণ সেবা করিতে পারিলাম না, সে আমারই অদৃষ্টের দোষ। আমি ঘোর পাপিনী, তাই এই সমস্ত নিগ্রহ ভোগ করিতেছি!

কিছুক্ষণ পরেই কমলার পিতা আসিয়া তাঁহার নাড়ী ধরিয়া বিষণ্ণভাবে শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ফিরিয়া যাইবার সময় সুরেন্দ্রের আগমনের বিষয় তাঁহাদিগকে জানাইলেন। কমলা অত্যন্ত লজ্জাশীলা; পিতামাতার সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিবেন না ভাবিয়া তাঁহারা উভয়েই সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

সুরেন্দ্র। "আমি এখানে কেন আসিয়াছি তাহা নিজেও ঠিক্ বলিতে পারি না; সুরাপানে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য কিছুক্ষণ ঘুমাইতে চেষ্টা করি। কিন্তু এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া আমার মন নিতান্ত অস্থির হইয়াছে; আমি নিদ্রিত হইয়া দেখিলাম কতকগুলি ভীষণ মূর্ত্তি আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল এবং সকলেই আমাকে লক্ষ্য

করিয়া সমস্বরে বলিল, 'নৃশংস, স্ত্রীঘাতক! তোকে ধিক্!' আমি জাগিয়া উঠিলাম। সর্ব্বশরীর হইতে ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল এবং আপাদমস্তক ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। যে সমস্ত দুষ্কৃতি করিয়াছি সবই মনে পড়িল, অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিলাম, অবশেষে তোমার চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমি হয়তো এ সমস্ত কিছুই বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু প্রিয়তমে! এ সকল সত্য কথা, আমার জীবনে এক আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে; তুমি আমাকে ক্ষমা কর!"

কমলার আর আনন্দের সীমা রহিল না; তাঁহার সমস্ত নাক চোক মুখ দিয়া যেন আনন্দের লহর ছুটিতে লাগিল এবং অতি ক্ষীণস্বরে সুরেন্দ্রকে বলিলেন, "প্রাণেশ্বর! তোমার কথা কেন বিশ্বাস করিব না? হরি আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। আমি মার মুখেও শুনিয়াছি, তাঁহার কৃপাবলে খঞ্জও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, মত্ত হস্তীও সামান্য কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়া থাকে। মহর্ষি বাল্মীকি দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াও শেষে ভারতভূমির শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এ সকলই হরির কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের করুণায় অসম্ভব সম্ভব হয়।"

সুরেন্দ্র। "তোমার ন্যায় গুণবতী ভার্য্যা পাইয়া, আমি একটি দিনের জন্যও তোমাকে আদর করিলাম না। আমা সম হতভাগ্য জগতে আর কে আছে! কিন্তু প্রাণপ্রিয়ে! তুমি আমাকে বাঁচাও, আমার আর নিস্তার নাই! তুমিই যদি ক্ষমা কর, তাহাহইলে রক্ষা, নতুবা উপায়ান্তর নাই।"

এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে সুরেন্দ্র বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

কমলা। সে কি কথা! আমি তোমাকে ক্ষমা করিবার কে? আমি যে তোমার শ্রীচরণের দাসী! তুমি আমার পার্থিব ঈশ্বর! প্রাণেশ্বর! আর আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেলিও না। আজ আমার ন্যায় ভাগ্যবতী কে আছে? জগন্মাতা আমার প্রার্থনা শুনিয়া তোমার মতি গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। অন্তিম কালে তোমাকে নিকটে পাইয়া আত্মাকে কৃতার্থ মনে হইতেছে। এ সময়ে তোমার চরণ দুখানি আমার মাথার উপর রাখ। প্রিয়তম! বৃথা চক্ষের জল ফেলিয়া আমার সুখের ব্যাঘাত করিও না।

সুরেণ কমলার মস্তক নিজের ক্রোড়ে লইল, এবং যে দুই এক গাছি চুল মুখের উপর পড়িয়াছিল, তাহাই দুদিকে সরাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রের এতই অনুতাপ হইতে লাগিল যে, অবিরত দুই গণ্ড বহিয়া কেবল অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল। কমলা সুরেণের কোলে মাথা রাখিয়া মনে করিলেন যেন কুসুম অপেক্ষাও কোমল শয্যায় শায়িতা আছেন।

সুরেন্দ্রের মুখের দিকে অনিমেষলোচনে চাহিয়া বলিলেন, "প্রাণেশ! এ দাসীর মৃত্যুর পর তাহাকে মনে করিবে কি?"

সুরেন্দ্র। ওরূপ নিদারুণ কথা কেন মুখে আনিতেছ? তুমি নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে।

কমলা। আমারও একান্ত বাসনা কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিয়া তোমার চরণ সেবা করি। কিন্তু আমার সে আশা বুঝি পূরিল না। নাথ! যদি আর কিছু পূর্ব্বে এ দাসীর মর্ম্মান্তিক যাতনার কারণ বুঝিতে, তাহা হইলে বোধ হয় আমার এ সাংঘাতিক পীড়া জন্মিত না; এখন সব চেষ্টা বিফল। এজন্য আমি তোমায় কোনও দোষ দিব না—এ সকলই আমার দুরদৃষ্টক্রমে ঘটিয়াছে।

এই কথাগুলি বলিয়া নীরব হইলেন, এবং চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া হঠাৎ চক্ষু মেলিলেন, তাঁহার চক্ষের তারা ঘুরিতে লাগিল। "জয় জগদীশ হরে" বলিয়া পতির কোলে মাথা রাখিয়াই সমস্ত সাংসারিক যন্ত্রণার হাত হইতে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি পাইলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু "আনন্দধামে" উড়িয়া গেল।

সুরেন্দ্র হতবুদ্ধি ও অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন কমলার পার্শ্বে এক উজ্জ্বল মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; তাঁহার শরীরের আভা আসিয়া কমলার মুখের উপর পড়িয়াছে।

যাও কমল, তুমি তোমার বাঞ্ছিত সেই শান্তিধামে গিয়া বাস কর। এ দুঃখ-কষ্ট-প্রতারণাপূর্ণ পৃথিবী তোমার ন্যায় দেবীর বাসযোগ্য স্থান নয়। আজ তুমি পতি-ভক্তির যেরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইলে, তাহাতে তোমাকে দেবী বলিয়া পূজা করিলেও আমাদের প্রাণের পিপাসা মিটে না। তোমার ন্যায় সাধ্বী রমণী ওরূপ শোচনীয় অবস্থায় না পড়িলে, তোমাতে যে সমস্ত স্বর্গীয় গুণ আছে, তাহা কে দেখিত? ভগবান্ কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ খেলা খেলিতেছেন, আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাহা কি করিয়া বুঝিব! তুমি এ সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছ, কিন্তু পাতিব্রত্যের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্তটী রাখিয়া গেলে, তাহাতে তোমার স্মৃতি চিরদিনই আমাদের হৃদয়ফলকে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে।

(কোনও ইংরাজী পত্রে প্রকাশিত উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত)।

# হেঁয়ালি।

তিন বর্ণে নাম, বড়ই সুঠাম,
সদাই মোদের সদন বসতি।

আদি দু'বিহনে, থাকি এক সনে,
কভু ডাকে "দীদী" দীদী সে যুবতী

যদি অস্ত লয়, তবে জল হয়,
জলেই জনম সাগরেতে নয়;
দিবায় বিকাশে, নিশিতে না হাসে,
পতিপ্রাণা সতী বল কে সে হয়?

# নীতিকথা।

"দুধে চিনি ভাল বটে, সোহাগা সোনায়,
সত্য সহ মিষ্ট কথা আর (ও) শোভা পায়"।
"বন্ধুতা কি হয় কভু দৈত্য দেব লোকে,
কুটুম্বিতা কোথা থাকে আঁধার আলোকে?"
"পণ্ডিতের মূর্খপাশে সদা পরাজয়,
অঙ্গার ধুইতে জল মলিনতাময়।"
"সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভবে সম্ভবে কখন?
জগন্নাথ অঙ্গহীন দেব গজানন।"
"লাগে নাকি খড় কুটা হর্ম্ম্য বানাইতে?
সকমল দূর্ব্বাদল দেবতা পূজিতে?"
"পুষ্করের পথে হয় তস্করের ভয়।
"ভাঙ্গাপদ গর্ত্তে পড়ে মিছা কথা নয়।"
"ভালবাসা নীচ জনে স্থান নাহি পায়,
দধি মধু কচুপাতে রাখা বড় দায়।"
"ঈশ্বরে ভক্তের প্রেম হয় না মলিন,
সম্বন্ধ চুম্বক লৌহে ভাঙ্গে কোন্ দিন?"
"অতি জলে সাগরের সলিল মলিন,
অতি পুত্রে সগর হইল বংশহীন।"
"নামাবলি ব্যবহারে ভক্ত কভু নয়,
ভক্ত কি সে মকরাক্ষ রাম-নাম-ময়!"

(ক্রমশঃ)

# আফ্রিকা ও তত্রত্য অসভ্য জাতি।

আফ্রিকা আকৃতিতে দ্বিতীয় মহাদেশ, কিন্তু ইহা সভ্যজগতে অতি অল্পই পরিচিত। ইহার আকৃতি আম্রের ন্যায়। আফ্রিকা ইউরোপ ও আসিয়ার দক্ষিণে, এবং ইহার চতুর্দ্দিকই প্রায় সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, কেবল ৭৩ মাইল প্রশস্ত একটী বালুকাময় ভূমি ইহাকে এসিয়ার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। এই ভূমিখণ্ড সুয়েজ যোজক, তাহা জাহাজ গমনাগমনোপযোগী একটী খাল-দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আফ্রিকা অতিশয় উষ্ণ এবং পৃথিবীর সুবিস্তৃত জলরাশি ইহার অতি অল্প অংশকেই সিক্ত করিয়াছে। বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি এই মহাদেশকে ছাইয়া আছে, ইহার অতি অল্প ভূমিই উর্ব্বর। এ স্থানে কয়েকটী পর্ব্বতশ্রেণী আছে এবং কয়েকটী পর্ব্বতের শিখরদেশ সর্ব্বদাই বরফাবৃত থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ নাইল নদ উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত। প্রতি বৎসর গঙ্গানদী যে সময়ে বঙ্গদেশের কিয়দংশ প্লাবিত করে, নাইলও সেই সময়ে ইহার তীরদ্বয় প্লাবিত করিয়া থাকে। নদীটী এতাধিক উপকারী

ধরিয়া মিসরবাসিগণ ইহাকে দেবতা-স্বরূপে পূজা করিয়া থাকে। কঙ্গো নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত এবং ইহা দৈর্ঘ্যে দ্বিতীয় ও প্রচুর জলরাশি দ্বারা দেশ প্লাবিত করিয়া থাকে। আফ্রিকায় কয়েকটি বিস্তৃত হ্রদ আছে। গম, যব প্রভৃতি উত্তরাংশের প্রধান শস্য। আফ্রিকার মধ্য ও পশ্চিমাংশে তণ্ডুল, চিনি, একপ্রকার আলু, গম ও তাল জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব্বদেশবাসীদিগের জীবিকা গৃহপালিত পশুদিগের উপর নির্ভর করে। উষ্ট্র, বলদ, মেষ, ও অশ্ব ইহাদিগের গৃহপালিত। আফ্রিকার জঙ্গলে ও মরুভূমিতে গরিলা নামক একপ্রকার হিংস্র বানরজাতি এবং সিংহ, হস্তী, গণ্ডার, সিন্ধুঘোটক, জিরেফা প্রভৃতি নানা প্রকার জন্তু দৃষ্ট হয়। বহু-সংখ্যক কুম্ভীর নদীমধ্যে অবস্থিতি করে।

আফ্রিকার উত্তরাংশবাসীরা আরব-বংশীয়। মধ্য ও দক্ষিণাংশে নিগ্রোজাতীয়েরা বাস করে এবং ইহারা কথঞ্চিৎ সভ্য। অনেক দিন হইতে দাসব্যবসায় আফ্রিকার সর্ব্বনাশ করিতেছে। দেশীয় শাসনকর্ত্তা-দিগের প্রায় সকলেই যথেচ্ছাচারী এবং দাসলাভাশায় সতত পরস্পরের সহিত যুদ্ধে রত। আফ্রিকার প্রায় সর্ব্বস্থানে বহু-বিবাহ প্রথা দৃষ্ট হয়। খৃষ্টধর্ম্ম এক প্রকার বিকৃত আকারে আবীসিনিয়াতে, এবং মুসলমান ধর্ম্ম উত্তরাংশে প্রচলিত। যদিও খৃষ্টধর্ম্ম আফ্রিকার নানা স্থানে প্রচলিত আছে, তথাপি অধিকাংশ নিগ্রোই পৌত্তলিক; পাল্‌ক্, ডিম্ব, প্রভৃতি দেবতা-রূপে পূজা করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতি আফ্রিকার অধিকাংশ স্থলে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। আফ্রিকার যে সকল স্ত্রীলোক খৃষ্টধর্ম্মাব-লম্বিনী নহে, তাহারা ক্রীতদাসী ও ভারবহ পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

## বঙ্গোজাতি।

বঙ্গোজাতি নাইল নদের দক্ষিণে বাস করে। বঙ্গোদিগের শরীরের বর্ণ ইহাদিগের দেশের মৃত্তিকার ন্যায় লোহিত ও ধূসরবর্ণ মিশ্রিত। ইহাদের কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও প্রায় অর্দ্ধ বুরুলের অধিক দীর্ঘ হয় না; ইহাদিগের গোঁপ দাড়ী প্রায় দেখা যায় না। বঙ্গোজাতির পুরুষেরা একখণ্ড বস্ত্র বা চর্ম্ম দ্বারা কটিদেশ বেষ্টন করিয়া থাকে। স্ত্রী-লোকেরাও প্রায় তদ্রূপ করে। ইহারা বড় ভূষণপ্রিয়, প্রায় পল্লবযুক্ত শাখা অথবা তৃণগুচ্ছ দ্বারা মস্তক সুশোভিত করে। অনেক স্ত্রীলোক মস্তক সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডন করে এবং অলঙ্কারের দ্বারা বস্ত্রের অভাব পূর্ণ করে। এই অলঙ্কার কতকগুলি দড়িতে পলাকাটি গাঁথিয়া ১০।২০ বা ৫০ ফের দিয়া কণ্ঠে ধারণ করে। পুরুষদের কণ্ঠহার আরো চমৎকার! তাহারা ঈগল পক্ষীর নখর, ও কুক্কুর, কুম্ভীর ও শৃগাল প্রভৃতির দন্ত মালা করিয়া পরে। তাহা-দের কর্ণে তাম্র অঙ্গুরী। উপরের ঠোঁট ফুঁড়িয়া তাহাতে তামার গজাল বা আংটি

পরিধান করে। কখন কখনও বক্ষের উপরিস্থ চর্ম্ম ফুঁড়িয়া তন্মধ্যে একখণ্ড কাষ্ঠ প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। হস্তে নানা আকারের অনেকগুলি লোহার বালা ধারণ করে। স্ত্রীলোকেরা পাদদেশেও এইরূপ আভরণ পরিধান করিয়া থাকে। বিবাহের পর *স্ত্রীলোকেরা অধরদেশে ছিদ্র করিয়া* তন্মধ্যে কাষ্ঠের শলা প্রবিষ্ট করে। এই শলা বদলাইয়া ক্রমে লম্বা করিয়া দেওয়া হয়, ক্রমে তাহা উপরের ঠোঁট ছাড়াইয়া যায়। উপরের ঠোঁট ছিদ্র করিয়া একটী তাম্রের অঙ্গুরী অথবা খড়িকা দেওয়া হয়। নাকের দুই পাশ ফুঁড়িয়া অনেক খড়িকা পুরিয়া দেওয়া হয় এবং মধ্যস্থল ফুঁড়িয়া একটী তাম্রের অঙ্গুরী ধারণে নাসিকার শোভা বৃদ্ধি হয়। কানে অনেক গুলি গহনা চাই, এজন্য ছিদ্রও বহুসংখ্যক। স্ত্রীলোকদিগের শরীরের শত শত স্থান ফুঁড়িয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকদিগের শরীরের উপরিভাগে সরল বা বক্র নানা প্রকার রেখা বা বিন্দু দ্বারা উল্কি অঙ্কিত হয়। বিবাহার্থ স্ত্রীলোক ক্রয় করা হয়। একটী পুরুষ তিনটীর অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। একটী যুবতীর মূল্য এক সের ওজনের ১০ খানি লোহার থাল এবং ২০টী কাষ্ঠনির্ম্মিত অস্ত্র। সন্তান হইলে সে প্রায় কখনও মায়ের কাছ-ছাড়া হয় না। মাতার পৃষ্ঠে ছাগচর্ম্মের থলিয়া থাকে, কোথাও যাইতে হইলে তাহাতে সন্তান রাখিয়া মাতা বহন করিয়া থাকে এবং কাজ করিবার সময় সন্তান পৃষ্ঠে লইয়া কাজ করে। বঙ্গোদিগের কুটীরসকল আমাদের দেশের ধানের করুয়ের মত; উপরে গোলাকার একটী স্থান থাকে, তাহাতে বসিয়া গ্রামের চতুর্দ্দিক্ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দ্বার এত ক্ষুদ্র যে, হামাগুড়ি দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বারদেশের দুই দিকে দুইটী খুঁটি পুঁতিয়া আগড় দ্বারা বন্ধ করা হয়। মেজে মাটীনির্ম্মিত এবং তাহা অতি যত্নপূর্ব্বক পিটিয়া সমান করা হয়। মেজের উপর চামড়া বিছাইয়া সকলে শয়ন করে। স্ত্রীলোকেরা খোদ-কারীকরা চৌকিতে উপবেশন করে। পুরুষেরা উচ্চ আসনে বসিতে ভাল-বাসে না।

বঙ্গোজাতি জাওয়ারী নামক শস্যের চাষ করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন হাঁস, মুরগী, কুক্কুর পোষে। শিকার করিয়া ও মাছ ধরিয়াও খাদ্য সংগ্রহ করে। ইহাদের দেশে লবণ পাওয়া যায় না। এক প্রকার গাছ পোড়াইয়া ছাই করিয়া সেই ক্ষার ব্যবহার করে। ইহারা প্রচুর পরিমাণে তামাক চাষ করে এবং তামাক খাইয়া থাকে। ইহারা কুক্কুরের মাংস ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার মাংস খায়। ইঁদুর, সাপ, বিছা কিছুই বাদ যায় না। মাংস যত পচা হয়, ততই উপাদেয়। বঙ্গোদিগের অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে। তাহাদের গান অতি আশ্চর্য্য। সঙ্গীতে কুকুরের ভেউ ভেউ, বিড়ালের মিউ মিউ এবং গাভীর গাঁ গাঁ স্বর একেবারে শ্রুত হয়, মধ্যে মধ্যে কতকগুলি কথা গ্রথিত থাকে। গান

প্রথমে সুস্বরে আরম্ভ হয়, পরে সকলে চীৎকার, কিচিমিচি ও গাঁ গাঁ শব্দ সাধ্যমত বলের সহিত করিতে থাকে। ক্রমে স্বর কোমল হইয়া শোকসঙ্গীতের ন্যায় কাঁদুনে সুর বাহির হয়, পরে হঠাৎ সকলে একেবারে উৎসাহপূর্ণ হইয়া কোলাব্যাঙের মত কণ্ঠস্বর বাহির করে। বঙ্গোদিগের ধর্ম্মজ্ঞান অতি অস্ফুট। তাহারা ভূতের ভয় করে এবং সর্ব্বস্থানেই তাহার যাতায়াত আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা ডাইনি বলিয়া বিবেচিত হয় ও অনেক নিগ্রহ ভোগ করিয়া থাকে।

# নূতন সংবাদ।

১। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন সমুদ্র-বায়ু সেবনে সুস্থ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং নূতন ব্যবস্থাপনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

২। রাজজামাতা বেটেনবারির প্রিন্স হেনরী মরিচ পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি মহারাণীর পরম আদরের কনিষ্ঠা কন্যা বিয়েট্রিসের স্বামী। এই ঘটনায় রাজ-কর্ম্মচারিগণ ১৩ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত শোক-চিহ্ন ধারণ করিবেন। জগদীশ শোকার্ত্ত রাজ-পরিবারের শন্তি বিধান করুন্।

৩। ইংলণ্ডের সার্জ্জনদিগের রাজকীয় কলেজ স্ত্রীলোকদিগকে ডাক্তারির সনন্দ দিবার নিয়ম করিয়াছেন।

৪। লেডি ডফরিন ফণ্ডের বঙ্গীয় কমিটীর হস্তে লক্ষ টাকা মাত্র মজুত আছে। ছোট লাট ইহার আয়বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

৫। জানুয়ারির শেষভাগে কলিকাতায় তিনজন বিদেশীয়ের বক্তৃতার ধুম হইয়া গিয়াছে—বিবি বেজাণ্ট, মুক্তিফৌজের জেনারল বুথ, এবং রেবরেণ্ড জে, টি, সণ্ডারল্যাণ্ড। শেষোক্ত মহাত্মা একেশ্বর-বাদী খৃষ্টানদের প্রতিনিধি।

# পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। The Life of Pundit Iswar Chandra Vidyasagar—শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ১৷৷০ টাকা। ইংরাজী ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীর অত্যন্ত অভাব ছিল, শ্রীচরণ বাবু তাহা প্রকাশ করিয়া সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিদ্যা-সাগর কেবল বঙ্গের গৌরব নন, সমুদায় ভারতের গৌরব এবং তাঁহার পুণ্যচরিত যেমন ভারতবাসীদের, তেমনি পৃথিবীর সমস্ত জাতীয় লোকের পাঠ্য ও উপাদেয় হইবে, সন্দেহ নাই। এই পুস্তক অতি

সরল সুন্দর ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকল যে প্রকার সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকদিগের হৃদয়ে তাঁহার ছবি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রন্থকর্ত্তা সম্পূর্ণরূপে উৎসাহলাভের যোগ্য।

২। মনের কথা—শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত ও রামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ॥০। গ্রন্থখানি পদ্যময় এবং নানা সদ্ভাবোদ্দীপক কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের কবিত্ব-শক্তি আছে, চালনা করিলে ক্রমে তাহা বিকশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের শোভা বৃদ্ধি করিবে।

---

# বামারচনা।

## বসন্ত পঞ্চমী।

বসন্ত পঞ্চমী আজ তিথি শুভক্ষণ,
সারাটি বরষ পরে,
আসিবেন ভক্তঘরে—
বীণাপাণি, জুড়াইতে ভকত-জীবন।
কোকিল ভ্রমর গায় শুভ আগমন।
মলয় মৃদুল হাসে,
বলিছে ভকত-পাশে,
"পূজিতে মায়ের পদ কর আয়োজন"।
যাহার ক্ষমতা যত,
আয়োজন করে তত,
মনসাধে পূজিতে সে কমল চরণ।
পূজিতে সে পা দুখানি,
আপনি প্রকৃতি রাণী,
সাজাইছে থরে থরে কুসুম-ভূষণ;
পূজিতে মায়েরে সবে করে আয়োজন।
আমিই অধম দীন,
আমিই শকতিহীন,
আমারি নাহিক কিছু পূজিতে চরণ।
তা ব'লে কি মোর বাড়ী
ত্রিদিব-আলয় ছাড়ি,
আসিবে না মা আমারে দিতে দরশন?
ধনীর আলয়ে যাবে
মনোমত পূজা পাবে,
তাব'লে কি দুখিনীরে হ'বে বিস্মরণ?
মায়ের মমতা স্নেহ নহে গো এমন।
যে বড় গরীব দীন,
যে বড় শকতিহীন,
শুনেছি তারেই মা'র অধিক যতন।
তবে কেন পাব না মা তব দরশন?
দুখিনীরে দয়া ক'রে,
এস মা আমার ঘরে,
আমিও মনের সাধে পূজিব চরণ।
প্রীতির কুসুম তুলে,
ভকতি চন্দন গুলে,
প্রেম-বিল্ব-পত্র দলে করিব পূজন।
করিব অঞ্জলী দান,
আমার এ মন প্রাণ,
সংসার-উচ্ছিষ্ট ব'লে কর না হেলন।
তা ছাড়া আমার আর নাহি অন্য ধন।
আমার যা আছে তাই করিব অর্পণ।

শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা মুস্তোফী।

No 374. March 1896.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৪ সংখ্যা। | ফাল্গুন, ১৩০২—মার্চ্চ, ১৮৯৬। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সূচী।




## কলিকাতা।

৬ নং কলেজ স্ট্রীট বাই লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।


অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৵০ আনা।

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আগামী নব বর্ষ হইতে বামাবোধিনীতে অধিক পরিমাণে বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশিত হইবে এবং তৎসঙ্গে ইহার কলেবরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হইবে না। ইহার গ্রাহক গ্রাহিকাগণ ইহার উন্নতিকল্পে সহায়তা করেন, এই বিনীত প্রার্থনা।

## মূল্যপ্রাপ্তি।

সাবেক।

| নাম | স্থান | মূল্য |
|---|---|---|
| ডাক্তার বি, এল, রায় | করাচী | ২।৵০ |
| চক্রধর প্রসাদ | ফরিদপুর | ৸৵০ |
| শশিভূষণ বসু | যশোহর | ২॥৵০ |
| উপেন্দ্র নাথ মিত্র | গয়া | ৫৸০ |
| কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় | হাজারিবাগ | ৫৲ |
| সরোজিনী দেবী | দীনাজপুর | ।⁄০ |
| রাসবিহারী বসু | চোয়াডাঙ্গা | ৭৸৵০ |
| শরৎ চন্দ্র দত্ত | শ্রীহট্ট | ৭৸৵০ |
| ননী গোপাল পাল | হাবড়া | ১৲ |
| শশিভূষণ পাল | আরা | ।০ |
| নিস্তারিণী দেবী | কানপুর | ২॥⁄১০ |
| রাজা গোপেন্দ্র নারায়ণ রায় | পুটিয়া | ১০॥১০ |
| কালীপদ বসু | মিরাট | ৪।৵০ |
| জ্ঞানেন্দ্র নাথ পাল | বরিসাল | ৫৲ |
| শ্রীদাম চন্দ্র সেন | বহরমপুর | ৫৲ |
| কুমার বোনয়ারী আনন্দ বাহাদুর | বোনয়ারীবাদ | ২।৵০ |
| জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু | মতিহারী | ৫৲ |
| শশিভূষণ মিত্র | ঢাকা | ৸৵০ |
| যোগেন্দ্র চন্দ্র ভুঞা | গয়া | ।⁄০ |
| ডাক্তার [illegible]বেন্দ্র নাথ রায় | কলিকাতা | ২।⁄০ |

১৩০২

| নাম | স্থান | মূল্য |
|---|---|---|
| ডাক্তার বি, এল, রায় | করাচী | ২৲ |
| চক্রধর প্রসাদ | ফরিদপুর | ২॥৵০ |
| শশিভূষণ বসু | যশোহর | ২॥৵০ |
| উপেন্দ্র নাথ মিত্র | গয়া | ২॥৵০ |
| সরোজিনী দেবী | দীনাজপুর | ১॥⁄০ |
| রাস বিহারী বসু | চোয়াডাঙ্গা | ২॥৵০ |
| শ্রীনাথ বন্দোপাধ্যায় | মালদাহ | ২॥৵০ |
| সুরুচি কুমারী দাস | খুলনা | ১॥০ |
| শশিভূষণ পাল | আরা | ২৸০ |
| ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু | পুরুলিয়া | ২॥৵০ |
| নিস্তারিণী দেবী | কানপুর | ২॥৵১০ |
| রাজা গোপেন্দ্র নারায়ণ রায় | পুটিয়া | ২॥⁄১০ |
| পরেশনাথ চাটুয্যে | খাতরা | ২।৵০ |
| এম, সি, বাড়ুয্যে | কাচার | ২⁄০ |
| কালীপদ বসু | মিরাট | ৸৵০ |
| বৃন্দাবন চন্দ্র পাল | নদিয়া | ২।৵০ |
| রজনী নাথ চট্টোপাধ্যায় | রাজবাড়ী | ২।৵০ |
| কুমার বোনয়ারী আনন্দ বাহাদুর | বোনয়ারীবাদ | ২।৵০ |
| সরলাদেবী | টাঙ্গাইল | ২॥৵০ |
| যোগেন্দ্র চন্দ্র ভুঞা | গয়া | ২।৵০ |

No 374. March 1896.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৪ সংখ্যা। | ফাল্গুন, ১৩০২—মার্চ্চ, ১৮৯৬। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজপরিবারে শোক—ভারত-সাম্রাজ্ঞীর ছোট জামাতার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্ব্বস্থান হইতে গভীর সহানুভূতিসূচক পত্র পাইয়া মহারাণী আপনার ও তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা বিএট্রিসের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যরূপে জানাইয়াছেন।

কুমারী সরলা দেবী—ইনি বরদার মহারাণীর প্রাইবেট সেক্রেটারী-পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মহীশূরের কর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বরদায় স্ত্রীশিক্ষা—মহীশূর রাজপরিবারের সাধু দৃষ্টান্তে গুইকুমার ও তাঁহার মহিষী বরদারাজ্যে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন। সম্প্রতি মহারাণী চিম্না বাই বালিকা ও অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। প্রায় ১২০০ বালিকা ও ৭৫টী ভদ্রবংশীয়া যুবতী পুরস্কারলাভার্থ উপস্থিত হন। অনেক হিন্দু, মুসলমান ও পারসী মহিলা এই অনুষ্ঠানদর্শনার্থে সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

বায়ুবাসী জীব—একজন বৈজ্ঞানিক বলেন, আমরা যে বায়ু সেবন করিয়া জীবিত আছি, তাহাতে ৬০০ বিভিন্ন প্রকার জীব আছে।

মাদাগাস্কারের পরাধীনতা—মাদাগাস্কারের রাজ্ঞী ফরাসীদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বরাজ্য-শাসনের ভার পাইয়াছেন।

মান্দ্রাজের নূতন গবর্ণর—সার আর্থার হাবেলক মান্দ্রাজের নূতন শাসনকর্ত্তা মনোনীত হইয়াছেন।

কোরিয়ার নূতন ব্যবস্থা—যে কোরিয়া লইয়া চিন জাপানে মহাযুদ্ধ হয়, রুসিয়া রক্ষকরূপে তাহা হস্তগত করিতে

যাইতেছেন। গজকচ্ছপের যুদ্ধে গরুড়েরই পোহাবার।

পাতিয়ালার ইংরাজ রাণী—মহারাণী ফ্লোরেন্স অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শিখধর্ম্মপ্রণালীমতে তাঁহার সৎকার-কার্য্য মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

দান—(১) গয়া মুকসুদপুরের রাজা রামেশ্বর প্রসাদ নারায়ণ লেডী ডফারিণ ফণ্ডে ২৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। (২) কাকীনিয়ার রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয়ে ১৫০ টাকা দান করিয়াছেন। (৩) বৈঁচির জমীদার বাবু রাম লাল মুখোপাধ্যায় সমুদায় বঙ্গালা প্রদেশের বন্যা অথবা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ শতকরা ৩।০ সুদের ৫০ হাজার টাকার এক খানি কাগজ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

জাপানের স্মৃতিচিহ্ন—চীনদিগের উপর জাপানীরা যে সকল জয়লাভ করিয়াছেন, তাহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ৮০ হাত উচ্চ এক বৌদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জাপানী বৌদ্ধেরা কৃতসঙ্কল্প, ইহাতে ১০ লক্ষ জাপানী মুদ্রা ব্যয় হইবে।

বিদুষী রাজমাতা—সম্প্রতি ভবনগরের মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে। এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে শোকার্ত্তা রাজমাতা কুবের বাই পরলোকগত হইয়াছেন। ইহাঁর বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। ইহাঁর বাল্যকালে দেশে স্ত্রীশিক্ষার কোনও উপায় না থাকিলেও ইনি নিজ যত্নে পারসী ও গুজরাটী ভাষা রীতিমত শিক্ষা করেন। উক্ত ভাষার কাব্যগ্রন্থ পাঠে ইহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ইনি ইঁহার একমাত্র সন্তান মহারাজের প্রাণে শৈশব হইতে সেই কাব্যানুরাগ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।

---

## পদ্ম ও পানা।

পদ্ম ও পানা উভয়ই জলজ উদ্ভিদ্; কিন্তু ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক। পানার মূল মৃত্তিকায় সংবদ্ধ না থাকায় উহা জলোপরি ভাসিয়া বেড়ায় এবং বায়ুকর্ত্তৃক ইতস্ততঃ চালিত হইয়া কতই না লাঞ্ছিত হয়। এক স্থানে দীর্ঘকাল শান্তিতে অবস্থান যেন পানা বেচারির ভাগ্যে বিধাতা লিখেন নাই। ইহাদের সত্বর বংশবিস্তার এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। যদি একটী পানা কোন প্রকারে কোন পুকুরে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে পুকুরের জল এমনই বিকৃত করিয়া তুলে যে, তন্মধ্যস্থ মৎস্যাদি জলজন্তু সকল অতি অল্প সময়ের মধ্যে জীবলীলা সংবরণ করে। অতঃপর গৃহস্থ তাঁহার পুকুরের এমন

দুর্গতি জানিতে পারিয়া পানা-বংশকে এককালে নির্ব্বংশ করিতে বদ্ধপরিকর হন।

পানার স্বভাব যেমন জলকে বিকৃত ও দূষিত করা, পদ্মের স্বভাব তেমনি জলকে শোভিত ও শোধিত করা। নিদাঘের প্রখর তপনতাপে আকুল হইয়া মীনকুল যখন সুশীতল ছায়া অন্বেষণ করে, তখন পদ্ম-পত্র সকল আতপত্ররূপে আপনাদের তল-দেশে উহাদিগকে রক্ষা করে। এ পক্ষে পানা যে নিতান্ত অতিথি বিমুখ এমন নহে। কিন্তু এতদুভয়ের অতিথি-সংকারের পার্থক্য অনেক। পদ্ম অতিথিগণকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করে, কিন্তু পানা তাহাদিগকে আশ্রয় দেয় মারিয়া ফেলিবার জন্য। বর্ষান্তে শরৎ দেখা দিলে, দশ দিক্ যখন প্রসন্নভাব ধারণ করে, তখন পদ্মগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকৃতি সুন্দরীকে কেমন হাস্যময়ী করিয়া তুলে, সরোজ সকল প্রস্ফুটিত হইলে সরোবর অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, চারি দিক্ হইতে মধুকর সকল গুণ গুণ স্বরে সমবেত হইয়া পদ্মের মধুপান করিয়া মানবের পানীয় মধু সংগ্রহ করে। পদ্মপুষ্পে মা নাকি বড়ই প্রসন্না হন। এইজন্য মাতৃভক্ত সাধক দল "সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা" মাতার চরণপদ্ম পদ্মপুষ্পে সাজাইয়া দেন। পদ্মে যে কেবল দেবী প্রসন্না, এমন নহে; কবিও প্রসন্ন। সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত দেখিলে কবির মন ভাবসাগরে ডুবিয়া যায়। পদ্মের বিষয় অনুধ্যান করিয়া কবি একবারে মাতোয়ারা! কত কবি কেবল পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া যে কত কথা বলিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সুতরাং পদ্মের গুণে কবিও মুগ্ধ। পদ্মের মৃণাল মৃত্তিকা-সম্বন্ধ থাকায় বায়ু উহাকে ইচ্ছামত স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে না।

হে পথিক! ঐ যে দেখিতেছ, পানা পুষ্করিণীটিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া উহার জল দূষিত করিতেছে এবং পদ্মিনীদলকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত পুষ্করিণী স্বাধিকার-ভুক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে; অপেক্ষা কর, বন্যা আসুক্, ডাঙ্গা ডোবা সব একাকার হইয়া যাউক, দেখিতে পাইবে, পানা সকল কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। পদ্মিনীদল জলমগ্ন হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিল, জল কমিয়া যাউক দেখিতে পাইবে, উহা সেই একই স্থানে সম্বদ্ধ রহিয়াছে।

পানা ও পদ্মের সহিত পাপী ও পুণ্যাত্মার কতক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাপী সংসারকে পাপ দ্বারা দূষিত করে, সকল সদ্‌গুণকে নষ্ট করে। পুণ্যাত্মা অন্যপক্ষে সংসারের সমস্ত পাপতাপ মলিনতা দূর করিয়া সংসারকে দোষশূন্য করিয়া তুলেন এবং ইঁহার দ্বারা সদ্‌গুণ সকল পরিবর্দ্ধিত হয়। পাপী আশ্রিত-গণের ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠে, পুণ্যাত্মা আশ্রিতগণকে শান্তির সুশীতল ছায়ায় নিরাপদে রক্ষা করেন। পুণ্যাত্মাগণ স্বীয় ধর্ম্মজ সৌরভ দ্বারা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ, কিন্তু পাপীর এমন কিছুই

নাই যদ্দ্বারা অন্যে আকৃষ্ট ও উপকৃত হইতে পারে। পুণ্যাত্মা সকলকে ধর্ম্মামৃতে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন, কিন্তু পাপী তাহা পারে না। পুণ্যাত্মার যশোগাথা সকলেই গান করিয়া থাকে, কিন্তু পাপীর কথা মুখে লইতে সকলে ঘৃণা করেন। পুণ্যাত্মা অভয়দাতা পরমেশ্বরে সর্ব্বদা স্থিতি করেন, সুতরাং নির্ভয়; সংসারের ঝঞ্ঝাবাত—দুরন্ত প্রবৃত্তিকুলের তরঙ্গতুফান ইহাঁকে বিপথে চালিত করিয়া স্থানভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। পাপী সেই অভয় ধামের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, তাহার যাহা কিছু এই অসার সংসারেই সম্বন্ধ রাখে, সুতরাং সে কদাপি নির্ভয় হইতে পারে না। পরমেশ্বরে সংস্থিতির অভাব নিবন্ধন সে পদে পদে বিচলিত হয়, সংসারের সামান্য ফুৎকার তাহাকে স্থানভ্রষ্ট করে, প্রবৃত্তির তাড়নায় সে ঘোর অন্ধ-তমসাবৃত অনন্দানামক অন্ধকূপে নীত হয় এবং নানা প্রকারে ক্লিষ্ট হইতে থাকে।

এই বিকার, পরিবর্ত্তন ও মৃত্যুতরঙ্গময় সংসারে পরমেশ্বর আমাদিগকে এমন শক্তি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা পদ্মের ন্যায় বদ্ধমূল হইয়া তাঁহাতে স্থিতি করিতে পারি, পানার ন্যায় যেন ভাসিয়া ভাসিয়া না বেড়াই ও অবশেষে পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া তাঁহার জগতের পাপজঞ্জালরাশি বৃদ্ধি না করি।

---

# সুয়েজ প্রণালী ও ফার্ডিনেণ্ড ডি লেসেপ্স।

১৮৬৯ সালের পূর্ব্বে যাঁহারা বিদ্যালয়ে ভূগোল বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সুয়েজ যোজক নামটি সুপরিচিত। কিন্তু ঐ সালের পরবর্ত্তী কালের ভূগোল-বৃত্তান্ত-পাঠকগণ সুয়েজ প্রণালী নামে অভ্যস্ত। যাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিবলে ও কার্য্য-নিপুণতায় সুয়েজ যোজক প্রণালীতে পরিণত হইয়া পৃথিবীর বাণিজ্য সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাঁহার নাম কাউণ্ট ফার্ডিনেণ্ড ডি লেসেপ্স। সুয়েজ প্রণালীর সহিত ইহার নাম পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

লেসেপ্স মহোদয় ইং ১৮০৫ সালে ফ্রান্সের অন্তঃপাতী বার্সেলি নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। নবযৌবনাবস্থাতেই তিনি স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার গুণে ফ্রান্সের তৎকালীন রাজপুরুষগণের এত প্রিয়পাত্র হন যে, তাঁহারা তাঁহাকে ফ্রান্স রাজ্যের কন্‌সল্ বা প্রতিনিধিরূপে মিসর নগরে প্রেরণ করেন। যখন তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন মিসরের শাসনকর্ত্তা মেহমেৎ আলির সহিত তুরস্কের তৎকালীন সুলতানের মতান্তর ও মনোবাদ ঘটে। লেসেপ্স অতুল বিচক্ষণতার সহিত ইহাঁদের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেন। এই উপকারের জন্য

মেহমেৎ আলি তাঁহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ হন, এবং তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম বন্ধুভাবের নানা পরিচয় প্রদান করেন। এই সময়ে মেহমেৎ আলির জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিতও লেসেপ্সের আত্মীয়তা হয়। এই আত্মীয়তা পরে লেসেপ্সের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছিল। চারি বৎসর কাল মিসরে কন্‌সলের কার্য্য পারগতার সহিত ও ফরাসী রাজপুরুষদিগের সন্তোষজনকরূপে সম্পন্ন করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তৎপরে তিনি রটারডেম্‌ নগরস্থ ফরাসিস্‌ কন্‌সলের পদে নিযুক্ত হন। ঐ নগরে বাসকালে তিনি তথাকার অসংখ্য প্রণালী ও বাঁদ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন এবং তাহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি স্পেনের রাজধানী মেড্রিড নগরে ফ্রান্সের রাজদূত-পদে নিযুক্ত হন। সেখান হইতে তিনি ১৮৪৮ সালে কোন দুঃসাধ্য রাজকার্য্য সম্পাদনার্থ রোম নগরে প্রেরিত হন। ইহার পর তিনি বৃত্তি ( পেনসন্‌ ) লইয়া বেরি নামক নগরে গমন করিয়া বাস করেন। এই সময়ে লেসেপ্সের ৪৩ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

বিষয় কার্য্য হইতে অবসর লইয়া যখন লেসেপ্‌স বেরি নগরে বাস করিতেছিলেন, তৎসময়েই তিনি সুয়েজ যোজককে প্রণালীতে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হন। যখন তিনি মিসর রাজ্যে বাস করিতেছিলেন, তখনই তাঁহার মনে লোহিত সমুদ্রের সহিত ভূমধ্যস্থ সাগরকে সম্মিলিত করিবার কল্পনা প্রথম উদিত হয়। বেরি নগরের নির্জ্জনতা অধিক কাল তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি স্বীয় যৌবনকালীন উক্ত কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ১৮৫৪ সালের নবেম্বর মাসে তিনি মিসরের রাজধানী কেরো নগরে যাত্রা করিলেন। তৎকালে মহম্মদ সৈয়দ মিসরের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি লেসেপ্সের পূর্ব্বপরিচিত মেহমেৎ আলির পুত্র। ইহাঁর সহিত পূর্ব্বে লেসেপ্সের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। লেসেপ্স ইহাঁকে স্বীয় কল্পনার কথা সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন। সুয়েজ যোজক খালে পরিণত করা কতদূর সম্ভব, এই সম্বন্ধে তিনি মহম্মদ সৈয়দের সহিত দিবারাত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে স্থির হইল, এই প্রস্তাব সম্বন্ধে তুরস্কের সুলতান, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, ও ফরাসীর রাজ-পুরুষদিগের সম্মতি গ্রহণ করা হয়। লেসেপ্স প্রাণ পণ করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তৎপরে বহু আলোচনা ও বাগ্‌বিতণ্ডার পর, এবং তুরস্ক ও ইংলণ্ড এই দুই রাজ্যের ঘোর আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, সুয়েজ খাল কোম্পানি নামে একটী বণিক্‌ কোম্পানি স্থাপিত হইল। যাঁহাদিগকে লইয়া এই কোম্পানি গঠিত হইল, তাঁহারা এই কার্য্যের

লাভজনকতা সমস্ত ইয়োরোপবাসীদিগকে বুঝাইয়া দেওয়াতে অনেকে এই কোম্পানির অংশ ক্রয় করিলেন। অল্প কালের মধ্যে কার্য্য-আরম্ভোপযোগী অর্থ সংগৃহীত হইল এবং ১৮৫৯ সালের মধ্য-ভাগে কার্য্য আরম্ভ হইল। ছয় বৎসর কাল অবিরামে কার্য্য চলিবার পর ১৮৬৫ সালের আগষ্ট মাসে যোজকের যে অংশ-টুকু কর্ত্তিত হইল, তাহার মধ্য দিয়া ছোট ছোট বাষ্পীয় নৌকা যাতায়াত করিতে লাগিল। কার্য্যটী শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্য অভিনব বৃহদাকার যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে ১৮৬৭ সালের শেষভাগে যোজকের যে অংশ কর্ত্তন করা হইল, তাহার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র আকারের অর্ণব-পোত যাতায়াত করিতে লাগিল। তৎ-পরে ১৮৬৯ সালের আগষ্ট মাসে সমস্ত যোজকটী কর্ত্তিত হইল, ভূমধ্যস্থ সাগরের জলরাশি লোহিত সাগরের বারির সহিত সম্মিলিত হইল, এবং সুয়েজ যোজকের স্থানে সুয়েজ প্রণালী বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখে মহাসমারোহে সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হয়। তদুপলক্ষে খালের প্রবেশ-দ্বারস্থ পেকসেড নামক নগরে মহোৎসব হয়—সেই উৎসবে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যেশ্বরী, অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্, প্রুসিয়ার যুবরাজ, প্রিন্স উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জ, ইংলণ্ড ও রুষিয়ার রাজদূত, এবং বহুসংখ্যক ঐশ্বর্য্য-শালী বণিক্ ও পৃথিবীর নানাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সংবাদ-দাতা উপস্থিত ছিলেন।

সুয়েজ খালের গভীরতা ২৬ ফিট এবং প্রস্থ ৭২ ফিট। ইহা প্রায় ৪৫ ক্রোশ লম্বা। সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হইবার পূর্ব্বে লণ্ডন নগর হইতে বোম্বাই নগরে জলপথে আসিতে গেলে আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া আসিতে হইত। ঐ পথ আট হাজার ছয় শত দশ ক্রোশ; কিন্তু সুয়েজ খাল হওয়াতে লণ্ডন হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত জলপথের দূরত্ব অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এক্ষণে উহা তিন হাজার এক শত পঞ্চাশ ক্রোশে পরিণত হইয়াছে। ইহার জন্য আসিয়ার সহিত ইউরোপের বাণিজ্যের আশাতীত সুবিধা হইয়াছে।

---

# বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

১। বেলজিয়মের অন্তঃপাতী লেবেক্-নামক প্রদেশে বৃষ্টিপাতের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে দূরাগত ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় একপ্রকার শব্দ আকাশে শ্রুত হয়। বহুকাল হইতে ঐ প্রদেশে এই প্রাকৃতিক ঘটনা পরিলক্ষিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, বায়ুমণ্ডলে জলকণার বিশেষ প্রকার সম্মিলন হইয়া, উহা বায়ুপ্রবাহের সহিত

সংঘর্ষণে এই শব্দ উৎপাদন করে। যে কারণেই হউক লেবেক্ প্রদেশের অধিবাসিগণ বৃষ্টিপাতের এই পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারিয়া বৃষ্টিপাতের অসুবিধা হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন।

২। লণ্ডন নগরস্থ ব্রিটিস মিউজিয়ম নামক লোক-কৌতূহলোদ্দীপক বিবিধ দ্রব্যাগারে কত কত প্রাচীন ও আশ্চর্য্যকর দ্রব্য সকল রক্ষিত আছে, তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে একটী বৃহদাকার পুস্তক রচিত হইতে পারে। উক্ত দ্রব্যাগারে ৩ হাজার ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত একটী কাষ্ঠাসন রক্ষিত হইয়াছে। উহা খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ষোল শত বৎসর পূর্ব্বে নীল নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের অধীশ্বরী হাতালুর সিংহাসন ছিল, এই জনপ্রবাদ। এই কাষ্ঠাসনের কোন কোন অংশ স্বর্ণ ও রৌপ্যে মণ্ডিত।

৩। গড়পড়তায় মানবের পরমায়ু গত পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে ২৫ বৎসর বৃদ্ধি হইয়াছে। জুলিয়স সিজারের রাজত্ব সময়ে রোমে মানুষ গড়ে ১৮ বৎসর মাত্র বাঁচিত; এখন তথায় গড়ে মানুষের পরমায়ু চল্লিশ বৎসর। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সে গড়পড়তায় মানুষের পরমায়ু ২৮ বৎসর ছিল; এক্ষণে ৪৫ বৎসর। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় লণ্ডনবাসীদিগের পরমায়ু গড়ে ২০ বৎসর ছিল, এক্ষণে ৪৭ বৎসর।

৪। সার জন লবক্ পিপীলিকা-তত্ত্ববিৎ। বহুকাল হইতে তিনি বহুসংখ্যক পিপীলিকা প্রতিপালন করিয়া তাহাদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিষয়ে নানা আলোচনা করিতেছেন। তিনি দেখিয়াছেন, সযত্নে পালিত হইলে পিপীলিকা পনর বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

৫। ভারতবর্ষে প্রায় একশত প্রকার বিভিন্নজাতীয় মশক দেখা যায়। ইংরাজেরা বলেন, মশকের উৎপাত ভারতবর্ষে তাঁহাদের বাস করার সম্বন্ধে একটী অন্তরায়। কিন্তু ইংলণ্ডেও দশ প্রকার বিভিন্নজাতীয় মশক আছে। ইহারা কিন্তু ভারতবর্ষীয় মশকদিগের ন্যায় রক্তপিপাসু নহে এবং অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে মানুষের রক্তপানোন্মুখ হয় না।

৬। ইংলণ্ডের মধ্যে কোন নগরেই বৎসরের মধ্যে এক হাজার ঘণ্টার অধিক সূর্য্য প্রকাশিত হয় না। এক হাজার ঘণ্টায় প্রায় ৪২ দিন হয়।

৭। শরীরতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, প্রতি দুই মাসে মানুষের মস্তিষ্কের রাসায়নিক উপাদান সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

৮। ইংলণ্ডের অন্তর্বর্ত্তী বহুসংখ্যক পল্লীগ্রামের অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে, দক্ষিণ চক্ষু কণ্ডূয়নে শুভ ও বামচক্ষু কণ্ডূয়নে অশুভ ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

৯। আরব দেশে অশ্বমাংস ও মিসরে উষ্ট্রমাংস, দক্ষিণ আমেরিকায় সর্প ও বৃশ্চিক, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ দ্বীপনিচয়ে প্রজাপতি উপাদেয় আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

১০। সমস্ত পৃথিবীতে এক্ষণে ৪০৬,৪১৬ মাইল রেলপথ খোলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ইউরোপে ১,৪৪,৩৮০ মাইল, আমেরিকায় ২,১৮,৯১০ মাইল, এসিয়ায় ২৩, ২২৯ মাইল, আফ্রিকায় ৭,২১২ মাইল এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ১২,৬৮৫ মাইল।

১১। ইহা অনেকে অবগত নহেন যে, ব্যাঘ্র ও সিংহ অর্দ্ধ মাইল পথ ঘোটকের ন্যায় দ্রুতগতিতে দৌড়িতে বা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক যাইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দূর যাইতে হইলে তাহাদিগের গতি মন্দ হইয়া আইসে। অর্দ্ধ মাইল দ্রুতগতিতে দৌড়িবার পর মানুষ তাহাকে দৌড়িয়া পরাস্ত করিতে পারে। ব্যাঘ্রসিংহাদির মাংসপেশীর বল যত অধিক, ফুসফুসের বল তেমন নহে; সুতরাং, তাহারা কিয়ৎকাল অসীম বল প্রকাশ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

১২। চীনদেশে এক প্রকার ধান্য আছে, উহা পঞ্চাশ ফুট উচ্চ; উহার মূলদেশ তিন হইতে পাঁচ ইঞ্চি মোটা। এই ধান্যের চাউল অতি উৎকৃষ্ট এবং ইহার ত্বক্ হইতে একপ্রকার সুন্দর সূক্ষ্ম কাগজ প্রস্তুত হয়।

১৩। ইউনাইটেড ষ্টেটসে ডাকের টিকিট প্রতিবৎসরে যে সংখ্যায় বিক্রয় হয়, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, তথাকার প্রতি-অধিবাসী গড়ে ৪০ খানা ডাকের টিকিট ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি অধিবাসী গড়ে একখানা টিকিটেরও কম ব্যবহার করিয়া থাকেন।

১৪। কনওয়ে-নামক একজন ইংরাজ সম্প্রতি হিমালয় পর্ব্বতের বহুসংখ্যক উচ্চ শিখরে ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। হিমালয় ভ্রমণ সম্বন্ধে যে বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতীব কৌতূহলজনক। তিনি বলেন, হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে যে সকল লোক বাস করে, তাহাদের ন্যায় শান্ত ও ধীর প্রকৃতির মানব তিনি কুত্রাপি দেখেন নাই। ইহারা গমের চাষ করে এবং ময়দা প্রস্তুত করিয়া তাহাই জল দিয়া মাখিয়া ভক্ষণ করে। ইহাই ইহাদিগের একমাত্র আহার। শীত নিবারণ জন্য ইহারা হিমালয় প্রদেশস্থ ছাগল ও মেষের চর্ম্ম গাত্রবস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করে। জীবনের মধ্যে একবার কিম্বা দুইবারের অধিক ইহারা ভেড়ার মাংস ভক্ষণ করে না। কনওয়ে সাহেব ইহাদিগের কয়েকজনকে পর্ব্বতের উপরে অধিরোহণ করিতে বলাতে ইহারা অস্বীকার করিয়াছিল; বলিয়াছিল তথায় ভূত প্রেতের বাস আছে, তাহারা তাহাদিগের প্রাণবিনাশ করিবে। পারিশ্রমিক স্বরূপ কম্বল ও ময়দা দেওয়াতে উহারা পরিশেষে কনওয়ে সাহেবের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়াছিল, কিন্তু যতক্ষণ পর্ব্বতের উপরে ছিল, ততক্ষণ অত্যন্ত ভূতের ভয় প্রকাশ করিয়াছিল।

১৫। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে সকল যুদ্ধ ঘটিয়াছে তাহাতে প্রায় আশি লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে। অষ্টাদশ

শতাব্দীর যুদ্ধসমূহে নিহত লোকের সংখ্যা প্রায় এক কোটী কুড়ি লক্ষ হইবে। উভয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধে হত লোকের সংখ্যা প্রায় দুই কোটী। গড়ের উপর সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি এক শত বৎসরের মধ্যে ৪ কোটী লোক যুদ্ধে নিহত হয়। অনুমিত হয় যে, ট্রয় নগরের যুদ্ধের পর হইতে অদ্যাবধি প্রায় এক শত কুড়ি কোটী লোক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে! এ অনুমানের কথা মাত্র।

১৬। এতদিন জাপানে আইন ছিল যে, প্রত্যক স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে হইবে। যদি কোন মহিলা উপযুক্ত পাত্রাভাবে বিবাহে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে সম্রাট্ তাঁহার পাত্র অন্বেষণের ভার গ্রহণ করিতেন। এইজন্য জাপান রাজ্যে মহিলাগণের মধ্যে কেহ অবিবাহিতা থাকিতে ইচ্ছা করিলেও তিনি সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতেন না। সম্প্রতি জাপানের সম্রাট্ এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকগণের মধ্যে যাঁহার ইচ্ছা তিনি চির-কুমারী ব্রত পালন করিতে পারিবেন।

১৭। বোম্বাই-প্রদেশ-নিবাসিনী ব্রাহ্মণ-বংশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শতকরা ১৫ জন বিধবা। মান্দ্রাজ প্রদেশের ব্রাহ্মণ-জাতীয় মহিলাগণের মধ্যে শতকরা ৩০ জন বিধবা। সমগ্র ভারতবাসী মহিলা-গণের মধ্যে শতকরা ২০ জন বিধবা।

# দ্বন্দ্বভাবের ইন্দ্রজাল।

চণ্ডীর মহামায়া—গীতা ভাগবতের বিষ্ণু-মায়া—জড়বিজ্ঞানের আকর্ষণ-বিয়োজন, এই তিনই এক পদার্থ। ইহা অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত,বা বস্ত্রের টানাপড়িয়ানের মত অবস্থিত। তদ্দ্বারাই সংসার-চক্র আবর্ত্তিত হইতেছে, এমন কি প্রতি জড়াণু ও চিদণুর সঞ্চালনেও ঐ মহাশক্তির আবির্ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, উহা দেখিবার চক্ষু প্রায় কাহারই নাই। ভগবান্ কৃপা করিয়া যাহাকে দেখান, সেই দেখিতে পায়। অধিক কি, নরনারায়ণ সব্যসাচীরও উহা দেখিবার চক্ষু ছিল না;—এই জন্য ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলে, তবে তিনি দেখিবার বস্তু দেখিতে পাইলেন।

তরু-পত্রের উভয় পৃষ্ঠার ন্যায়, দুইটী কুসুমের একটী বৃন্তের ন্যায়, পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত দুইটী বস্তুর একত্রাব-স্থানের নাম দ্বন্দ্বভাব। শীত উষ্ণ, সুখদুঃখ, ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, উচ্চ-নীচ, কাঠিন্য-তারল্য, স্তুতি-নিন্দা, আসক্তি-অনাসক্তি, ইত্যাদি অসংখ্য দ্বন্দ্ব-

পদার্থে ও দ্বন্দ্বভাবে সংসার পরিপূর্ণ, দ্বন্দ্বভাবের মোহ অতিক্রম করা মানুষের অসাধ্যপ্রায়। এই মোহ জন্যই আমরা সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। সংসার দ্বন্দ্বময় বলিয়া এখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ নাই। সুখের পশ্চাতে দুঃখ আছে, দুঃখের পশ্চাতে সুখ আছে। একমাত্র সুখদুঃখ ধরিয়াই আমরা দ্বন্দ্বভাবের নিরূপণ করিতেছি, কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধেই এই প্রণালী অনুস্যূত রহিয়াছে। অতএব এ সংসারে কিছু নাই বলিলে, তত্ত্বপক্ষে দোষ হয় না। সুখের বস্তু যদি কিছু থাকে, তাহা দ্বন্দ্বাতীত;—সুখের লোক যদি কোথাও থাকে, তাহাও দ্বন্দ্বাতীত। এই জন্যই অর্জ্জুনকে গীতায়,"নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ এবং নির্যোগক্ষেম আত্মবান্" হইতে উপদেশ দান করা হইয়াছে, এবং স্থানান্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া,
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

আমার ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া;—অর্থাৎ অতিক্রম করা জীবের অসাধ্যপ্রায়। তবে যাঁহারা একমাত্র আমাতে প্রপন্ন হইতে পারেন, তাঁহারাই আমার মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। আমি কৃপা করিয়া মায়ার বন্ধন ছেদন না করিয়া দিলে, তাহার উচ্ছেদসাধনে কেহই সক্ষম হন না। লৌকিক ব্যাপারেও ইহার অসংখ্য প্রমাণ স্বচক্ষে দেখিয়াও আমরা ঐ তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না! ভগবানে নির্ভর করিতে পারি না বলিয়াই সতত দুঃখতাপে জ্বলিয়া মরি,—কত লাঞ্ছনা ভোগ করি—কত বিড়ম্বনায় অভিভূত হইয়া পড়ি।

অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, জুবিলির বৎসরে,—অর্থাৎ ভারত সাম্রাজ্ঞীর পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজত্বকাল পূর্ণ হওয়ার বৎসরে, তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যে কত উৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের একটী অঙ্গস্বরূপে বহুকালের জন্য নির্ব্বাসনদণ্ডপ্রাপ্ত ২৬০০ ছাব্বিশ শত অপরাধীকে নিষ্কৃতি দান করা হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই বহু বৎসর কারাদণ্ডভোগ অবশিষ্ট ছিল। তথাপি তাহারা নিষ্কৃতি পাইল, কেননা সাম্রাজ্ঞী দয়া করিয়া তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন। সাম্রাজ্ঞীর দয়া ব্যতিরেকে, দণ্ডভোগের নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে, তাহাদিগের নিষ্কৃতির অন্য কোন উপায় ছিল না। সেইরূপ ভগবানের দয়া হইলে, আমরা সংসার-কারায় অবরুদ্ধ থাকিয়াও নিষ্কৃতি পাইতে পারি। সেই দয়ালাভের একমাত্র হেতু, তাঁহার শরণাগতি। আমাদিগের তাদৃশী শরণাগতি কোথায়? তাহা থাকিলে, আমরা দিব্য চক্ষু পাইতাম। সেই চক্ষু দ্বারা সংসারের সকল বস্তু দেখিতে পাইতাম,—দ্বন্দ্বভাবের ইন্দ্রজাল ভেদ করিতে পারিতাম। আম্রাতকের অষ্টিকে (আমড়ার আঁটি) আম্রবীজ মনে করিতাম না। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এক বস্তুতে অন্য বস্তু,—এক ঘটনাতে অন্য ঘটনা মনে হয়, তাহার নাম ইন্দ্রজাল।

এই ইন্দ্রজাল বিদ্যাকে ইতর লোকে ভেল্‌কীবাজি বলিয়া থাকে। অনেকে ইন্দ্রজাল প্রভাবে কতই আশ্চর্য্য বস্তু ও আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন। আমড়ার আঁটিতে আমের চারা,—সেই চারায় কাঁচা পাকা আম, মানুষের কাটা-মুণ্ডের কথা, বিনা অগ্নিতে অন্ন-পাক, মুখ হইতে ছুরি-কাঁচি-গোলা-গুলি প্রভৃতি রাশীকৃত অস্ত্রশস্ত্রাদির বিনির্গম, উদরের সূচি-ভিন্ন ছিদ্র হইতে বিবিধ বর্ণের রাশী-কৃত সূত্র-নির্গম, চূর্ণীকৃত ঘড়ির অবশেষ হইতে পুনর্ব্বার সেই ঘড়ির উৎপাদন, এক স্থানে থাকিয়া অসময়ে সুদূরবর্ত্তী ভিন্নদেশ-জাত শাখাপল্লব সহ পরিপক্ক ফল প্রাপ্তি ইত্যাদি প্রকার অসংখ্য বস্তু ও ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন। ইহার নাম ইন্দ্রজাল। ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে কোন কোন ব্যক্তিকে ঐ বিদ্যায় মুগ্ধ করিয়া থাকে; কিন্তু দ্বন্দ্বভাবের ইন্দ্রজাল, মনুষ্য মাত্রকে নিরন্তর মুগ্ধ রাখিয়া তাহাদিগকে দুঃখ ও দুর্গতি এবং সুখস্বস্তি ভোগ করাই-তেছে। এই ইন্দ্রজালের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া আমরা এককালে কোন বস্তুর দুই দিক্ দেখিতে পাই না; এবং তাহা দেখিতে পাই না বলিয়াই আমাদের এত দুঃখ। আলোকে অন্ধকার দেখিতে পাই না,—অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাই না। সুখের সময়ে দুঃখ ভাবি না,—দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাই না। উপহারকে উৎকোচ মনে করিতে পারি না,—উত্থানের পথে পতন দেখিতে পাই না। তাই আমাদের এত সুখ, এত দুঃখ, এত লাঞ্ছনা,—এত কামনা। অথবা যে টুকু দেখিতে পাই না,—সেই টুকুই অদৃষ্ট;—সেই অদৃষ্টবশেই সকল ঘটনা হইয়া থাকে।

যে দুইটী ঘটনা বলিবার জন্য আমরা আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। সম্প্রতি হাওড়া জিলার অন্তর্গত দুইটী স্থানে দুইটী অপূর্ব্ব ঘটনা হইয়াছে। ঘটনা দুইটী অনেক সাপ্তাহিক ইংরাজি বাঙ্গালা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং অনেকেই তাহা পাঠ করিয়াছেন। এ জন্য এ স্থলে স্থান ও ব্যক্তির নামোল্লেখ করিলাম না এবং মাসিক পত্রিকায় তাহা করিবার তাদৃশ প্রয়োজনও নাই। কেবল ঘটনা দুইটীর উল্লেখ দ্বারা প্রবন্ধের সমর্থন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

কোন একটী নিরীহ ভদ্রলোক দীর্ঘ-কাল নিরপরাধে গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়া পেন্‌সন্ প্রাপ্তির আবেদন করেন। পেন্‌সন্ মঞ্জুর হইবার জন্য উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা আবেদনপত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইল। ইতিমধ্যে, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে সন্তুষ্টচিত্তে আপনা-দিগের মধ্য হইতে চাঁদা দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া, সাধুচরিত্রের পুরস্কার স্বরূপে উক্ত ভদ্র লোকটীকে উপহার প্রদান করিলেন। কিন্তু শেষে ঐ উপহার

উৎকোচরূপে পরিণত হইল। জিলার মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার পেন্‌সন্ বন্ধ করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। যদি ঐ ভদ্র লোকটী পূর্ব্ব হইতে ঘটনার এইরূপ পরিণাম দেখিতে পাইতেন, তাহাহইলে কখনই ঐ উপহার গ্রহণে সম্মত হইতেন না এবং তাঁহার পক্ষে এই-রূপ শোচনীয় ঘটনাও ঘটিত না।

আর একটী ব্যাপার এই,—কোন স্থানের লোকাল্ বোর্ডের অবৈতনিক মেম্বররূপে নির্ব্বাচিত হইবার জন্য দুই ব্যক্তি প্রার্থী হন। তন্মধ্যে একজন পত্রিকা-সম্পাদক, একজন মুনসেফ্ কোর্টের উকিল। উকিল মহাশয় নির্ব্বাচনী সভার সভাপতিকে জানাইলেন, সম্পাদক বাবু মেম্বর হইবার যোগ্য নহেন, যে হেতু তাঁহার বর্ষে হাজার টাকা আয় হয় না। মেম্বরি পদের গৌরব-লোলুপ সম্পাদক বাবু কহিলেন, অবশ্যই তাঁহার হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে। উকিল মহাশয়, তাহাতে এই প্রতিবাদ করিলেন, বাবুর যদি হাজার টাকা আয় হইত, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই গবর্ণমেণ্টে হাজার টাকার আয়-কর (Income Tax) প্রদান করিতেন। মাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর উকীল বাবুর যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদ শ্রবণে তৎক্ষণাৎ পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়কে অগ্রে হাজার টাকার ইন্‌কম্ ট্যাক্স্ প্রদানের আদেশ করিলেন এবং অনুগ্রহ প্রকাশে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, ট্যাক্স্ প্রদানের পর উকিলবাবু নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন। ইন্দ্রজাল-বিমুগ্ধ সম্পাদকবাবু আহ্লাদে গদগদ হইয়া তৎক্ষণাৎ হাজার টাকার ট্যাক্স্ প্রদান করিলেন, কিন্তু মেম্বরের পদে নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেন না। ঘটনার এরূপ পরিণাম পূর্ব্বে দেখিতে পাইলে কি আর এমন বিড়ম্বনা ভোগ করিতেন? কখনই না।

---

## নিরুপমা।

(বঙ্গাব্দ ১৩১, ২১শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, পর্য্যস্ত সময়ে)।

১

আয় ওমা নিরুপমা! ঘরে ফিরে আয়!
আঁধারি বিশ্বের ছবি, অস্তাচল চলে রবি,
তুমি মা, তাহার সনে যেতেছ কোথায়?
এখনি যে বসুন্ধরা, হইবে আঁধার-ভরা,
সে আঁধারে যমদূত ফিরে পায় পায়—
এই বেলা নিরুপমা, আগে ঘরে আয়।

২

আয় ওমা নিরুপমা! ঘরে যাই চল,
আয় মা আমার বুকে, দিব সে "বেদানা" মুখে,
দিব ও দারুণ তৃষা মিটাইয়া জল;
মোর কোলে মাথা থুয়ে, কোমল শয্যায় শুয়ে,
নিরাপদে ফুটিবি মা, প্রীতি-শতদল!
চল্ ওমা নিরুপমা, ঘরে ফিরে চল।

উঠ ওমা নিরুপমা! চির-সোহাগিনী
কত যাগ ব্রত ফলে, এসেছিলে ভূমণ্ডলে,
"দাদা ঠাকু'মা"র তাই নয়নের মণি"!
তোমারে পাইয়া তাঁরা, আনন্দে আপনা-হারা,
তুমি যে মা, এ আগারে "সুধা-সঞ্জীবনী"!
বিধির বিধান তরে, "দাদা" আজি স্বর্গপরে,
"ঠাকু'মা" যে তোমা বিনা হবে পাগলিনী!
ঘরে আয় নিরুপমা, চির-সোহাগিনী।

৪

আয় ওমা নিরুপমা, ঘরে ফিরে আয়!
কে সুভগা তোর চেয়ে, বাপের আদুরে মেয়ে,
পতির বিশ্বস্তা সখী, প্রাণাধিকা তায়;
জনক জননী ভাই, তার যে কেহই নাই,
তুমি তার গৃহলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী-প্রায়!
'সতুর*সর্ব্বস্ব ওমা! তার"মা" যে "নিরুকমা"
খেলা ফেলি ছোটে সে যে দেখিবারে মা'য়!
তোমার স্নেহের ধন, ছোট ছোট ভাই বোন,
তারা যে "দিদি"রে পেলে কিছু নাহি চায়!
বেশী কি বলিব আর, হতভাগী "পিসীমার"
পুত্রী শিষ্যা সখী তুমি একাধারে হায়!
এত স্নেহ প্রীতি ছাড়ি, আঁধারিয়া ঘর বাড়ী,
নিরমমা নিরুপমা কার কাছে যায়?
যাস্‌নে' মা নিরুপমা ফিরে ঘরে আয়।

৫

আয় ওমা নিরুপমা! সহে না যে আর,
আমি যে ভেবেছি মনে, যুঝিয়া শমন-সনে,
তোমারে লইব কাড়ি, হাত থেকে তার!
কিম্বা নিজ আয়ু দিয়া, তোর প্রাণ বাঁচাইয়া,
সুখে যাব সাঁতারিয়া মৃত্যু-পারাবার!—
কিন্তু আমি ক্ষুদ্রতম, হীনবল নরাধম,
গেল না আমার ডাক পায়ে বিধাতার!
হা ধিক্ মানব-জন্ম, ভোলে অনিত্যতা মর্ম্ম!
অথচ নিবারে কালে, সাধ্য নাহি তার!
নিরুপমা! তোরে হায়, মহাকালে নিয়া যায়,
রাখিতে শকতি নাই আমা সবাকার!—
কি বলিব প্রাণাধিকে, পারি না যে আর।

৬

কি বলিব, নিরুপমা! বুক ফেটে যায়—
এ দারুণ দৃশ্য দেখা,
কপালে কি ছিল লেখা,
নিঠুর রাহুর গ্রাসে নব চাঁদিমায়!
উহুরে বিদরে মন, বিবর্ণ ও চন্দ্রানন!
প্রভাত-তপন ঢাকা মেঘ-কালিমায়!
পারে কি সহিতে কেহ, অমন সোণার দেহ
অযতনে অনাদরে লুঠিছে ধুলায়!
কি দেখিনু—হরি! হরি! বুক ফেটে যায়!

৭

উঠ ওমা নিরুপমা, কাঁদা'ও না আর,
তোমা বিনা সমুদায়, শূন্য—মহাশূন্য প্রায়,
দশ দিক্ ভরা আজি শোক-হাহাকার!
এস মা সাবিত্রি! সীতে! পতি অশ্রু মুছাইতে
ব্রহ্মাণ্ড তোমার, "ক্ষুদ্র" তুলনায় যার!
"মা মা" বলি সতু ডাকে, এস মা তুষিতে তা'কে
সে শিশু তোমার যে গো কত তপস্যার!
শত শত মাতৃ-স্নেহ, ভরা যাঁর হৃদি-গেহ,
এস মা, করুণ ডাকে সেই "ঠাকু'মার"—
এস ওমা নিরুপমা, কাঁদা'ওনা আর!

৮

কি দেখি, কি শুনি, এ যে বলা নাহি যায়—
আকাশে সাঁঝের কাক, ডাকিছে ভীষণ ডাক,

* সতু—নিরুপমার তিন বছরের ছেলে, সত্যেন্দ্র নাথ।

আকুল পেচক-রব বকুল-শাখায় !
সকলি ভয়াল দৃশ্য, আঁধারে ডুবিল বিশ্ব !
আঁধারিয়া ধরাতল রবি অস্ত যায়!
এ আঁধারে নিরুপমা,কোথা হারাইনু তোমা,
অমূল্য মাণিক রত্ন ফেলিনু কোথায় !
বুক যে রে গেল চিরে, আয় বাছা, ঘরে ফিরে,
আয় মা বাসন্তী লক্ষ্মী, অনন্ত শোভায় !
নীল ইন্দীবর সম, আঁখি যুগ মনোরম,
সলাজ-চাহনি-মাখা স্নেহ মমতায় !
আগুল্ফ লম্বিত চুল, প্রভাতের পদ্মফুল !
সুন্দর সিন্দুর-রাগ উজলে সীথায় !
শারদ শশাঙ্ক-তুল্য, সুপবিত্র সুপ্রফুল্ল,
সরলা সুশীলা বালা ভরা স্নিগ্ধতায়—
তোরে কি জন্মের শোধ দিলাম বিদায় ??

৯

বৌ দিদি !

সেই যে চলিয়া গেলে, সাত বছরের ফেলে,
তোমার সে নিরুপমা—স্বর্ণ প্রতিমায় ;
সবে করি কোলে কাঁখে, "মানুষ" করেছি তা'কে,
রাখিয়াছি চোখে চোখে স্নেহ-প্রীতি-ছায় ;
খসিলে পানের চুণ, কাঁদিয়া হইত খুন,
তোমারি লাগিয়া "নিরু"—সাধি পুনরায়
আনিয়াছি রবি ধরি,কত কি আদর করি !
তবু সে ভোলেনি তার স্নেহময়ী মা'য় !
যত কিছু হেথাকার, ভাল লাগিল না তার,
"মা"বিনা তোমার মেয়ে থাকিতে না চায় !—
তাই সাজাইয়া চিতে,এসেছি তোমারে দিতে,
এই ধর কোলে কর প্রিয় তনয়ায় !—
বুঝি না অবোধ আমি,ফেলি শিশু,ফেলি স্বামী,
তোমরা কিসের লোভে গেলে অমরায় !!

* * *

আজি কপোতাক্ষী-কূলে,হরীতকী-তরুমূলে,
মায়ের পবিত্র দেহে দুহিতা লুকায় ;
সংসারের ধূলি-কণা,তার গায়ে লাগিবে না,
লাগিবে না তার গায়ে, মরণের বা'য় !
লোকে ডাকে "হরি ! হরি !" স্বর্গ পথ আলো করি
মাতৃহীনা নিরুপমা মা'র কোলে যায় !—
আমরা ?—কাঁদিতে শুধু রহিনু ধরায়।

অভাগিনী "পিসি মা",
সাগরদাঁড়ি।

# গো-পরিচর্য্যা।

( ৩৭৩ সংখ্যা —৩০৩ পৃষ্ঠার পর )

বঙ্গদেশে গোজাতির অবনতির কারণ এবং কিসে তাহাদের উন্নতি হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ।

গোজাতি আমাদের অশেষ উপকার সাধন করে। বলদের দ্বারা আমরা ভূমি কর্ষণ করি, এবং মাতৃস্বরূপা গাভীর দুগ্ধ আমাদের প্রাণধারণের প্রধান উপায়। কিন্তু এখন সেই বলদকুল ক্রমেই দুর্ব্বল, ও গাভী সকল ক্রমেই দুগ্ধহীনা হইতেছে। ইহার কারণ কি ? অনুসন্ধান করিয়া যে

কয়েকটী কারণ প্রধান, তাহাদেরই উল্লেখ করা যাইতেছে।

বলবান্ বৎস জন্মাইবার জন্য শক্তিশালী বলদ রক্ষা না করা, গোজাতিকে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহার্য্য না দেওয়া, তৃণাবৃত ক্ষেত্রগুলি ক্রমে ক্রমে শস্যক্ষেত্রে পরিণত করা,এবং গোজাতির পরিচ্ছন্নতা, আভিজাত্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখা, গো-চিকিৎসকের অভাব প্রভৃতি কয়েকটী কারণ প্রধান।

পূর্ব্বকালে বাটীর কর্ত্তা ও গৃহিণীই গোজাতির পরিচর্য্যা করিতেন। তাহাতে তাঁহারা বিশেষ গৌরব এবং পুণ্যলাভ হইল মনে করিতেন। তখন অশুচি অবস্থায় কেহ গোয়ালঘরে প্রবেশ করিতে পাইত না। অগ্রে গো-গ্রাস না দিয়া কেহ ভোজন করিতেন না। গোরুর গায়ে পা লাগিলে হিন্দুরা গড় করিতেন; গাভীগুলিকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত! এখন গো-সেবার ভার কেবল বেতনভোগী চাকরের উপর। কর্ত্তা গৃহিণীরা কেহই গোরুর নিকট যান না। গোরুগুলি কি রকম অবস্থায় আছে, তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে কি না, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। এত গেল ঘরের কথা। বাঙ্গালী কৃষকদিগের ঘরে গোরুর অবস্থা আরও দুঃখজনক। তাহারাত সমস্ত দিন গোরুগুলিকে খাটাইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী আনিয়া কতকগুলি শুষ্ক বিচালি অথবা নাড়া ফেলিয়া দেয়, তাহাই কতকটা চিবাইয়া গোরুগুলি ক্ষুধাশান্তি করে। আর যে দুই চারি দিন গোরুগুলির কোন কাজ না থাকে, সেই কয়েক দিন হয়ত রাস্তার ধারে, অথবা যে জমি হইতে অল্প দিন পূর্ব্বে ফসল তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাতে যে দুই একটী ঘাস গজাইয়াছে, সেই স্থানে একটু স্বাধীনভাবে চরিতে দেওয়া হয়। মূর্খ চাষারা জানে না যে, এইরূপে সমস্ত দিন খাটাইয়া লইলে অথচ ভাল করিয়া খাইতে না দিলে, গোরুগুলি সত্বর দুর্ব্বল এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। জ্যৈষ্ঠ মাস (চাষের আরম্ভ) হইতে অগ্রহায়ণ মাস (চাষের শেষ) পর্য্যন্ত গোরুগুলির বড়ই দুর্দ্দশা; তবে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন মাসে মাঠের অধিকাংশ শস্য উঠিয়া যাইয়া খালি মাঠ পড়িয়া থাকে, তাই সেই সব ক্ষেত্রের আশে পাশে দুই চারিটা, ঘাসও গজায়। সেই ঘাসগুলি একটু স্বাধীনভাবে খাইয়া এই কয় মাসে গোরুগুলি একটু সারিয়া উঠে।

পূর্ব্বকার মত এখন আর বলবান্ ষাঁড় রক্ষা করা হয় না। যদিও বা কোন বড় লোক পিতামাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে দুই একটী বৃষ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেন, সে বৃষটী যত দিন পর্য্যন্ত বড় না হয়, তত দিন কেহ কিছু বলে না। যেই একটু বড় হইয়া উঠিল, লোকের একটু আধটু ক্ষতি করিতে লাগিল অমনি তাহাকে হয়ত কোন পাষণ্ড কষাইয়ের নিকট

একেবারেই বিক্রয় করিল ; না হয়, কোন খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। খোঁয়াড় কোন মিউনিসিপালিটীর অধীন হইলে, ঐ বলদটী ময়লার গাড়ী টানিতে প্রবৃত্ত হইল। আর খোঁয়াড় মিউনিসিপালিটীর অধীন না হইলে, খোঁয়াড়-রক্ষক প্রকাশ্য নীলামে ঐ ষাঁড় বিক্রয় করিল। উৎসর্গীকৃত ষাঁড়ের পাছায় চিহ্ন করা হয়, সুতরাং মুসলমান কি খৃষ্টিয়ান ব্যতীত আর কেহই তাহাকে কিনে না। উহারা কিনিয়াও তাহাকে অতি সত্বর জবাই করিয়া বাজারে উপস্থিত করে। আগেকার লোকে পাছায় ত্রিশূল-আঁকা ষাঁড় দেখিলে তাহার নিকটেও যাইতে ভয় করিত, কি জানি পাছে কোন রূপ ধর্ম্মের অবমানা করা হয়। সুতরাং পূর্ব্বকার মত প্রকাণ্ডকায় বলবান্ "ধর্ম্মের ষাঁড়" কোন স্থানে একটীও দৃষ্টিগোচর হয় না। এ দিকে কেবল ষাঁড় দেখাইবার জন্যও কলিকাতা ভিন্ন প্রায় অন্য স্থানে কেহ যত্ন করিয়া বলদ পুষে না। এ অবস্থায় কৃষকদিগের যে দুই একটী দুর্ব্বল অস্থিচর্ম্মসার এঁড়ে থাকে, তাহাদের ঔরসে দুর্ব্বলা গাভীর গর্ভে যে সকল বৎস জন্মে, তাহারা দুর্ব্বল ভিন্ন কিরূপে সবল হইবে ?

পূর্ব্বে জমীদার ও প্রজারা সকলেই এক একটী জমী কেবল গোরু চরাইবার জন্য পতিত রাখিতেন। তাহাতে যে ঘাস হইত, তাহা খাইয়াই গোরুগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইত। এখন লাভের আশায় সকলের আগে সেই ঘাসের জমীটা আবাদ করা হয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইলে এখন একটি গোচারণের মাঠ পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ।

এই সকল কারণে গাভীগুলি ক্রমেই অল্পদুগ্ধবতী হইতেছে। গাভী প্রসব হইলে যে টুকু দুগ্ধ হয়, তাহাও মানুষে সবটুকু দুইয়া লয়। কাজেই বাছুরগুলি দুধ না পাইয়া ক্রমে পাকাটীয়া হইয়া যায়। পূর্ব্বে যে পরিমাণ দুগ্ধে যত মাখম পাওয়া যাইত, এখন সেই পরিমাণ দুধে তাহার অর্দ্ধেক পাওয়াও কঠিন। কাজেই এখনকার অসার দুগ্ধ খাইয়া মানুষেও দুগ্ধ খাইবার সম্যক্ উপকার প্রাপ্ত হয় না। এক্ষণে আমরা আহারকালে ফুঁকো দুধ হউক, কি একসের দুগ্ধে তিন পোয়া জল দেওয়া দুধ হউক, অথবা খড়ি কি আটা গোলা জলই হউক, একটু সাদা জল পাইলে তাহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হই।

অনেকে কল ফেলিয়া দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া ক্রয় করেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, বাতাসা ভিজান জল কিঞ্চিৎ গরম করিয়া দুগ্ধে দিলে, জল দেওয়া দুগ্ধ কলে ধরা পড়ে না। আবার অনেকে বাটীতে গোরু আনাইয়া সম্মুখে দুগ্ধ দোহাইয়া ক্রয় করে। কিন্তু গোয়ালা ঐ গোরুকে অধিকক্ষণ রোদে রাখে, তাহাতে গোরু বেশী জল খায় ও দুগ্ধ পাতলা হইয়া অধিক পরিমাণে নির্গত হয়।

গোয়ালারা হাট হইতে দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিয়া আনিয়া প্রায় সকলেই ফুঁকো দেয়। ফুঁকো দুই প্রকার। এক প্রকার গাভীকে প্রথমে ছাঁদিয়া পরে তাহার জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে খুব জোরে ফুৎকার দেওয়া; আর এক প্রকার, জননেন্দ্রিয়ে বাঁশের চোঙ্গা প্রবেশ করিয়া সজোরে মুখ দিয়া লবণ-গোলা জল উদরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেওয়া। এই দুই প্রকার উপায়ে গোরুর দুগ্ধ বেশী পরিমাণে নির্গত হয় এবং গোরুটী দিন দিন কৃশ হইয়া যায়। যখন গোরুর দুধ খুব কমিয়া আইসে, তখন গোয়ালারা গমের ভুষি খাওয়াইয়া গোরুকে স্থূল করিয়া কসাইয়ের নিকট বেশী মূল্যে বিক্রয় করে। দ্বিতীয় প্রকারে ফুঁকো দেওয়া গোরু প্রায় আর গর্ভবতী হয় না। গোয়ালারা প্রায় কেহই গোরু প্রতিপালন করে না। ফুঁকো দিয়া বেশী পরিমাণে দুগ্ধ বাহির করিয়া লওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য, সুতরাং তাহারা এক কেনে ও আর এক বেচে। তাহারা গোরু কিনিয়া অগ্রে বৎসকে (খাইতে শিখুক আর নাই শিখুক) কসাইকে বিক্রয় করে। এইরূপে গোজাতির প্রতি আমাদের ক্রমিক অযত্ন, উহাদের সারবান্ খাদ্যের অভাব, আভিজাত্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখা, স্থানে স্থানে গোচারণের তৃণাবৃত ক্ষেত্র না থাকা, উহাদের কোন সামান্য পীড়া হইলে চিকিৎসার উপায় না থাকা, গো-খাদকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়া প্রভৃতি দেখিয়া এই বলিতে হয় যে, বাঙ্গালাদেশে গোজাতির বুঝি লোপ হয়।

অন্যান্য দেশের গোজাতির সহিত তুলনা করিলে আমাদের দেশে গোরু নাই বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক একটী গাভীতে এক মণ দুগ্ধ দেয়, কি একটা বলদের মূল্য হাজার টাকা, ইহা আমাদের দেশে কয়জনে বিশ্বাস করিবে? বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, ও কথা কেহ বলিলে নিশ্চয়ই তাহাকে নির্ব্বোধ অনভিজ্ঞ প্রভৃতি বলিয়া উপহাস করা হইবে।

ভারতবর্ষমধ্যে কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বম্বে ও উত্তর পশ্চিমে প্রত্যহ সহস্র সহস্র গো-হত্যা হইতেছে। আবার এইক্ষণে উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবেও যে কত গোরু অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বে গ্রামমাত্রেই গো-চিকিৎসক দেখা যাইত, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। মাড়ওয়ারী মহোদয়েরা কসাইয়ের হস্ত হইতে সর্ব্বদাই গো রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সোদপুর ষ্টেশনের নিকট পীজরাপোল নামক উদ্যানে বিস্তর গোরুর চিকিৎসা ও প্রতিপালন করিয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন।

উপসংহারে ভারত গভর্ণমেণ্ট, স্থানীয় মিউনিসিপালিটী, জমিদার, মহাজন, পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা-নিবারিণী সভা অথবা দেশের অন্য কোন সামাজিক সভার প্রতি সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন মনুষ্যের জীবনধারণের সহায়তাকারী গোজাতির

উন্নতি সম্বন্ধে একটুকু চেষ্টা করেন। নহিলে আর উপায়ান্তর নাই। গবর্ণমেণ্ট কিম্বা স্থানীয় মিউনিসিপালিটী একটু চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে গোচারণের মাঠ করিয়া দেওয়া, অন্য দেশ হইতে ষাঁড় দেখাইবার জন্য বলবান্ ষাঁড় আনিয়া প্রতিপালন করা, ধর্ম্মের ষাঁড়কে ধরিতে না দেওয়া, চরিয়া খাইতে শিখে নাই এ-রূপ বৎস বিক্রয় করিতে না দেওয়া, ফুঁকো দেওয়া বন্ধ করা, যে গাভীর গর্ভ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাকে কসাইকে বিক্রয় করিতে না দেওয়া, বিলাত হইতে কতকগুলি গো-চিকিৎসক আনাইয়া স্থানে স্থানে রাখা, ইত্যাদি উপায় দ্বারা এ দেশীয় গো-জাতির উন্নতিসাধনের সহায়তা অনায়সে করা যাইতে পারে।

শাস্ত্রবিশ্বাসী ভক্ত হিন্দুর চক্ষে গাভী ভগবতীর অবতার। তাঁহারা গাভীকে দেবতা বলিয়া পূজা করেন। আর যাঁহারা যুক্তিবাদী, সকল বিষয়ই যুক্তির বিশদ দৃষ্টিতে দেখিতে চাহেন, তাঁহারাও গো-জাতির উপকারিতা সমালোচনা করিয়া নিশ্চয়ই বলিবেন যে, গো-সেবা, গো-পালন, গো-রক্ষা ভারতবাসিমাত্রেরই অতি কর্ত্তব্য। নানা কারণে ভারতে গো-জাতির বিশেষ হ্রাস হইয়াছে ও হইতেছে, এমন সময়ে যে সকল মহাত্মা গো-রক্ষা-ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুমাত্রেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। যাহাতে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয়, সে বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করা হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, যে হেতু সে চেষ্টা ফলবতী হইলে, ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল সংসাধিত হইবে।

( ক্রমশঃ )

# ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

( ৩৭২ সংখ্যা—২৮৪ পৃষ্ঠার পর )

স্থিতিস্থাপক পদার্থের কম্পনে শব্দ উৎপন্ন হয়; কারণ তদ্দ্বারা অতি শীঘ্র চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু কম্পিত হইয়া উঠে। ঢক্কা, বীণা, বেণু প্রভৃতি বাদিত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুমধুর শব্দ নির্গত হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল সেই সেই যন্ত্রে স্থিতিস্থাপক ভাবে যে পরমাণুগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ থাকে, তৎ: সমুদায় ভিন্ন প্রকারে কম্পিত হয়, এই মাত্র। কর্ণের ধমনীতে আঘাতের সংখ্যা ও প্রকার ভেদে বিভিন্ন স্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আঘাতের সংখ্যার আধিক্য বা স্বল্পতায় শব্দের উচ্চতা ও নীচতা হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্গত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য

আঘাতের প্রকারভেদ ও কম্পনের অজ্ঞাত গুণবিশেষ দ্বারা জন্মিয়া থাকে।

একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমভাবের একরূপ কম্পন সঙ্গীত-ধ্বনির উৎপাদক। মনে কর, কোন একটী পদার্থ হইতে এক সেকেণ্ডে ১০০ কম্পন উত্থিত হইতেছে। যদি এক সেকণ্ডে ১০০ টী কম্পন, অর্দ্ধ সেকণ্ডে ৫০ টী, সিকি সেকণ্ডে ২৫ টী ইত্যাদি সমভাগে উৎপন্ন হয়, তাহাহইলে ঐ ধ্বনি সঙ্গীত-ধ্বনি, নতুবা নয়। যদি প্রথমার্দ্ধ সেকণ্ডে ৭০টী ও পরার্দ্ধে ৩০ টী ইত্যাদি অসংলগ্ন-ভাবে কম্পন হয়, তাহাহইলে মধুর সঙ্গীতধ্বনি না হইয়া শ্রুতিকঠোর শব্দ উৎপাদিত হয়।

একটী নির্দ্দিষ্ট স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহাহইতে ক্রমে উচ্চ অথবা ক্রমে নীচ গমন সকল দেশেই হইয়া থাকে। ঐ সুরকে ইংরাজীতে (key-note) ভিত্তি-স্বর কহে। অস্মদ্দেশে ঐ ভিত্তি-স্বর একবারে নির্দ্দিষ্ট নাই। ঘণ্টা-ধ্বনি প্রভৃতি যে কোন ধ্বনি হইতে আরম্ভ করিয়া সেই পরিমাণে উঠা ও নামা যায়। কিন্তু একবার যে ধ্বনিকে ভিত্তি-ধ্বনি করিয়া লইব, তাহা হইতে বিচলিত হইতে পারিব না।

সকল প্রকার স্বরই কম্পন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি কম্পন আস্তে আস্তে হয়, তাহাহইলে আওয়াজের বিস্তৃতি অধিক হয়, যাহাকে বাজখাই বলা যায়। অতি শীঘ্র শীঘ্র স্বর কম্পিত হইলে, আওয়াজ অতি উচ্চ হয় এবং দূরগামী হয়, কিন্তু বিস্তৃতি কমিয়া আইসে, যেমন স্ত্রী-কণ্ঠ।

মনে কর, একটী যন্ত্র অথবা কণ্ঠ হইতে একটী ১০০ কম্পনের ধ্বনি নির্গত হইতেছে। যদি আর একটী যন্ত্রে অথবা কণ্ঠে ঐ প্রকার ঠিক্ ১০০ কম্পনের একটী ধ্বনি নির্গত হয়, তাহাহইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ঐ দুইটী শব্দ এক হইবে। যদি একটী ১০০, আর একটী ৭০ হয়, তাহাহইলে কতক কতক মিলিবে। কিন্তু যদি ৫০ হয়, তাহা হইলেও প্রায় সম্পূর্ণ মিলিবে। ইহার কারণ এই যে, একটী সংখ্যা যেমন দুই, উহাকে দুই গুণ করুন্, ৪ হইল। এই চারিটী কি? সেই দুই কেবল একবার না হইয়া দুইবার; ঐ প্রকার তিন গুণ করুন্, ৬ হইল। এই ছয়টী কি? সেই দুই কেবল এক বার না হইয়া তিন বার হইল। সেই প্রকার যেমন একটী দুই আর একটী দুইয়ে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু চারি প্রভৃতির সঙ্গে কেবল গুণে প্রভেদ। সেই প্রকার ১০০ কম্পনোত্থিত শব্দ এবং ৫০ কম্পনোত্থিত শব্দের সঙ্গে কেবল গুণের প্রভেদ। আমরা একটীর ১০০ ও আর একটীর ৫০ কম্পন দ্বারা প্রসূত শব্দ এক বলিয়া চিনিয়া লই—কেবল উচ্চ ও নীচ প্রভেদ থাকে। এই জন্য যতই চড়াই না কেন, একসপ্তক ভিন্ন আর স্বর পাওয়া যায় না। কেবল নিম্ন হইতে উচ্চ এবং তাহা হইতে

আবার উচ্চ, এবং তাহা হইতে আরও উচ্চ এই প্রকার সাত স্বরই পাইব।

স্বরের এইরূপ ধর্ম্ম থাকাতে যৎকালে সূক্ষ্মদর্শী স্বরসংগ্রাহক মহোদয়েরা, শব্দতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া শব্দধ্বনি হইতে স্বররত্ন উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেইকালে সাতটীর অধিক স্বর পান নাই। সাতটীর অধিক করিতে গেলে পুনরায় সেই নীচের স্বরের সহিত ক্রমে মিলিয়া যায়।

ধ্বনি দুই প্রকার, অকৃতি ও সুকৃতি। কোন বস্তুতে অন্য বস্তুর অভিঘাতে যে অপরিস্ফুট ও নার্থধ্বনি উৎপন্ন হইয়া শ্রবণগোচর হয়, তাহার নাম অকৃতি। অপর, যে ধ্বনি দ্বারা কোন বস্তু নির্দ্দেশিত কিম্বা কোন মানসিক ভাবাদি ব্যক্ত হয়, তাহাকে সুকৃতি কহে। শাস্ত্রে ঐ অকৃতি ধ্বনি ধ্বন্যাত্মক, ও সুকৃতি ধ্বনি বর্ণাত্মক বা ভাষা বলিয়া অভিহিত হয়। যথা—

ধ্বন্যাত্মকো বর্ণাত্মকঃ সনাদঃ দ্বিবিধস্তথা।
নারদসংগীত-সংহিতায়াং।

অকৃতি ধ্বনি দুই প্রকার, কর্কশ ও সুশ্রাব্য। যে ধ্বনি এরূপ কম্পনসমূহ দ্বারা উৎপাদিত হয়, যাহারা অসমান অনিয়মিত কালে পরস্পরের অনুগামী হইয়া থাকে, সেই ধ্বনি শ্রবণের অসুখ জন্মায় বলিয়া তাহাকে কর্কশ কহা যায়। যে ধ্বনি সমকালস্থায়ী কম্পন দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রবণের তৃপ্তি জন্মায় বলিয়া তাহাকে সুশ্রাব্য কহে। সুশ্রাব্য ধ্বনিই সংগীতে সুর হইয়া থাকে, ও ঐ ধ্বনি স্বর ও কালের বিশেষ নিয়মে ধ্বনিত হইলে, গীত বাদ্যাদিরূপে পরিণত হইয়া সংগীত উৎপন্ন করে। এই জন্য সংগীতশাস্ত্রে ঐ ধ্বনিকে সার্থ কহা যায়।

তার প্রভৃতির সঙ্কর্ষণ অল্প হইলে কম্পন-সংখ্যা অল্প হয়, সুতরাং সুর মৃদু হয়, এবং সঙ্কর্ষণ অধিক হইলে কম্পন অধিক হইয়া সুর উচ্চ হয়। সেতারাদি যন্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, একটী পূর্ণ তারে যে সুর নির্গত হয়, তাহার এক এক অংশে তদপেক্ষা উচ্চতর ধ্বনি নির্গত হইয়া থাকে।

তারের সঙ্কর্ষণ দৃঢ় করিলে তাহার পরমাণু সকল প্রসারিত হইয়া তারের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে, সুতরাং তাহার কম্পন বৃদ্ধি হইয়া ধ্বনিও উচ্চতর হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার সংকর্ষণ শিথিল করিয়া দিলে, তাহার পরমাণু সকল সঙ্কুচিত হইয়া যাওয়াতে, তাহার স্থিতি-স্থাপকতার হ্রাস হয়, সুতরাং তাহার ধ্বনিও গম্ভীরতর হইয়া উঠে।

মনে কর, দুইটী কীলকে একটী তার আবদ্ধ আছে। উহা কম্পিত হইলে যে সুর নির্গত হইবে, তাহা উচ্চ এবং মৃদু করিবার দুইটী উপায় আছে। এক কীলকদ্বয় না সরাইয়া তারের সংকর্ষণ দৃঢ় বা শিথিল করা; অপর তারের সংকর্ষণ সমান রাখিয়া কীলকদ্বয়ের মধ্যগত ব্যবধানের বৃদ্ধি বা হ্রাস করা।

যদি তারের এক দিক্ কীলকে আবদ্ধ ও অপর দিক্ কীলকের উপর দিয়া

ঝুলান থাকে, ও তাহার প্রান্তে একটী বস্তু সংলগ্ন থাকে, তাহা হইলে ঐ সংলগ্ন বস্তুটীর গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে তার-নির্গত স্বরের উচ্চতা ও মৃদুতা হইবে। যদি ঐ বস্তুর ভার বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে তার চড়িয়া যাইয়া ধ্বনি উচ্চতর হইয়া উঠে। যদি ভার কমান যায়, তাহাহইলে তার নরম হইয়া গভীরতর ধ্বনি নির্গত হয়। আবার যদি ভার অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া একটী কীলক অপুর কালকের দিকে কিঞ্চিৎ সরান যায় অর্থাৎ তারের আয়ত পরিমাণ যদি কমান যায়, তাহা হইলে ধ্বনি চড়া হইবে, ; কীলক-দ্বয়ের মধ্যগত পরিসর বিস্তৃত করিলে অর্থাৎ তারের আয়ত পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ধ্বনি মৃদু হইবে।

মনে কর কীলকদ্বয়ের ব্যবধান অর্থাৎ তারের দৈর্ঘ্য পরিমাণ ৪৫ ইঞ্চি। এইক্ষণে কীলকদ্বয় যদি সরাইয়া মধ্যগত ব্যবধান ২২॥০ অর্থাৎ তারের দৈর্ঘ্য ২২॥০ করা যায়, তাহাহইলে যে ধ্বনি নির্গত হইবে তাহা পূর্ব্ব ধ্বনির ঠিক্ অষ্টম। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, সম-সংকর্ষিত তারের ভিন্ন ভিন্ন অংশের দীর্ঘতা তাহাদের কম্পনসংখ্যার ঠিক্ বিলোম, অর্থাৎ পূর্ণ তারটিতে এক সেকণ্ডে যত কম্পন উৎপন্ন হয়, তাহার অর্দ্ধ তারে ঐ সময়ে দ্বিগুণ কম্পন উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং অর্দ্ধ তারে পূর্ণ তারোৎপন্ন সুরের অব্যবহিত উচ্চ অষ্টম নির্গত হয়।

( ক্রমশঃ )

# দাদা ও গদা

সৌভ্রাত্র ও শরণাগতি শিক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে রামানুজ লক্ষ্মণ ও মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের চরিত্র অনুশীলন করিতে হয়। মহর্ষি বাল্মীকি ও ব্যাস-দেবের রামায়ণ ও মহাভারতের কৃপায় ঐ দুইটী মহাপুরুষের চরিত্র না জানেন, এমন ব্যক্তি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক পণ্ডিতম্মন্য কৌতুক-প্রিয় পুরাণ-কথক-গণের কুব্যাখ্যায় এবং যাত্রাওয়ালাদিগের কুৎসিত অভিনয়ে অনেকেরই ভীমসেনকে একটী উদ্ধত প্রকৃতির লাঠিয়াল বলিয়া ধারণা হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য আজ আমরা ভীম-সেনের প্রকৃত চরিতাস্বাদনে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনের জ্যেষ্ঠ। ভীমসেন প্রাণপণে সেই জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা বহন করিতেন। জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা পালনে তাঁহার বিচার, বা বাদ বিতণ্ডা ছিল না। কোন বিষয়ে কেহ তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন,—"আমি আর কিছুই জানি না,—জানি কেবল দাদা ও গদা।"

জ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁহার কত ভক্তি ছিল,—জ্যেষ্ঠকে তিনি কত সম্মান করিতেন,—তাঁহার কতই অনুগত ছিলেন; তাঁহার প্রতি তাঁহার কতই নির্ভর ও বিশ্বাস ছিল, তাহা এক "দাদা ও গদায়" প্রকাশ পাইতেছে।

ভীমসেনের এরূপ জ্যেষ্ঠানুগত্য না থাকিলে অর্দ্ধেক মহাভারতের সৃষ্টি হইত না। পাণ্ডবগণের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস, একবৎসর অজ্ঞাতবাস, অজ্ঞাতবাসের অপরিসীম ক্লেশ,—পাচকবেশে বিরাট-ভবনে অবস্থান,—কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিবসব্যাপী ও অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা-নাশক ভীষণ যুদ্ধ ইত্যাদি অসংখ্য গুরুতর ঘটনার পূর্ব্বেই দুর্য্যোধনের উরু-ভঙ্গ, দুঃশাসনের বক্ষোবিদার, দ্রৌপদীর বেণীসংহার হইয়া যাইত। কিন্তু হইতে পারিল না, কেন না ভীমসেন 'দাদা ও গদা' ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। দাদা বলিলেন,—আমরা পাশাক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। অন্যথা অধর্ম্ম হইবে।" ভীমসেনের তাহাতেই 'তথাস্তু।' দাদা বলিলেন, অধর্ম্ম হইবে,—ভীমসেন বুঝিলেন, অবশ্যই অধর্ম্ম হইবে। সেই অধর্ম্মের ভয়ে শঙ্কিত হইলেন। প্রাণের অধিক প্রিয়তমা রজস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীর প্রতি পিশাচপ্রকৃতিক কৌরবগণের অমানুষ অত্যাচার দর্শনে ক্রোধানলে দহ্যমান ও মনঃকষ্টে ম্রিয়মাণ হইয়াও নীরব রহিলেন। কেননা দাদার আজ্ঞা নাই,—দাদার আজ্ঞা পাইলে তখনই গদাঘাতে স-সভ্য-কৌরব-রাজ-সভা ধূলিসাৎ করিতেন; বিষণ্ণ ও বিনম্র বদনে গদা স্কন্ধে দাদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

কোন সময়ে সস্ত্রীক কৌরবগণ চিত্ররথ-নামা গন্ধর্ব্বরাজের অনুচরগণ কর্ত্তৃক অব-মানিত ও অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। কৌরব-গণের লাঞ্ছনা ও দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। তখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত বনেবাস করিতেছিলেন। কোনরূপে তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল যে, যে দুর্যোধনাদি জ্ঞাতি নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখ ভোগ করিবেন বলিয়া দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবকে পাশাক্রীড়াচ্ছলে রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া বনবাসী করিয়াছেন এবং সতত তাহাদের অনিষ্ট চিন্তা করেন, গন্ধর্ব্ব-রাজ কর্ত্তৃক তাহাদেরই ঈদৃশী দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির ভীম-সেনকে কহিলেন,—"বৃকোদর, সুযোধন পুররমণীগণের সহিত বিপন্ন হইয়াছেন। কুরুপাণ্ডবের মধ্যে তোমাদের ন্যায় বীর সকল বর্ত্তমান থাকিতে চন্দ্রবংশীয় কুলস্ত্রী-গণের এতাদৃশী অবমাননা কোনক্রমেই উপেক্ষার বিষয় নহে। এখনই তাহা-দিগকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হও।" ভীমসেনের তাহাতে দ্বিরুক্তিমাত্র নাই,—কেননা তিনি 'দাদা ও গদা' ভিন্ন আর কিছুই জানেন না হৃদয়ে বৈরনির্যাতনা-নল "ধক্ ধক্" করিয়া জ্বলিতেছে,

সেই অগ্নিতেজে ভীমসেনের অৰ্দ্ধাঙ্গ ভস্মীভূত হইয়াছে,—তথাপি দাদার আজ্ঞা,—গদার আঘাতে গন্ধর্ব্বকুল নির্ম্মূল করিয়া পরম বৈরি দুর্যোধনকে রক্ষা করিলেন !!

পঞ্চ পাণ্ডবের এই বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস। অজ্ঞাত-বাসের নিয়ম ভীষণ হইতে ভীষণ। পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদীর সহিত ছদ্মবেশে বিরাট ভবনে অবস্থান করিতেছেন। লাঞ্ছনার পরিসীমা নাই। যে ইন্দ্রপ্রস্থের যশঃসৌরভে এককালে ভারতের দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই ইন্দ্রপ্রস্থের একচ্ছত্রী রাজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। যাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের ভার লইয়াছিলেন, সেই ভারত-সম্রাট্ যুধিষ্ঠির আজ বিরাটের প্রসাদপ্রার্থী অন্নদাস,—পাশক্রীড়ার পারিষদ। যে ভীমের ভীম গদা ত্রিলোকের ত্রাস-উৎপাদক,—তিনি আজ বিরাট-পরিবারের পাচক। যে অর্জ্জুনের জগদ্বিখ্যাত গাণ্ডীব সুরাসুর-বিজয়ী,—সেই অর্জ্জুন আজ নপুংসক বৃহন্নলা,—বিরাট-দুহিতার সঙ্গীত-শিক্ষক,—রমণীমণ্ডলীমধ্যগত,—অন্তঃপুরবাসী। সাক্ষাৎ অশ্বিনীকুমার যুগল নকুল সহদেব বিরাটের অশ্বরক্ষক। দ্রুপদরাজপুত্রী পঞ্চ-পাণ্ডব-মহিষী ত্রিভুবন-মোহিনী রূপসী দ্রৌপদী আজ বিরাট-অন্তঃপুরে সৈরিন্ধ্রী। কেবল ইহাই বিড়ম্বনার চরম সীমা নহে। দুর্যোধনের প্রণিধি তন্ন তন্ন করিয়া কৌরবরাজ্য পরিভ্রমণ করিতেছে,—পাণ্ডবগণের সন্ধান পাইবামাত্র তাঁহাদিগকে বন্দী করিবে। তাঁহারা পুনরায় দ্বাদশ বর্ষ বনে বাস করিতে বাধ্য হইবেন। ইহাই অজ্ঞাত-বাসের নিয়ম।

একদা বিরাট রাজা পাশক্রীড়া করিতে করিতে ক্রুদ্ধ হইয়া কঙ্কের নাসিকায় পার্ষ্ণি প্রহার করায় নাসিকা হইতে অজস্র শোণিতস্রাব ঝরিতে লাগিল। কঙ্ক যত্নপূর্ব্বক সেই শোণিত মৃত্তিকায় পতিত হইতে দিলেন না,—কারণ ভীমের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যে দিন জ্যেষ্ঠের শোণিত মৃত্তিকায় পতিত দেখিবেন, সেই দিন শোণিতপাতের প্রযোজক কর্ত্তাকে সবংশে ধ্বংস করিবেন। বিরাটকে তাদৃশ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কঙ্ক নামধারী যুধিষ্ঠির মৃত্তিকায় শোণিতপাত নিবারণ করিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের দাসানুদাস সদৃশ বিরাট যুধিষ্ঠিরকে প্রহার করিলেন,—ভীম তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও নীরব ও নিষ্ক্রিয় রহিলেন,—কেননা তিনি "দাদা ও গদা" ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। দাদা ইঙ্গিতে বুঝাইলেন,—এখন আমাদের সংযমের সময়,—ক্রিয়ার সময় নহে। দাদার ইঙ্গিতে,—ভীমসেন নীরব রহিলেন।

আমরা কেবল ভীম সেনের সৌভ্রাত্র ও শরণাগতি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। জ্যেষ্ঠের প্রতি অপরিসীম ভক্তি, বিশ্বাস, ও নির্ভর না থাকিলে, আমরা কখনই মহাভারতে তাদৃশ ভীম সেন দেখিতে পাইতাম না।

উত্তমরূপে মহাভারত অধ্যয়ন করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, যুধিষ্ঠিরের প্রতি যাহাতে ভক্তির ন্যূনতা না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, ভীম সেন তাহাই করিয়াছেন। আপনি সম্পূর্ণ সক্ষম ও উপায়বিৎ হইয়াও দাদা আমার রক্ষাকর্ত্তা, দাদাই আমার পালনকর্ত্তা, ভীমসেনের পূর্ব্বাপর এই ভাব। দাদার হস্তে সম্পূর্ণ আত্ম-নিঃক্ষেপ, যেমন ভীম সেনের দেখা যায়, এমন আর কোথাও নাই। সেই আত্ম-নিবেদনে বিন্দুমাত্র উগ্রতা নাই, বরং সম্পূর্ণ দীনতা। ইহারই নাম শরণাগতি। দাদার প্রতি ভীমের যে ভাব, গদার প্রতিও সেই ভাব। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, এই তিন শক্তিই তাঁহার গদায় ছিল, ভীমের এই বিশ্বাস। এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন,—"আমি দাদা জানি, আর গদা জানি।" এই ভাবের আনন্দে তিনি সর্ব্বদাই বিভোর থাকিতেন। কোনও স্বাধীন চিন্তায় তিনি কখন আলোড়িত হন নাই—চিন্তার মধ্যে—

"দাদা ও গদা"।

# অহল্যা বাই সম্বন্ধে গাথা

কলিযুগে ধন্যা সতী অহল্যা-রাণী।
(ও) যাঁর কীর্ত্তিতে ভরেছে ভুবন, নারীর মাঝে রত্ন-খনি॥
যাঁরে দেখ্‌লে নয়নে—পাপ্ না থাকে মনে,
রোগের জ্বালা পালায় দূরে এমনি "পুণ্য-পরাণী"॥
মিলে সাধুজন যত তাঁর গুণ গান কত,
তিনি দৈববশে হ'লেন্ এসে হোল্‌কারের কুলের রাণী॥
কত কঠোর ব্রত, পণ্ তিনি কর্‌লেন উদ্‌যাপন্
হলেন্ ধর্ম্মবলে, পুণ্যফলে, আপন কুল-উদ্ধারিণী॥
(ও) সেই মহেশ্বর ধাম যেথা করিতেন অধিষ্ঠান-
কাঙ্গাল গরীব গেলে সেথায় লভিত বিশ্রাম—
তিনি মাতা হয়ে দিতেন অন্ন, দীন হীনের জননী॥

২

কত "দশ রত্ন" ধন, দ্বিজে কর্‌তেন্ বিতরণ,
হরিনামে সদাই প্রীতি, পুরাণ পাঠে মন।
ও যাঁর যজ্ঞসভা বিপ্রগণে হত শোভাশালিনী॥

নিত্য আদেশেতে যাঁর　　কত দ্বিজ সদাচার,
হোমকুণ্ডে হবিধারা দিতেন অনিবার,
তিনি সহস্র আহুতি দিতেন, এম্‌নি ব্রতধারিণী॥
যিনি ব্রাহ্মণের করে　　অতি ভকতি ভরে
গড়াইলেন্‌ কোটী শিব পূজিবার তরে,
তিনি দুঃখী জনে　　বিভা (বিবাহ) দানে
হলেন্‌ কীর্ত্তি-শালিনী।
যিনি পর্ব্বাহ ক্ষণে　　ধেনু দিতেন ব্রাহ্মণে,
শিশুগণে দুগ্ধ দানে বাঁচাতেন প্রাণে,
(ও) তাঁর করে সদা জপমালা, থাক্‌তো দিবা যামিনী॥

৩

যত আছে তীর্থ ধাম্‌　　কিবা 'মহাক্ষেত্র' নাম,
"জ্যোতির্লিঙ্গ" আছেন যেথা নিত্য বিরাজমান্‌,
ও তাঁর অন্নসত্র আছে সেথায়, অন্নপূর্ণারূপিণী॥
তিনি অন্ধ আতুরে　　সদা করুণাভরে
ঔষধি আর বস্ত্র দিতেন আপনার করে,
দিয়ে ব্রাহ্মণেরে অগ্নিহোত্র (হলেন) ধর্ম্মরক্ষাকারিণী॥
বিনা ব্রাহ্মণ পারণ　　যাঁর না হ'ত ভোজন,
দ্বিজপাদোদক নিত্য করিতেন সেবন্‌,
ও যাঁর রামনাম গানে সদা পোহাইত যামিনী॥

যিনি তীর্থগ-গণে　　সদা আনন্দ মনে,
পাদুকা, প্রাবরণ, অশ্ব দিতেন যতনে,
দিয়ে গুণী জনে স্বর্ণভূষা (ছিলেন) গুণের আদরকারিণী,
প্রজায় করিতে রক্ষণ　　দেখ্‌লে দুষ্টমতি জন,
চরণে শৃঙ্খল দিয়ে করিতেন বন্ধন;
(ও যাঁর) দেবতা-মন্দির শত ঘোষে কীর্ত্তি-কাহিনী॥
দয়ার নাহি ছিল শেষ,　　যেথা নাইক বারিলেশ,
জলাশয় দানে সেথা ঘুচাইতেন ক্লেশ;
তিনি স্নিগ্ধধারা ঢালি শিরে পূজিতেন শূলপাণি॥

যিনি পেলে গ্রহণ-মান করতেন তুলা ব্রত দান
স্বর্ণ, রজত, ঘৃত, মধু, তিল্, তণ্ডুল, ধান্,
তিনি ছায়া দানে পান্থ জনের ছিলেন আতপবারিণী ॥

সদা কৃপাগুণে যাঁর, স্কন্ধে লয়ে বারিভার,
রামেশ্বরে যেতেন কত সাধু সদাচার,
ও যাঁর সঙ্গে যেত তীর্থবাসে কত অনাথ দুঃখিনী ॥

হয়ে সংসারবাসী তিনি ছিলেন উদাসী,
( তাই ) ভক্তিগুণে মুক্তি নিজে হলেন তাঁর দাসী ;
হায়! ধরাতলে নাহি মিলে এমন ধন্যা রমণী ॥

কবি গঙ্গু হৈবতী বলে করি মিনতি,
গণনা তাঁর গুণের করি কিবা শকতি ?
( মিলে ) প্রভাকর, মহাদেব গুণী গায় তাঁর
গুণের কাহিনী ॥ *

# আধ্যাত্মিক মহাপূজা।†

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদিগের মধ্যে দেবতার সামান্য পূজা ও মহাপূজা আছে। সামান্য পূজা নিত্যপূজা, তাহার উপকরণ সামান্য ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প, ও নৈবেদ্য। কিন্তু মহাপূজার মহা আয়োজন হইয়া থাকে। তাহাতে উৎসবের বহুপূর্ব্বে দেবপ্রতিমা সুন্দররূপে গঠিত ও সুসজ্জিত হয়। পরে পিতৃপুরুষগণের সহিত একত্র হইয়া মহালয়ার উৎসব হয়। পরে দেবতার বোধন বসে ও দেবী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনসূচক চণ্ডীপাঠ হয়। পঞ্চোপচারের পরিবর্ত্তে ষোড়শোপচারে দেবপূজা হয়। কত বাদ্যভাণ্ড, কত পুষ্পাঞ্জলি, কত আরতি, কত হোম যাগ ভোগ ও বলিদান হইয়া থাকে। অবশেষে মহাপূজার দিন সন্ধিক্ষণে স্বচক্ষে দেবদর্শন লাভ হয়। পরে আবার মহাপূজা হইয়া দেবপূজা সমাধা করা হয়

* শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু, বি এ, সঙ্কলিত "অহল্যা বাই" হইতে উদ্ধৃত। গাথাটী মহারাষ্ট্রী ভাষা হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদিত। পাঠক পাঠিকাগণ ইহার কুসংস্কার ভাগে দৃষ্টি না করিয়া ভাবার্থ গ্রহণ করিবেন। বা, বো, স।

† ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম।

এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে শান্তির জল লইয়া সংবৎসরের জন্য সুখশান্তিতে জীবন যাপন করিবার আশা করেন।

আমাদের ব্রহ্মপূজা নিত্যপূজা—প্রতিদিন আমরা আরাধনা, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা ও সেবা দ্বারা ইষ্টদেবতার উপাসনা করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের মহাপূজার বিশেষত্ব কি? ইহার জন্য আমাদের কিরূপ মহা আয়োজন করিতে হয়? আমাদের দেবতার মূর্ত্তি গঠন করিতে হয় না, তিনি কাহারও হাতগড়া বা মনগড়া হইলে তাঁহার দেবত্ব থাকে না। তিনি স্বয়ম্ভু, সচ্চিদানন্দ ও স্বপ্রকাশ। তিনি বিরাটরূপে অনন্তব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করিতেছেন, আবার প্রাণের প্রাণ হইয়া ঘটে ঘটে বিরাজমান। তাঁহার মূর্ত্তি দর্শনের জন্য প্রকৃতির আবরণের মধ্যে তাঁহাকে অনুধ্যান করিতে হয়; আবার আত্মার অন্তরস্থ হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠ কোষে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হয়। নদী পর্ব্বত সমুদ্র, চন্দ্র সূর্য্য তারকা-মণ্ডিত অসীম আকাশ, বন উপবন পুষ্পকানন তাঁহার ছবি দেখাইয়া দেয় এবং হৃদাকাশে প্রেমশশী হইয়া তিনি উদিত হইয়া থাকেন। আবার প্রেমিক ভক্তবৃন্দের সমাগমের মধ্যে সেই প্রেমময় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। তাঁহার এই প্রকাশ দর্শনের জন্য আমাদের সকল আয়োজন। মহোৎসবক্ষেত্রে আনন্দময়ী বিশ্বজননীর আবির্ভাব হইলে আমাদের সংবৎসরের সকল আয়োজন সার্থক হয়।

আমাদের মহালয়া আছে। আমরা সারা বৎসর সঙ্কীর্ণ গৃহে আপনার আত্মীয়-পরিজন, যশ মান, ধন ঐশ্বর্য্য ও ভোগ লইয়া বাস করি, কিন্তু উৎসবের আগমনে আমাদের জন্য অতিপ্রশস্ত গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়—যে বিশাল গৃহে পরলোক-বাসী মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, ঈশা, মুসা, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, প্রভৃতি কত দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি বাস করিতেছেন, আমাদের পিতৃপুরুষগণ রহিয়াছেন এবং দূরদেশস্থ নিকটস্থ সকল ঈশ্বরভক্ত সমবেত—আমরা তাঁহাদিগের সহিত একপরিবার হইয়া আমাদের প্রেমময়ী বিশ্বজননীর ক্রোড়স্থ এই মহাগৃহে সকলে এক হইয়া মহোৎসবে প্রবৃত্ত হই।

আমাদের চণ্ডীপাঠ আমাদের মহাদেবীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন। আমাদের নিরাকার নির্বিকার সর্ব্বব্যাপী দেবতারই এই স্তুতি :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা,
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু প্রাণরূপেণ সংস্থিতা,
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

দেবাসুরের মহাযুদ্ধে আমাদের মহাশক্তিই দানবদলনী ও দেবপ্রভাবের জয়বিধায়িনী।

আমরা নিত্য যেমন সামান্যভাবে তাঁহার পূজা করি, মহোৎসবে কি সেরূপ পূজা শোভা পায়? ষোড়শোপচারে কি, সহস্রোপচারে তাঁহার পূজা করিলেও ভক্তের প্রাণ তৃপ্ত হয় না। অবিশ্রান্ত

প্রার্থনা, শ্রদ্ধাভক্তি, প্রেম, কৃতজ্ঞতার সহিত ইহাঁর চরণপূজা, আর জগতের দীন দুঃখী রুগ্ন ভগ্নহৃদয় পাপী তাপী সকলকে লইয়া মায়ের চরণ ঘেরিয়া নৃত্য গীত ও মহোৎসব করিতে হয়। মহাপূজায় অনেক হৃদয়ের তার মিলিত করিয়া বাদ্য করিতে হয়, অনেক প্রাণের প্রস্ফুটিতপুষ্প অঞ্জলি অঞ্জলি দেবতার চরণে দিতে হয়, অনেক আত্মার নৈবেদ্য মহাদেবীর চরণে সজ্জিত করিতে হয়, আর অনেক আত্মবলিদান দ্বারা এ পূজা সমাধা করিতে হয়। কাম, ক্রোধ লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা পশুদিগকে বলি দিতে হয়। আমরা কতদিনে এ মহাপূজার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব? শত শত ভক্তপ্রাণ একযোগে মহাপূজা করিতে পারিলে নিশ্চয়ই শুভ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইবে—পরমাত্মার সহিত আত্মার শুভ সম্মিলন—উপাস্য দেবতার চক্ষের সহিত উপাসকের কেবল চক্ষের মিলন নয়, প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়া মহাজীবন সঞ্চারিত হইবে।

আমাদের মহোৎসবের ফল উপাস্য দেবতার সহিত উপাসকের প্রাণের মিলন হইলে তাঁহার সকল সন্তানের সহিত প্রেমের মহামিলন হইবে। পবিত্র শান্তির জল শান্তিময় দেবতা সকলের মস্তকে—সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিবেন, তনু মন জীবন শীতল হইবে—সংবৎসরের সম্বল পাইয়া সকলে ধন্য হইব।

আমাদের মহোৎসবের জননীকে উৎসবান্তে আমরা বিসর্জ্জন দিব না, কিন্তু আমাদের প্রাণে, আমাদের গৃহে এবং আমাদের সমাজে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব। উৎসবের দেবতা আমাদের মনের আশা ও প্রাণের সাধ পূর্ণ করুন্।

# মূক-বধির বিদ্যালয়ের পারিতোষিক।

গত ২৯ শে ফেব্রুয়ারি কলেজস্কোয়ারে হায়ার ট্রেণিং সোসাইটীর সুসজ্জিত বৃহৎ গৃহে কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণ-কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হয়। অনরেবল উডবরণ সস্ত্রীক সভাপতির কার্য্য করেন। দেশী বিদেশী অনেকগুলি ভদ্রলোক ও মহিলা সভাস্থল বিভূষিত করেন। প্রথমে বাঙ্গালায় ঈশ্বরের করুণা বিষয়ে একটী সঙ্গীত হয়, পরে সম্পাদক বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। তাহাতে দেখা যায়, বিদ্যালয়ে ২১ টী ছাত্র ও ২ টী ছাত্রী শিক্ষা লাভ করিতেছে; ওষ্ঠ সঞ্চালন দর্শনে কথা পাঠ করা ও তাহার উচ্চারণ করা, পুস্তকপাঠ, লেখা, অঙ্ক, ড্রইং, কলে সেলাই, এন্‌গ্রেবিং (ছবি খোদা) ও স্বর্ণকারের কার্য্য ছাত্রেরা এই সকল শিখিতেছে। বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক বাবু যামিনী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে বোবা-কালাদিগের অধ্যাপনার উপযোগী শিক্ষা এক বৎসরকাল সমাধা

করিয়া উহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমেরিকায় গিয়াছেন, আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। বিদেশীয় অনেক হিতৈষী মহোদয় ও মহিলা বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে সাহায্য দান করিতেছেন। খিদিরপুরের এক বিধবা নারী ৬০০০ টাকা দিয়া এই বিদ্যালয়ের একটী স্থায়ী ফণ্ড করিয়া দিয়াছেন। গতবর্ষে বিদ্যালয়ের জন্য ৩ হাজারেরও অধিক ব্যয় হইয়া ব্যাঙ্কে প্রায় ৩ হাজার টাকা জমা আছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী মাসিক ১০০, শোভাবাজার দাতব্য সভা মাসিক ১০, ভবানীপুর ওয়ার্ড এষ্টেট বার্ষিক ৫০ টাকা দিয়া থাকেন। আরও অনেক দয়াশীল মহাত্মার নিকট মাসিক বা বার্ষিক দাতব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদ্যালয়ের একটী গৃহের অত্যন্ত অভাব, তাহার জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। অতঃপর বোবা কালারা কিরূপ কথা কহিতে ও বুঝিতে পারে, সর্ব্বসমক্ষে তাহার পরীক্ষা প্রদর্শন হয়। তাহারা আপনাদের নাম, পিতার নাম, নানা বস্তুর নাম করিল, পরস্পর কথোপকথন করিল, অঙ্ক কসিয়া দেখাইল। তাহাদের অঙ্কিত সুন্দর চিত্র সকল প্রদর্শিত হইল। পরে একটী ছাত্র নিম্নলিখিত কবিতাটী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিল :—

### আমরা।*

আজি কি সুখের দিন,
"বোবা ছেলে" কথা কয়,
দয়াময়ী মা'র বরে
সকলি সম্ভব হয়!
কে জানিত, পোহাইবে
আমাদের কাল রাতি,
কে জানিত উজলিবে
এমন সৌভাগ্য-ভাতি!
আমরা কহিব কথা,
শিখিব মানব-ভাষা,
স্বপনে কখনো মনে
আসেনি এমন আশা!
তোমারি আশীষে সত্য
জগত-জননি! আজি,
কহিতে, শিখিতে কথা
আমরা এসেছি সাজি!!
চারি দিকে কোটী প্রাণ
উঠিয়াছে উথলিয়া,
স্নেহের নিঝর বহে
কত ঢেউ ছুটাইয়া!
"দেবতা" কাহারে বলে
দেবতা মানবগণ,
না হলে অভাগা-তরে
কেন এত আয়োজন?
পেয়ে এ মমতারাশি
গিয়াছি অবাক্ হয়ে,
কৃতার্থ হয়েছি মাগো!
তব নাম মুখে লয়ে!

* আমরা—বোবা কালা ছেলেরা।

মায়ে ডাকি—বাপে ডাকি—
ডাকি সুখে ভাই বোনে,
সফল জীবন আজি
ভাবিতেছি মনে মনে !

লেখিকা শ্রীমা—

প্রদর্শনের পর বিবী উডবরন্ স্বহস্তে বোবা কালাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন এবং তাহারা নমস্কার-পূর্ব্বকএকে একে নম্রভাবে পারিতোষিক গ্রহণ করিতে লাগিল। পরে নিম্নলিখিত মর্ম্মে ৩ টী প্রস্তাব যথাক্রমে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল। ( ১ ) যে সকল হিতৈষী মহাত্মা যে কোন প্রকারে বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতেও তাঁহারা সাহায্য করেন, এজন্য অনুরোধ করা হয়। বিচারপতি ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবক, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন পোষক। ( ২ ) বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। রেবরেণ্ড হোয়াইটহেড, এম এ, প্রস্তাবক, রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, এম এ, পোষক। ( ৩ ) বিদ্যালয়ের একটী গৃহনির্ম্মাণার্থ সাধারণের সহায্য প্রার্থনা করা হয়। রেঃ ডাক্তার কে, এস ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রস্তাবক, বাবু বিপিন চন্দ্র পাল পোষক। অবশেষে মাননীয় সভাপতি বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া নগদ ১০০ টাকা সম্পাদকের হস্তে প্রদান করেন। সভাপতি ও বিবী উডবরণ এবং সমাগত সভাজনদিগকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

# নূতন সংবাদ।

১। বিগত শুক্রবার রাজা বিনয়কৃষ্ণ সস্ত্রীক ছোট লাট, বাহাদুরকে নিজভবনে আমন্ত্রিত করিয়া আনিয়া তাঁহাদের যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করেন। সস্ত্রীক ছোট লাট বাহাদুর এবং নিমন্ত্রিত দেশীয় ও অন্যান্য ইউরোপীয়গণের প্রীতিসাধনার্থ রাজা বাহাদুর কোনরূপ আয়োজন অনুষ্ঠানের ক্রটি করেন নাই।

২। লাহোরের ভাই শান্তরাম সংস্কৃত বিদ্যালয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। মান্দ্রাজ দেশীয় মহিলাদিগের জন্য একটি সভা ( ক্লব ) এবং একটি উদ্যান স্থাপনের কথা হইতেছে। ঐ দুই স্থানে পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। স্ত্রীলোকেরাই ব্যায়াম ও বায়ু সেবন করিবেন

৪। প্রিন্স বিসমার্কের পুত্র কাউণ্ট বিসমার্ক ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সম্প্রতি সিংহলে পঁহুছিয়াছেন, তথা হইতে ভারতে আসিবেন।

৫। মহারাজ গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর রঙ্গপুরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাটী নির্ম্মাণার্থ এককালে ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

# সমালোচনা।

১। অমরবালা—শ্রীঈশানচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৵০ আনা। কিরণবালা নাম্নী একটী ৭ বৎসরের বালিকার সুন্দর চরিত বর্ণিত হইয়াছে। মুকুল অবস্থায় যাহা হইতে এত সৌরভ বিস্তারিত হইয়াছিল, না জানি ফুটিলে তাহা কত মনোহর হইত! অমরবালা স্বর্গের উদ্যানেরই উপযুক্ত।

# বামারচনা।

## ভারত মাতার আদুরে ছেলে।

১

ওরে মোর যাদুমণি, বাহিরে যেও না ধন!
এ ছিন্ন আঁচলখানি, তোমারিত আবরণ,
রাখিব ইহাতে ঢেকে বেচেঁ থাকি যতক্ষণ,
ওরে মোর যাদুমণি, বাহিরে যেও না ধন।

২

কালি ও কলম আছে, কাগজ সুলভ ভারি,
ঘরে বসি কর বাপ! গর্ব্বভরে জুরি জারি,
"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" রাখহ মুখস্থ করি,
গত ভ্রাতাদের বীর্য্য রাখহ স্মরণে ধরি।

৩

এ শুকানো বুকে মোর বসো বসো যাদুমণি,
ননীর পুতুল মম ওরে বিলাসের খনি!
সোহাগ আদরে নাম রাখিয়াছি 'চারু' 'ননী'
"যুধিষ্ঠির" "বীরসিংহ" ও অসভ্য নাম গণি।

৪

পূর্ণ অবয়বে লক্ষ্মী বাণিজ্যে করুন বাস,
অথবা অর্দ্ধাঙ্গী হ'য়ে সহাস্তে দেখুন চাষ,
এবে বাছা! তার মম কিছুমাত্র নাহি আশ,
আমি চাহি টেরী, দাড়ী, চোখ-ঢাকা মৃদুহাস।

৫

পাশ্চাত্য ভগিনী মোর রাজরাজেশ্বরী তিনি,
যদিও অভাগ্যবতী মাতা তোর কাঙ্গালিনী,
তবু এ কাঙ্গাল-কোলে আয় বিলাসের খনি,
হ্যাট, কোট প্যাণ্টুলানে সাজাইব যাদুমণি!

৬

ভাগ্যবতী রাজরাণী ভগিনীর পুত্র প্রায়
সাহেব সাজাব তোরে আয় যাদু কোলে আয়,
সুগন্ধি এসেন্স দিয়া সৌরভিত করি কায়,
বুট, ষ্টকিং পরাইয়া দিব ও কোমল পায়।

৭

বিজ্ঞান, বীরত্ব, ধর্ম্ম, যাগ যোগ রাজনীতি
বই পাতে লেখ, পড় সমাজ সংস্কার বিধি,
লিখ দেখি এ কাগজে দুপিঠে প্রণয়-গীতি—
লেখ, পড় ধরনাকো দুরন্ত ছেলের রীতি।

৮

সাহেব ভ্রাতারা তোর বড়ই দুরন্ত ছেলে,
বিচূর্ণ করিছে কত উত্তুঙ্গ পর্ব্বত ঠেলে,
শোনে না মায়ের কথা না থাকে মায়ের কোলে,
দুরন্ত সাগর ভেদি যথা ইচ্ছা যায় চ'লে।

৯

তবে কি তাদের মা'র পরাণে মমতা নাই,
নিজের সুখের তরে সন্তানে নিয়োজে তাই?
তোরা আদরের ছেলে, যদি ও খেতে না পাই'
তবুও আমার কোলে আছেত বিস্তর ঠাঁই

১০

রাঙ্গা টুক্‌টুকে বৌ এনে দিব ওরে ধন,
বিস্তর চাকরগিরি জুটাইব অনুক্ষণ,
ইনকম্ ট্যাক্‌স দিয়া বেঁচে যাবে যেই ধন,
তাহার আধেক পাবে সেকরা খলুপেগণ।

১১

বিনামা-বিক্রেতা, শুঁড়ি, সুগন্ধি-বিক্রেতা সবে,
একেবারে ফাঁকি দিলে ধর্ম্মে ভর নাহি সবে,
রসুয়ে ও দাস দাসী তব মুখ চেয়ে র'বে,
চাকরীর কড়ি তব না পেলে যে কত ক'বে।

১২

বিলাতী কুকুরগুলি পুষো যাদু সযতনে,
আচর বিলাতী পাপ বসি মম হৃদাসনে।
আফিস ও অন্তঃপুরে সেবা ক'র একমনে,
তাস, দাবা খেলো যাদু ল'য়ে যত সঙ্গিগণে।

১৩

গুড়ুকে কি কাজ ম্যাচে বার্ডসাই খেলে হ'বে
মুরগী মটন ঘৃতে বাজে লোকে কিছু ল'বে,
বারাণসী সাটিন কি না কিনিলে মান র'বে?
সি, এস্, আই উপাধিটী তাও ত লইতে হবে।

১৪

দেশী শিল্পীদের মাথা চিবাইয়া খাও ধন!
আমার শোণিত শুষে লউক বিদেশীগণ;
তোমরা এ শুষ্ক বুকে কর বসি আস্ফালন,
ওরে মোর যাদুমণি বাহিরে যেও না ধন!

শ্রীকু, রা।

---

## সন্ধ্যা-তারা।

ঐ যে উঠিল তারা ঐ কি আমার সেই?
হৃদয়-উদ্যানে মম যদি বা ফুটিল ফুল,
রবি-কর না পশিতে অমনি শুকায়ে গেল,
না বহিতে স্নিগ্ধ বায়ু সুরভি বিলীন হল,
হৃদয় শ্মশান হল, আকুল হইল প্রাণ,
বৃথা এ সংসারে করে কুহক সুখের ভান,
সংসার দুঃখেতে ভরা, কে সুখী কোথায় আছে?
কৈ সুখ কোথা আছে, অথবা ফুরায়ে গেছে,
কেনবা পাইনু তায়, পাইয়া হারানু হায়!
কোমল কুসুম রেণু অকালে ঝরিল ভূঁয়ে,
আমার সুখের ধরা অমনি মিশিল তায়,
হৃদয়-পল্লব মম অমনি পড়িল নুয়ে।
আকুল ব্যাকুল হয়ে কাঁদিতেছি যার তরে,
কই সে দিল না দেখা-ভুলিয়াছে একেবারে
মায়ের হৃদয়তন্ত্র আমাদের সুখহার,
যত দিন রব বেঁচে তারে কি পাব না আর?
কাকলী ঝঙ্কার জিনি তাহার মুখের বাণী,
ডাকিত মধুর স্বরে করিত সুধার ধার,
নবীন অরুণ-আভা বরণ আছিল তার।
ঐ যে,সন্ধ্যার তারা ঐ কি আমার সেই,
ভাবিতে পারি না আমি "শৈল" যে আমার নেই।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী।

No 375. April 1896.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৫ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩০২—এপ্রেল, ১৮৯৬। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সূচী।




## কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাই লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

No. 375. April 1896.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৫ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩০২—এপ্রেল, ১৮৯৬। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

**শোভাবাজার দাতব্য সভা**—ইহার দ্বাদশবার্ষিক সভায় অনেক গণ্য মান্য লোক উপস্থিত হন এবং ছোট লাটের প্রধান সেক্রেটারী কটন সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন। গত বৎসর এই সভার আয় ৩৮৬২ ৸৴১৫ এবং ব্যয় ৩৮৪৪৸৴৯ হয়। সভার হস্তে ৪ সহস্র টাকা মজুত আছে। এই সভা হইতে বিধবা, অনাথ, দরিদ্র ছাত্র প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দয়ার পাত্রকে সাহায্য করা হয় এবং দান বিষয়ে কলিকাতা ও মফঃস্বলে প্রভেদ নাই। এরূপ উদার শুভকার্য্যে দেশহিতৈষীমাত্রেরই সহায়তা করা আবশ্যক।

**কুমারী কব**—ব্রহ্মবাদিনী মিস্ ফ্রান্সিস পাউয়ার কব ৭৩ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ৭৪ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম, নীতি ও দর্শন সম্বন্ধে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লণ্ডনের দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্যে স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিনিই প্রথমে ব্রত হন। জগদীশ ইহাঁকে দীর্ঘজীবিনী করুন।

**দান**—(১) বাই দিনবাই পেটিট বোম্বাই নগরে এক "সাধারণ গৃহ" নির্ম্মাণার্থ তত্রত্য মিউনিসিপালিটীর হস্তে ৫ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। (২) খাঁটুরা দরিদ্রালয়ের সাহায্যার্থ তত্রত্য দুইটী হিন্দু বিধবা ১০০০ টাকা মূল্যের একখানি বাটী দান করিয়াছেন এবং মাসিক ৪৫৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিয়া থাকেন। এরূপ ধর্ম্মশীলা রমণীগণ যথার্থ প্রশংসার্হ। (৩) রঙ্গপুরের মহারাজ গোবিন্দলালের দান প্রসিদ্ধ। তিনি সম্প্রতি রঙ্গপুরের

ডাক্তারখানার জন্য ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

রাজপ্রতিনিধির সিমলা যাত্রা—গত ২৭এ মার্চ্চ লর্ড এলগিন সস্ত্রীক কলিকাতা হইতে বিদায় লইয়াছেন। ইঁহারা এলাহাবাদ, বেরিলী, হরিদ্বার, সাহারণপুর প্রভৃতি দর্শন করিয়া সিমলায় উপনীত হইবেন।

রুষ সম্রাটের অভিষেক—আগামী মে মাসে মস্কৌ সহরে রুষ সম্রাটের অভিষেকের মহা আয়োজন হইতেছে। এতদুপলক্ষে অন্যূন ৪ লক্ষ লোকের সমাগমের সম্ভাবনা।

শিশুমুখ-চুম্বন—ইহা অতি সুখকর কার্য্য হইলেও ইহাতে শিশুদিগের শরীরের অনেক অনিষ্ট হয়। ফিলাডেলফিয়ার এক দল মার্কিণ রমণী এ প্রথা রহিত করিবার জন্য এক সভা স্থাপন করিয়াছেন।

কুম্ভীরপালন—কুম্ভীরের চর্ম্ম ও দন্ত বিক্রয়ে বহুল লাভ হয়, এই জন্য আমেরিকার ফ্লোরিডার অধিবাসিগণ কুম্ভীর পালন করিয়া থাকে। ১৮৮০ হইতে ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত তাহারা প্রায় ২০ লক্ষ কুম্ভীর মারিয়াছে। কুম্ভীরবংশের লোপ না হয়, এই জন্য তাহাদের বড়ই প্রয়াস!

বিজ্ঞানে মহিলা—কুমারী সোরাবজী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস সি (B. S. C.) পরীক্ষায় সম্প্রতি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ভারত মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি পাইলেন। স্ত্রীলোকেরা কোন্ বিদ্যাশিক্ষায় অক্ষম?

---

# বসন্তলক্ষ্মী।

যাঁহারা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, "বসন্তলক্ষ্মী" এই অমৃতায়মান শব্দটী যে কতবারই তাঁহাদিগের নয়নপথে নিপতিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসাধ্য। কিন্তু তন্মধ্যে কত জন মূর্ত্তিমতী বসন্তলক্ষ্মী প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, তাহাও বলা যায় না! আবার দর্শকগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কি ভাবে দর্শন করিয়াছেন, তাহাও নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চক্ষুতে ঐ লক্ষ্মী যে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন, তাহা নিশ্চিত। কেননা "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।"

সম্প্রতি বসন্তকাল উপস্থিত। কৃত্রিম পদার্থে পরিপূর্ণ নগর রাজধানীর বহির্ভাগে আজ কাল বসন্তলক্ষ্মী বিরাজমানা। যাঁহারা এক্ষণে নগরাদির বাহিরে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারাই বসন্তলক্ষ্মীর জগন্মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেছেন। আমরা আজ কাল ঐ সুরসুন্দরীর যেরূপ মাদকময়ী মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিতেছি, ইচ্ছা করে, সেই রূপের

আলোক-চিত্র নগরবাসিগণের নয়নোপরি ধারণ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, লেখনীতে সে চিত্র নির্ম্মাণের শক্তি নাই। তথাপি যে চেষ্টা করিতেছি, তাহা মদোন্মত্তের উচ্ছৃঙ্খল চেষ্টাবৎ। কেননা নয়নদ্বারে বসন্তলক্ষ্মীর রূপাসব পানে আমরাও উন্মত্ত হইয়াছি। বাতুল প্রলাপ জন্য পাঠক পাঠিকার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বসন্তলক্ষ্মী, তরুগণের তরুণ পল্লব, নবদূর্ব্বা, তিসি ছোলাদির হরিদ্‌গুল্ম-রূপ বসন পরিয়াছেন। ঐ বসনে কনক চাঁপা, কাঞ্চন, শিরীষ, শমী, শ্যামা, জবা, মাধবী, পলাশ ও ঝাটির বুটিকাটা। মধ্যে মধ্যে মলয়ানিলে তরঙ্গায়িত। স্থানে স্থানে পুরাতন ইট্ ও খোয়ার পাঁজা, নানাবিধ কুসুমিত তরুলতায় আচ্ছন্ন। দেখিলে বোধ হয়, নয়নাভিরাম কারুকার্য্য নানা ভাব বিলাসে বসন্তলক্ষ্মীর বিশাল বক্ষে শোভা পাইতেছে।

স্থানে স্থানে নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ তরু-সকল কনকাভ আলোক লতায় আচ্ছন্ন; এমন নিবিড়রূপে আচ্ছন্ন যে, তরুর একটী পত্রও নয়নগোচর হয় না। কোন গাছ, পীতাভ বাল-পল্লবে সমাচ্ছন্ন। ঐ সকল দেখিয়া বোধ হয়, বসন্ত-লক্ষ্মী, বসন্ত-বিলাসিনী হিন্দুস্থানি কামিনীদিগের ন্যায় বসন্ত রঙ্গের ওড়না ধারণ করিয়াছেন।

স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ কুসুমিত অসংখ্য মন্দার তরু লোহিতাভায় দিক্ রঞ্জিত করিয়া অতুল শোভা বিস্তার করিতেছে। তদ্দর্শনে বোধ হইল, বসন্তলক্ষ্মী স্বীয় কণ্ঠে পারিজাতের মালা ধারণ করিয়াছেন।

যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই অপরিমিত মুকুলে আচ্ছন্ন সহকার তরু;—মুকুলের এমন ঘন সন্নিবেশ যে, আম্রের পত্রগণ প্রায় অদৃশ্য। তদ্দৃষ্টে বোধ হইল, বসন্তলক্ষ্মী সহকার-পত্ররূপ মরকত-শ্যাম কেশজালে কবরী বন্ধনপূর্ব্বক তাহাতে চূতমুকুলের চূড়া ও সীমন্তে সিমুলফুলের সিন্দূর পরিয়াছেন। শাল্মলী বৃক্ষে একটী মাত্রও পত্র নাই, কেবল আপাদমস্তক লোহিতোজ্জ্বল বর্ণের কুসুম শোভা পাইতেছে, তাহাকে বসন্ত-লক্ষ্মীর সামন্ত-শোভী সিন্দূর ভিন্ন আর কি বলিব?

স্থানে স্থানে মাধবী, মালতী প্রভৃতি লতাজালে সহকারাদি সুন্দররূপে জড়িত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া বোধ হইল, বসন্তলক্ষ্মী দড়াগোট্ বা মেখলা পরিয়াছেন!

চতুর্দ্দিকে শিরীষ বৃক্ষে অজস্র ফল পাকিয়াছে। শিরীষের ফল শিম্বীজাতীয়, দীর্ঘাকার ও স্বর্ণবর্ণ। দেখিলে, বসন্ত-লক্ষ্মীর বাহুমূলস্থ স্বর্ণতাবিজ বলিয়া বোধ হয়।

চারি দিকে অগণ্য তিন্তিড়ী, বাবলা ও বিল্ববৃক্ষে অপরিমেয় ফল শোভা পাইতেছে। তিন্তিড়ী ও বাবলা, উভয়ের ফলই শিম্বীজাতীয় ও গ্রন্থিল,—দেখিলে

বোধ হয়, বসন্তলক্ষ্মী, চরণ যুগলে মনোহর মঞ্জীর ধারণ করিয়াছেন। বিল্বফল এক এক বৃন্তে তিন চারিটী দোদুল্যমান,—যেন বসন্তলক্ষ্মীর অনন্ত, তাঁবিজ, যশোম্ প্রভৃতি করাভরণের থোপ্ ঝুলিতেছে।

যে দিকে দৃষ্টিপাত করি,—অসংখ্য কুল-বৃক্ষ, পীতাভ পক্কফলে অবনত, বসন্তলক্ষ্মীর বসন-কোটক (১) রূপে প্রতীয়মান।

এখন, পীড়াদি কারণ ব্যতিরেকে কেহই করে বা কণ্ঠে মাদুলি ধারণ করেন না; কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে বালক, বালিকা, যুবতী, গৃহিণী সকলের অঙ্গেই মাদুলি একটী সুন্দর আভরণরূপে দৃষ্ট হইত। বসন্তলক্ষ্মী চিরজীবনা ও স্থির-যৌবনা হইলেও সেকেলে মেয়ে,—এজন্য দেখিলাম, করে, কণ্ঠে, কটিতে বিলাতি-কুল, হরীতকী প্রভৃতির অনেক মাদুলী ধারণ করিয়াছেন।

কর্ণে জবাফুলের ইয়ার রিং, ঝুম্‌কো-লতার ঝুম্‌কো; রঙ্গন বিশেষের মাকড়ি; করাঙ্গুলিতে আঙ্গটিফুলের অঙ্গুরীয়ক এবং চরণাঙ্গুলিতে পাশুলী ফুলের পাশুলী পরিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন।

বসন্তলক্ষ্মী কখন বাতবিভিন্ন কদলী-পত্ররূপ অলকাবৃত, শিমুলরূপ-সিন্দুর-পুঞ্জোজ্জ্বল, বাসন্তী পূর্ণিমার পরিণত শশধর বদনের শোভাঞ্জন, বাকস-কুন্দকোরকরূপ দশন বিকাশপূর্ব্বক হাস্য করিতেছেন,—সে হাসির বিশদ শুচি শোভায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছে। সে মধুবর্ষী হাসির মধুগন্ধে মধুপ পতঙ্গকুল আকুল হইয়া গগনাঙ্গনে বিলুণ্ঠিত হইতেছে।

কখন বা মস্তকে খর্জ্জুর-শাখার চূড়া বাঁধিয়া নলিকারূপ বংশী বাদন করিতেছেন,—সে বংশীর অপর প্রান্তে "টস্ টস্" করিয়া অধরামৃত ক্ষরিতেছে, কত বিহঙ্গ,—কত ভুজঙ্গ,—কত শৃগাল উল্কামুখী,—কত নকুল সে অধরামৃত পানে আকুল হইয়া আনন্দ-কোলাহল করিতেছে। সে বংশীতে কোকিল, পাপিয়া, ভ্রমর, মধু-মক্ষিকা প্রভৃতি বসন্ত বিহঙ্গ ও পতঙ্গের কলধ্বনি বাজিতেছে। নিঃশ্বাস-পবনে বাসন্তী কুসুমের গন্ধ ছুটিতেছে। সে গন্ধে জীবকুল উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে। বিহঙ্গকূজনে বসন্তরাগের ছায়া পড়িয়াছে,—সে রাগে বিষয়ীর বিষয়-বিরাগ জন্মিতেছে। এত সৌন্দর্য্য,—এত মাধুর্য্য—এত মধু—এত অমৃত—কোথা হইতে—কাহার জন্য আসিতেছে,—সেই বিষয়-বিরত পবিত্র চিত্তের উপর দিয়া এই ভাবের স্রোত বহিয়া যাইতেছে !!

---

(১) অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, মথুরা বৃন্দাবন অঞ্চলের রমণীগণ ওড়না ব্যবহার করেন। অনেকের ওড়নার প্রান্তে স্বর্ণের বা রৌপ্যের বর্ত্তুলাকার কাঁটি গ্রথিত থাকে, তাহার নাম কোটক।

# বেদ।

বেদ চারিভাগে বিভক্ত :—যথা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব। বেদশাস্ত্র ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম এতদুভয়-প্রতিপাদক। এই বেদ-শাস্ত্র প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ঋক্, যজু ও সাম এই তিনকে মন্ত্রভাগ বলে। যে সকল মন্ত্র শ্লোকবৎ, পাদবদ্ধ এবং ছন্দোবিশিষ্ট, তাহাদিগকে ঋক্; যে ভাগ স্বরাদি-সংযোগে গীত-বিশিষ্ট, তাহাকে সাম; এবং যে ভাগ উক্ত দুই প্রকার হইতে পৃথক্, তাহাকে যজুঃ বলে; যেহেতু তাহা ছন্দো-বিশিষ্ট, পাদবদ্ধ অথবা স্বরসংযুক্ত গীত-সমন্বিত নহে।

বেদশাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগ যে ব্রাহ্মণ, তাহা তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম বিধি-রূপ, দ্বিতীয় অর্থবাদ, এবং তৃতীয় উভয় হইতে স্বতন্ত্র, অর্থাৎ না বিধি, না অর্থবাদ।

বিধি চারি প্রকার; যথা—উৎপত্তি-বিধি, অধিকার-বিধি, বিনিয়োগ-বিধি এবং প্রয়োগ-বিধি।

বেদোক্ত যাগ প্রভৃতি কর্ম্মের স্বরূপ-বোধক বাক্যের নাম উৎপত্তিবিধি; যাগাদির ফল-সম্বন্ধ-বোধক বাক্য অধিকার বিধি; কর্ম্মের অঙ্গ-সম্বন্ধবোধক বাক্য বিনিয়োগবিধি এবং উক্ত ত্রিবিধ বিধির ঐক্যের নাম প্রয়োগবিধি।

অর্থবাদও এক প্রকার বিধিস্বরূপ। ঐ অর্থবাদ তিন প্রকারে বিভক্ত, যথা—গুণবাদ, অনুবাদ, এবং ভূতার্থবাদ। যাহাতে অপর প্রমাণের বিরুদ্ধ অর্থ বুঝা যায়, তাহা গুণবাদ; যাহা প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত অর্থকে বুঝায়, তাহার নাম অনুবাদ; এবং প্রমাণান্তরের সহিত বিরুদ্ধ কিম্বা তৎপ্রাপ্তিবর্জ্জিত অর্থ ভূতার্থ-বাদ।

উপরি-উক্ত ব্রাহ্মণভাগে অপর একটী স্বতন্ত্র ভাগ আছে, তাহাকে বেদান্ত বলে। তাহা উপনিষদ শব্দেও কথিত হয়। সেই ভাগ কেবল পরব্রহ্মের প্রতিপাদক। যদিও তাহা বিধি ও অর্থবাদ, এই উভয় হইতে স্বতন্ত্র, তথাপি বেদবিদ্‌গণ তাহার ভাগবিশেষকে বিধি বলিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে অর্থবাদের মধ্যেও তাহার গণনা আছে।

মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দ্বিবিধ স্বরূপ সমুদায় বেদ, কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধক হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড হইতে ধর্ম্ম ও কাম সিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং ব্রহ্মকাণ্ড হইতে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয়।

অথর্ব্ববেদ কর্ম্মবিষয়ে উপযোগী নহে, উহাতে শান্তিক, পৌষ্টিক, আভিচারিক এবং আদি কার্য্যই প্রতিপন্ন হয়।

অথর্ব্ববেদের অঙ্গ যে আয়ুর্ব্বেদ তাহা

অষ্টভাগে বিভক্ত, যথা,—শল্যতন্ত্র, শালাক্য-তন্ত্র, কায়চিকিৎসা-তন্ত্র, ভূত বিদ্যাতন্ত্র, কৌমার ভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, এবং বাজীকরণ তন্ত্র।

পূর্ব্বে বেদ ( একলক্ষশ্লোকাত্মক অর্থাৎ যাহাতে দ্বাত্রিংশ লক্ষ অক্ষর আছে) একখানি গ্রন্থ ছিল। ভগবান্ বেদ-ব্যাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, কলির প্রাদুর্ভাবে ব্রাহ্মণগণ অল্পবীর্য্য হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ধারণাশক্তি ক্রমশই হীন হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণেরা যেরূপ সমস্ত বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিতেন, এক্ষণে আর সেরূপ পারেন না। অতএব তিনি স্থির করিলেন যে, এক এক শিষ্য বেদের এক এক অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলে সমুদায় বেদ রক্ষা পাইতে পারিবে। অনন্তর তিনি সম্পূর্ণ বেদ চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন; এবং চারিজন শিষ্য গ্রহণ করিয়া, প্রথম শিষ্য পৈলকে ঋক্-বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। ভগবান্ বেদব্যাসের পঞ্চম-শিষ্যের নাম লোমহর্ষণ। তিনি বেদ-ব্যাসের নিকটে ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন করেন।

বেদব্যাসের প্রথম শিষ্য পৈল বেদরূপ বৃক্ষের ঋগ্বেদরূপ শাখা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমিতি ও বাস্কল নামক শিষ্যকে এক এক সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন।

( ক্রমশঃ )

---

# পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। হাপরমালির রস নালীঘায়ের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। পানসিউলির কাঁচা পাতা নালাঘার উপর বসাইয়া শুকাইলে বদলাইয়া দিবে। এইরূপে তিন চারি দিন দিলে ঘা আরাম হয়।

২। পুরাতন ঘরের জরা খড় অঙ্গুলি দিয়া ধূলীবৎ করিয়া অনেক দিনের পুরাতন নালী ঘায় লাগাইয়া দিলে উহা সারিয়া যায়।

৩। ধুনা, বিশুদ্ধ গন্ধক, সোহাগা, মিছিরি, এই সকল দ্রব্য সমভাগ করিয়া লইবে, পরে চূর্ণ করিয়া জলের সহিত একত্রিত করিয়া উত্তম প্রকারে মর্দ্দন করিবে। তিন চারি দিবসের মধ্যে কুরচি দক্র আরাম হয়।

৪। শিশুদিগের জাড়ি ঘাতে জাতি-ফুলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া, সেই ঘৃত ক্ষত-স্থানে ৫।৭ বার দিবে। কিম্বা ভেড়ার দুগ্ধ ২।৪ ফোঁটা ২।৪ বার ঘায় লাগাইলে, কিম্বা সোহাগা আগুনে খই করিয়া, তাহার অল্পভাগ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘায় দিলে, অথবা রসমাণিক মধুর

সহিত ঘষিয়া, মুখের জিহ্বায় বা ওষ্ঠের ঘায়ে দিলে শীঘ্র ঘা আরাম হয়।

৫। পুরাতন ঘৃত এক পোয়া লইয়া পরে মনসা গাছের ডালের শাঁস এই ঘৃতে ভাজিতে হইবে। যখন দেখিবে এই শাঁস লাল রং ধরিয়াছে, তখন নামাইয়া একটী নিম্বকাষ্ঠের ঘোঁটনা দ্বারা এই ঘৃত সাত দিন ঘুটতে হইবে। যখন দেখিবে যে, উহা আটা আটা হইয়াছে, তখন উহা ২।৩ দিন নালা ঘায়ে লাগাইলে ঘা আরাম হইবে।

৬। অশ্বত্থ গাছের শুকনা ছাল, শুকনা খোলায় ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া, পরিষ্কার নেকড়ায় ছাঁকিয়া ফাঁকি করিবে। সেই ফাঁকি ২।৩ দিন নালা ঘায়ে দিলে ঘা আরোগ্য হইবে।

৭। কড়া রকম হিঙ্গলী দোক্তা তামাক রৌদ্রে শুকাইয়া ফাঁকি করিয়া নেকড়ায় ছাঁকিবে। এই ফাঁকি নালী ঘায়ে দিলে ঘা ভাল হইবে ও পোকা মরিয়া যাইবে।

৮। ঘুঁটে দিয়া চুলকাইয়া দাদে মহিষের রক্ত দিলে, মহিষে দাদ ভাল হয়।

৯। ঘুরঘুরে ঘায়ে পোকা হইলে, পচা মানের ডাঁটা ও মাখন একত্রে বাটিয়া ঘায়ে প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে বসিলে, সমস্ত পোকা বাহির হইয়া ঘা শুষ্ক হইয়া যায়।

১০। কাচমাচি, চাকুন্দেবীজ, কুড় ও পিপুল ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ধবল রোগ নষ্ট হয়।

১১। চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধবলবণ, শ্বেত সর্ষপ ও বিড়ঙ্গ এই সমুদয় কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু ও ছুলি আরোগ্য হয়।

১২। সোঁদাল পাতা কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু, ছুলি ও কিটিক নামক কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

১৩। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, হাকুতবীজ, শ্বেত সর্ষপ, ডাকরঞ্জবীজ, হরিদ্রা ও আকন্দপত্র এই সমুদয় সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নাশ হয়।

১৪। দূর্ব্বা, হরীতকী, সৈন্ধব লবণ, চাকুন্দাবীজ ও তুলসীপত্র এই সমুদয় দ্রব্য কাঁজি ও ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডু ও দদ্রুর শান্তি হয়।

১৫। সোমরাজ বীজ ৪ পল ও হরিতাল ১ পল, এই উভয় দ্রব্য লৌহ-পাত্রে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া প্রলেপ দিলে, পাদস্ফোট নিবারিত হয়।

---

# আয়ুর্ব্বেদমতে ধাত্রীবিদ্যা।

## গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর কর্ত্তব্য।

গর্ভসঞ্চার হইতে প্রসব পর্য্যন্ত সময়কে গর্ভকাল কহে। গর্ভাবস্থায় নারীগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া সর্ব্বতো-ভাবে আবশ্যক। সকলদেশীয়

চিকিৎসকগণই গর্ভাবস্থায় বিশেষরূপ সাবধান থাকিবার জন্য বিস্তর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিগণ গর্ভাবস্থায় নারীগণের প্রতি অনেকগুলি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—গর্ভাবস্থায় রমণীগণ সতত উত্তম বস্ত্র পরিধান এবং অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিয়া সতত প্রফুল্লচিত্তা ও শুদ্ধচারিণী থাকিবেন। সুমিষ্ট, স্নিগ্ধ, হৃদ্য, দ্রব, লঘু, সংস্কৃত ও পুষ্টিকর দ্রব্যাদি ভোজন করিবেন। ব্যায়াম কিম্বা অপকৃষ্ট বিষয়ে মন দিবেন না। অতিরিক্ত আমোদ, রাত্রিজাগরণ, শোক, আরোহণ, বেগ ধারণ এবং উৎকট আসন পরিত্যাগ করিবেন। গর্ভিণী বিকৃতাকার, মলিন, কিম্বা হীনাঙ্গী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে না। দুর্গন্ধ আঘ্রাণ বা অপ্রীতিকর দ্রব্যাদি দর্শন করিবে না। শুষ্ক, পর্য্যুষিত কিম্বা অপক্ক অন্নাদি আহার করিবে না। উচ্চৈঃস্বরে কথা কিম্বা যে সকল কার্য্য করিলে গর্ভনাশের সম্ভাবনা তাহা পরিত্যাগ করিবে। গর্ভবতী নারী সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, তাহা প্রতিপালন করা অতীব কর্ত্তব্য।

সূতিকাগৃহ—কিরূপ স্থানে ও কিরূপ নিয়মে সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। এই সূতিকা-গৃহ-নির্ম্মাণ-দোষে অনেক স্থানেই বিস্তর শিশু নানা প্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া, অসময়ে জনক জননীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, সাধের সংসার অন্ধকার করিয়া, মাতার স্নেহপূর্ণ ক্রোড় শূন্য করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

সূতিকা-গৃহ সম্বন্ধে প্রত্যেক গৃহস্থই নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় মনে রাখিলে অনেক প্রকার অনিষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

বাড়ীর মধ্যে যে স্থান উচ্চ এবং যথায় সর্ব্বদা উত্তমরূপ রৌদ্র লাগিয়া থাকে, ও বায়ু সঞ্চারিত হয়, এরূপ স্থলে সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

গৃহের মধ্যে ঠিক্ দ্বারের সম্মুখে শিশুর শয়নের ব্যবস্থা করা উচিত নহে। কারণ গৃহের মধ্যে যেরূপ গরম রাখা হইয়া থাকে, তাহাতে রাত্রিকালে হঠাৎ দ্বার খুলিলে বাহিরের শীতল বাতাস শিশুর শরীরে লাগিয়া রোগ জন্মাইয়া থাকে।

বর্ষা ও শীত কালের অস্বাস্থ্যকর বায়ু হইতে শিশুর দেহ রক্ষা করা আবশ্যক।

যে সকল গৃহস্থের অবস্থা ভাল এবং যাঁহারা অট্টালিকাদিতে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সূতিকা-গৃহের জন্য বাড়ীর মধ্যে একখানি ভালরকম ঘর রাখা উচিত। উঠানে সামান্যরূপ গৃহ প্রস্তুত করা অপেক্ষা একখানি পৃথক্ গৃহে প্রসবের স্থান নিরূপণ করা যুক্তি-সঙ্গত।

আমাদের দেশের প্রাচীন চিকিৎসকগণ সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অতি প্রশস্ত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন সুশ্রুত গ্রন্থে সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশিত আছে—

নবম মাস অবধিই গর্ভস্থ সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপযুক্ত কাল, অতএব নবম মাসের পূর্ব্বেই সূতিকা-গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

আট হাত দীর্ঘ ও চারি হাত বিস্তৃত এবং পূর্ব্ব কিম্বা দক্ষিণ দ্বারবিশিষ্ট, নিম্নলিখিত সর্ব্বপ্রকার উপকরণসম্পন্ন উপলিপ্ত ভিত্তিবিশিষ্ট ও মাঙ্গল্য-দ্রব্য-সংযুক্ত সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করা বিধেয়।

উপকরণ—বস্ত্র, আলেপন দ্রব্য, অগ্নি, জল, মলমূত্র ত্যাগ করিবার স্থান, ঘৃত, তৈল, সৈন্ধব, অগ্নি-সন্ধুক্ষণ কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যাদি সূতিকা-গৃহে সংগৃহীত রাখা আবশ্যক।

গর্ভস্রাব সম্বন্ধে সাবধানতা—যে সকল কারণে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইয়া থাকে, সেই সকল কারণ জানিয়া রাখা অতীব আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় দুরন্ত ছেলে গর্ভিণীর নিকটে রাখা উচিত নহে। কোন উচ্চ স্থান হইতে পতিত হওয়া, কোন ভারি বস্তু বলপূর্ব্বক উত্তোলন করা, সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বার বার উপর নীচে করা, গুরুতর পরিশ্রম করা, দূরদেশে ভ্রমণ কিম্বা যে সকল স্থানে সমস্ত শরীর অত্যন্ত আন্দোলিত হয় তাহাতে আরোহণ করা, অধিক রাত্রি জাগরণ, নৃত্য, বিরেচন কিম্বা উগ্র ঔষধাদি সেবন, কোষ্ঠ পরিষ্কার সময়ে অত্যন্ত বেগ দেওয়া, অত্যন্ত মানসিক চিন্তা, এককালে পরিশ্রম বর্জ্জন, অধিক পরিমাণে মেদোজনক দ্রব্য ভক্ষণ, দিবানিদ্রা, অত্যন্ত কোমল শয্যায় শয়ন প্রভৃতি অনেক প্রকার কারণে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে চক্রদত্ত স্ত্রীরোগ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম মাস হইতে দশম মাস পর্য্যন্ত যে যে মাসে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, সেই সেই মাসে এই দুর্ঘটনাকালে যে সকল ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা লিখিত আছে, তাহা "পাচন ও মুষ্টিযোগ" প্রবন্ধে উল্লিখিত হইবে।

যে সকল স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হইয়া থাকে, গর্ভস্রাবের সময় উপস্থিত হইলে বিশেষরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য অর্থাৎ প্রথম বারে যে সময়ে গর্ভস্রাব হইয়াছিল ঠিক্ সেইরূপ নিয়মিত সময় উপস্থিত হইলে গর্ভবতীকে কোন প্রকার শ্রমজনক কার্য্য আদৌ করিতে দেওয়া উচিত নহে। তাঁহাকে সর্ব্বদা শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে। বিশেষতঃ এই সময়ে সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা শারীরিক ও মানসিক চিন্তা হইতে বিরত থাকা আবশ্যক। শীতল জলে অবগাহন ও তদ্দ্বারা সামান্যরূপে গাত্রমার্জ্জনা করিলে উপকার হইতে পারে। ঘন ঘন গর্ভপাত হইলে স্ত্রীপুরুষে দীর্ঘকাল স্বতন্ত্র থাকা উচিত। প্রদরাক্রান্তা গর্ভিণীর গর্ভস্রাব হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। একবার গর্ভস্রাব হইলে আবার শীঘ্র গর্ভসঞ্চার না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। ফলতঃ

গর্ভসঞ্চার হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত একটু সতর্ক থাকিলে গর্ভস্রাব হইবার আশঙ্কা থাকে না। যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, প্রত্যেক গর্ভিণীকে সেই সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। এ দেশে যেরূপ অল্প বয়সে রমণীগণের গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে, তাহাতে লজ্জাবশতঃ অনেক গর্ভিণী কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন না। আবার যাঁহারা প্রতিপালনে প্রস্তুত, তাঁহারা হয়ত ঐ সকল নিয়মাদি আদৌ অবগত নহেন। গর্ভাবস্থা যে অত্যন্ত কঠিন সময়, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই মনে রাখা আবশ্যক। এই সময়ে সামান্য ত্রুটিবশতঃ প্রভূত অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে এ দেশের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থঘরে এক একটী বহুদর্শিনী গৃহিণী অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা অনেক চিকিৎসক অপেক্ষা অনেক প্রকার নিয়ম অবগত ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখন আর সেরূপ গৃহিণী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হয়।

স্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ—গর্ভাশয়মধ্যে ভ্রূণ ঈষৎ বক্রভাবে নিম্নাভিমুখে মস্তক রাখিয়া শয়ান থাকে; এবং স্বভাবতঃ প্রসবকালে অগ্রে মস্তক নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকেই স্বাভাবিক প্রসব বলা যায়।

চরক-সংহিতাকার বলেন যে, প্রসবকালের পূর্ব্বে গর্ভস্থ শিশু জননীর পৃষ্ঠাভিমুখে মুখ রাখিয়া ঊর্দ্ধমস্তকে অঙ্গসমূহ সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থিত থাকে। প্রসবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বায়ু দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্ন-মস্তক হয়; এবং তদনন্তর প্রসবদ্বারে সমাগত হইয়া থাকে।

প্রসব ক্রিয়াকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

১। প্রসবের পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ (ক্লেদ-স্রাব ও বেদনা প্রভৃতি) প্রকাশিত হওয়া।

২। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া।

৩। অমরা পতন বা ফুলপড়া।

আসন্ন প্রসবের লক্ষণ—যখন দেখা যাইবে যে, প্রসূতির পেট ছোট হইয়া আসিয়াছে, তিনি ঘন ঘন হাত পা ধুইতে যাইতেছেন, এবং তাঁহার পেটের কামড়ানি ও শূলানি হইতেছে, ও পেটের ভিতর অল্প অল্প মোচড়াইতেছে এবং প্রস্রাবের দ্বার দিয়া একপ্রকার তরল পদার্থ নির্গত হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী। এই সকল লক্ষণের সহিত কোমর হইতে বেদনা আসিয়া পেটে ও উরুতে সঞ্চারিত হয়। এই বেদনার প্রথম অবস্থায় বোধ হয় পেটের ভিতর যেন মোচড়াইয়া উঠে ও কাটিয়া যাইতেছে। পরে এমন একটী বেদনা হয়, তদ্দ্বারা বোধ হয় যেন পেট হইতে কোন পদার্থ বাহির হইবে। কোমর, পেট ও উরুদেশে ক্রমে ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হইতে থাকে। প্রসূতি দম বন্ধ করিয়া কোঁত দিয়া আরাম বোধ করেন। এই

সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলেই আর কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ ধাত্রী আনয়ন করিবে।

চরকে আসন্ন প্রসবের এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে। 'আসন্নপ্রসবা গর্ভিণীর অত্যন্ত গ্লানি ও আয়াসবোধ, কুক্ষি ও চক্ষুর শ্লথতা, অধোভাগের গুরুত্ব, অরুচি, মুখে জল উঠা, প্রস্রাবের বাহুল্য; উরুদেশ, উদর, কটী, পৃষ্ঠ, হৃদয়, ও বস্তিস্থানে বেদনা; প্রসবদ্বারের ঈষৎ কম্পন, বিবিধ প্রকার বেদনা, এবং ক্লেদস্রাব হয়। তৎপরে প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়া গর্ভোদক নির্গত হইতে থাকে।

প্রসবকালে ধাত্রীর সাহায্য সম্পূর্ণ আবশ্যক হইয়া উঠে, এজন্য যে গৃহস্থের গৃহে আসন্নপ্রসবা বর্ত্তমান, সেই গৃহস্থের প্রসবের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ধাত্রীকে সংবাদ দিয়া রাখা উচিত। ধাত্রীকে নিজ গৃহে রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। অভাব পক্ষে ধাত্রী যেখানে বাস করে, বাড়ীর কাহাকেও কিম্বা কোন প্রতিবেশী আত্মীয়কে তাহার গৃহ দেখাইয়া রাখা উচিত, অর্থাৎ প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই যেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া আনিতে পারা যায়।

ধাত্রী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে গৃহস্থের একটু মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রসবকার্য্যে যাহাদিগের পারদর্শিতা থাকে, সেইরূপ ধাত্রী দ্বারা প্রসব করান যে কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। কারণ অনেক সময় ধাত্রীর দোষেও বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। প্রসবকালে ধাত্রীর উপরেই যে প্রসূতির শুভাশুভ নির্ভর করে, তাহা সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রবেত্তা ঋষিগণ ধাত্রী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যে রমণী সদ্বংশজাতা, মধ্যমবয়স্কা, সাধুশীলা, শুদ্ধদুগ্ধা, বহুক্ষীরা, সবৎসা ও নির্লোভিনীয়া এবং যাহার অন্তঃকরণে বাৎসল্য ভাবের আধিক্য আছে, যে রমণী প্রবঞ্চক নহে, এবং যে বালককে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকে, সেইরূপ ধাত্রীই সম্পূর্ণ প্রশস্ত।

কখন কখন কৃত্রিম প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রকৃত কিম্বা কৃত্রিম প্রসববেদনা কাহাকে বলে, তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

কৃত্রিম বেদনায় বাস্তবিক গর্ভিণীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া থাকে। এই যন্ত্রণা নিবারণ জন্য সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কৃত্রিম বেদনা উপস্থিত হইলে গর্ভিণীকে স্থির ভাবে শয়ন করিতে দেওয়া উচিত এবং সেই সময় মৃদু বিরেচক কোন প্রকার জোলাপ দিলে বেদনা নিবারিত হইতে পারে। কখন কখন গর্ভে সন্তান নড়াচড়াতেও কৃত্রিম প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রকৃত বেদনায় গর্ভিণীর সন্তান-নির্গমন-পথ বিস্তারিত হইতে দেখা যায় এবং প্রসবদ্বার দিয়া এক প্রকার ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে। এক্ষার

বেদনা প্রায় সমান অন্তর অন্তর উপস্থিত হয়। বেদনা উপস্থিত হইলে যেমন ক্লেশ বোধ হয়, তাহার বিরামে সেইরূপ আবার কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না।

প্রসবকালীন কর্ত্তব্যতা বিষয়ে ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে। আসন্ন প্রসবের লক্ষণ উপস্থিত হইলে গর্ভিণীকে উত্তমরূপে তৈলাক্ত করিয়া এবং উষ্ণোদকে স্নান করাইয়া উত্তমরূপে অন্নমণ্ড পান করাইবে। তৎপরে মৃদু বিস্তীর্ণ শয্যায় মৃদু উপাধানে মস্তক রাখিয়া গর্ভিণী চিত হইয়া শয়ন করিবে। তৎকালে গর্ভিণীর নিকটে ভয়শূন্যা, বয়োবৃদ্ধা, প্রসবকার্য্যে দক্ষতাশালিনী ও কর্ত্তিতনখা চারিজন পরিচারিকা উপস্থিত থাকিয়া গর্ভিণীকে নানা প্রকার আশ্বাসবাক্যাদি দ্বারা পরিচর্য্যা করিবে।

অনন্তর গর্ভনাড়ী বন্ধন বিমুক্ত হইলে, এবং শ্রোণী ( কটিদেশে ) ও বস্তিদেশে ( তলপেটে ) শূল জন্মিলে, অল্প অল্প বেগে কুন্থন করিবে ( কোঁত দিবে ), তৎপরে গর্ভাশয় হইতে ভ্রূণ অধোমুখে নির্গমনোন্মুখ হইলে গাঢ়রূপে কুন্থন করিবে। তৎপরে ভ্রূণ বাহু প্রসবদ্বারের মুখাগত হইলে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত ততোধিক গাঢ়তররূপে পুনঃ পুনঃ কুন্থন করিবে।

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, অকালে অর্থাৎ প্রকৃত প্রসবকাল উপস্থিত না হইলে সবেগে প্রবাহণ অর্থাৎ কুন্থন করিলে ঐ গর্ভস্থ সন্তান বধির, মূক, মস্তকে আহত, কাশ ও শ্বাসাদি রোগযুক্ত, কুব্জ অথবা অন্য কোন বিকৃতাকারবিশিষ্ট হইতে পারে।

স্বভাবতঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরেই ফুল পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন কারণে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও শীঘ্র ফুল পতিত না হয়, তবে প্রসূতির উদরস্ফীতি, শূল ও অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া বিপদ ঘটাইয়া থাকে। ( ক্রমশঃ )

---

# আফ্রিকা ও তত্রত্য অসভ্য জাতি।

## নিয়াম নিয়াম।

নিয়াম বা ন্যাম ন্যাম জাতি আফ্রিকার বঙ্গোজাতির বাসভূমির দক্ষিণ পশ্চিমে বাস করে। ইহারা নরমাংস-ভক্ষক রাক্ষস বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের মস্তক চেপ্টা ও গোল এবং ঘন লম্বা লম্বা কেশে আবৃত। ইহাদের নাসিকা অতিশয় চেপ্টা এবং মুখরন্ধ্র নাসারন্ধ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহাদের গণ্ডস্থল গোলাকার এবং বদনমণ্ডল গোলার ন্যায়। ইহাদের গাত্রচর্ম্ম ধূসরবর্ণ এবং নানা প্রকার কৃষ্ণবর্ণ উল্কি দ্বারা রঞ্জিত। সম্মুখস্থ দন্তপাটী সুতীক্ষ্ণ এবং ইহা দ্বারা শত্রুগণের অস্ত্রাদি ধরিয়া থাকে। উৎসব-

কালে ইহাদের শরীর লালবর্ণ কাষ্ঠ দ্বারা আবৃত রাখে।

ন্যাম ন্যাম জাতি চর্ম্ম পরিধান করে। ইহাদিগের পুরুষেরাই নানা প্রকারে কেশ বিন্যাস করে, স্ত্রীলোকগণ করে না। পুরুষগণ পালক-ভূষিত গোল চতুষ্কোণ প্রভৃতি নানা প্রকার টুপি পরিধান করে এবং ইহা বড় বড় কাঁটা দ্বারা আট্‌কান হয়। মানুষের দাঁত গহনারূপে নানা প্রকারে পরিহিত হয়। ইহাদের কুটীরের ছাদদেশ কোণাকৃতি এবং মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের বহির্ভাগে ছাদের যে অংশ থাকে, তাহা দণ্ডোপরি স্থাপিত থাকে। রন্ধন ও শয়নের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গৃহ ব্যবহৃত হয়।

কতকগুলি গৃহের উপরিভাগ আংশিক খোলা থাকে এবং এই কুটীরে বালকগণ নিরাপদে নিদ্রা যায়। ন্যাম ন্যাম জাতিরা স্ত্রী ক্রয় করে না; তাহাদের রাজার নিকট দরখাস্ত করিলে তিনি বিবাহের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। ইহারা ইচ্ছানুসারে বহুসংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে স্ত্রী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ইহাদের বিবাহ অনুষ্ঠান অতি সহজ। কন্যা কন্যাযাত্রী সকল লইয়া স্বামিগৃহে গমন করিয়া থাকে, সঙ্গে বাদক গায়ক ও ভাঁড় সকল আমোদ করিতে করিতে যায়। পরে একটী ভোজ হয়। ইহাতে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। স্ত্রীরা জমি কর্ষণ, রন্ধন ইত্যাদি করিয়া থাকে এবং তদ্ব্যতীত নানারঙে স্বামীর অঙ্গরাগ এবং কেশবিন্যাস করিয়া থাকে। নিয়াম নিয়ামেরা অত্যন্ত স্ত্রী-প্রিয়। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় তাহারা তাহাদিগের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দেয় এবং এরূপ ভাবে হস্ত মর্দ্দন করে যে,যেন মধ্যের দুইটী আঙুল ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়া বোধ হয়। হস্তমর্দ্দন করিবার সময় তাহারা প্রত্যেকে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া মস্তক নাড়িয়া থাকে।

বর্ষা এবং তীক্ষ্ণধার লৌহ যন্ত্র তাহাদিগের প্রধান অস্ত্র। তাহারা এই অস্ত্র শত্রুদিগের উপরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। শত্রুদিগের বর্ষা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাহারা বড় বড় ঢাল ব্যবহার করে। এই সকল লোক,বিশেষতঃ শিকারিরা ফাঁদ এবং জাল প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত নিপুণ। রাজি ইহাদের প্রধান শস্য। এই শস্য হইতে এক প্রকার মদ প্রস্তুত হয়। এই মদ ইহারা বহুল পরিমাণে পান করিয়া থাকে। ন্যাম ন্যামেরা অত্যন্ত ধূমপায়ী এবং ইহাদের সুদীর্ঘ বাঁকা ও নলযুক্ত হুঁকা ও গুড়গুড়ি আছে। হাঁস মুরগি এবং কুকুরই তাহাদের প্রধান গৃহপালিত পশু। কুকুর এবং সর্ব্বপ্রকার জন্তুই ইহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। যুদ্ধে যাহাদিগকে বন্দী করা হয় এবং যাহারা বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া মরে, তাহাদিগকে ভক্ষণ করা হয়। তাহাদের বাটীর বহির্ভাগে যষ্টি পোতা থাকে। যাহাদিগকে ভক্ষণ করা হয়, তাহাদিগের

মস্তকের খুলী ঐ সকল যষ্টির উপর সারি সারি বসান থাকে। মনুষ্যের চর্ব্বি সকল স্থানে বিক্রীত হয়। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নরমাংস খায় না। রাজা বা সেনা-পতিদিগেরই সৈন্য সকলকে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করিবার ক্ষমতা আছে। যে সকল লোকের প্রাণদণ্ড হয়, সেনাপতিরা নিজ হস্তে তাহাদিগকে মারিয়া থাকে। যখন কোন হস্তী মারা হয়, তখন রাজারা তাহার দন্ত এবং অর্দ্ধেক মাংস ভাগ পান, কিন্তু চাষ হইতেই তাঁহাদিগের প্রধান আয়। চাষ-কার্য্য স্ত্রী কিংবা দাসদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। রাজারা যথেচ্ছাচারী, ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা কখন কখন মিছামিছি রাগ করিয়া থাকে এবং ভিড়ের মধ্য হইতে একজন লোককে বাছিয়া লইয়া তাহার গলায় দড়ী জড়াইয়া দেয় ও নিজ হস্তে তরবারির এক কোপে তাহাকে কাটিয়া ফেলে। নিয়াম নিয়ামেরা প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে। তাহাদিগের বিশ্বাস যে, প্রেতাত্মারা বনে বাস করে। তাহারা অনুমান করে যে, যখন পাতার মর্ মর্ শব্দ হয়, তখন ভূতেরা কথা কয়। ইহারা মূর্ত্তিপূজা করে না। যাহাদিগকে তাহারা ডাইনি কিম্বা অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করে, তাহাদিগের জন্য অনেক রকম পরীক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের নানা রকম চিহ্ন থাকে। একটী মুরগিকে যে পর্য্যন্ত না সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে, ততক্ষণ জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। অজ্ঞান হইবার পর, যদি সে বাঁচিয়া উঠে, তাহা হইলে শুভলক্ষণ এবং যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে কুলক্ষণ স্থির করা হয়।

যদি একজন নিয়াম-নিয়ামের কোন আত্মীয় মরিয়া যায়, তাহা হইলে সে মাথা কামাইয়া থাকে। শবদেহকে কোন উৎসব সমারোহের ন্যায় সাজে সাজান হয়। সচরাচর ইহা রক্তবর্ণ কাষ্ঠের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া থাকে। দেহ গোরে সমাহিত হইলে মৃত্তিকা দ্বারা তাহা ঢাকে এবং তাহার উপর একটী কুটীর বাঁধিয়া থাকে।

---

# ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।

"ধর্ম্মং চর ধর্ম্মাৎ পরো নাস্তি
ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।"

ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকল জীবের পক্ষেই মধু স্বরূপ। সকল দেশের সকল শাস্ত্র ও সাধুগণ এই উপদেশ দিয়াছেন "ধর্ম্মাচরণ কর"। মানবের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পারে? ইতর-জীব জাতি হইতে মানবের শ্রেষ্ঠতা যদি কিছুতে থাকে, তবে সে ধর্ম্মে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি সকল জীব আহার বিহার করে; মনের প্রবৃত্তির অধীন

হইয়া, আত্মসুখ সাধনের চেষ্টা করে—যাহাতে শরীরের ক্লেশ কি মনের দুঃখ হয়, তাহা সর্ব্ব-প্রকারে পরিহার করিয়া থাকে। এরূপ কার্য্য মানবজীবনের লক্ষ্য হইলে পশুজীবন হইতে তাহার প্রভেদ কি? মানবজীবন বৃক্ষলতাদির ন্যায় আহার করিয়া ও নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া কিছু দিনের জন্য প্রাণ ধারণ করিবার নিমিত্ত নয়। মানবজীবন পশু-পক্ষীর ন্যায় কিছু দিনের জন্য সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া মরিবার নিমিত্ত নয়। এই জীবন ধর্ম্মসাধন করিয়া অমৃত জীবন ও অনন্ত উন্নতি লাভের জন্য—ঐহিক ও পারত্রিক চিরকল্যাণ, চিরশান্তি ও চিরসুখ ভোগের জন্য।

মনুষ্য নানা উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম-সাধন করিয়া থাকে। কেহ বা ঐহিক ধন, মান, সুখ, সম্পদ লাভের জন্য ধর্ম্মসাধন করে, কেহ বা রোগ শোক বিপদ ও মৃত্যু এই সকল ভব-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভয়ে ভয়ে ধর্ম্মসাধন করে। কেহবা ঐহিক সুখ দুঃখ ও লাভ ক্ষতির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পরলোকে স্বর্গভোগ বা নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের জন্য ধর্ম্মসাধন করে। ইহা প্রকৃত ধর্ম্মসাধন নহে—বণিকবৃত্তি মাত্র। বণিকেরা যেমন পাঁচ হাজার টাকা পাইবার আশায় পাঁচ শত টাকা ব্যয় করে, ধর্ম্ম-বণিকেরা সেইরূপ স্বর্গলোকে অনেক অর্থ ও ভোগ পাইবার আশায় দান ধ্যান ও নানা প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া থাকে। এক ব্যক্তি প্রণয়ের অনুরোধে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ না করিয়া যদি অনেক অর্থ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় বিবাহ করে, তাহার বিবাহ যেমন নিকৃষ্ট, ঐহিক বা পারত্রিক সুখ ও ঐশ্বর্য্য ভোগের লালসায় ধর্ম্মাচরণ করাও তদ্রূপ। যথার্থ প্রণয়ী স্ত্রীকে ভাল-বাসে বলিয়া তাহার সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হয়, ধনলাভ বা অন্য কোন নিকৃষ্ট বাসনায় নহে। যথার্থ ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্যই—পরমাত্মার সহিত মিলিবার জন্যই—ধর্ম্ম-সাধন করেন। অন্য উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম-সাধন করা তাঁহার নিকট অত্যন্ত ঘৃণাকর।

ধর্ম্ম সামান্য বস্তু নহে। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম, ধর্ম্ম স্বয়ং ঈশ্বর। ইহা হইলে ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তু আর কি হইতে পারে? ধর্ম্ম মানবের পরম গতি, পরম সম্পদ, পরম আশ্রয় ও পরম আনন্দ। ধর্ম্মকে যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য সাধনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম প্রিয় হইলে তাহা যত কেন কঠোর-সাধ্য হউক না, তাহা মধুর বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ ধর্ম্ম প্রেম—ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং তাঁহার সকল জীবের প্রতি প্রেম। এই প্রেমভূষণ পরিলে যেমন সুন্দর দেখায়, এমন আর কিছুতেই নহে। প্রেম চক্ষে রাখিলে চক্ষু অমৃত বর্ষণ করে, কর্ণে রাখিলে কর্ণ মধুর বাণী শুনিয়া তৃপ্ত হয়, রসনাতে রাখিলে তাহা অমৃতের আস্বাদন করিয়া সকলের কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দেয়, হস্তে রাখিলে হস্ত প্রেমময় হইয়া সকলের হিত সাধন করে ও সমুদয় বিশ্বসংসারকে প্রেমা-লিঙ্গনে বদ্ধ করিতে চায়। যে ধর্ম্মকে আশ্রয়

করে, সে নিজে মধুময় হয় এবং তাঁহার সংস্পর্শে যে আসে, সেও মধুময় হইয়া যায়। ধর্ম্মই যথার্থ পরশমণি। ইহার পরশে পৃথিবী স্বর্গধাম ও মানব দেবতা হয়।

---

## আচার।

"আচারাল্লভতে চায়ুরাচারাল্লভতে শ্রিয়ম্"।
লোক সদাচারে থাকিলে আয়ু ও লক্ষ্মী লাভ করে।

একদা রুক্মিণী দেবী লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবি। আপনি কিরূপ নর নারীর মধ্যে বাস করেন, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।

লক্ষ্মী বলিলেন :—

শান্ত, বিনীত, ধীর, সহিষ্ণু, দক্ষ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, দেবভক্ত, কৃতজ্ঞ ও উন্নত-স্বভাব পুরুষে আমি নিত্য বাস করি। যে ব্যক্তি কুকর্ম্মাসক্ত, নাস্তিক, কৃতঘ্ন, ভ্রষ্টচরিত্র, নিষ্ঠুর, চৌর, গুরুজনের ও সাধুজনের প্রতি অসূয়াপরবশ, তাহার নিকট আমি গমন করি না। যাহার তেজ, বল ও সত্ত্ব স্বল্পপরিমিত এবং সামান্য কারণে যাহার ক্লেশ উপস্থিত হয়, এবং যে ব্যক্তি যেখানে সেখানে ক্রোধ প্রকাশ করে, এবং যাহার মনে সরলতা নাই, আমি তাদৃশ পুরুষে বাস করি না। যে পুরুষ ধর্ম্মজ্ঞ ও পুণ্যশীল, দান্ত ও প্রিয়ভাষী এবং সর্ব্বদা জ্ঞানী ও সাধুগণের উপাসনা করে, যে পুরুষ ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ, দয়ালু ও ন্যায়বান্, আমি তাহাতে নিত্য বাস করি।

যে নারী ক্ষমাশীলা, জিতেন্দ্রিয়া, সত্যপরায়ণা ও সরলস্বভাবা, দেবতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী, আমি সেই নারীতে বাস করি। যে নারী পতিকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিয়া কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করে, আমি সে নারীকে ক্ষণমাত্রও পরিত্যাগ করি না। যাহার গৃহ-সামগ্রী সকল বিপর্য্যস্ত (১), যে নারী বিবেচনা করিয়া কাজ করে না, সর্ব্বদা স্বামীর প্রতিকূলাচরণ করে, স্বগৃহ ছাড়িয়া পরগৃহে যাইতে ভালবাসে, যাহার লজ্জা, ভয় ও বিনয় নাই, আমি সেরূপ নারীকে পরিত্যাগ করি। যাহারা পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা, কল্যাণশীলা, ভদ্র বেশ-ভূষায় বিভূষিতা, প্রিয়বাদিনী, পবিত্রচিত্তা এবং যাহাদের গৃহকার্য্য সকলই সুপরিচ্ছন্ন, এবং যে সকল নারী গুরুজন, পরিজন এবং অভ্যাগতদিগের পরিচর্য্যায় সুনিপুণা, আমি সেই সকল নারীতেই বাস করি।

মাতৃদেবতা, পিতৃদেবতা, আচার্য্য-দেবতা, অতিথিদেবতা ও পরমেশ্বর, এই পাঁচটীকে যে পুরুষ অচলা ভক্তি সহকারে নিত্য পূজা করে, আমি তাহাকে স্বয়ং ক্রোড়ে লইয়া থাকি (২)।

---

(১) মূল মহাভারতে "প্রকীর্ণভাণ্ডাম্" আছে, অর্থাৎ যাহার গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি (থালা, ঘটী, বাটী, বস্ত্র, খাদ্য প্রভৃতি) এলো মেলো অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

(২) এই পাঁচটীর পূজাকে "পঞ্চায়তন পূজা" বলে ; এবং ইহাই পুরুষের পরম পুরুষার্থ।

মাতা পিতা আচার্য্য প্রভৃতি গুরুজনেরা যাহার প্রতি অপ্রীত, অতিথি ও পিতৃলোককে যে পরিতৃপ্ত করে না, আমি তাহার গৃহে গমন করি না। আমি মিথ্যাবাদী, শঠ ও কপটীর গৃহে যাই না। কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে, যাহার মুখে "নাই নাই" কেবল এই শব্দ, আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি কৃপণ ও ক্ষুদ্রাশয়, ঋণ করিয়া পরিশোধ করে না, যে ব্যক্তি চিন্তায়, ভয়ে বা শোকে আত্মহারা হয়, আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি দুষ্টা স্ত্রী বা দুষ্ট পুরুষের সংসর্গে থাকে, আমি তাহার গৃহে যাই না। যে গৃহে নিত্য ঈর্ষা, দ্বেষ ও কলহ, আমি সে গৃহের ছায়াও স্পর্শ করি না।

যে গৃহে হরিপূজায়, হরিগুণকীর্ত্তনে এবং হরিনামে আগ্রহ নাই, আমি দূর হইতে সে গৃহ পরিত্যাগ করি। যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে, অন্ন বিক্রয় করে, বিদ্যা বিক্রয় করে, জীবহিংসা করে, আমি তাহার গৃহ নরককুণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করি। যে ব্যক্তি দত্তাপহারী, পরস্বাপহারী—দেবধন ও গুরুধনের অপলাপকারী, অন্যের বৃত্তি-লোপকারী, তাহার গৃহও আমি নরককুণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করি। যাহার ধর্ম্মকর্ম্মে দান নাই, দানে শ্রদ্ধা নাই, সেই মূঢ়বুদ্ধি পাতকীর ভবনে আমি গমন করি না। যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, ভার্য্যা, গুরু, গুরুপত্নী, অনাথা ভগিনী, কন্যা, এবং অনন্যগতি জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে প্রতিপালন করিতে কৃপণতা করিয়া ধন সঞ্চয় করে, আমি তাহার নরকতুল্য ভবনে কদাচ গমন করি না (৩)। যে ব্যক্তি মন্ত্র দান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অর্থলোভে বিদ্যাদান, চিকিৎসা বা দেবপূজা করে, তাহার গৃহে আমি পদার্পণ করি না। যে ব্যক্তি রোষ বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, বিবাহ, ব্রত, দান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যের ব্যাঘাত করে, সে পাপিষ্ঠের গৃহ আমি পরিত্যাগ করি।

( ক্রমশঃ )

(৩) মাতরং পিতরং ভার্য্যাং গুরুপত্নীং গুরুঞ্চ তম্।
অনাথাং ভগিনীং কন্যামনন্যাশ্রয়বান্ধবান্।
কার্পণ্যাদ্ যো ন পুষ্ণাতি সঞ্চয়ং কুরুতে সদা।
তদ্গৃহং নরকাকারং নৈব যামি কদাচন॥
( ব্রহ্মবৈবর্ত্ত )

# বৌদ্ধ উপাসনা।

কিছুদিন হইল বোধ-গয়া-প্রত্যাগত একজন সিংহলবাসী. বৌদ্ধ পুরোহিত কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আমরা এক বুদ্ধোপাসনায় যোগ দান করি। রাত্রি অনুমান সাত ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। একাসনে তিনজন পুরোহিত উপবিষ্ট, সকলের হস্তে এক এক খানি তালপাতার পাখা। আমরা সচরাচর এইরূপ অনুমান করিয়া থাকি যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ কেবল পরিচ্ছদের অঙ্গস্বরূপ এক এক খানি পাখা হাতে করিয়া বেড়ায়। বাস্তবিক তাহা নহে। পাখা উহাদিগের উপাসনার অঙ্গীভূত। কিরূপে অঙ্গীভূত, তাহা বলিতেছি। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া পুরোহিতগণ এক হস্তে (প্রায় বাম হস্তে) পাখাখানি মুখের সম্মুখে ধরিয়া মুখ ঢাকিয়া উপাসনা করেন। কেন? পাছে কোনও রূপ দৃষ্টিতে ধ্যান ব্যতীত মনকে অন্য দিকে লইয়া যায়। উপাসনার আর একটী অঙ্গ আছে, এক খণ্ড বৃহৎ আসন—মৃগ বা ছাগচর্ম্মের। ইহার প্রয়োজন কি? যদি কোনও স্থানে আসনের অভাব থাকে, ভিক্ষু ঐ চর্ম্মখণ্ড বিছাইয়া উপাসনা করিতে উপবেশন করেন। "নমো ভগবতে অর্হতে" ইত্যাদি গাথা পঠিত হয়। মূর্ত্তির সম্মুখে ধূপ ধুনাদি জ্বালান হয়। সকলে আমাদিগের মত প্রণাম করিয়া থাকেন। কিন্তু বসিবার প্রথা কিছু স্বতন্ত্র। উপাসনাকালে ইহাঁরা আমাদিগের মত উর্দ্ধগ্রীব, যোগাসন হইয়াও বসেন; কিন্তু বেশির ভাগ, মুসলমানেরা যেরূপ নমাজ করিবার সময় জানু পাতিয়া বসিয়া থাকেন, ইহাঁরা সেইরূপ বসেন। দেবতা নৈবেদ্য ও পুষ্পাদি দিয়া অর্চ্চিত হন, কিন্তু প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত হন না, নেত্র-প্রতিষ্ঠিত হন। চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। দয়া ও ঔদার্য্যে এই ধর্ম্ম অনুপ্রাণিত। রোগীর শুশ্রূষা ইহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সকলের পক্ষে, বিশেষতঃ সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষুগণের পক্ষে বড়ই আবশ্যক। এইজন্য ইহাঁরা বোধ হয় একাহারী, অল্পভোজী। ভিক্ষাও এক গৃহস্থের দ্বারে কমণ্ডলু লইয়া। একদ্বারে বিমুখ হইলে অন্য দ্বারে গমন করিবেন না, সে দিন আর আহার হইবে না। ভিক্ষুর পক্ষে গৃহে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ভোজন করা একবারে নিষিদ্ধ। ধূমপানাদি পর্য্যন্ত ইহাঁরা করেন না। পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রণালীতে অনুমিত হয় যে, ইহাতেও কোনও প্রকার বিলাসের নাম ও গন্ধও থাকিবে না। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সংযমের মহাশিক্ষা লাভ হয়।

---

# খোকার মায়ের পদ্য।

সুরলোক হতে মোর খোকাটী এসেছে যাই,
স্বর্গের স্বভাবটুকু, এখনো তেয়াগে নাই।
তেমনি মুখের কান্তি, অধরে তেমনি হাসি;
তেমনি উছলে গায়, স্বরগের রূপ-রাশি।
আকাশে যে চাঁদ উঠে, খোকা-চাঁদের কোণা;
ইন্দ্রের যে শচীরাণী, খোকা সে অঙ্গের সোণা।
অথবা হবে না চাঁদ, চাঁদে যে কলঙ্ক রয়;
সোণাও হবে না বুঝি, সোণা কি কোমল হয়?
এখন বুঝেছি তবে, মোর আঁচলের নিধি,
যে ভাবে যে উপাদানে, যতনে গঠিলা বিধি।
সুধা দেবতার পেয়, এক ফোঁটা সে সুধার;
পারিজাত নামে ফুল, একটী পাপড়ি তার;
দুটীরে মিশায়ে বিধি, বিরলে গড়িলা সেই,
স্বর্গীয় সুরভিরাশি, শ্রী-অঙ্গে মাখান তেঁই।
চোকে মুখে সরলতা, সরলতা দেহময়;
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-স্রোতে, সদা সরলতা বয়।
খোকা যেন কেহ নহে, দুঃখময় এ সংসারে;
অমল অধল খোকা, কিছুর না ধার ধারে।
হাসিয়া চাঁদের হাসি, যখনি বসিয়া কোলে,
স্বর্গের সঙ্গীত ঢালে, আধ আধ "মা,মা" বোলে;
অমনি মনেতে হয়, আমি আর আমি নাই;
সংসারের সুখ দুঃখ, সকলি ভুলিয়া যাই।
মন্দার-কুসুম-মধু পূত সুরধুনী-জল;
সুধার সুধারা কিবা, কিবা কল্পতরু-ফল;
আকাশ পাতাল ধরা, যেখানে যা ভাল আছে,
কে দেখবি দেখ্ আসি, আমার খোকার কাছে।
অচঞ্চল বিজলি সে, সুকোমল কাঁচা সোণা;
শীতল অনল-শিখা, নিরঙ্ক চাঁদের কোণা।
প্রাণের খোকাকে মোর, যে নামে ডাকি যে কালে;
খোকার মাধুরী গুণে, সে নামেই মধু ঢালে।
মধুর যে মধুনাম, শুনি এত মধুময়;
মধুর প্রভাব সে যে, নামের প্রভাব নয়।
শুনিয়া জুড়াই, বল্ পাঠিকা-ভগিনী যত,
কোলে কোলে দোলে খোকা, তোদের কি এই মত?
এই ভিক্ষা তবে, সবে একযোগে আয় ভাই;
যে যার খোকাকে নিয়ে, চাঁদমুখে চুম খাই। *

# মাদাগাস্কারের বীরাঙ্গনা।

বর্ত্তমান বর্ষে মাদাগাস্কার দ্বীপে ভয়ঙ্কর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। একদিকে সমর-কুশল সুশিক্ষিত ফরাসী সেনা উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র-সহ অমিতপরাক্রমে রণক্ষেত্রে,

* সম্পাদকেরও এই অনুরোধ, বামাবোধিনীর সহৃদয়া, সপুত্রকা পাঠিকাগণ, এই ক্ষুদ্র কবিতাটী পঠনানন্তর স্ব স্ব অঙ্কশোভী পুত্ররত্নের মুখচুম্বন করিয়া, খোকার মায়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

অগ্রসর, অপর দিকে অশিক্ষিত যুদ্ধবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ উৎকৃষ্ট-অস্ত্রশস্ত্র-বিহীন অর্দ্ধসভ্য-দেশবাসী হোবাগণ জন্মভূমিকে শত্রুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য আত্মবলি-দানে উন্মুখ। একদিকে সুসভ্য ফরাসী-মন্ত্রি-সমাজের মন্ত্রণা, যুদ্ধবিশারদ সৈনিকপুরুষদিগের অত্যাশ্চর্য্য সমর-কৌশল প্রকাশ, জল-স্রোতের ন্যায় সৈন্যের আগমন; অপর দিকে *একজন রমণী* মলিন-অস্ত্রধারী অশিক্ষিত সৈন্য সহ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ। কিন্তু তথাচ তাহারা পলায়ন করে নাই। পৃষ্ঠ প্রদর্শন অপেক্ষা, শত শত যুদ্ধ-নায়ক-গণ রণস্থলে জীবন বিসর্জ্জন করাকেই গৌরবের বিষয় মনে করিয়াছেন। তাহা-দের ধমনীতে শেষ রক্তবিন্দু প্রবহমাণ থাকা পর্য্যন্ত তাহারা বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু পরিশেষে স্বদেশহিতৈষী হোবাগণের রুধিরস্রোতের মধ্যে ফরাসী-দিগের বিজয়-বৈজয়ন্তীই নিখাত হইয়াছে। হোবাগণ কয়েক মাস অবিরত যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাভূত হইয়াছে। রাজধানী ফরাসী সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। রাণী এখন ফরাসী মন্ত্রিসমাজের ক্রীড়া-পুত্তলিকাবৎ মাদাগাস্কারের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন।

মাদাগাস্কার দ্বীপ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত। ইহা আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে। এই দ্বীপ দৈর্ঘ্যে ৪৫০ ক্রোশ, প্রস্থে ১৪০ ক্রোশ অর্থাৎ ২,৫২,০০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত। ইহা বিবিধ বৃক্ষ, উচ্চ ও সমতল ভূমি এবং পর্ব্বত ইত্যাদি দ্বারা বৈচিত্র্যময়। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। সুশ্যামল শস্যক্ষেত্র, অমুন্নত পর্ব্বতমালা এবং নানাজাতীয় বিটপী-শ্রেণীতে এই দ্বীপ একটী রম্য কাননে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এ স্থান দেখিতে যেমন সুন্দর, ইহার জলবায়ু তেমনি অস্বাস্থ্যকর। বিদেশীয় লোক এখানে সুস্থ-শরীরে বাস করিতে পারেন না। দেশবাসিগণও নানা প্রকার ব্যাধিতে অনেক সময় আক্রান্ত হইয়া থাকে। বিগত যুদ্ধে ফরাসী পক্ষের সহস্র সহস্র সৈন্য মাদাগাস্কারে রোগ-শয্যায় শয়ান ছিল।

এই দ্বীপবাসী অধিকাংশ লোকেই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। রাজপরিবার খ্রীষ্টান। কিন্তু যখন এখানে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন কত নব-ধর্ম্মাবলম্বী যে লাঞ্ছিত, অবমানিত এবং নিহত হইয়াছে, তাহার গণনা হয় না। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি যে সকল কঠোর উৎপীড়ন হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই স্থলে একজন অত্যাচার-পীড়িত খ্রীষ্টান রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী উল্লেখ করা যাইতেছে।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজ-গণ ঐ দ্বীপে আগমন করেন। ১৮২৮

* মাদাগাস্কার দ্বীপে এখন একজন রাণী রাজত্ব করিতেন, এখনও তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত আছেন।

খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান প্রচারকগণ নিয়মিত-রূপে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। মিশনরীগণ স্কুল স্থাপন করিয়া দেশীয়দিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দেশীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদিত হইল। ক্রমে একটী দুইটী করিয়া বহুলোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ইহা দেখিয়া রাজা ও দেশীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ এই নবধর্ম্মাবলম্বী-দিগের প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম খ্রীষ্টান-নির্যাতন আরম্ভ হয়।

নানা প্রকার পাশব উপায়ে খ্রীষ্টান-নির্যাতন আরম্ভ হইল। দোষ স্বীকার করাইবার জন্য প্রথমতঃ খ্রীষ্টান নরনারী-দিগকে কারাগৃহে বন্দী করিয়া রাখা হইত। যাহারা দোষ স্বীকার করিয়া স্বদেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিত না, তাহাদিগকে আগুনে পোড়াইয়া, জলে ডুবাইয়া, তরবারীর আঘাতে এবং পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে সজোরে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বিনষ্ট করা হইত। কাহাকেও বা সর্পপূর্ণ থলির ভিতরে পূরিয়া বিনাশ করা হইত! কিন্তু খ্রীষ্টান প্রচারক-গণের অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচলিত অধ্যবসায় গুণে এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বরবিশ্বাসের বলে এই ভয়ানক প্রতি-কূল ঘটনার মধ্যেও প্রতিদিন খ্রীষ্টান-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই ভয়ঙ্কর নির্যাতনের সময় কাফারা-ভাবি-নাম্নী একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি যুবতী। সংসারের সুখ সুবিধা, আমোদ প্রমোদ, বিলাসতরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-সাধনের কণ্টকশয্যায় শয়ন করিলেন। পিতা মাতা ভ্রাতা এবং আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের প্রতিকূলে—রাজার প্রতিকূলে—দেশের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি জানেন, তিনি কি ভয়ঙ্কর ব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি জানেন যে, তাঁহার সম্মুখে পুষ্পশয্যা সজ্জিত নহে; কিন্তু অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। প্রতিদিন শৃগাল কুকুরের ন্যায় খ্রীষ্টানগণ রাজকর্ম্মচারীদিগের পদদলিত হইতেছে, তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই, আশ্রয় দান করিবার কেহ নাই। এ সকল দেখিয়াও কাফারাভাবি অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন কেন? এই পতঙ্গবৃত্তি তাঁহার প্রাণে কেন উদয় হইল?

এই সময়ে মাদাগাস্কারের শাসনদণ্ড একজন রমণীর হস্তে ছিল। তিনি রমণী হইয়াও খ্রীষ্টান-নির্যাতনে রাক্ষসীর ন্যায় আনন্দানুভব করিতেন এবং সেই কার্য্যে প্রজাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। কাফারাভাবির পিতা এবং ভ্রাতা রাজসংসারের উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারাও কাফারাভাবির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। সমুদয় রাজকর্ম্মচারিগণ এই নিরীহ মহিলার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

অবিলম্বে একজন রাজানুচর কাফারা-ভাবির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনার দলে আর কে কে আছে,

তাহাদের নাম প্রকাশ করুন্ এবং আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। আপনাকে কারাগৃহে বাস করিতে হইবে।"

কাফারাভাবি সমবিশ্বাসী ভাই ভগিনী-দিগের নাম প্রকাশ করিলেন না। তিনি এইমাত্র বলিলেন "আমি নিয়মিত কালে পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকি এবং যাহাতে সকলে এই উপাসনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য স্থানে স্থানে প্রচার করিয়া থাকি।" বলা বাহুল্য, তিনি কারাগারে বন্দী হইলেন। তাঁহার প্রতি নানা প্রকার নির্যাতন আরম্ভ হইল, কিন্তু কিছুতেই তিনি সমবিশ্বাসী ভ্রাতা ভগিনীদিগের নাম প্রকাশ করিলেন না।

কাফারাভাবি যথাসময়ে কারাগৃহ হইতে বিচারকের নিকট আনীত হইলেন। আসিবার কালে পথে একজন সমবিশ্বাসী ভ্রাতাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। যখন বিরোধিগণ যন্ত্রণা দিয়া আমার প্রাণ নষ্ট করিবে, তখন তুমি কাছে থাকিয়া প্রত্যক্ষ করিবে যে, আমি কিরূপে প্রাণ ত্যাগ করি। তুমি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে, আমি প্রকৃত খ্রীষ্টানের ন্যায় সৌম্য ও শান্তভাবে, প্রসন্নমনে প্রভুর আলোক হৃদয়ে অনুভব করিয়া ইহ জীবন-লীলা শেষ করিব। তৎপরে তুমি এই সংবাদ মণ্ডলীর অন্যান্য দুর্ব্বল বিশ্বাসীদিগের নিকটে বলিবে। তাহা হইলে তাহারাও আমার ন্যায় প্রভুর ধর্ম্ম-রক্ষার্থে অকাতরে প্রাণ দান করিতে প্রস্তুত হইবে।"

কাফারাভাবি যথাসময়ে বিচারকের নিকট উপস্থিত হইলে বিচারক তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি অসম্মত হইলেন। তখন বিচারক ক্রোধে কম্পিতস্বরে কহিলেন, "তবে বিনষ্ট হও; তোমার প্রাণ দণ্ড হউক।"

কাফারাভাবির শরীর কম্পিত হইল না, তাঁহার মুখও মলিন হইল না, তিনি স্থির গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অস্ফুটস্বরে কেবল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর লীলা শেষ হইতেছে জানিয়া তাঁহার চক্ষু যেন স্বর্গের দিকে উন্মুখ হইল।

এই সময় হঠাৎ নগরে আগুন লাগিল। অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য সকলে ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সুতরাং কাফারা-ভাবির প্রাণদণ্ড আপাততঃ হইল না। তিনি কারাগারে নীত হইলেন। কারা-গারের ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে তিনি কয়েক মাস অবস্থিতি করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে বাহির করিয়া প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে 'ক্রীতদাসী' রূপে বিক্রয় করা হইল। সৌভাগ্যের বিষয় যে, কাফারা-ভাবির একজন আত্মীয় তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লইয়া গেলেন।

কাফারাভাবি পুনরায় প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ এবং বিশ্বাসের অগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাপিত

হইবার নহে। তিনি যখন যে অবস্থায় থাকেন, পরমেশ্বরের মহিমা প্রচার করেন। ঈশ্বরের নাম মহিমান্বিত করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এইরূপে প্রচার করিতে করিতে তিনি আরও কয়েক বার বিচারকদিগের হস্তে পতিত হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করেন; কিন্তু ঈশ্বর-কৃপায় তাঁহার দেহ-নাশ হয় নাই।

কিছু কাল পরে তিনি চিরদিনের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি জনৈক ইংরাজ প্রচারকের সাহায্যে প্রথমতঃ মরিসস্ দ্বীপে, তৎপরে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে কিছু কাল বাস করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করেন। তৎপরে পুনরায় মরিসসে আগমন করেন। অনাথ বালকবালিকাগণের শিক্ষা এবং সেবাকার্য্যে তিনি জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিয়োজিত করেন। একটী অসভ্য যুবতী ধর্ম্মবিশ্বাসবলে সুদৃঢ় থাকিয়া কিরূপে জ্ঞান ও পুণ্যের পথে অগ্রসর হইতে পারেন, কাফারাভাবির জীবনে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়

---

# সেক্সপিয়ারের গল্প।

## টাইমন।

সৌভাগ্যসময়ে লোকের বন্ধু বান্ধবের অভাব থাকে না। যখন বন্ধুবান্ধবদিগকে সুস্বাদু খাদ্য পানীয়ে পরিতুষ্ট করিবার সামর্থ্য থাকে, যখন অম্লানবদনে শত সহস্র মুদ্রা আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিতে পারা যায়, তখন মধু-লোলুপ ভ্রমরের ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে বন্ধু বান্ধব আপনা আপনি আসিয়া জুটিয়া থাকে; কিন্তু যখন ধনবান্ ব্যক্তি অর্থহীন হন, যথেষ্ট ব্যয় ব্যসনে অনুচরগণকে পরিতুষ্ট করিতে পারেন না, তখন আবার বহুদিন-প্রতিপালিত পরমাত্মীয়গণ কোথায় অন্তর্হিত হয়, তাহার কিছুই স্থিরতা থাকে না।

এথেন্স নগরে টাইমন নামে একজন ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। অন্যান্য গুণাপেক্ষা দাতৃত্ব গুণেই তিনি সকলের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিলেন। শুদ্ধ দরিদ্র ব্যক্তি নহে, সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরাও তাঁহার বদান্যতায় পরম আপ্যায়িত হইতেন। স্বদেশীয় বিদেশীয়, আত্মীয় অনাত্মীয়, সকলেই সমভাবে তাঁহার সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতেন, তাঁহার আমন্ত্রণে চতুর্ব্বিধ রসে উদর পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে পরম পুলকিত করিতেন। কেহ কবিতা লিখিয়া টাইমনকে উপহার দিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল, কোন চিত্রকর অবিক্রেয় চিত্র

দিয়া, কোন শিল্পী অবিক্রেয় শিল্পজাত দিয়া আশাতীত অর্থ লাভ করিতে লাগিল। তাঁহার কাছে ধনার্থী ধন পাইল, বিবাহার্থী বিবাহিত হইল, পরিচ্ছদার্থী পরিচ্ছদ পাইল। এইরূপে যে যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিল, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উন্মুক্ত হস্তের উপযুক্ত অর্থ ধনাগার যোগাইতে পারিল না। অচিরেই তাঁহার ধনাগার অমিত-ব্যয়ের সহিত সম্মুখ সমরে পরাজিত হইল—তিনি ক্রমে হীন হইতে হীনতর অবস্থায় পতিত হইলেন। একে একে বিষয় সম্পত্তি বিক্রীত হইতে লাগিল,কিন্তু চাটুকার বন্ধু বান্ধব বা কর্ম্মচারিগণ কেহ তাঁহাকে সে বিষয় জ্ঞাত করিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করিল না। কেবল বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ক্লবিয়স্ গোপনে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। ক্রমে যখন বাড়ী ঘর ও তৈজস পত্রাদি বিক্রীত হইবার উপক্রম হইল, তখন ক্লবিয়স্ তাঁহার চরণ ধরিয়া মিত-ব্যয়ী হইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু টাইমন তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ক্লবিয়স্ তৈজস পত্রাদি বিক্রয় করিয়া প্রভুর অর্থ সংকুলান করিতে লাগিল। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ তখনও আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কিন্তু ক্লবিয়সের চক্ষে জল ধরে না।

টাইমনের যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি তৈজস পত্রাদি ছিল, সমুদয় নিঃশেষিত হইল। পরদিনের প্রাতঃকালের খরচ চলিতে পারে এরূপ অর্থ সংগ্রহ করিবারও আর উপায় নাই দেখিয়া ক্লবিয়স্ সজল-নয়নে স্বীয় প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় বিষয় জ্ঞাপন করিল। টাইমন তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া সহাস্য-মুখে উত্তর করিলেন, "ক্লবিয়স! তুমি রোদন করিতেছ কেন? আমার অর্থ নাই, তাহাতে ক্ষতি কি? আমার পরমা-ত্মীয়গণ আছেন। তাঁহারা অবশ্যই আমার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিবেন।"

টাইমন পত্রদ্বারা আপনার দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিয়া পূর্ব্বপরিচিত পরম বন্ধুদিগের নিকট স্বীয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ক্লবিয়সকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যে কোন বন্ধু তাঁহার দুরবস্থার বিষয় ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিবেন, তিনি ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিবেন। পাঁচ ছয় জন বন্ধুকে বিশেষ দায় জানাইয়া পত্র লেখা হইল, কিন্তু ক্লবিয়স বহু পর্য্যটনের পর শূন্যহস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

এত দিন পরে টাইমনের চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন—এ জগৎ স্বার্থের রাজ্য; যতক্ষণ স্বার্থ আছে, ততক্ষণ বন্ধুতা আত্মীয়তা আছে, ততক্ষণ আপনার বলিবার লোক আছে; ততক্ষণ সবই আছে। স্বার্থের অভাবে জগতে সকলেরই অভাব। যে বন্ধুগণ ক্ষণকাল তাঁহার অদর্শনে জগৎ অন্ধকারময় দেখিত, এক্ষণে তাহাদের আর কেহ ডাকিলেও তাঁহাকে দেখিতে আইসে না। যাহারা তাঁহার যশোগান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ

বোধ করিত, এক্ষণে তাহারা তাঁহার নির্ব্বোধতার নিন্দাপ্রচারে শতমুখ। ইহাতে তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলেন।

একদা টাইমন আবার সমুদায় বন্ধুগণকে আমন্ত্রণ করিলেন। আবার নৃত্যগীতে তাঁহার আবাস-বাটী প্রমোদ-কাননে পরিণত হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে বন্ধুগণ সমবেত হইতে লাগিল। যথাকালে ভোজনাগারে সকলে আহূত হইল, কিন্তু ভোজন-পাত্রাবরণী উন্মোচন করিয়া সকলেই চমকিত হইল, দেখিল খাদ্য নাই —কেবল কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল রহিয়াছে মাত্র। সকলকেই স্তম্ভিত দেখিয়া টাইমন রূঢ় বাক্যে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত বোধ করিয়া প্রস্থান করিল।

টাইমন প্রতারণাময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেন। একদা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে তিনি এক চাপ স্বর্ণ লাভ করিলেন, কিন্তু এ বারে ঐ স্বর্ণের অন্যরূপ ব্যবহার করিলেন। এথেন্স আক্রমণকারী সৈন্যবৃন্দকে উত্তেজিত করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যদি তাহারা এথেন্সবাসীদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে পারে, তাহা হইলে ঐ স্বর্ণ তাহাদিগকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

এথেন্স-বাসীরা ভীত হইল। টাইমনের জন্য তাহারা দুঃখ প্রকাশ করিল। তাঁহাকে প্রত্যাগত হইতে আহ্বান করিল। কিন্তু তিনি আর ফিরিলেন না। এথেন্স ধ্বংস হইল।

# নূতন সংবাদ

১। ঢাকার নবাব আশানুল্লা খাঁ বাহাদুর বুড়ি গঙ্গা ও অন্যান্য মজা নদীর উদ্ধারার্থ ১৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

২। খিদিরপুর অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৬০০০ লোক বিপদ্‌গ্রস্ত। ইহাদিগের সাহায্যার্থ দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ৫০০০, কাশীর এক বিধবা রমণী ৫০০০ এবং শোভাবাজার বেনেভোলেণ্ট সোসাইটী ২০০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

৩। বিখ্যাত ইংরাজী-উপন্যাস-রচয়িত্রীর স্মৃতি-সম্মানার্থ ননইটনে (যেখানে তাঁহার জন্ম হয়) একটী পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার কথা হইতেছে।

৪। গ্রীসরাজ এথেন্স্ সহরে লর্ড বায়রনের প্রস্তর-মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

৫। ব্রীটিষ মিউজিয়মের প্রতীচ্য বিভাগে একটী মৃত্তিকাফলক পাওয়া গিয়াছে। ইহা লম্বে ৮ ইঞ্চি, প্রস্থে ৪ ইঞ্চি। ইহাতে ৮৩ লাইন uniform অক্ষরে লেখা। মৃত্তিকাফলক নাইল নদীর মৃত্তিকায় প্রস্তুত এবং ইহাতে মিসরের

রাজার সহিত বাবিলনের রাজকন্যার বিবাহের প্রস্তাব লিখিত আছে।

৬। অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যদিগের এক সমিতিতে মহিলাদিগকে বি, এ, উপাধি দিবার প্রস্তাব হয়। অধিকাংশ সভ্য প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য করেন !!

৭। ছোট লাট সিটী কলেজ ও মহাকালী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণে সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। দেশের সকল সদনুষ্ঠানে তাঁহার উৎসাহদান প্রশংসার্হ।

---

# বামারচনা।

## মাতঃ বীণাপাণি।

আবার এসেছি দেবী
সেবিতে তোমায়,
তুলে লও স্নেহভরে
অপার দয়ায়—
ভ্রমিয়াছি সর্ব্বস্থান
কিন্তু এ জগতে
মনের মতন কিছু
না পাই দেখিতে।
উপরে সরল ভাব
অন্তরে গরল,
দারুণ বৈষম্য হৃদে
হেরি অবিরল।
উদার মহান্ প্রাণ
বিশ্ব-প্রেমে প্রেমী
কোটী নর নারী মাঝে
না হেরিনু আমি।
তাই ফিরে এসেছি মা
সেবিতে তোমায়,
জুড়াইব কিছু দিন
ও স্নেহ-ছায়ায়।
কি যে এ কঠিন ধরা
মরুভূমি মত
জুড়াইতে যাই (তবু) প্রাণ
জ্বলে অবিরত।
কি আশায় গিয়াছিনু
কি লভিনু ফল,
স্মরিলে সে শোক-গাথা
জ্বলে মর্ম্মস্থল।
আয় মাতঃ বীণাপাণি
অধীনীর চিতে,
মোহন-মূরতি হেরি
প্রাণ জুড়াইতে।
সুন্দর বীণার তানে
মোহিয়া ভুবন,
জুড়া' গো মা তাপদগ্ধ—
কন্যার জীবন।
কবিত্ব কল্পনা কিছু
নাহিক আমার,
জানি তবু তুমি দেবী
সর্ব্ব-সুখ-সার!
তোমার অভাবে নর
অজ্ঞানতাময়,

গুণী মানী কৃতী হয়
তোমারি কৃপায়।
নাই মা কিছুই মোর
যদি কৃপা কর,
তবে মা ঘুচাও হৃদে
অজ্ঞান-আঁধার।
নাশিয়া তিমির এসে
বস এ হৃদয়ে,
পূজিব মা রাঙ্গা পদ
ভক্তি-ফুল দিয়ে।
তোমারে অর্চ্চিয়া চাহি
দুঃখ বিস্মরিতে,
নিশি দিন পদাম্বুজে
অষ্টাঙ্গে লুঠিতে।
পূরাও মা দুখিনীর
আজন্ম কামনা,
এ হৃদয় ত্যজি কভু
দূরে যাইও না।
কি আছে যে দিব মাতঃ
কমল চরণে—
সঁপিলাম ভক্তিভরে
হৃদয়-প্রসূনে।

শ্রীকুসুমকুমারী রায়।

## মহাপ্রাণ।

কোনো সুখ নাই মম ঘর সংসারে—
হাসির লহর তুলি
প্রাণের সন্তানগুলি
যদিও আনন্দ ঢালে সহস্রধারে,
তবুও নাহিক সুখ ঘর সংসারে।
যদিও স্বামীর মুখ,
জগতে দুর্ল্লভ সুখ,
হেরিতেছি দিবা নিশি নয়ন ভ'রে,
তথাপি নাহিক সুখ ঘর সংসারে।
যদিও আমরা নারী,
তবুও রহিতে নারি,
অবরোধে বদ্ধ প্রাণ কেমন করে!
চাহি না আপন স্বার্থ,
সাধিবারে পরমার্থ,
বেড়াব জগতে হয়ে আপন-হারা।
পাপ তাপ হিংসা দ্বেষ
জরা মৃত্যু চিন্তা ক্লেশ
কেবলি কেবলি এই সংসারভরা।
মায়া যক্ষী শত মুখে
গ্রাসিতে আসিছে লোকে
অনন্ত সংসার-ভরা কেবলি মড়া।
কেহ মরে শোকে তাপে
কেহ মরে মহাপাপে,
সারি সারি কত শব শ্মশান-ভরা,
উচিত কি, উচিত জীয়ন্তে মরা!
এ পাপ সংসার হতে,
বাহিরিব কোন মতে,
কি হবে, আত্মীয়গণ কাঁদিবে তারা?
কিন্তু নরকের ধারে,
কাঁদিয়া ডাকিব যারে,
কেহ কি সে অন্ধকারে হইবে খাড়া?
এই ভগ্ন প্রাণ নিয়ে
সংসারে বিদায় দিয়ে

উন্মত্ত উদাসি হব সংসার ছাড়া,
তাঁর নামে ছুটে যাব
তাঁর প্রেমে ঝাঁপ দিব
চিরকাল আমি যাঁর চরণে পড়া।
এই অতি ক্ষুদ্র প্রাণ
তাঁরেই করিব দান
রব না রব না আর জীবনে মরা।
কেন বা রহিব আর ঘরের কোণে?
ধর্ম্ম অসি হাতে করি,
সাহস সাঁজোয়া পরি,
ডাকিব প্রাণের বলি জগত জনে।
যেখানে অন্নের তরে,
ক্ষুধিত কাঁদিয়া মরে,
আহার যোগাতে যাব তাদের কাছে।
যেখানে দেখিব চেয়ে
খেলে সবে পাপ নিয়ে,
পাপের কুহেলি প্রাণে ছাইয়া গেছে—
অমনি ব্যাকুল হয়ে যাইব ধেয়ে,
ইষ্ট নাম হৃদে স্মরি
আদর যতন করি,
গলিত জঘন্য আত্মা লইব ধুয়ে।
যেখানে রোগীরা সব
করে হাহাকার রব
চাহে না ভুলিয়া কেহ তাদের পানে,
সাহস সম্বল নিয়ে
সেখানে মিলিব গিয়ে
বাঁচাব সহস্র প্রাণ ঔষধ দানে।
যেখানে কাতর নর
রোগে শোকে জর জর
কেহ নাই এ সংসারে শুশ্রূষা করে,
প্রবেশিব সেই স্থলে,
আতুরে লইব কোলে,
করিব শুশ্রূষা সেবা পরাণ ভরে।
ছেলে মেয়ে কোলে করে
রয়েছি প্রাসাদ পরে
আমার দুয়ারে পড়ি দরিদ্র কাঁদে,
আমি কি সাজিব বসি মোহন ছাঁদে?
অষ্টাঙ্গ ভূষিত করি,
সোণার গহনা পরি,
গোলাপ গুঁজিয়া দেই চুলের গোছে,
তবু গহনা গহনা,
স্বামীরে কত তাড়না!
এ কলঙ্ক আমাদের যাবে কি মুছে?
বাদ বিসম্বাদ ভুলে
এসলো সকলে মিলে
কলঙ্কের দাগ মুছি বাহির হব,
বিলাস বাসনা ভালে,
দিবলো আগুন জ্বেলে,
সাধিলেও এ কলঙ্ক আর না ছোঁব।
আমার আমার করি,
চিরদিন ঘুরে মরি,
তবু মিটিল না আত্ম-সুখের বাসনা।
এই কি কর্ত্তব্য কাজ?
ছি ছি মরি পাই লাজ,
পরহিত ব্রত কবে করিব সাধনা?
ত্যজি অমূলক লাজ
চেষ্টা করে দেখি আজ
সাধিতে পরের কাজ পারি না পারি।
কোন অসম্ভব কাজ
নাহি এ জগত মাঝ
সঙ্কল্প করিলে যাহা সাধিতে নারি।

এ ক্ষুদ্র পরাণ খানি,
সংযমনে বেঁধে আনি,
মহা জগতের তরে উৎসর্গ করি,
সাধি জগতের কাজ পরাণ ভরি॥

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

---

## অনিত্যতা।

মিছা এই সংসার বাসনা,
কেহ কার নহেত আপনা,
অট্টালিকা রত্ন ধন,
মণিমুক্তা আভরণ,
সকলি ভোজের বাজি কিছু নহে কার,
তবে কেন ক'রে মরি আমার আমার। ১

বাদসাহ নবাব আমীর,
ধনী মানী কাঙ্গাল ফকির,
করাল কালের কাছে,
ভেদাভেদ নাহি আছে,
দীন ধনী তার কাছে সব একাকার।
তবে কেন কর মন আমার আমার। ২

নশ্বর এ জীবের জীবন,
মিছা এই দেহের যতন,
সামান্য স্বার্থের তরে,
মরি সদা ঘুরে ঘুরে,
জানি না কি আছি ভবে দিন দুই চার,
তবে কেন করি মিছা আমার আমার ?৩

মিছা এই সংসার-বন্ধন,
মিছা পতি পুত্র পরিজন,
কলের পুতলি মত,
ঘুরি মোরা অবিরত,
মায়ার কুহকে ভুলে থাকি অনিবার,
তাই বুঝি করি সদা আমার আমার।৪

ভায়ে ভায়ে বিবাদ নিয়ত,
বন্ধুজন হয় শত্রু মত
সামান্য অর্থের তরে,
মারা মারী ঘরে ঘরে,
কে না জানে যেতে হবে ত্যজিয়া সংসার,
তবে কেন মিছা করি আমার আমার ?৫

প্রাসাদে মিটে না মন-আশ,
তরুতলে কি করিব বাস ?
মণি হীরা শোভে শিরে,
ছিন্নবাস পরে নরে,
রাজভোগে মনঃসাধ মিটে না আবার,
তাইরে কেবলি করি আমার আমার।৬

এ জীবন ক্ষণস্থায়ী হায় !
পদ্মপত্রে বারি-বিন্দু প্রায়
তবে কেন এত আশা,
এত যত্ন ভালবাসা
সদা প্রাণে পোষি কত বাসনা অসার,
মরি কেন করি মিছা আমার আমার ?৭

তাই বলি হে অবোধ মন,
করিও না সুখের যতন,
আসিবে এমন দিন,
ভব সুখ হবে লীন,
হেরিবে যে চারি দিকে ভীষণ আঁধার,
তখন করিবে কিরে আমার আমার ?৮

আর না করিবে কেহ স্নেহ,
ভূমিতে রাখিবে স্বর্ণদেহ,
অট্টালিকা রত্ন ধন,
মণি মুক্তা আভরণ,

কিছুই যাবে না যেরে সঙ্গেতে তোমার,
তবে কেন কর মন আমার আমার ?৯
ভিখারী দণ্ডীর বেশে হায়,
বন্ধুজন দিবেরে বিদায়,
এই মুখে হরিবোলে
দিবেরে অনল জেলে,
হুতাশন মাঝে দেহ হইবে অঙ্গার,
কে আর বলিবে বল আমার আমার ?১০

তাই বলি অবোধ পরাণ,
ত্যজ দম্ভ মান অভিমান,
সুখ সাধ সমুদায়,
ঢালহ তাঁহার পায়,
অনাথের নাথ যিনি দয়ার আধার,
মিছা করো নাক আর আমার আমার।১১

শ্রীসরোজিনী দেবী,
কোঁচবিহার।

---

# ১৩০২ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতি।



২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।



৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

৯। বিবিধ।



১০। গীত ও বাদ্য।



১১। সাময়িক প্রসঙ্গ।



১২। নূতন সংবাদ।



১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা।



১৪। বামারচনা।